মন্ত্রী

শিল্প ও বাণিজ্য, শিল্প পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ এবং

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখবন্ধ

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের আনুকূল্যে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু রয়েছে, তা নিয়ে একটি বিবরণ-সহ পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন যাবৎ অনুভব করা হচ্ছিল। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ এই বিষয়ে এগিয়ে এসে সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার প্রয়াস নিয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি কিছু তথ্য অনুল্লেখিত থেকে যায়, তাহলে সেটি সত্ত্বর নজরে আনলে খুবই ভালো হয়।

আশা করি এই সংকলন রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রামস্তরে সকলের কাজে আসবে।

নিরুপম সেন

কলকাতা (নিরুপম সেন)

০৬-০৬-২০০৮

সূচিপত্র

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (NREGA), ২০০৫

১। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (NREGA), ২০০৫-এর উদ্দেশ্য কী? :

এই আইনের উদ্দেশ্য তিনটি—

* যেসব গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক, সেইরকম প্রত্যেক পরিবারকে প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী বছরে অন্ততঃ ১০০ দিনের কাজ দেওয়া

* গ্রামীণ এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা; এবং

* গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের ভিত্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা।

২। এই আইন কবে থেকে চালু হল? :

২০০৫-এর ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন চালু করেছেন।

৩। এই আইনের বিশেষত্ব কী? :

এই প্রথম কোনো কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজ দেওয়ার ও কাজ দিতে না পারলে বেকারভাতা দেওয়ার আইনি গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে।

৪। এই কর্মসংস্থান প্রকল্পটি আবার কী? :

এই আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য সরকার এই আইন চালু হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে এই আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একটি প্রকল্প গ্রহণ করবেন। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি, ২০০৬ তৈরি করা হয়েছে। ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০০৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১০ জেলায় এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এগুলি হল - জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৫। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি রূপায়নের মূলনীতি কী? :

NREGA' 05 আইনের ৪নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলি প্রকল্প রূপায়ণের যে দায়িত্ব পেয়েছেন তার মূলনীতি হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশীদারিত্বে শুধু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ নয়, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম সংসদ এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে প্রকল্প সনাক্তকরণ, কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা। আর সেই সঙ্গে সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে জনগণের সকল সময়ের তদারকিতে প্রকল্প রূপায়ণ এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা।

৬। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি ২০০৬ কিসের গ্যারান্টি দেয়? :

প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারের অদক্ষ কায়িক শ্রমের কাজ করতে ইচ্ছুক প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের বছরে ১০০ দিন কাজের গ্যারান্টি।

৭। এই প্রকল্পের মূল পর্যায় গুলি কী কী?	এই প্রকল্পটিকে মূল পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়- (ক) কর্মপ্রার্থী পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পরিবারের রেজিস্ট্রেশন, (খ) রেজিস্ট্রিকৃত পরিবারগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে থেকে জব কার্ড দেওয়া, (গ) জব কার্ডের ভিত্তিতে কর্মপ্রার্থী পরিবারের তরফে কাজের আবেদন করা ও রূপায়ণকারী সংস্থার তরফে তা গ্রহণ করা, (ঘ) রূপায়ণকারী সংস্থার তরফে কাজের আবেদন করা পরিবারগুলিকে কাজ বরাদ্দ করে তা জানিয়ে দেওয়া এবং (ঙ) রূপায়ণকারী সংস্থার তরফে প্রকল্প রূপায়ণ, মজুরি প্রদান ও তার হিসাবরক্ষণ।
৮। এই প্রকল্পে দক্ষ/অর্ধদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে কী?	হ্যাঁ, প্রকল্পের প্রয়োজনমতো নিয়োগ করা যাবে।
৯। এই প্রকল্পে অদক্ষ/অর্ধদক্ষ/দক্ষ শ্রমিকের মজুরি কত?	বর্তমানে দৈনিক যথাক্রমে-৭০ টাকা/১০৫ টাকা/১৪০ টাকা।
১০। অদক্ষ শ্রমিকের ন্যুনতম বয়স কত?	১৮ বছর।
১১। কে কাজ বরাদ্দ করবেন?	গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রোগ্রাম অফিসার, যাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে।
১২। প্রতিবন্ধী বা APL পরিবার কী এই প্রকল্পে কাজ পাওয়ার যোগ্য?	হ্যাঁ, যোগ্য।
১৩। কারা কাজ পেতে পারেন?	১৮ বছর বা তার বেশি বয়স এবং স্থানীয় বাসিন্দা এমন যে কেউ চাইলে কাজ পাবেন।
১৪। একটানা কতদিন কাজের জন্য দরখাস্ত করা যাবে?	সাধারণতঃ একটানা কমপক্ষে ১৪ দিন (সপ্তাহে অনধিক ৬ দিন)।
১৫। কাজ চাওয়ার আবেদনের কত দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে?	দরখাস্ত করার অথবা যে তারিখ থেকে কাজ চাওয়া হচ্ছে তার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে।
১৬। কীভাবে কাজ দিতে হবে?	গ্রাম পঞ্চায়েত/প্রোগ্রাম অফিসার লিখিতভাবে কাজের আবেদন করা ব্যক্তিকে জানিয়ে দেবেন, কাজের জন্য তাঁকে কোথায় কখন হাজির হতে হবে। যাঁদের কাজ দেওয়া হল তাঁদের নাম, কাজের স্থান ও তারিখের তথ্য ব্লক স্তরে প্রোগ্রাম অফিসারের অফিসে ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে হবে।

১৭। একই পরিবারের অন্য সদস্য পৃথক আবেদন করে কাজ চাইতে পারেন? ঃ হ্যাঁ, পারেন।

১৮। একই পরিবারের চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি থাকলে তাঁরা মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪০০ দিনের কাজ পাবেন কী? ঃ না। হিসাবটি পরিবার ধরে করতে হবে। ১টি পরিবার (সকল সদস্যকে নিয়ে মিলিতভাবে) কমপক্ষে ১০০ দিনের কাজ পাবেন।

১৯। কোনো কাজে যদি কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকেন তবে কাজ পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন কী? ঃ হ্যাঁ।

২০। কোন অদক্ষ শ্রমিক কোনো দিন বেশি কাজ করলে নির্ধারিত হারের বেশি মজুরি পাবেন কী? ঃ হ্যাঁ। বেশি কাজ করলে সমানুপাতিক হারে বেশি মজুরি পাবেন। আবার কম কাজ করলে সমানুপাতিক হারে কম মজুরি পাবেন।

২১। অনেক পরিবারকে কাজ দিলেও তারা কাজ করতে যান নি। তাদের যত দিন কাজ বরাদ্দ করা হল সেই দিনসংখ্যাকে কী ১০০ দিনের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে? ঃ না। কাজ বরাদ্দ করার পরেও যদি কেউ কাজ করতে না যান তবে তাঁকে যতদিন কাজ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই দিনসংখ্যাকে ১০০ দিন থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তিনি আবার আবেদন করলে তাঁকে আবার কাজ দিতে হবে এবং তখনও তিনি সর্বমোট ১০০ দিন কাজ পাওয়ার অধিকারী হবেন। শুধু যে সময় তাঁকে কাজে বরাদ্দ করা হয়েছিল সে সময় যদি তিনি কাজে যোগ না দেন তাহলে সেই কাজ কোনো কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ হয়ে গেলেও (যেমন একটি কাজ ১৫ দিন চলার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল ৫ দিন চলে কাজ শেষ হয়ে গেছে বা বন্ধ করতে হয়েছে এবং ১৫ দিনের মধ্যে নতুন কোনো কাজ দেওয়া যাচ্ছেনা) তিনি বেকার ভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন না যদিও এর মধ্যে যারা কাজে যোগ দিয়েছিলেন তারা বাকী ১০ দিনের জন্য বেকারভাতা পাবেন।

২২। একজন কাজ করেছেন। তার পরে তিনি বাইরে চলে গেছেন। ছেলে মজুরী নিতে আসছে। তাকে কী টাকা দেওয়া যাবে? ঃ না। যিনি কাজ করেছেন তাঁকেই মজুরি দিতে হবে এবং সেটাই জবকার্ডে তুলতে হবে। অন্য কাউকে মজুরি প্রদান করা যাবে না।

২৩। বাড়িতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক, তাঁর নামেই কার্ড আছে। ১৬-১৭ বছরের ছেলে কাজ করছে। সে কী কাজ করতে পারে? ঃ না। ১৮ বছরের নীচে কেউ কাজ করতে পারে না। এটা সমস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২৪। প্রকল্পের অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির টাকা কোন সরকারের কাছ থেকে আসবে? ঃ কেন্দ্রীয় সরকার।

২৫। দক্ষ/অর্ধদক্ষ শ্রমিকের মজুরি বাবদ টাকা কোন সরকার দেবে? ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে।

২৬। এই কর্মসূচিতে প্রকল্প ব্যয়-এর নিম্নসীমা কত? ঃ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। তবে বনসৃজন বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে এইরূপ কোনো নিম্নসীমা নেই।

২৭।	ক্লাস্টার ধাঁচে প্রকল্প রূপায়ণ পরিকল্পনা করা যাবে কী?	ঃ	হ্যাঁ
২৮।	প্রকল্পে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে নার্শারী করা কী আবশ্যিক?	ঃ	হ্যাঁ।
২৯।	ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর, জমি বা অন্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যাবে কী?	ঃ	ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সংস্কার করা যাবে যদি মালিকপক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বাড়তি জল জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দিতে রাজি থাকেন। আর তপসীলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জমিতে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমিতে, নথিভুক্ত বর্গাদারের জমিতে, ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তার জমিতে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জমিতে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা ও ভূমি উন্নয়নের কাজ করা যাবে।
৩০।	কাজ পাওয়ার আবেদনের শেষ তারিখ আছে কী যার পরে আবেদন করা যাবে না?	ঃ	না। কাজ পাওয়ার আবেদন সারা বছর যে কোনো সময় করা যাবে।
৩১।	আবেদনকারীকে তাঁর গ্রাম থেকে কত দূরে কাজ দেওয়া হবে?	ঃ	দরখাস্তকারীর বাবস্থানের ৫ কিমির মধ্যে। তবে বয়স্ক ব্যক্তি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে কাছাকাছি স্থানে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর ৫ কিমির বাইরে কাউকে কাজ দেওয়া হলে, তাঁকে পরিবহন ও থাকার খরচ বাবদ অতিরিক্ত ১০ শতাংশ মজুরি দেওয়া হবে।
৩২।	নতুন কোনো কাজ শুরু করতে কমপক্ষে কতজন অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন?		১০ জন। তবে বনসৃজন/বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
৩৩।	কাজের আবেদনকারীকে কাজ দেওয়া না হলে কী হবে?	ঃ	যে দিন থেকে কাজ চাওয়া হয়েছে সাধারণভাবে তার ১৫ দিনের মধ্যে কাজের আবেদনকারীকে কাজ দিতে না পারলে তিনি বেকারভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে এর জন্য তাঁকে একটি দরখাস্ত করতে হবে।
৩৪।	কাজ না পেলে বেকারভাতা কী হারে দেওয়া হবে?	ঃ	প্রথম ৩০ দিন দৈনিক মজুরির ১/৪ অংশ বা ১৭.৫০ টাকা হারে এবং বাকী দিনগুলির জন্য দৈনিক মজুরির ১/২ অংশ বা ৩৫ টাকা হারে বেকারভাতা দেওয়া হবে।
৩৫।	কোন কোন ক্ষেত্রে বেকারভাতা পাওয়া যাবে না?	ঃ	(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রোগ্রাম অফিসার পরিবারের কোনো একজন ব্যক্তিকে কাজ বরাদ্দ করে তাতে যোগ দিতে বললে, (খ) যে সময়ের জন্য কাজ চেয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গেলেও বরাদ্দ করা কাজে পরিবারের কেউ যোগ না দিলে, (গ) কোনো পরিবার বছরে ১০০ দিনের কাজ পেয়ে গেলে বা মজুরি ও বেকারভাতা মিলিয়ে বছরে ১০০ দিনের মজুরি পেয়ে গেলে,

(ঘ) যখন অতিবৃষ্টি, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে যথেষ্ট পরিমাণে মজুরিভিত্তিক কাজ দেওয়া সম্ভব নয়।

৩৬। কখন দরখাস্তকারী পরবর্তী তিন মাসের জন্য বেকারভাতা দাবী করার যোগ্য হবেন না? :

(ক) প্রকল্পে বরাদ্দ কাজ গ্রহণ না করলে,
(খ) কাজ বরাদ্দ করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজে হাজির না হলে,
(গ) রূপায়ণকারী সংস্থার বিনা অনুমতিতে একটানা এক সপ্তাহের বেশি বা মাসে মোট সাত দিনের বেশি বরাদ্দ করা কাজে অনুপস্থিত থাকলে।

৩৭। কোন ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৭০ দিনের মজুরি ও ৩০ দিনের বেকার ভাতা পেয়ে থাকেন তবে ঐ আর্থিক বর্ষে তিনি বা তাঁর পরিবার কী আরো বেকার ভাতা পাওয়ার যোগ্য বা কাজ পাওয়ার যোগ্য? :

হ্যাঁ। আরো ৪৫ দিনের বেকার ভাতা ৩৫ টাকা হারে বা $\frac{45}{2}$*$22\frac{1}{2}$ অর্থাৎ ২৩ দিন কাজ করে মজুরি ৭০ টাকা হারে।

৩৮। এই প্রকল্পে কাজ পাওয়ার জন্য কত নং ফর্মে আবেদন করবেন? :

ফর্ম নং-১ অথবা তার ফটোকপিতে বা ঐ ফর্মের মতো সাদা কাগজ তৈরি করে।

৩৯। আবেদন করা পত্রগুলির তথ্য পরবর্তীকালে কত নং ফর্মে লিপিবদ্ধ হবে? :

ফর্ম নং-২

৪০। নিবন্ধীকৃত পরিবারের কোন সদস্যের নাম বিয়োজন বা সংযোজনের জন্য কত নং ফর্ম ব্যবহার করবে? :

ফর্ম নং-১ক। তবে বিয়োজনের সিদ্ধান্ত হলে লাল কালিতে ২ নং ফর্মে-র রেজিস্টার থেকে কাটা যাবে।

৪১। আবেদন পত্রটি কাজ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হলে কত নং ফর্মে লিপিবদ্ধ হবে? :

৩নং ফর্ম - নিবন্ধীকরণ তথা কর্মসংস্থান রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হবে।

৪২। ২নং এবং ৩নং ফর্ম রেজিস্টার গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক হবে কী? :

না। সংসদ ভিত্তিক পৃথক রেজিস্টার হবে।

৪৩। ৪নং ফর্ম বা জব কার্ড কত দিন চালু থাকবে? :

জব কার্ডটি ইস্যু করার বছর থেকে আর্থিক পাঁচ বছরের জন্য চালু থাকবে।

৪৪। ৪ক নং ফর্মে একাধিক আবেদনকারী যৌথভাবে কাজের জন্য আবেদন করতে পারে কী? :

হ্যাঁ।

৪৫। প্রোগ্রাম অফিসার/গ্রাম পঞ্চায়েত কত নং ফর্মে আবেদনকারীকে তাঁর কাজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকতে বলবেন? :

আবেদনকারীর আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে ৪খ নং ফর্মে জানাবেন এবং ঐ সংক্রান্ত তথ্য ব্লক স্তরে প্রোগ্রাম অফিসারের অফিসে নোটিশ বোর্ডে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডেও টাঙাবেন।

৪৬। এই প্রকল্পে ৬নং ফর্ম বা মাস্টার রোল কে ইস্যু করবেন? :

ছয় সংখ্যার ক্রমিক নং যুক্ত মাস্টার রোল প্রোগ্রাম অফিসার ইস্যু করবেন।

৪৭। মাষ্টার রোলের হিসাব রাখার ফর্ম নং কত?

প্রোগ্রাম অফিসার ৭নং ফর্মে হিসাব রাখবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ৭ক নং ফর্মে হিসাব রাখবেন। রূপায়ণকারী সংস্থা ৭খ নং ফর্মে হিসাব রাখবেন।

৪৮। রূপায়ণকারী সংস্থাকে চার সংখ্যার ক্রমিক নং যুক্ত মেজারমেন্ট বুক কে সরবরাহ করবেন? ঃ

প্রোগ্রাম অফিসার (ফর্ম নং ৮/৮ক)।

৪৯। ফর্ম নং ৯ কী কাজে ব্যবহার হবে? ঃ

ফর্ম ৯ হল সম্পদ রেজিস্টার। সম্পাদিত কাজেব পূর্ণাঙ্গ তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

৫০। মজুবি প্রদানের তথ্য কোথায় কোথায় লিপিবদ্ধ হবে? ঃ

মাষ্টার রোলে, মূল জব কার্ডে, নিবন্ধীকরণ তথা কর্মসংস্থান বেজিস্টারে। (যথাক্রমে ফর্ম নং-৬, ৪ এবং ৩)

৫১। শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করবেন কে বা কারা? এবং কোন পদ্ধতিতে? ঃ

সরকারি বা পঞ্চায়েত কর্মচারী মজুরি প্রদান করবেন মাস্টার রোলের মাধ্যমে। মজুরী প্রদানের হিসাব মূল জব কার্ডে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখা নিবন্ধীকরণ তথা কর্মসংস্থান রেজিস্টারে অবশ্যই লিখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বেসরকাবি ব্যক্তিকে পে-মাস্টার হিসাবে নিযুক্ত করা যাবে না।

৫২। শ্রমিকদের জন্য কী কী সুবিধা ও সংস্থান আছে? ঃ

প্রত্যেক কাজেব স্থানে পানীয় জল, ফার্স্টএড ব্যবস্থা এব শিশুদের জন্য আচ্ছাদন। কোনো কাজের স্থানে অদক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে পাঁচ-এর অধিক শিশু এলে শিশু পবিচর্যার দায়িত্বে একজন মহিলা/প্রতিবন্ধী রাখার সুযোগ আছে। তিনি অন্যান্য শ্রমিকের মত মজুবি পাবেন। কাজ করতে করতে কোনো শ্রমিক আহত হলে রাজ্য সরকার তাব চিকিৎসাব দায়ভাব নেবেন এবং হাসপাতালে থাকাকালীন চিকিৎসার যাবতীয় খবচ ব্যতীত ৫০ শতাংশ দৈনিক প্রযোজ্য মজুবি পাবেন (বর্তমানে ৩৫ টাকা)। আর যদি দুর্ঘটনাবশতঃ শ্রমিকের মৃত্যু বা অঙ্গহানি হয় তবে মৃতের আইন সম্মত উত্তরাধিকারীকে বা পঙ্গু ব্যক্তিকে এককালীন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা বা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপিত পরিমানের অর্থ রূপায়ণকাবী সংস্থাকে দিতে হবে।

ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY)

১। IAY প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব কাদের?	গ্রাম পঞ্চায়েতের।
২। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমতল এলাকায় নতুন গৃহনির্মাণের জন্য IAY প্রকল্প সংস্থান কত টাকার?	২৫,০০০ টাকা।
৩। এই প্রকল্পে বাসগৃহ সংস্কারের জন্য সংস্থান কত টাকার?	১২,৫০০ টাকার।
৪। IAY-র সুবিধাভোগীদের নির্বাচন ও অগ্রাধিকার তালিকা কারা প্রস্তুত করবে?	সুবিধাভোগীদের নির্বাচন ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে একমাত্র গ্রাম সংসদ। গ্রাম সংসদ যা তালিকা প্রস্তুত করবে তা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকার কেউই পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে কোনো উপভোক্তা অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে তার নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করতে পারবে।
৫। IAY-র বাড়িগুলি কে বা কারা তৈরি করবে?	গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে সুবিধাভোগী পরিবারের লোকজন নিজেরাই বাড়ি তৈরি করবে। উক্ত গৃহে কমপক্ষে ২০০ বর্গফুট ভিতরের এলাকা বিশিষ্ট ধূমহীন চুলা ও সুলভ শৌচাগার যুক্ত হতে হবে। এই বিষয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা বিশেষ ভাবে নজর দেবেন অন্যথায় IAY গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গন্য হবে না।
৬। IAY-গৃহ কী গৃহের কর্তার নামে হওয়া বাঞ্ছনীয়? :	না, গৃহের কর্ত্রীর নামে হওয়া ভাল। তবে কর্তা ও কর্ত্রীর উভয়ের নামেও হতে পারে।
৭। IAY-র গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের টাকা কয়টি কিস্তিতে দেওয়া হবে? :	দুইটি কিস্তিতে। প্রথম কিস্তি টাকা দেওয়ার সময় সকল উপভোক্তাদের উপস্থিতিতে একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে অনুমোদিত টাকার অর্ধেক।
৮। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা কবে এবং কীভাবে দেওয়া হবে। :	তিন সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ প্রতিনিধি দলের সুপারিশে যার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশ গ্রহণ থাকবে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সুপারিশেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া যাবে। প্রথম কিস্তি প্রদানের নিয়ম অনুসরণ করে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে, তবে সুবিধাভোগীর যথাযথ খরচ করে নির্মাণ কাজ বা সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে গেছেন কিনা সেদিকে প্রতিনিধি দলের বা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির লক্ষ্য থাকবে।

৯। নবনির্মিত গৃহটি যে IAY প্রকল্পাধীন তা কী করে বোঝা যাবে? :

গৃহ নির্মাণ বা উন্নয়নের কাজ শেষ হলে বাড়ির দেওয়ালে IAY-র লোগো অঙ্কন করে সুবিধাভোগীর নাম, ঠিকানা, অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও নির্মাণ বৎসর লিখতে হবে। এ ছাড়াও সুবিধাভোগীদের নাম তালিকা আকারে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে।

১০। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে IAY-র ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য রাখার জন্য কোনো পৃথক ক্যাশ বই থাকবে কী? :

হ্যাঁ, উপভোক্তাদের তথ্য সম্বলিত নথি, দুই কিস্তির টাকা প্রাপ্তির রসিদ, ছবিসহ অঙ্গীকার পত্র প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে থাকবে এবং সব রকম ব্যয়ের হিসাব মূল ক্যাশ বই এর পাশাপাশি সাবসিডিয়ারি ক্যাশ বইতে থাকবে।

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (S.G.S.Y)

১। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য কী? :

দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি এবং যৌথ সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়ানো। স্বনির্ভর দল গঠনের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও মহিলা প্রধান ভূমিহীন কৃষিকার্যে যুক্ত ক্ষেতমজুর ও শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী পরিবারের উন্নতিসাধন।

২। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গঠন ও কাজ কী? :

দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী প্রতি পরিবার থেকে একজন যাদের বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে এমন ১০-২০ জন বিশিষ্ট একটি দল বা গোষ্ঠী গঠন করা। ঐ দলে একজন নেতা/নেত্রী, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সহ-দলনেতা/নেত্রী নির্বাচন করে তাঁদের থেকে দুজনের যৌথ দায়িত্বে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যে অ্যাকাউন্টে প্রতি সদস্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট হারে টাকা জমাবেন ও প্রয়োজনে ঐ টাকা থেকে ঋণ নিতে পারবেন ও প্রতি মাসের শেষে শতকরা ২ টাকা হার সুদে মাসিক কিস্তি ও সুদ জমা দেবে। নেতা/নেত্রী সকল প্রকার লেনদেনের নথি লিপিবদ্ধ করে মাসিক সভায় সদস্যদের জ্ঞাত করাবেন। ঐ গোষ্ঠী তাদের এলাকার সব রকম উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থেকে সামাজিক দায়ভারের প্রতি যত্নবান হবে।

৩। প্রথম পর্যায়ের গ্রেডিং (First Grading) বলতে কী বোঝায়? :

যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়মিত সঞ্চয়, ঋণদান পদ্ধতি, ব্যাঙ্কের লেনদেন ও ঐ সংক্রান্ত নথি ও মাসিক মিটিং-এর রেজোলিউশন লেখা বজায় রেখে কমপক্ষে ছয় মাস কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তারা প্রথম পর্যায়ের গ্রেডিং-এর যোগ্যতা অর্জন করবে। ঐ সময়ে ডি আর ডি সি ব্লক আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে মূল্যায়ণে সফল হলে ঐ স্বনির্ভরদল ফার্স্ট গ্রেডিং গোষ্ঠীর মর্যাদা পাবে এবং আবর্তনীয় তহবিল ৫ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা (দলের জমা টাকার উপর নির্ভর করে) ঐ গোষ্ঠীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডি.আর.ডি.সি. থেকে জমা পড়বে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার জন্য তাঁদের অ্যাকাউন্টে নিজস্ব জমা যত টাকা থাকবে তার চারগুন টাকা পর্যন্ত ঐ গোষ্ঠী লোন আকারে ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়ার যোগ্য হবে।

৪। দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রেডিং (Second Grading) বলতে কী বোঝায়? :

প্রথম পর্যায়ের গ্রেডিং-এর পর ভালভাবে আরও ছয় মাস গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের এলাকার সর্ব প্রকার আর্থ সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণে পারদর্শিতা দেখালে, ব্যাঙ্কের লেনদেন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটালে ঐ গোষ্ঠী দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ণে সফল হবে এবং প্রথম পর্যায়ের

মূল্যায়ণের জন্য বিবেচিত হবে এবং প্রথম পর্যায়ের মতোই এই মূল্যায়ণে সফল হলে ঐ গোষ্ঠী দ্বিতীয় পর্যায়ের গোষ্ঠির মর্যাদা পাবে। তখন তারা দ্বিতীয় দফায় আবর্তনীয় তহবিল ও বাড়তি ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে পারেন।

৫। S. G. S. Y প্রকল্পে শ্রেণী ভিত্তিক অনুদান কত? :

গ্রেডিং প্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী যে কোনো প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অনুদান পাবে। অনুদানের পরিমাণ প্রকল্প খরচের ৫০ শতাংশ বা জন প্রতি ১০,০০০/- টাকা বা মোট ১,২৫,০০০/- টাকা-র মধ্যে যেটি কম। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুদান হবে প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ বা ৭,৫০০/- টাকা যেটি কম। তবে তপঃ জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে অনুদান হতে পারে প্রকল্প ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বা ১০,০০০/- টাকা যেটি কম। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে অনুদান হবে প্রকল্প খরচের ৫০ শতাংশ।

৬। এই প্রকল্পে বাণিজ্যিক কাজ-কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জনের কোনো সুযোগ আছে কী? :

হ্যাঁ। বিনামূল্যে প্রকল্প ভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ আছে।

৭। S. G. S. Y কর্মসূচিতে কোন কোন প্রকল্প রূপায়ণের সুযোগ আছে? :

(১) আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পাধীন ঘর, (২) গ্রামীণ জল সরবরাহ, (৩) সমাজ কল্যাণ কর্মসূচি, (৪) ভূমি সংস্কার, (৫) সমাজ ভিত্তিক বনসৃজন, (৬) তপঃ জাতি/উপ-জাতিদের জন্য সুযোগ সুবিধা, (৭) ভূমিহীন কৃষি মজুরদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প এবং (৮) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু বিকাশকেন্দ্রে মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থাপনা।

৮। এই প্রকল্পে যৌথ বীমার সুযোগ আছে কী? :

হ্যাঁ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা যেহেতু ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের হবে তাই বিনামূল্য যৌথ বিমার সুযোগ তাদের জন্য প্রযোজ্য। তবে ঋণ গ্রহণকারী সদস্যরাই শুধু বীমার সুযোগ পাবে। বীমার উপভোক্তাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০০০/- টাকা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য ১০,০০০/- টাকা তাঁর নির্ধারিত নমিনিকে দেওয়া হবে। বীমা সুবিধাভোগী ৬০ বছর বয়স বা ৫ বছর কার্যকাল যেটা আগে হবে সেটাই বীমার মোট সময় বলে গণ্য হবে।

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি

প্রশ্ন		উত্তর
১। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি কোন সময় থেকে শুরু হয়?	ঃ	১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৫ থেকে।
২। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কী?	ঃ	দরিদ্র্য পরিবারগুলিকে বার্ধ্যক্য, পরিবারের উপার্জনকারীর মৃত্যু ও মাতৃত্ব জনিত কারণে সামাজিক সহায়তা প্রদানের দ্বারা একটি ন্যূনতম জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই হল এই কর্মসূচির লক্ষ্য।
৩। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির কয়টি অঙ্গ এবং কী কী?	ঃ	তিনটি অঙ্গ যথা (১) জাতীয় বার্ধক্যজনিত অবসর ভাতা প্রকল্প (এন.ও.এ.পি.এস), (২) জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প (এন.এফ.বি.এস), (৩) জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প (এন.এম.বি.এস), বর্তমানে এই কর্মসূচির পরিবর্তিত নাম জননী সুরক্ষা যোজনা (জে.এস.ওয়াই)।
৪। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য কী?	ঃ	এই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে একটি প্রকল্প এবং প্রয়োজনীয় তহবিলের একশত শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার যোগান দেবেন। প্রকল্পটি রূপায়ন করবেন রাজ্য সরকার।
৫। এই প্রকল্প রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?	ঃ	ঐ প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরে সামাজিক সহায়তা প্রদান সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত কে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়।

জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসরভাতা প্রকল্প (এন.ও.এ.পি.এস)

১। এই প্রকল্পের সাহায্য প্রাপক কারা?	ঃ	(ক) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬৫ বৎসর বয়স হতে হবে। (খ) প্রাণ ধারনের মত নিজস্ব আয়ের সংস্থান যার নেই অথবা অন্য কোন উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার সুযোগ নেই, দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী এইরূপ স্ত্রী বা পুরুষ।
২। এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা কীভাবে দেওয়া হয় এবং পরিমাণ কত?	ঃ	মাসিক চারশত টাকা হিসাবে অবসর কালীন ভাতা দেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের আদেশানুসারে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেয়।
৩। উক্ত ভাতার আর্থিক বিভাজন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কী রূপ?	ঃ	কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক দুইশত টাকা ও রাজ্য সরকার মাসিক দুইশত টাকা।
৪। কোথায় আবেদন পত্র পাওয়া যাবে?	ঃ	গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিনামূল্যে এই আবেদনপত্র পাওয়া যায়।
৫। ফর্ম ছাড়া কী আবেদন করা যায়?	ঃ	ফর্ম অনুসারে সাদা কাগজে দরখাস্ত করা যেতে পারে। আবেদন পত্রের ভাষা হবে স্থানীয় ভাষা।
৬। কত সংখ্যক আবেদনকারীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা যেতে পারে?	ঃ	এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দকৃত সংখ্যা (কোটা) অনুযায়ী বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। খুব সম্প্রতি নীতি হিসাব সিদ্ধান্ত হয়েছে যে দারিদ্রসীমার নীচের ৬৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন সব স্ত্রী-পুরুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। তবে জেলাওয়ারী এরকম ব্যক্তি কতজন আছেন তা সঠিকভাবে জানার পর এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তার আগে এখানকার কোটা-ভিত্তিক ব্যবস্থাই চলবে।
৭। সাহায্য প্রাপকের সংখ্যা (কোটা) কে বন্টন করেন?	ঃ	(ক) রাজ্যস্তরে জেলা ভিত্তিক বন্টন করেন রাজ্য সরকার (NOAPS & N.F.B.S এর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ এবং এন.এম.বি.এস বা জে.এস.ওয়াই এর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।) (খ) জেলা স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক বন্টন করেন জেলা শাসক।
৮। সাহায্য প্রাপকগণকে কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?	ঃ	গ্রাম সংসদের সভায় সাহায্য প্রাপকগণকে নির্দিষ্ট কোটা রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া যোগ্যতার মান অনুসরণ করে অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে নির্ধারণ করা হবে। প্রকল্প সংখ্যার অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত উপযুক্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে একটি সংরক্ষিত নাম

তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। মূল তালিকায় মৃত্যু ইত্যাদি কারণে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হলে সংরক্ষিত তালিকা থেকে তা পূরণ করা যাবে।

৯। সাহায্য প্রাপকের অনুমোদন ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী? ঃ

১। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ২১/৩/২০০৭ তারিখের ১৩২৩-পি.এন./পি./২ আদেশনামা অনুসারে গ্রাম সংসদের লিখিত কার্যবিবরণীর অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বার্ধক্যভাতার নূতন প্রাপকদের তালিকা অনুমোদন করবে।

২। গ্রাম পঞ্চায়েত লোকসংখ্যা বা তার কোনো সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তার এলাকার প্রত্যেক গ্রাম সংসদের জন্য প্রাপকদের কোটা ভাগ করে দিতে পারে ও সেই অনুযায়ী প্রাপক তালিকার শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। অবশ্য যারা বর্তমানে বা বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন তাদের কাউকে বাদ দেওয়া হবে না। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে কোটার পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৩। গ্রাম সংসদের লিখিত কার্যবিবরণীর সুপারিশের ভিত্তিতেই শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত নূতন নাম অনুমোদন করবে। পদ্ধতির ভুল বা যোগ্যতার বিচারে ভুল হলেই কোনো নাম বাদ দেওয়া যাবে। কোনো নাম বাদ দিলে গ্রাম সংসদের অগ্রাধিকার তালিকার পরের নাম অনুমোদন করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদিত নামের তালিকা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে পাঠাতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ঐ তালিকায় অনুসমর্থন (র‍্যাটিফিকেশন) জানালে তবেই সেই ব্যক্তিদের ভাতা দেওয়া শুরু করা যাবে।

১০। এই প্রকল্পে সাহায্য প্রাপকের অনুমোদনকারী কে? ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত তার সাধারণ সভায় লিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাপকের অনুমোদন করবে। অবশ্য অনুমোদিত নাম পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে অনুসমর্থন (র‍্যাটিফিকেশন) করে আনার পরই প্রাপককে ভাতা দেওয়া শুরু করা যাবে। অবশ্য, পঞ্চায়েত সমিতি তালিকা পাওয়ার এক মাসের মধ্যে কিম্বা তালিকা পেয়ে কিছু জানাতে চাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত উত্তর পাঠালে তা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তার অনুসমর্থন বা আপত্তি যদি না জানায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে তালিকা পঞ্চায়েত সমিতির অনুসমর্থন পেয়েছে।

১১। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা কী? ঃ

গ্রাম সংসদের কাছ থেকে সুপারিশ ও আবেদনপত্র পাবার পর আবেদনকারী সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত কিনা তা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের আছে। কোনো প্রার্থীকে অনুপযুক্ত মনে করলে সেই প্রার্থীর নাম তালিকা

থেকে বাদ দিতে পারে এবং তা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদকে জানিয়ে দেবেন, কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে তালিকায় কোনো প্রার্থীর নাম যুক্ত করতে পারবে না বা নাম তালিকায় নির্দিষ্ট তালিকার অগ্রাধিকার ক্রম বদল করতে পারবে না। অনুসমর্থন করার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত সমিতিকে একই পদ্ধতি নিতে হবে। প্রসঙ্গত, নতুন পদ্ধতিতে মহকুমা শাসকের কোনো ভূমিকা রাখা হয়নি।

১২। এই প্রকল্প বাবদ পেনশনের অর্থ কীভাবে বন্টন করা হয়? :

জেলা শাসক সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. বা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক কে এই প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিল বন্টন করেন। সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. অর্থ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজ নিজ কোটা অনুযায়ী টাকা বন্টন করেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সম্ভব হলে এলাকার নির্বাচিত সদস্যের সামনে পেনশন প্রাপককে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে নিয়ে বিলি করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতকে পেনশন প্রাপকগণের তালিকা, এই প্রকল্প সংক্রান্ত পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩। এই প্রকল্পে মৃত্যুজনিত বা অন্য কোন কারণে সাহায্য প্রাপক তালিকায় শূন্য স্থান সৃষ্টি হলে করণীয় কী?

গ্রাম পঞ্চায়েত সত্বর ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও বা নির্বাহী আধিকারিক মহাশয়কে জানাবেন এবং মৃত ব্যক্তির পেনশন বন্ধ করে দেবেন। এর পর গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের পাঠানো অগ্রাধিকার তালিকায় অতিরিক্ত নাম থাকলে তার থেকে আর তা না হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী নূতন নাম আনিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করবেন। অবশ্যই নূতন প্রাপককে ভাতা দেওয়া শুরু করার আগে নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির অনুসমর্থন নিয়ে নিতে হবে।

১৪। অসত্য বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পেনশনের অর্থ প্রদান হলে করণীয় কী? :

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাপকের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধার করবে এবং এভাবে অর্থ প্রদানের জন্য যিনি বা যাঁরা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৫। এই প্রকল্প সংক্রান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কে থাকেন? :

গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব।

১৬। এই প্রকল্পে জেলাস্তরে কার্য নিয়ন্ত্রক কে? :

জেলাশাসক।

১৭। বার্দ্ধক্য ভাতা প্রাপকের মৃত্যু হলে কী পরিমাণ অর্থ তার নামে পাওনা হয়? :

মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত যদি কোনো ভাতা দেয় থাকে তাই প্রাপ্য।

১৮। উপরোক্ত দেয় অর্থ কে বা কারা পেতে পারেন? :

মৃত বার্ধক্য ভাতা গ্রহীতার উত্তরাধিকারগণ।

১৯। এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর দায়িত্ব প্রাপ্ত? :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে আছেন।

জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প (এন.এফ.বি.এস.)

১। জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কী? :

দারিদ্রসীমার নীচে থাকা কোন পরিবারের মূল উপার্জনকারীর মৃত্যু হলে পরিবারটিকে আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২। এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত হওয়ার মূল শর্তাবলী কী? :

(ক) এই প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণকারী পরিবারকে অবশ্যই দারিদ্রসীমার নীচে (বি.পি.এল) পরিবার শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।

(খ) সাহায্য প্রাপক পরিবারের মূল উপর্জনকারী হিসাবে গণ্য হবেন তিনি, যার নিজস্ব আয় তার পরিবারের অন্যান্য আয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ।

(গ) পরিবারের উপর্জনকারী মহিলা বা পুরুষ উভয়েই হতে পারে।

(ঘ) পরিবারের মূল উপার্জনকারীর বয়স তার মৃত্যু কালে ১৮ বছরের বেশি এবং ৬৫ বছরের কম হতে হবে।

৩। কী কী কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সহায়তা পাওয়া যায়? :

স্বাভাবিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু উভয়ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

৪। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বলতে কী বোঝায়? :

(ক) স্বাভাবিক মৃত্যু বলতে সাধারণ ভাবে কোনো অসুখে মৃত্যু বোঝায়।

(খ) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলতে পথ দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু, ট্রেন দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু, জলে ডুবে মৃত্যু, সাপের কামড়ে মৃত্যু, আকস্মিক পতন জনিত মৃত্যু, বজ্রঘাতে মৃত্যু ইত্যাদি বোঝায়।

৫। কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু হলেও এই প্রকল্পে সাহায্য পাওয়া যায় না? :

আত্মহত্যার কারণে মৃত্যু হলে এই প্রকল্পে সাহায্য পাওয়া যায় না।

৬। এই প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত? :

এই প্রকল্পে পারিবারিক সাহায্যের পরিমাণ পরিবার পিছু দশ হাজার টাকা।

৭। এই প্রকল্পের পরিবার বলতে কী বোঝায়? :

এক্ষেত্রে পরিবার বলতে কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা এবং নির্ভরশীল পিতা মাতাকে বোঝাবে।

৮। এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা পরিবারের কাকে দেওয়া হয়? :

স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের পর যিনি মৃত ব্যক্তির পরিবারের বর্তমান প্রধান ব্যাক্তি বলে সাব্যস্ত হবেন তাঁকেই এই প্রকল্পের অধীনে পারিবারিক সাহায্য দেওয়া হবে।

৯। এই প্রকল্পে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য পরিবারের মূল উপার্জনকারীর মৃত্যুর কতদিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে? :

এই প্রকল্পে আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ বলে কিছু নেই কিন্তু সাধারণভাবে পরিবারের মূল উপার্জনকারীর মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যে এই প্রকল্পে সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

১০। এই প্রকল্পে সহায়তা পাবার জন্য কোথায় আবেদন পত্র জমা দিতে হয়?	ঃ	স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে।
১১। আবেদনপত্র পাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের করণীয় কী?	ঃ	গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করবেন মূল শর্তাবলীর নিরীখে। আবেদন পত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর আবেদনকারীর পরিবার এই প্রকল্পে সাহায্য পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সুপারিশ সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। একাধিক আবেদন পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা পড়লে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য এই ব্যাপারে কোনো সংখ্যা ভিত্তিক কোটা নেই। আর্থিক সংস্থানের পরিমাণের উপর সাহায্য পাওয়া নির্ভর করবে।
১২। এই ক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট কে দেবেন?	ঃ	কোন নিবন্ধীকৃত চিকিৎসক অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সার্টিফিকেট।
১৩। পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কে?	ঃ	সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা তার তরফে শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে কি না তা বিবেচনা করবে অর্থ, সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি।
১৪। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. বা নির্বাহী আধিকারিকের ভূমিকা কী?	ঃ	আবেদনকারী পরিবারের আবেদনপত্র গ্রামপঞ্চায়েত থেকে পাবার পর নির্বাহী আধিকারিক (পঞ্চায়েত সমিতি) তাঁর সুপারিশ বা মন্তব্য সহ আবেদনপত্র অনুমোদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির কাছে পেশ করবেন।
১৫। এক্ষেত্রে স্থায়ী সমিতির করণীয় কী?	ঃ	বি.ডি.ও.'র কাছ থেকে পাওয়া সুপারিশ ও অনুসন্ধান সহ রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থায়ী সমিতি সাহায্যপ্রার্থী পরিবারকে সহায়তা দানের অনুমোদন দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে। স্থায়ী সমিতি যে কোনো আবেদন পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে যদি আবেদনকারীর পরিবারকে অনুপযুক্ত মনে হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্রটি বাতিল হতে পারে। কোনো আবেদন অনুমোদিত হলে অনুমোদনের এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা ছেড়ে দিতে হবে। যদি কোনো কারণে স্থায়ী সমিতির সভা করতে দেরী হয়, তাহলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সভাপতির অনুমোদন নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাহী আধিকারিক টাকা ছেড়ে দেবেন। যদি এই প্রকল্পে টাকা না থাকে তাহলে নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা দেওয়া যাবে। পরে প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির কাছে বিষয়টি পেশ করতে হবে। সরকারি টাকা পেলে নিজস্ব তহবিলে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। নির্বাহী আধিকারিক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়ে দেবেন।

১৬। পঞ্চায়েত সমিতি কী সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ এবং অনুমোদন করতে পারেন? :

পঞ্চায়েত সমিতি, স্থায়ী সমিতি বা নির্বাহী আধিকারিক নিজে থেকে সরাসরি কোনো পারিবারিক সহায়তার জন্য কোন আবেদনপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করবেন না। এরকম কোনো আবেদনপত্র পেলে তারা তৎক্ষণাৎ তা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠিয়ে দেবেন।

১৭। পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য কী ভাবে প্রদান করা হয়? :

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের বর্তমান প্রধান ব্যক্তিকে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে সঞ্চয় আমানত বা পোষ্টাল মানি অর্ডারের মাধ্যমে এই প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এই বাবদ অর্থ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উপযুক্ত সনাক্তকরণ দ্বারা প্রাপককে প্রদান করতে পারেন।

১৮। অসত্য বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? :

এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ গ্রহীতার কাছ থেকে প্রদত্ত অর্থ আদায় করবেন এবং দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

১৯। জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া প্রকল্পের সংখ্যাগত মাত্রা/কোটা কী অপরিবর্তনীয়? :

এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বা বি.ডি.ও.র উপর অর্পিত কোটা অপরিবর্তনীয় নয়। লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত আবেদনপত্র জমা পড়লে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মমাফিক অনুসন্ধান করে সেগুলির উপযুক্ততা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নিকট যথারীতি জমা দেবেন।

২০। জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যগণ নাবালক হলে দেয় আর্থিক সাহায্য কীভাবে বন্টিত হবে? :

নাবালক অথবা নাবালকগণের ভরন পোষনের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তাঁর অনুকূলে অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ভরন পোষনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সঠিক কী না, এই মর্মে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক সুনিশ্চিত হবেন।

২১। এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর দায়িত্বে আছেন? :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দায়িত্বে আছেন।

জননী সুরক্ষা যোজনা (জে.এস.ওয়াই.)

১। **জননী সুরক্ষা যোজনা (জে.এস.ওয়াই) কী?** : জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প (এন.এম.বি.এস) এর পরিবর্তিত নাম। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে একটি প্রকল্প যার রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

২। **এই প্রকল্পের লক্ষ্য কী?** :

(ক) গর্ভবতী মা ও গর্ভের শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা করা ও তার দ্বারা মাতৃত্বজনিত মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যু সামগ্রিকভাবে হ্রাস করা।

(খ) দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী পরিবারগুলির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৩। **এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর দায়িত্ব প্রাপ্ত?** : বর্তমানে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর।

৪। **জননী সুরক্ষা যোজনায় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী কী?** :

(ক) দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী পরিবারের মায়ের সন্তান সম্ভাবনা মাত্রই প্রকল্পে সাহায্য প্রাপক হিসাবে গণ্য হবে।

(খ) এই প্রকল্পে সহায়তা প্রাপকের বয়স কমপক্ষে ১৯ বছর হতে হবে।

(গ) এই প্রকল্প কেবলমাত্র গ্রামীণ মহিলাদের জন্য।

৫। **এই প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত?** : প্রতিটি গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে এককালীন পাঁচশত টাকা। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রসবের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দুইশত টাকা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনে সিজরিয়ানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য আরো ১৫০০/- টাকা।

৬। **কয়টি সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যায়?** : প্রথম দুটি জীবিত সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত প্রত্যেকটি গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সহায়তা পাওয়া যায়।

৭। **কোন সময়ে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়?** : সন্তান প্রসবের ১২ থেকে ৮ সপ্তাহ আগে (Last Trimester of Pregnancy), তবে সন্তান প্রসবের পরেও এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

৮। **এই প্রকল্পে উপভোক্তাকে কোনো পরিচয় পত্র দেওয়া হয় কী?** : হ্যাঁ, এই প্রকল্পের উপভোক্তাদেরকে জে.এস.ওয়াই. কার্ড প্রদান করা হয়।

৯। **উপরোক্ত পরিচয়পত্র কে প্রদান করেন?** : স্থানীয় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এ.এন.এম. প্রদান করেন।

১০। **জে.এস.ওয়াই কার্ডে উল্লিখিত বি.পি.এল. সংক্রান্ত তথ্য কে দেবেন?** : সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

১১। **বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত নয় অথচ বি.পি.এল. হওয়ার যোগ্য এরূপ ক্ষেত্রে কী এই প্রকল্পের সুযোগ পাওয়া যায়?** : প্রধান লিখিতভাবে যদি জানান যে উপভোক্তা বি.পি.এল. ভুক্ত হওয়ার যোগ্য তা হলে সুবিধা পাওয়া যায়।

১২। এই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা কীভাবে দেওয়া যায়?	ঃ	B.M.O.H অগ্রীম হিসাবে ১,৫০০ টাকা সাব সেন্টারের ANM-কে বরাদ্দ করবে। গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বাবদ যদি কোনো টাকা পড়ে থাকে তার থেকে একই পরিমান অর্থাৎ ১,৫০০ টাকা ANM-কে বরাদ্দ করবে। এই টাকা বন্টনের পরে ANM বন্টনের ভাউচার B.M.O.H বা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দিয়ে পরবর্তী টাকা অগ্রিম হিসাব গ্রহণ করবে।
১৩। এই প্রকল্প প্রচার ও রূপায়ণের জন্য সরকারি উদ্যোগ ব্যতীত আর কার সাহায্য প্রয়োজন।	ঃ	স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির।
১৪। এই প্রকল্পে রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে ব্যবস্থাপক কারা?	ঃ	(১) রাজ্য উপ-অধিকর্তা স্বাস্থ্য (পরিবার কল্যাণ)। (২) জেলাস্তরে উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-III (৩) ব্লক স্তরে ব্লক স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ সমিতি।
১৫। এই প্রকল্প সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কোটা এবং সময় আছে কী?	ঃ	এই প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কোটা এবং সময় ধার্য করা নেই।

অন্যান্য সামাজিক প্রকল্প

১। **বৈধব্য ভাতা ঃ**

কোন শ্রেণীর মহিলা এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য?ঃ

পশ্চিমবঙ্গের অধীন কোনো পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় দারিদ্র সীমার নীচে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এমন দুঃস্থ বিধবা যার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার কেউ নেই। আবার তিনি পেশাদার ভিক্ষাবৃত্তিও করেন না এমন বিধবারা মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন। মাসে ৫০০ টাকা হারে পঞ্চায়েত সমিতির অফিস থেকে নির্বাচিত বিধবাকে মানি অর্ডার করবে।

২। **বার্ধক্য ভাতা ঃ**

কারা কারা এই প্রকল্পের উপভোক্তা? ঃ

এই রাজ্যের কোনো পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং যার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার মত কেউ নেই আবার ৬০ উর্ধ্ব বয়স হেতু নিজ জীবিকা অর্জনে অক্ষম এবং পেশাদার ভিক্ষাবৃত্তিও করেন না দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এমন ব্যক্তি পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

৩। **বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা ঃ**

এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? ঃ

দরিদ্র পরিবারের কন্যা সন্তানের বেড়ে ওঠার প্রতিটি স্তরে যত্নবান হতে এবং বাল্য বিবাহ প্রথা রোধ করতে ১৯৯৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে।

এই প্রকল্পের উপভোক্তা কারা?

দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পিতা/মাতা তাঁদের দুইটি কন্যা সন্তানের জন্ম পর্যন্ত এই সহায়তা পাবেন যদি সেই কন্যা সন্তানের জন্ম নিবন্ধীকরণ করে থাকেন, যার বা যাদের জন্ম ১৫.০৮.১৯৯৭-র পরে হয়েছে।

কতদিন এই সহায়তা পাওয়া যাবে?

জন্ম নিবন্ধীকৃত দুইটি কন্যা সন্তানের জন্ম পর্যন্ত এককালীন অনুদান ৫০০ শত টাকা করে পারেন। এ ছাড়াও ঐ কন্যা সন্তানদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

কন্যাটি পড়াশুনা শুরু করলে বার্ষিক বৃত্তির হার নিম্নরূপ ঃ-

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী - ৩০০/- প্রতি শ্রেণীর জন্য।

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য - ৫০০/-
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য - ৬০০/-
ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী - ৭০০/-
অষ্টম শ্রেণীর জন্য - ৮০০/-
নবম ও দশম শ্রেণী - ১০০০/- প্রতি শ্রেণীর জন্য।

এই বৃত্তি প্রদানের নিয়ম কী এবং কোথায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যাবে? ঃ

বৃত্তি ও অনুদানের সব টাকা কন্যাটির ও শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের যুগ্ম নামে জাতীয় ব্যাঙ্কে বা পোষ্ট

অফিসে জমা থাকবে। কন্যাটি যদি ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে তবেই সুদ সহ সব টাকা ফেরৎ পাবে। বিস্তারিত তথ্য নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর, নিউ সেক্রেটারিয়েট (দশমতলা), কলকাতা, এবং ব্লকের সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের নিকট থেকে জানা যাবে।

৪। **খয়রাতি সাহায্য ঃ** Gratuitious Relief (G.R) ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের তৈরি করা উপভোক্তাদের তালিকা পঞ্চায়েত সমিতি নারী শিশু উন্নয়ন জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির অনুমোদনের পর তালিকাভুক্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের মাসে ১২ কেজি গম এবং শিশুদের জন্য ৬ কেজি গম খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর চাল/গম/ত্রিপল/শুকনো খাবার/শিশু খাদ্য/ গোখাদ্য/ ধুতি, কাপড়, লুঙ্গী, জামা প্রভৃতি দুঃস্থদের মধ্যে স্পেশাল জি.আর. হিসাবে বন্টন করা হয়। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ঘর বাড়ির পুনর্নির্মাণ বা মেরামতির জন্য আর্থিক অনুদানও পাওয়া যায়।

অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা

১। দরিদ্রতম পরিবারকে মাসে সর্বোচ্চ কত কেজি চাল বা গম দেওয়া যাবে? ঃ মাসে সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি চাল বা গম দেওয়া যাবে তবে প্রতি কেজি চালের দাম হবে ৩ টাকা এবং প্রতি কেজি গমের দাম হবে ২ টাকা। এই দর রেশন ব্যবস্থায় সবুজ রেশন কার্ডধারী বি.পি.এল. পরিবারের দেয় হার থেকে কম।

২। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার উপভোক্তা কারা এবং এদের বাছাই করবেন কারা? দরিদ্রতম মানুষকে খাদ্য নিশ্চয়তা প্রদানই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সংসদ এলাকার সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলিকে গ্রাম সংসদ সভায় চিহ্নিত করা এবং তারপরে তাদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে ঐ গ্রাম সংসদ সভা।

৩। এই প্রকল্পের রেশন কার্ড-এর রং কী প্রকার? ঃ এই শ্রেণীর উপভোক্তা পরিবারের রেশন কার্ডের রং গোলাপী।

অন্নপূর্ণা যোজনা

	প্রশ্ন		উত্তর
১।	অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা হওয়ার যোগ্যতা কী?	ঃ	৬৫ বৎসরের বেশি বয়স্ক মানুষ যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার কেউ নেই এবং যিনি অন্য কোন বার্ধক্য ভাতা পান নি।
২।	এই প্রকল্পের উপভোক্তা কত কেজি খাদ্য পাবে?	ঃ	মাসে বিনা খরচে ১০ কেজি চাল বা গম।
৩।	এই প্রকল্পের উপভোক্তা কারা নির্বাচন করবেন?	ঃ	গ্রাম সংসদ সভায় উপভোক্তা নির্বাচন করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে যা পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হবে।
৪।	এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের রেশন কার্ডের রং কী প্রকার?	ঃ	এই উপভোক্তাদের জন্য হলুদ রঙের কার্ড ব্যবহার করা হয়।

ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য ভবিষ নিধি প্রকল্প (PROFLAL)

১। এই প্রকল্প কখন থেকে শুরু হয়? :

এই প্রকল্প ১৯৯৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হয়।

২। এই প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির শর্ত কী? :

(ক) আমানতকারিকে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর হতে হবে।

(খ) তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

(গ) নথিভুক্ত জমির পরিমাণ বাস্তুজমি সহ ৫০ শতকের বেশি হবে না।

(ঘ) আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ও কৃষি শ্রম থেকে হতে হবে।

৩। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কী? :

একজন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলে কর্মক্ষম থাকবেন না, সেই অবস্থায় জীবিকা ও অন্য কোনো পারিবারিক প্রয়োজনে এককালীন অর্থের প্রয়োজন মেটানো এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৪। এই প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য কী? :

যোগ্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রতিমাসে ১০ টাকা হিসাবে আমানত জমা দিলে রাজ্য সরকারও সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ মাসিক ১০ টাকা হিসাবে তাঁর অনুকূলে জমা রাখবেন। এই জমা দেওয়া চলবে আমানতকারীর বয়স ৫০ বৎসর পৌঁছানো পর্যন্ত। আমানতকারীর বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হলে তাঁর এবং রাজ্য সরকারের দেয় সম্মিলিত অর্থের উপর স্বাভাবিক সুদ সহ ফেরৎযোগা হবে।

৫। কোনো কারণে আমানতকারী এই প্রকল্প বহাল রাখতে অক্ষম হলে এক্ষেত্রে করণীয় কী? :

আমানতকারীর সঞ্চিত অর্থ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক দেয় পরিপূরক অর্থ যুক্ত ভাবে আমানতকারীকে হিসাব বন্ধের (Closer of Account) ৬ মাসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কোন সুদ প্রদান করা হবে না।

৬। গ্রাম বা তৃণমূল স্তরে এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপক কে? :

গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ এলাকায় এই প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেন।

৭। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে এই প্রকল্প বাবদ মাসিক ১০ টাকা হিসাবে কে জমা নেন? :

গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব এই টাকা জমা নেন এবং আমানতকারীকে দেয় পাশ বইতে স্বাক্ষর সহ লিপিবদ্ধ করেন।

৮। গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব টাকা আদায়ের পর কী ব্যবস্থা নেন? :

গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব বি.ডি.ও. অফিসে এই প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা আই.এম.ডব্লিউ মহাশয়ের নিকট জমা দেন। পরে আই.এম.ডব্লিউ মহাশয় চালান সহ সংশ্লিষ্ট ট্রেজারিতে জমা দেন। আদায়ীকৃত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ব্লকে এবং ব্লক থেকে ট্রেজারিতে নিয়মিত জমা দেওয়া এবং উভয় স্থানেই (গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক) বিশদ হিসাব রাখা জরুরি। টাকা জমা নেওয়ার সময় রসিদ (FORM-VIII) দিতে হবে।

৯। আমানতকারীর বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হবার আগে মৃত্যু হলে এই প্রকল্পের সঞ্চিত অর্থ কী ভাবে প্রদান করা হবে? :

আমানতকারীর বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে মৃত্যু হলে তাঁর দ্বারা উল্লিখিত নমিনিকে দেয় অর্থ প্রদান করা হবে। উল্লেখযোগ্য যে আমানতকারী এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় যে আবেদনপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেন, সেখানে নমিনির নাম উল্লেখ করতে হয়। এক্ষেত্রে সুদ সহ টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

১০। এই প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির সময় আবেদনকারীর ভূমি সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে পাওয়া যায়? :

গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক অথবা তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব পরিদর্শক (আর.আই) কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্রের ভিত্তিতে।

১১। এই প্রকল্পের সুদের হার কী? :

রাজ্য সরকারি কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের (জি.পি.এফ.) দেয় প্রচলিত সুদের হার।

১২। ব্লক এবং জেলা স্তরে এই প্রকল্প রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা (সাপোর্টিং রোল) কার? :

ব্লকের স্তরে বি.ডি.ও. এবং জেলার স্তরে জেলা শাসকের।

১৩। এই প্রকল্পের গ্রাহকদের বয়সের প্রমাণ পত্র কী? :

বিদ্যালয় সার্টিফিকেট, জেলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কর্তৃক দেয় সার্টিফিকেট, অথবা ঠিকুজি।

১৪। বয়সের কোন প্রমাণপত্র না থাকলে কী ভাবে জন্ম তারিখ লেখা যাবে? :

কেবলমাত্র সাল জানা থাকলে ঐ সালের ১লা জুলাই থেকে ধরা হবে। সাল ও মাস জানা থাকলে ঐ মাসের ষোল তারিখ জন্ম তারিখ হিসাবে ধরা হবে।

১৫। গ্রাহকের নমিনির বয়স কত হতে হবে? :

প্রথম নমিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই ভাল। তবে এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

১৬। এ প্রকল্পে কোন গ্রাহক কী কোনো অগ্রিম টাকা জমা দিতে পারেন? :

কোন গ্রাহক অগ্রিম টাকা জমা দিতে পারেন। কিন্তু সরকার পক্ষের টাকা অগ্রিম জমা হবে না।

১৭। এই প্রকল্পে টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা আছে কী? থাকলে কী রূপ? :

(১) এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্তত একবার এবং কমপক্ষে ৬০/- টাকা জমা দিতেই হবে।

(২) অক্টোবর থেকে মার্চ পর্য্যন্ত অন্তত একবার এবং ৬০/- টাকা জমা দিতে হবে যাতে বার্ষিক বছরে একশত কুড়ি টাকা আদায় হয়।

১৮। কোন্ ক্ষেত্রে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়? :

(১) প্রথম আর্থিক বছরে ৬০/- টাকার কম জমা পড়লে ১লা অক্টোবর থেকে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়।

(২) পুরো আর্থিক বছরে ১২০/- টাকার কম জমা পড়লে ১লা এপ্রিল থেকে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে।

১৯। কোন গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার পর পুনরায় চালু করা যায় কী? :

বকেয়া অর্থ এক কিস্তিতে জমা দিলে অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করা যায়। তবে ১৮ মাসের বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকা চলবে না এবং অ্যাকাউন্ট পুনর্বার চালু করার সময় গ্রাহকের বয়স ৪৫ এর বেশি হলে হবে না।

২০। অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকাকালীন কী কোনো সুদ পাওয়া যায়? :

অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকাকালীন সময়ের জন্য কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং কল্যাণ দপ্তরের কল্যাণমূলক কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন যেমন মুসলিম, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পার্সী. এই সব শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নে সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং কল্যাণ দপ্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি আছে। এই সব কর্মসূচি রূপায়ণে জাতীয় স্তরে জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং অর্থ সংস্থা (NMDFC) এবং রাজ্য স্তরে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) (West Bengal Minorities Dev. & Finance Corp.) আছে।

১। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে মেয়াদী ঋণ ও গুচ্ছ ঋণ কর্মসূচির উপভোক্তাদের যোগ্যতার মান কী? :

তাকে রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। গ্রামীণ আবেদনকারীদের পারিবারিক আয় বৎসরে ৩৯,৫০০/- টাকার কম হতে হবে। বয়স ১৮-৪৫ বৎসরের মধ্যে হবে এবং স্বনিযুক্তি পেশাতে দক্ষতা বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণ খেলাপী নন এমন ব্যক্তিরাই এই সুযোগ পাবেন।

২। এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আবেদন করার কোন সময় পঞ্জী আছে কী? :

হ্যাঁ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের পক্ষে দৈনিক কাগজে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে আবেদন পত্র আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তার ভিত্তিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আবেদন করতে হয়। কখনও কখনও গুচ্ছ ঋণের আবেদনপত্র ঐ অঞ্চলে বিলি করে ও পূরণ করা ফর্ম ঐ খানেই গ্রহণ করা হয়।

৩। এই প্রকল্পের বিশদ বিবরণ কোথা থেকে জানা যাবে? :

বি.ডি.ও এবং জেলা পরিকল্পনা আধিকারিকের অফিস থেকে প্রকল্পের বিশদ বিবরণ জানা যাবে।

৪। WBMDFC দপ্তরের অনুমোদনকৃত ঋণের উপর কত হারে সুদ দিতে হয়? :

প্রদত্ত ঋণের উপর ৬.৫ শতাংশ হারে সুদ দিতে হয়।

৫। গুচ্ছ ঋণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা কত টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারে? :

সর্বাধিক ২৫,০০০/- টাকা ঋণ পেতে পারেন।

৬। উচ্চ শিক্ষায় ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা কী? :

গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রী যারা ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং/এম.বি.এ./নার্সিং প্রভৃতি শিক্ষাক্রমের জন্য সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারেন, তবে ঐ পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩৯,৫০০ শত টাকার বেশি হবে না।

৭। উচ্চ শিক্ষায় ঋণ পেতে উপভোক্তাদের বয়সসীমা কত হবে? :

আবেদনকারীর বয়স ১৬-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। যোগ্যতা ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রায় ৭৫,০০০/- টাকা এবং বিশেষ অবস্থায় ২,৫০,০০০/- টাকা ঋণ পাওয়া যায়।

৮। ঋণ পরিশোধের কোন সময়সীমা আছে কী? সুদের হার কত? :

হ্যাঁ, পাঠক্রম সমাপ্তির অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর থেকে তিন বছরের মধ্যে। সঠিক সময়ে ঋণ শোধ করলে সুদ দিতে হয় না।

৯। ঋণ প্রকল্পগুলির বিশদ বিবরণ কোথায় পাওয়া যায়? ঃ WBMDFC-অফিসে। ঠিকানা - ভবানী ভবন (তৃতীয় তল) আলিপুর। কলিকাতা-৭০০০২৭। এছাড়া স্থানীয়ভাবে B.D.O. এবং জেলা পরিকল্পনা আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে।

কৃষিজমি সংক্রান্ত প্রকল্প

বর্গাস্বত্ত্ব ঃ সেটেলমেন্ট বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে জমির রেকর্ড প্রস্তুত করার কালে রাজস্ব আধিকারিক কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সাপেক্ষে ও উভয়পক্ষকে শুনানী করে R-O-R এ প্রকৃত বর্গাদারের নাম নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নথিভুক্ত করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন বলে নথিভুক্ত বর্গাদার তাঁর নথিভুক্ত বর্গা জমির রেকর্ড মূলে ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং উৎপন্ন ফসলের ভাগ পাওয়ার ও বংশানুক্রমে ঐ জমি চাষ করার অধিকার পাবেন।

ভূমি পাট্টা বন্টন ঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যস্বত্ব ভোগ বিলোপ আইন (W.B.E.A. Act) এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন (W.B.L.R. Act) মূলে প্রচুর বিলি বন্টনযোগ্য জমি সরকারে ন্যস্ত হয়, যা ভূমিহীন/বাস্তুহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করার নিয়ম বলবৎ আছে। বাস্তুহীন কৃষি শ্রমিককে ৫ কাঠা পর্যন্ত বাস্তু জমি ও কৃষিজমি দেওয়া যাবে এবং পাট্টা প্রাপকের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় হবে যে ঐ ব্যক্তির নিজস্ব জমি, বর্গা রেকর্ডেড জমির অর্ধেক এবং প্রস্তাবিত পাট্টার জমির পরিমান একত্রে এক একরের বেশি না হয় এবং পাট্টা ঐ পরিবারের মহিলা সদস্যকে দিলেই ভাল হয়, অন্যাথায় স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের নামে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি পাট্টা প্রাপকদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করে সুপারিশসহ মহকুমা শাসকের কাছে পাঠাবে। পাট্টা প্রস্তাব অনুমোদন ও বাতিল উভয় কার্যের দায়িত্ব মহকুমা শাসককে দেওয়া আছে।

সকলের জন্য শিক্ষা

১। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? : বোধ ও বুদ্ধি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের অধিকারী হয়েই সে এই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। শিক্ষা মানুষের বোধ ও বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে; জ্ঞান ও বিচার শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে, কুসংস্কারকে জয় করে বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়াতে সহায়তা করে, তাকে সচেতন ও সক্ষম করে তোলে। যার শিক্ষা নেই সে দুর্বল। এই দুর্বলতা তার বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল শিক্ষা।

২। সকলের জন্য শিক্ষা কী? : সকলের জন্য শিক্ষা - শুধু মাত্র কোনো স্লোগান নয়, এটি একটি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে জোরালো ভাবে ঘোষিত নীতি ও লক্ষ্য। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন এবং ২০০০ সালে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় সেনেগালের ডাকার শহরের আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে সকলের জন্য শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও নীতি নির্ধারণ করা হয়। ভারতবর্ষ উভয় ক্ষেত্রেই যাবতীয় আর্ন্তজাতিক লক্ষ্যমাত্রা ও সিদ্ধান্তের শরিক।

৩। সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? :

(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, পিছিয়ে পড়া ও দুরবস্থা-ক্লিষ্ট শিশুদের শিক্ষা ও পরিচর্যা।

(খ) ২০১৫ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুর জন্য, বিশেষত বালিকা ও দুরবস্থা ক্লিষ্ট ও পিছিয়েপড়া শ্রেণীর শিশুদের ব্যয়মুক্ত, আবশ্যিক ও ভালো মানের শিক্ষার সুনিশ্চয়তা।

(গ) কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের জন্য বৈষম্যহীন জীবনের উপযোগী শিক্ষার সুনিশ্চয়তা।

(ঘ) বয়স্ক শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে বিশেষত নারীদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে, ২০১৫ সালের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ উন্নয়ন এবং সমস্ত বয়স্ক মানুষের জন্য ধারাবাহিক শিক্ষার সুনিশ্চয়তা।

(ঙ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, ২০১৫ সালের মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা ও ভাল মানের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(চ) সকলের জন্য জীবনের উপযোগী, দক্ষতা বর্ধক ও সর্বদিক থেকে ভালমানের শিক্ষার সুনিশ্চয়তা।

৪। সকলের জন্য শিক্ষার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির স্বার্থরক্ষা করার জন্য শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রগুলিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে? :

(১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

(২) প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী)

(৩) উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী)

(৪) বয়স্ক শিক্ষা।

সকলের জন্য শিক্ষার ধারনার মধ্যে এই চারটি উপাদান প্রধান। তবে এর মানে এই নয় যে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো যেমন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য শিক্ষার আওতার বাইরে থেকে যাবে।

৫। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা আছে কী? :

না নেই, বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারী বা কিণ্ডার গার্টেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে এগুলি মূলত শহর এলাকা বা তার আশেপাশে গড়ে উঠেছে। তবে সুসংহত শিশু বিকাশ কর্মসূচির (ICDS) আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই পরিষেবা পাওয়া যায় যদিও তা পর্যাপ্ত নয়।

৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? :

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকে সামাজিক ও মানসিক ভাবে বিদ্যালয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত করে। এই শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা মানে পড়তে লিখতে অঙ্ক করতে শেখানো নয়। এই বয়সের শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে ফল বিপরীত হতে পারে। তাই খেলাধূলা, নাচ, গান ইত্যাদির মাধ্যমে তার পারিপার্শ্বিককে দেখতে, চিনতে, জানতে শেখানো হয়। তাছাড়া তারা অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শেখে, তাদের ভাবনা চিন্তার সঙ্গে নিজের ভাবনা-চিন্তা মিলিয়ে নিতে পারে।

৭। প্রাথমিক শিক্ষা কী? :

প্রাথমিক শিক্ষা বলতে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝতে হবে। আদর্শগতভাবে ৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার কথা।

৮। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে? :

যথাযথ বয়সের শিশুদের যথাযথ শ্রেণীতে ভর্তি করার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। বিদ্যালয় বহির্ভূত বা বিদ্যালয় ছুট শিশুদের জন্য সেতু পাঠক্রম (Bridge Course) এর ব্যবস্থা করে তাদের বয়সের উপযোগী যথাযথ শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে।

৯। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু মূলত কারা? :

— দুরে দুরে অবস্থিত বিদ্যালয়হীন বসতিতে বসবাসকারী শিশু,
— জঙ্গলে ও পাহাড়ী গ্রামে বসবাস করে এমন পরিবারের শিশু,
— শ্রমজীবি পরিবারে পারিবারিক উপার্জনে যোগ দিতে হয় এমন শিশু,

— বাবা-মা কাজে গেলে ছোট ভাইবোনেদের দেখভাল করতে হয় এমন শিশু,

— পথে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, ঝুপড়িতে থাকা ঠিকানাবিহীন পরিবারের শিশু,

— অনাথ ও নিঃসহায় শিশু,

— যৌনকর্মীদের সন্তান,

— ভিক্ষাজীবি ও ভবঘুরেদের সন্তান ইত্যাদি।

১০। শিশুদের তথ্যপঞ্জী কীভাবে তৈরি করা হয়েছে ঃ এবং কাদের কাদের কাছে এই তথ্যপঞ্জী থাকার কথা?

সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় প্রত্যেক সংসদকে ভিত্তি করে শিশুদের তথ্যপঞ্জী (Child Register) তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামশিক্ষা কমিটির (VEC) কাছে এই তথ্য থাকার কথা। এই তথ্যপঞ্জীর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুকে খুঁজে বের করা সম্ভব।

১১। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে কী কী কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করতে হয়?

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনযোগ্য জনবসতিতে বিদ্যালয় স্থাপন, অর্থাৎ শিশুর গমনযোগ্য দূরত্বে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

(২) প্রতিবছর ভর্তির উপযোগী এলাকার সমস্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা,

(৩) ভর্তি হওয়া শিশুদের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখা,

(৪) শিশুদের শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলা।

১২। বিকল্প বিদ্যালয় ব্যবস্থা বা পরিপূরক বিদ্যালয় ব্যবস্থা কী এবং কীভাবে?

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর শিশু শিক্ষা কর্মসূচি শুরু করেছেন। নির্ধারিত নিয়মে স্থানীয় জনসাধারণই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব নিতে পারেন।

১৩। কোন কোন এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা যাবে?

(ক) সরকারি নিয়মে যে সমস্ত জনবসতি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন পাবার যোগ্য অথচ যে কোনো কারণেই হোক এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি সেই সব এলাকায় নাগরিকরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব নিতে পারেন।

(খ) ছোট ছোট জনবসতি এলাকা যেগুলি নিকটবর্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থিত এবং সেখানকার জনসংখ্যা তিনশোর কম।

(গ) প্রাকৃতিক বাধা (নদী-নালা-বন-জঙ্গল-ব্যস্ত বড় সড়ক ইত্যাদি)র জন্য যে সমস্ত শিশু কাছাকাছি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও ভর্তি হতে পারে না সেইসব এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) এক কিমির মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত পরিবারের শিশুরা আর্থ সামাজিক নানা কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা হতে পারছে না এবং যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পড়া ছেড়ে দিয়েছে সেই সমস্ত শিশুদের জন্যও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। উপরিউক্ত যে কোনো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খুলতে গেলে একটি কেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে ২০ জন শিশু আবশ্যক।

১৪। শিশু শিক্ষা কর্মসূচির কিছু বৈশিষ্ট্য? ঃ

(১) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠে।

(২) এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনার দায় দায়িত্ব স্থানীয় মানুষের উপরেই থাকে।

(৩) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পঠন পাঠনের মান সরকারি বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মানের অনুরূপ হয়ে থাকে। মে থেকে এপ্রিল মাস শিক্ষাবর্ষ হিসাবে পালন করা হয় এবং প্রথাবদ্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইগুলি এই সব কেন্দ্রে চালু আছে।

(৪) পঠন পাঠনের কাজটি চালান স্থানীয় ভাবে নিয়োজিত সহায়িকারা। এদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

(৫) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠদান পদ্ধতিকে বৈচিত্রপূর্ণ এবং আনন্দ পাঠের পদ্ধতির অনুসারী করার চেষ্টা চলছে।

(৬) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষাপদ্ধতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় নমনীয়। বৎসরে অন্তত ২০০ দিন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু থাকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মানের জন্য প্রতিদিন কম করে তিন ঘন্টা পঠন পাঠনের কাজ চালাতে হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ মানের জন্য প্রতিদিন সাড়ে ৪ ঘন্টা পঠন পাঠন চালাতে হয়। পঠন-পাঠনের জন্য কোন সময়টি কেন্দ্রের পক্ষে উপযোগী হবে সেটাও স্থানীয় ভাবে নির্ধারিত হয়।

১৫। শিশু শিক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী? :

১। শিশু শিক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও সদস্য/সদস্যাদের মাধ্যমে এলাকায় ব্যাপক প্রচার অভিযান সংগঠিত করা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম কাজ। প্রচারের মূল দায়িত্ব থাকবে শিক্ষা বিষয়ক উপ-সমিতির উপর। এই উদ্যোগে শিক্ষানুরাগী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন।

২। উদ্যোগী অভিভাবকদের নিয়ে বিশেষ সভা করে তাদের প্রয়োজনকে চিহ্নিত করা ও দাবী সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

৩। এলাকা থেকে দাবী উঠে এলে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে অনুমোদনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির কাছে সুপারিশ করা।

৪। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জিলা পরিষদ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন আসার পর এলাকা ভিত্তিক সভা আহ্বান করা।

৫। ঐ সভায় বসে শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান নির্বাচন. পরিচালন সমিতি গঠন করা।

৬। ঐ সমিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসহ মোট ৯ জন সদস্য থাকেন যার মধ্যে সাত জন হলেন অভিভাবক এবং তাদের অন্তত তিনজন হলেন মহিলা।

৭। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করেন।

৮। গ্রাম পঞ্চায়েত সংস্থাগত ভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে না।

৯। পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা অভিভাবকের নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা হবে সহায়কের।

১০। সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা বা অনুরূপ অন্য কোনো কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

১১। সেই সঙ্গে কেন্দ্র সঠিকভাবে চলছে কিনা, পঠন পাঠন ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখা।

১২। গ্রামবাসীদের সহায়তায় ও গণ উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে রান্নাকরা খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করা।

১৩। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক কেন্দ্র থাকলে তাদের সহায়িকা এবং সহায়কদের ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের এক সঙ্গে বসিয়ে মাঝে মাঝে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া।

১৬। এই কর্মসূচিকে সচল ও সফল করার জন্য আর্থিক সহায়তা কোথা থেকে পাওয়া যায়? ঃ

১। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ।

২। ইউনিসেফ।

৩। পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন থেকে।

১৭। শিশু শিক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রামসংসদের ভূমিকা কী? ঃ

এই কর্মসূচি আসলে জনগণের দ্বারা পরিচালিত। এর সাফল্যের চাবিকাঠি রয়েছে গ্রাম সংসদের হাতে। গ্রাম সংসদ তৎপর হলে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যাবে। সংসদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা হলোঃ-

১। পরিচালন সমিতির কাজ কর্মের খতিয়ান নেওয়া।

২। পরিচালন সমিতির কাজকর্মের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে এগুলি পুর্নগঠনের ব্যবস্থা নেওয়া।

৩। কেন্দ্রের আয়ব্যয়ের হিসাব আলোচনার মাধ্যমে বুঝে নেওয়া।

৪। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আসেনি এমন শিশুদের চিহ্নিত করা ও তাদের যুক্ত করার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহিত করা।

১৮। কোন সংস্থা সহায়িকা ও তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে? ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন।

১৯। উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা কী? ঃ

সর্বশিক্ষা অভিযানের ধারণায় উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা বলতে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝতে হবে। বয়সের দিক থেকে ৯+ থেকে ১৩+ বয়সের ছেলেমেয়েরা উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় থাকার কথা।

২০। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি (MSK) কী? ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি হলো শিশুশিক্ষা কর্মসূচির পরবর্তী পর্যায়ের পদক্ষেপ।

২১। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচির কী প্রয়োজন? ঃ

যে গ্রামে উচ্চতর প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী মানের যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী ৩ কিমি এলাকার মধ্যে প্রচলিত বিদ্যালয় না থাকার কারণে পড়াশোনা চালাতে পারছে না তাদের জন্য এই মাধ্যমিক কর্মসূচির প্রয়োজন।

২২। কীভাবে এই মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়? : যথেষ্ট সংখ্যক পঞ্চম থেকে অষ্টম মানের শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও ৩ কিমি এলাকার মধ্যে বিদ্যালয় না থাকলে ঐ এলাকার অভিভাবকরা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে জারী করা আগের নির্দেশ সংশোধন করে জানানো হয়েছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলার জন্য জনসাধারণ যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে থাকে এবং নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা করে থাকে মোটামুটি একই ভাবে জনসাধারণের উদ্যোগে, তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় আপাতত পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

২৩। কারা এই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরি করবে? : জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। স্থানীয় ভাবে প্রচারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে গঠিত পরিচালন কমিটি শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করবে।

২৪। আর্থিক সহায়তা কোথা থেকে আসে? : প্রাথমিক আর্থিক সহায়তা আসবে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে।

২৫। কী ধরণের বইপত্র মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়? : সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যে সব বইপত্র পড়ানো হয় মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে সে সবই অনুসরণ করা হয়।

২৬। মুক্ত বিদ্যালয় কী? : মুক্ত বিদ্যালয় একটা জাতীয় কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক রাজ্যে আছে, রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয় প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের নাম রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়। প্রথা বহির্ভুত শিক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, বিদ্যালয় বহির্ভুত অষ্টম মানের ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য প্রস্তুত করে দেয়।

২৭। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় রাজ্য দপ্তরের কোন বিভাগের অধীনে? : বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধীন।

২৮। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় কোন পাঠক্রম অনুসরণ করে? : রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় মাধ্যমিকের পাঠক্রম অনুসরণ করে এবং এই সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ পাঠ্য পুস্তক ও পাঠোপকরণ তৈরি করে।

২৯। বিদ্যালয় বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য কোন অর্থ লাগে কী না? এদের কাজ কী? : বিদ্যালয় বহির্ভুত ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কে ফি দিতে হয়। মুক্ত বিদ্যালয় নির্দিষ্ট কোচিং ও পরামর্শের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে ও পরীক্ষায় বসতে সহায়তা করে।

৩০। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (NLM) কবে গঠিত হয়? : ১৯৮৮ সালের মে মাসে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন গঠিত হয়।

৩১। **পশ্চিমবঙ্গে কবে কোথায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান (TLC) শুরু হয়?** ঃ

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলায় শুরু হয় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান।

৩২। **সাক্ষরতা কর্মসূচির বিভিন্ন ধাপ কী?** ঃ

বিধিবদ্ধ শিক্ষাধারায় যারা পড়াশোনা করতে পারছেন না, বিমুক্ত (Non-Formal) বা প্রথামুক্ত ধারায় তাদের শেখানোর জন্য তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সব বয়সের মানুষের জন্য এই আন্দোলন। তিনটি পর্যায় হল যথাক্রমে ঃ- (১) সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান (TLC) (২) সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি (Post Literacy Programme) (৩) প্রবহমান বা ধারাবাহিক শিক্ষাকর্মসূচি (Continuing Educational Programme)।

৩৩। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান (Total Literacy Campaign) কী? ঃ

দেশের কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপে জর্জরিত। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান। এই স্তরে সম্পূর্ণ নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষররা নির্দিষ্ট পাঠ্যবই (Primer) এর মাধ্যমে সাক্ষর হয়ে ওঠেন। ১০-১৫ জনকে নিয়ে শিক্ষাকেন্দ্রে পড়া - লেখা - অঙ্ক চর্চার পাশাপাশি চেতনা বিকাশের জন্য নানা আলোচনা, সাংস্কৃতিক নানা কাজকর্ম হয়ে থাকে। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান অধিকাংশ জেলায় শেষ হবার পরও ৯-১৪ এবং ১৫ ও তার বেশি বয়সী যেসব নিরক্ষর মানুষ রয়ে গেলেন তাদের জন্য বুনিয়াদী সাক্ষরতা কেন্দ্র (Basic Literacy Centre) যত বেশি সংখ্যক দরকার খুলতে হবে। এই কাজে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন হয়।

৩৪। সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি (Post Literacy Programme) কী? ঃ

সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান বা বুনিয়াদি সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যে সাক্ষরতা অর্জন করা যায় তা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় পদক্ষেপ। কিন্তু এই অবস্থায় সাক্ষরতা থাকে ভঙ্গুর। একে আরো দৃঢ় করার জন্য দরকার সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল ঃ-

— সাক্ষরতার ভিতকে দৃঢ়, আত্মনির্ভরশীল করা।

— চেতনার মানকে আরও বাড়ানো।

— অর্জিত সাক্ষরতা ও চেতনাকে যতটুকু সম্ভব জীবন ও জীবিকার কাজে লাগানো।

বুনিয়াদি সাক্ষরতার মতো এই পর্যায়েও স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তা লাগে। তবে এই সহায়তা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হয়। এই পর্যায়েও নির্দিষ্ট পাঠ্যবই (Primer) ব্যবহার করা হয়। নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এনে শিক্ষাকেন্দ্রে আলোচনার ব্যবস্থা করা এই কর্মসূচির

অঙ্গ। শেষে শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার মানে পৌঁছতে পারবেন।

৩৫। প্রবহমান বা ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচি (Continuing Educational Programme) কী? :

সার্বিক সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর অভিযান - এই দুটি স্তর পেরিয়ে প্রবহমান বা ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচি হল স্বনির্ভর স্বাক্ষরতার স্তরে পৌছনোর পর জীবন ব্যাপী শিক্ষাধারা। এক্ষেত্রে মূল কাজ হল, সব মানুষের জীবন ব্যাপী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই শিক্ষা বিধিবদ্ধ শিক্ষার মত প্রণালীবদ্ধ ভাবে বা ধাপে ধাপে হতে পারে। আবার যার যে রকম পছন্দ, সেরকম পাঠ, আলোচনা, সংস্কৃতিচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমেও হতে পারে। এই শিক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল ঃ-

— *সাক্ষরতার জ্ঞানকে বা নানান অর্জিত জ্ঞানকে জীবনব্যাপী শিক্ষাচর্চায় ব্যবহার।*

— মুক্ত চিন্তা - চেতনার নিরন্তর বিকাশ।

— জীবন - জীবিকার গুণগত মানবৃদ্ধিতে অর্জিত শিক্ষার ব্যবহার এবং সর্বোপরি একটি যুক্তিশীল শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ গঠন।

সার্বিক সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর অভিযানের সঙ্গে এই শিক্ষাধারা অবিচ্ছিন্ন হলেও আগেকার দুটি পর্যায়ের সঙ্গে আন্দোলনের ধরণ, সময়সীমা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কাজের ধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। এই পর্যায়ে আন্দোলনের ধরণ অভিযানের আকারে হবে না। এর কার্য ধারা দীর্ঘমেয়াদী - গণ্ডীমুক্ত, জীবনব্যাপী।

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি

(Total Sanitation Compaign : TSC)

১। সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য কী কী? :

(১) গ্রামীণ এলাকায় জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানো।

(২) গ্রামীণ এলাকায় সমস্ত পরিবারকে শৌচাগার ব্যবস্থায় আনা, প্রতি পরিবারের জন্য একটা স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার স্থাপন এবং প্রত্যেকে যাতে সেটি নিয়মিত ব্যবহার করে তা দেখা।

(৩) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য বিধানের উপকরণের জন্য চাহিদা সৃষ্টি।

(৪) গ্রামীণ এলাকার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়, সব শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, সব জুনিয়ার হাইস্কুল ও হাইস্কুল, সব মাদ্রাসা, সব মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার স্থাপন এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

(৫) জলবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস করা।

(৬) খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করা।

(৭) দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে কী কী উপকরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন? :

(১) স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার।

(২) উন্নত চুলা ও ধূমহীন চুলা।

(৩) জলশোষক গর্ত।

(৪) আবর্জনা ও সার গর্ত।

(৫) স্নানের চাতাল।

৩। জলবাহিত রোগ দূরীকরণ ও নির্মল পরিবেশ [illegible]র জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি?

(১) ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা শিবির করা দরকার।

(২) স্যানিটারি মার্টগুলির উৎপাদন বাড়ানো ও তা নিয়মিত করা এবং যে পরিবার টাকা জমা দিয়েছেন তাদের কাছে উপকরণগুলি পৌঁছে দেওয়া, শৌচাগার স্থাপনে সহায়তা করা এবং মোটিভেটর নিয়োগ করা।

(৩) বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শৌচাগার ব্যবহার করে, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করে তা দেখতে হবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি মাসে অন্তত একবার কাজের পর্যালোচনা করবে।

৪। সদর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোথায় থাকে?

গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে বা তার কাছাকাছি বাড়িতে।

৫। যদি বর্তমানে সদর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে থাকে তো কী হবে?	ঃ	তবে সেটিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব বাড়িতে স্থানান্তরিত করতে হবে।
৬। যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর এলাকায় কোনো উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকে?	ঃ	তবে পাশাপাশি গ্রামে অবস্থিত কোনো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনে স্থানান্তরিত করতে হবে। মোট কথা জেলার সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত সদর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকবে। এর জন্য ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অবস্থিত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন নেই।
৭। তদারকির কী ব্যবস্থা আছে?	ঃ	গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর এলাকায় ১ জন করে মহিলা অথবা পুরুষ স্বাস্থ্য সুপার ভাইজার থাকবেন। এবা নির্দিষ্ট একটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহায়কের কাজের তদারকি করবেন।
৮। উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী কারা থাকবেন?	ঃ	প্রতিটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন করে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী অবশ্যই থাকবেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত সদর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী ছাড়াও একজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী থাকবেন।
৯। জনসাধারণ এবং উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যোগসূত্র হিসাবে কে কাজ করবে?	ঃ	স্বনির্ভর দলগুলি এই কাজ করবে।
১০। গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপ-সমিতিতে কারা যুক্ত হবেন?	ঃ	পুরুষ এবং মহিলা স্বাস্থ্য সহায়ক (এ.এন.এম) ও স্বাস্থ্য সুপারভাইজার যুক্ত হবেন।
১১। ব্লক স্তরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি রূপায়ণের প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়কারী সংস্থা কে?	ঃ	ব্লক স্তরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থায়ী সমিতি।
১২। জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের পদক্ষেপ কী কী আছে?	ঃ	স্বাস্থ্য ভালো রাখার সামগ্রিক চেষ্টা, অসুখ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও অসুখের চিকিৎসা এই তিনটি বিশেষ ধারাকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ কবা হয় ঃ- (১) সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার উপযোগী কার্যকলাপ (Promotive Health Care) (২) রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা (PREVENTIVE HEALTH CARE) (৩) অসুখের চিকিৎসা করা (Curative Health Care)। গ্রাম পঞ্চায়েত জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের জন্য প্রথম দুটি পরিষেবার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তৃতীয়টির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে।
১৩। জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে স্বনির্ভর দলের ভূমিকা	ঃ	স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে গ্রাম ও পাড়া স্তরে স্বাস্থ্যবিষয়ক কয়েকটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া আবশ্যক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে যেগুলির অন্ততঃ একজন ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছেন তারা একটি গ্রাম বা পাড়ার সমস্ত

পরিবারের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন। যিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বা তারও বেশি পড়াশুনা করেছেন তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি দলের বাকী সদস্যদের শেখাবেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়েই জনস্বাস্থ্যের কাজ করবেন।

১৪। গ্রাম সংসদ এলাকায় কোন্ স্বনির্ভর গোষ্ঠী কোথায় কাজ করবেন, কে ঠিক করবেন?

গ্রাম পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আলোচনা করে।

১৫। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণের পর স্বনির্ভর দলগুলির কী কাজ হবে?

এলাকার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাম সংসদ/গ্রাম উন্নয়ন সমিতি মারফৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পেশ করা। এছাড়া উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সক্ষম দম্পতি ও শিশুদের তথ্যপঞ্জী (ECCR) হালনাগাদ (Update) করার ব্যাপারে ও জন্মমৃত্যু নিবন্ধীকরণের বিষয়ে সাহায্য করবে। এছাড়া পুষ্টির সমস্যা দূর করার জন্য সব্জিবাগান তৈরি, শিশুদের উপযোগী সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও বিপণন, দাইদের ব্যবহারের সরঞ্জাম তৈরি ও শিশু খাদ্য তৈরি, ২ টাকা ফি সংগ্রহ করা এবং উপভোক্তার ডিপোজিটহোল্ডার হিসেবে কাজ করতে পারবে।

১৬। সংসদ এলাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গ্রাম সংসদ স্তরের স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্ত কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দেবেন। এছাড়াও স্বনির্ভর দলগুলিকে তথ্যসংগ্রহ করে গ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ক অবস্থার প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সহায়তা করা, গ্রামের মা ও শিশুদের সঙ্গে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির এবং সংশ্লিষ্ট উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছাড়াও ওই এলাকার অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাক্ষরতা বা সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির সঞ্চালক, প্রেরক প্রভৃতি সবাই যাতে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা প্রসারে সক্রিয় হন সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন।

১৭। বিকেন্দ্রীকৃত স্বাস্থ্যপরিষেবায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?

(১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত শিশু যাতে নির্দিষ্ট ছয়টি রোগ প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ করে তা দেখতে হবে।

(২) গর্ভবতী মায়েরা যাতে (ক) প্রতিটি গর্ভধারণ নথিভুক্ত করেন (খ) দুমাত্রা টিটেনাস টক্সায়েড অবশ্যই নেন (গ) প্রসবের আগে অন্তত তিনবার পরীক্ষা করান এবং (ঘ) দুটি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ তিন বছরের ব্যবধান থাকে তা দেখা।

(৩) মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি যাতে ঠিক মতো কাজ করে তা সুনিশ্চিত করা ও পুষ্টির ব্যবস্থা করা।

(৪) শিশুদের জন্মের পর অন্ততঃ প্রথম তিন বৎসর শিশুদের পুষ্টির ন্যূনতম মান বজায় থাকছে কী না

তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেখতে হবে।

(৫) বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েদের এবং গর্ভবতী মায়েদের ICDS প্রকল্প থেকে দ্বিগুণ পরিমান খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আবর্জনা, মল ইত্যাদি কঠিন বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পরজীবী নিয়ন্ত্রণ।

(৭) নিরাপদ জল সরবরাহ।

(৮) প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(৯) জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের সরবরাহ করা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম-পঞ্জিকা

এপ্রিল

১। আগের বছরের (আর্থিক) বাৎসরিক হিসাব ২৭নং ফরমে দুই প্রস্থ সচিব তৈরি করবেন এবং অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে সভার অনুমোদনের পর পঞ্চায়েত সমিতির সচিবের কাছে পাঠাতে হবে এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে। এই হিসাবের সাথে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হিসাবগুলি থাকবে।

২। বকেয়া ও হালকরের রেজিস্টার তৈরি করতে হবে (ফরম-৭/এ্যাকাউন্টস রুল ১০(৫)।

৩। আইনের ১৮ ধারা এবং প্রশাসন নিয়মাবলীর ১৬(১) ও (২) অনুসারে ৩(ক)নং ফরমে আগের বছর কী কী কাজ হয়েছে ও প্রতি কাজে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ এবং এই কাজের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নামের তালিকা তৈরি করতে এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে অফিস নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

মে

গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভা - আলোচ্য বিষয় ঃ- (১) বার্ষিক আয় ও ব্যয় অনুমোদন, গত বছরের কাজের তালিকা ও ব্যয় অনুমোদন, সুসংহত গ্রামীণ প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্ত করা। গত আর্থিক বছরের অনুপূরক / সংশোধিত বাজেট অনুমোদন।

২। বিভিন্ন কর্মসূচি ভাগ করে পঞ্চায়েতের কাজের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি (বার্ষিক অনুমোদিত খসড়া যোজনা অনুসারে)।

৩। এপ্রিল মাসে তৈরি (ঐ মাসের ৩নং বিষয় দ্রষ্টব্য) ৩(ক) ফরমে আগের বছরে বিভিন্ন খাতে কী কাজ হয়েছে, কত আয় ও ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমান বছরে বিভিন্ন খাতে কাজের বিবরণ, প্রস্তাবিত আয়ের উৎস, পরিমাণ ও ব্যয় গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভায় ও তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় অনুমোদন করতে হবে এবং যথাস্থানে পাঠাতে ও প্রকাশ করতে হবে ৩১শে মে-এর মধ্যে।

৪। বর্ষা আসার আগের প্রকল্পের কাজ (মাটির কাজ/নলকূপ বসানো বা সংস্কারের কাজ) আরম্ভ করা।

জুন

১। ইন্দিরা আবাস প্রকল্প ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তালিকা পাঠানো।

২। সম্ভাব্য বন্যাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি।

১। ত্রৈমাসিক হিসাব তৈরি ও হিসাব পরীক্ষার প্রস্তুতি।

আগস্ট

১। বন্যাত্রাণ ও জলবাহিত রোগ সংক্রমণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন।

২। পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য সম্পদ সংগ্রহ ও সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিক অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট তথ্য পেতে অসুবিধা হলে গত ৩ বছরের প্রকৃত আয়ের গড়ের ১০ শতাংশ বাড়িয়ে আয় নির্ধারণ করতে হবে ১৪ই আগস্টের মধ্যে।

৩। অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় অন্য উপ-সমিতিগুলির আগামী বছরের আর্থিক বরাদ্দ জানানো ৩১শে আগস্টের মধ্যে।

সেপ্টেম্বর

১। অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি কর্তৃক ৯নং ফরমে কর নির্ধার তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

২। কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন (সচিব কর্তৃক) ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অনুমোদন ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

৩। পরবর্তী বছরে কী কী প্রকল্পের কাজ হবে তার পরিকল্পনা রচনা ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

৪। উপ-সমিতিগুলি নিজ নিজ বাজেট তৈরি করে পঞ্চায়েতে জমা দেবেন ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

অক্টোবর

১। পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে নির্ধার তালিকা পাঠানো ৫ই অক্টোবরের মধ্যে।

২। পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক কর্তৃক তাঁর মতামত সহ নির্ধার তালিকা ফেরৎ পাঠানো ২০শে অক্টোবরের মধ্যে।

৩। নির্বাহী সহায়ক কর্তৃক প্রাথমিক খসড়া বাজেট তৈরি ১লা অক্টোবরের মধ্যে।

৪। অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় অন্য উপ-সমিতিগুলির প্রাথমিক খসড়া বাজেট বিবেচনা ১০ই অক্টোবরের মধ্যে।

৫। সচিব বিগত ৬ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব তৈরি করবেন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় ২৭নং ফরমে দুই প্রস্থ এবং অর্থ পরিকল্পনা উপ-সমিতিতে অনুমোদনের পর পঞ্চায়েত সমিতির সচিবের কাছে পাঠাতে হবে এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে এবং এর সাথে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির হিসাব গুলি সংযোজিত হবে।

নভেম্বর

১। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় (বিদ্যমান সদস্যের অন্তত ১/২ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে) প্রাথমিক খসড়া বাজেট অনুমোদিত ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে।

২। খসড়া বাজেটের অনুলিপি পঞ্চায়েত সমিতির মতামতের জন্য পাঠানো ৭ই নভেম্বরের মধ্যে।

৩। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন, পুনঃঅনুমোদন ও প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ ১০ই নভেম্বরের মধ্যে।

৪। গ্রাম সংসদের ষান্মাসিক সভা - আলোচ্য বিষয় ঃ খসড়া বাজেট বিবেচনা, বিগত ৬ মাসের হিসাব ও বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীদের তালিকা অনুমোদনে, পরবর্তী আর্থিক বছরের, পরিকল্পনা রচনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা ১লা থেকে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে।

৫। খসড়া বাজেট সম্পর্কে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক মতামত দান ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে।

৬। কর ধার্যের আপত্তি দাখিল ২০শে নভেম্বরের মধ্যে।

ডিসেম্বর

১। গ্রাম সভার মিটিং - আলোচ্য বিষয় ঃ গ্রাম সংসদ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা, খসড়া বাজেট বিবেচনা, আগামী বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন।

২। কর ধার্যের আপত্তির শুনানী ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে।

৩। শুনানীর পর নির্ধার তালিকার সংশোধন ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে।

৪। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক-এর কাছে আপীল ও আপত্তি দাখিল ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে।

৫। গ্রাম সংসদ সভার রিপোর্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক-এর কাছে পাঠানো ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে।

জানুয়ারি

১। বার্ষিক পরিকল্পনার কপি পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠাতে হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে।

২। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় (বিদ্যমান সদস্যের ১/২ সংখ্যক উপস্থিতিতে) চলতি বছরের বাজেট পর্যালোচনা করতে হবে এবং ৩১শে মার্চের মধ্যে আয়ের সম্ভাবনা বিচার করে খসড়া সংশোধিত ও পরিপূরক বাজেট তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে হবে জানুয়ারীর ২য় সপ্তাহের মধ্যে।

৩। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক কর্তৃক কর ধার্যের আপিল ও আপত্তির শুনানী ও নিষ্পত্তি ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে।

৪। প্রধানের নির্দেশে নির্বাহী সহায়ক খসড়া সংশোধিত ও পরিপূরক বাজেট তৈরি করবেন ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে।

৫। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্ধার তালিকা সংশোধন ও চূড়ান্তকরণ ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে।

৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় (বিদ্যমান সদস্যের অন্তত ১/২ সংখ্যক উপস্থিতিতে) বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদন ও গ্রহণ ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে।

৭। গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে। মনে রাখা দরকার যে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট এই দুইয়ের মধ্যে সাযুজ্য থাকতে হবে।

ফেব্রুয়ারি

১। অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতিতে সংশোধিত ও পরিপূরক বাজেট আলোচিত ও গৃহীত হবে ৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

২। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় (বিদ্যমান অন্তত ১/২ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে) সংশোধিত পরিপূরক বাজেট অনুমোদন ২৫শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

মার্চ

১। লীজ বস্তুগুলির (পুকুর / খোঁয়াড় / খেয়া প্রভৃতি) পুর্ণনবীকরণ বা নতুন নীলাম ডাক।

২। আর্থিক বছরের কাজ সমাপ্তি ও হিসাব রক্ষণ।

৩। সম্ভাব্য খরা জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি।

ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর

ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	পাট্টা বিলি	৫৩
২।	ভূ-বাসন	৫৩
৩।	কার্যবিধি ও নিয়মাবলী	৫৪
৪।	আবেদন পত্র	৫৫

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের মধ্যে জমি বিতরণ ব্যবস্থা আছে।

যথা ঃ-

(১) পাট্টা বিলি - যে ভূমিহীন মানুষদের অবস্থা সব থেকে নীচের দিকে, তাঁদের জমি বিতরণ করা হয়। যে সব চাষীদের প্রান্তিক জমি এক একরের নীচে তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসেন।

যোগাযোগের ঠিকানা - ব্লকস্তরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক।

(২) ভূ-বাসনের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ - অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর ভূমিহীন মানুষদের বসবাস করার উদ্দেশ্যে জমির প্রজাস্বত্ব বিলি করা হয়। কৃষি শ্রমিক, মৎস্য চাষী বা কারিগর এর আওতায় আসতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা - ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক।

কার্যবিধি ও নিয়মাবলী

১। ক) নথিভুক্ত বর্গাদার ও পাট্টাদারেরা এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার জন্য বিবেচ্য হবেন।

খ) দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী বর্গাদার ও পাট্টাদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তার মধ্যে আদিবাসী, তপশিলীজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু ও সাধারণ জাতি ভুক্তদের ক্রমানুসারে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ) খেলাপি (DEFAULTER) ঋণ গ্রহণকারীরা এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাবেন না।

২। ক) এই প্রকল্পে সেচ এলাকাভুক্ত জমির ক্ষেত্রে বছরে একর প্রতি সর্বাধিক ৫৫০০্ টাকা এবং অসেচ এলাকাভুক্ত জমির ক্ষেত্রে বছরে একর প্রতি সর্বাধিক ৬০০০্ টাকা পর্য্যন্ত কৃষি ঋণ পাওয়া যাবে।

খ) এখন এই ঋণ ১০০০০্ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ প্রায় ১.৬০ একর পর্য্যন্ত জমির জন্য ঋণ পাওয়া যাবে।

গ) বছরে দুবারে অর্থাৎ খরিফ ও রবি মরশুমের জন্য ঋণ পাওয়া যাবে।

ঘ) যে সমস্ত পাট্টাদারদের ঘর তৈরী করার জন্য জমি দেওয়া হয়েছে, তারাও ঘর তৈরীর জন্য এই প্রকল্পে একইভাবে ঋণ পাবেন।

৩। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ধার্য অনুযায়ী এই প্রকল্পে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসাবে কৃষি ঋণের জন্য বার্ষিক চার শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে।

৪। আবেদন পত্রের নমুনা এই পুস্তিকার সঙ্গে দেওয়া আছে। সেই নমুনা মতো ছাপানো ফর্মে অথবা সাদা কাগজে হাতে লিখে আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট রাজস্ব পরিদর্শক (R.I) অথবা বি. এল. এণ্ড এল. আর. ও. অফিসে জমা দিতে হবে।

৫। জেলা শাসক ডি. এল. বি. সি-র সঙ্গে আলোচনা করে ব্লক স্তরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবেন। প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমস্ত কাজের পরিচালনা করবেন।

৬। ক) রাজস্ব পরিদর্শক (R.I) আবেদনকারীর নথি সম্বন্ধে শংসাপত্র দেবেন।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবেদনকারীর আয় সম্বন্ধে শংসাপত্র দেবেন।

৭। বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. আবেদনকারীর তালিকা আবেদন পত্র সহ সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও-র কাছে পাঠাবেন।

৮। বি.ডি.ও. ঐ তালিকা বি.এল.বি.সি-র সভায় পেশ করে অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বি. এল. বি. সি-র অনুমোদন অনুযায়ী সংযুক্ত ব্যাংকগুলিতে আবেদনপত্রগুলো পোষণ (Sponsor) করবেন।

৯। সংযুক্ত ব্যাংক এক মাসের মধ্যে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের ব্যবস্থা নেবেন।

১০। যে ব্লকে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কাজ এগোবে না সে ক্ষেত্রে বি. ডি. ও. ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের জন্য ক্যাম্প করার ব্যবস্থা নেবেন যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, রাজস্ব পরিদর্শক, বি. এল. এন্ড এল. আর. ও, ব্যাংকের প্রতিনিধি ও উপভোক্তাগণ উপস্থিত থাকবেন। এই ক্যাম্পে আবেদনপত্র অনুমোদন এবং ঋণ বিতরণ অথবা Letter of Credit/Kishan Credit Card প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১১। এছাড়া বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. সংযুক্ত ব্যাংককে পাট্টা প্রাপক আবেদনকারীদের তালিকা (অনুমোদিত) আগাম পাঠাবেন যাতে ঐ ব্যাংকের প্রতিনিধি পাট্টা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

১২। বি. এল. এল. আর. ও অনুমোদিত ঋণ প্রাপকের তালিকা অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কাছে পেশ করবেন।

১৩। রাজস্ব পরিদর্শক (R.I) ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে নজর রাখবেন।

বর্গাদার এবং পাট্টাদারদের স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের জন্য

আ বে দ ন প ত্র

১। আবেদনকারীর নাম :

২। পিতা/স্বামীর নাম :

৩। বসবাসের ঠিকানা :

৪। গ্রামপঞ্চায়েতের নাম :

৫। আবেদনকারী এক নথিভুক্ত বর্গাদার অথবা পাট্টাদার :

৬। পরিবারের সদস্য সংখ্যা :

৭। পরিবারের বার্ষিক আয় :

৮। বি. পি. এল তালিকার ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে) :

৯। চাষের জমির বিবরণ :

জেলা- থানা-
মৌজা- জে এল নং-
দাগ নং খতিয়ান নং
পরিমান- শ্রেণী-

১০। যে চাষের জন্য ঋণের আবেদন :

১১। ঋণের পরিমাণ :

১২। অঙ্গীকার :

আমি এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে,

ক) এই প্রকল্পে পূর্বের কোন কৃষিঋণ আমার বাকি নেই,

খ) মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা কৃষি কার্য ব্যতীত অন্য কাজে ব্যয় করিব না,

গ) বার্ষিক চার শতাংশ হারে সুদ সহ ঋণের টাকা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব,

ঘ) আবেদন পত্রে আমার প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

জমির নামজারির জন্য আবেদন

প্রতি
ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক

....

জেলা..

মহাশয়,

আমি/আমরা জমির নামজারির জন্য আবেদন করছি। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দেওয়া হইল।

১। আবেদনকারীর নাম :

২। আবেদনকারীর পুরো ঠিকানা :

৩। জমির বিবরণ :

ক) মৌজার নাম :

খ) জে. এল. নম্বর :

গ) খতিয়ান নম্বর (আর এস এবং এল আর) :

ঘ) প্লট নম্বর (আর এস এবং এল আর) :

ঙ) বিধিবদ্ধ শ্রেণী :

চ) জমির আয়তন :

ছ) থানা :

জ) জেলা :

৪। কি উদ্দেশ্যে নাম জারির প্রয়োজন :

৫। নথিভুক্ত দলিল নম্বর এবং তারিখ :

৬। উত্তরাধিকারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া শংসাপত্র :

৭। জমিটি আবেদনকারীর অধিকারভুক্ত কিনা :

৮। প্রয়োজনীয় নথির নকল :

ক) হস্তান্তরের নিবন্ধভুক্ত দলিল :

খ) হস্তান্তরের উপর্যুপরি দলিল :

গ) উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যোগ্য আধিকারিকের শংসাপত্র :

ঘ) ১নং ক্রোড়পত্র অনুসারে মূল শপথপত্র :

ঙ) ২নং ক্রোড়পত্র অনুসারে তিন কপি ঘোষণাপত্র :

চ) সাক্ষরসহ জমির খসরা মানচিত্র :

আপনার বিশ্বস্ত

তারিখ..

শিল্প/আবাসন প্রকল্প নির্মাণের জন্য জমির ধরণ পরিবর্তনের আবেদনপত্র
(যথাযথ কোর্ট ফি দিতে হবে)

প্রতি

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক।

....জেলা।

<u>বিষয়ঃ জমির প্রকৃতির/ধরণের পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্র</u>

ভূমির বিবরণ

ক) মৌজার নাম :

খ) জে. এল. নম্বর :

গ) খতিয়ান নম্বর (আর এস ও এল আর) :

ঘ) প্লট নম্বর (আর এস ও এল আর) :

ঙ) বিধিবদ্ধ শ্রেণী :

চ) জমির আয়তন :

ছ) থানা :

জ) জেলা :

নিম্নে প্রদত্ত প্রমাণপত্রের প্রতিটির ৫টি অনুলিপি সংযুক্ত হইল।

১। ঘোষণাপত্র

২। নামজারির শংসাপত্রের নকল।

৩। বর্তমান আধিকার এবং সাম্প্রতিক নথি।

৪। এলাকার দিক নির্দেশ এর ছটি অনুলিপি।

৫। জেলা শিল্প কেন্দ্র/শিল্প অধিকার/শিল্প দপ্তর কর্তৃক শিল্পের জন্য জারি করা শংসাপত্র।

৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পটির বিবরণের অনুলিপি।

আমি/আমরা এই মর্মে স্বীকৃতি দিচ্ছি যে রাজ্যে কোনো আইন অনুসারে ভবিষ্যতে জমি রাজ্য অধিগ্রহণ করলে আমি/আমরা সে বিষয়ে কোনো দাবি পেশ করবো না।

আমি/আমরা আরো স্বীকৃতি দিচ্ছি যে যদি সংশ্লিষ্ট জমি সম্বন্ধে অধিগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে তবে আমি/আমরা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দীর্ঘ মেয়াদী সমঝোতার জন্য যথাযথ শর্ত মেনে এবং ভাড়া, সেলামী ইত্যাদি দিয়ে কাজ করবো।

- ঘোষণা পত্র -

আমি/আমরা/শ্রী/শ্রীমতি/মেসার্স ঃ...

পিতা/স্বামী/স্ত্রী ঃ...

বর্তমানে বসবাসরত ঃ...

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে নিম্নপ্রদত্ত বিষয় সর্বতোভাবে সত্য।

১। যে আমি/আমরা যে জমিটি ক্রয় করেছি/দখল করেছি তার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

মৌজা	জে.এল. নং	খতিয়ান নং আর.এস.ও. এল.আর	প্লট নং আর.এস.ও। এল.আর	নথিভূক্তির শ্রেণী	এলাকা যা ক্রয় বা অধিকার করা হয়েছে	থানা	জেলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

এই জমি আমরা শ্রী/শ্রীমতি...পুত্র/কন্যা/স্ত্রী/স্বামী......................................

....র কাজ থেকে.......................................রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল

সংখ্যা...তার.......................................উত্তরাধিকারসূত্রে.......................................

এই উদ্দেশ্যে এবং এর হস্তান্তর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হয়ে ক্রয় করেছি।

২) আমি/আমরা আরো স্বীকার করছি যে যদি নামজারি অনুমোদিত হয়, আমি/আমরা ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক এই জমি অধিগ্রহণে কোনো দাবি পেশ করবো না।

৩) আমি/আমরা আরো স্বীকৃত দিচ্ছি যে যদি ভবিষ্যতে এই জমি খাস হয় তবে আমরা যথাযথ ভাড়া, সেলামী ইত্যাদি দিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মতো দীর্ঘমেয়াদী সমঝোতায় রাজী থাকবো।

৪) এই মাসের মধ্যে যদি দীর্ঘমেয়াদী সমঝোতায় আমি ব্যর্থ হই তবে আমাকে অনধিকার দখলের দায়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে এবং আমার দখলে থাকাকালে জমির ক্ষতির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে আমি বাধ্য থাকবো।

৫) আমি যে জমি নিয়েছি তা সবরকমের দায়বিহীন।

৬) আমি বংশানুক্রমে দলিলের দাখিল করেছি যাতে বোঝা যায় যে এই জমির মালিক কে? আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে এই জমি যার কাছ থেকে কিনেছি তার এই জমি হস্তান্তরের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

৭) উপরোক্ত সমস্ত বক্তব্য আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান অনুযায়ী সম্পূর্ণ।

সাক্ষর

আমার পরিচিত

তাং.. অ্যাডভোকেট

যদি একমাসের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সমঝোতার জন্য আমি আবেদন না করি আমাকে ঐ জমি থেকে অনধিকার দখলের জন্য উচ্ছেদ করা যাবে। এছাড়া ঐ জমি দখল রাখার জন্য যদি কোনো ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দিতে বাধ্য থাকবো।

আমি কোনো রকম দায়বিহীন এই জমির দখল নিয়েছি। আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে এই জমি পুকুর/বাগান/বর্গাদার চাষের নয়।

তারিখঃ আপনার বিশ্বস্ত

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

প্রস্তাবনা ঃ

সাধারণভাবে এ কথা বলা হয় যে এরাজ্যের যুব সমাজ উচ্চ মেধা সম্পন্ন, তথ্যসমৃদ্ধ এবং জীবিকা-সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে উদ্যম, শিল্পোদ্যোগিতা এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়ে গেছে, যা একজন কে সফল উদ্যোগী হতে সাহায্য করে। সুতরাং তাদের মধ্যে সৃষ্টি, পারদর্শিতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, আবিস্কার এবং স্বাধীন চিন্তা জাগিয়ে তোলার প্রেরণা দেওয়া প্রয়োজন। এই সব বোধের সমন্বয়েই তারা স্বাধীনভাবে নিজস্ব জীবিকা চয়ন করতে পারবে এবং সেই জীবিকাকে সফল করে তুলতে পারবে। অন্য কথায়, আজকের সময়ের দাবী, শিক্ষা, কর্মশালা এবং বহুবিধ সম্ভাবনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এরাজ্যের যুব মনে শিল্পোদ্যোগের উৎসাহকে জাগিয়ে তোলা। এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রচনা করে, বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প - যার মূল উদ্দেশ্য রাজ্য জুড়ে সফল উদ্যোগী গড়ে তোলা।

১. প্রকল্পটির নাম ঃ 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' এবং তদনুযায়ী একক যুব'র জন্য প্রকল্পটি 'আত্মমর্যাদা' ও একদল যুব শিল্পোদ্যোগীর জন্য 'আত্মসম্মান' নামে চিহ্নিত হবে।

২. লক্ষ্য ঃ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ছোট ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণশিল্প, বাণিজ্য, পরিষেবা ক্ষেত্র, কৃষিভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্র, পশুপালন, ফুলচাষ প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ কৃষিক্ষেত্রের প্রযোজনার মাধ্যমে এ রাজ্যের গ্রামে ও শহরে ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তিকরণকে বাস্তবায়িত করে তোলা।

৩. এই প্রকল্পটি ২০০০-২০০১ আর্থিক বছর থেকে কার্যকরী হতে শুরু করে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের বিস্তার ঘটে ২০০৬-২০০৭ সালে। এই প্রকল্পটি ভবিষ্যতেও কার্যকরী থাকবে।

৪. (১) এই প্রকল্পটি সকল যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের জন্য ক্রিয়াশীল এককভাবে অথবা যৌথভাবে (কমপক্ষে একই অঞ্চলে বসবাসকারী ৫ জন বাসিন্দা একটি দলে থাকতে হবে)। যে উদ্যোক্তারা ছোট ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র নির্মাণ করে অথবা কোন আয় করতে চান তাদের প্রত্যেকের জন্য এই প্রকল্পটি ক্রিয়াশীল। একক উদ্যোক্তার জন্য প্রকল্প ব্যয় সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা ও ৫ জনের দলে প্রকল্প ব্যয় সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা।

(২) একই পরিবারের একাধিক সদস্য নিয়ে একটি দল তৈরী করা যাবে না। এবং আত্মসম্মান প্রকল্পে এই ধরনের দল কোন অনুদান পাবে না।

(৩) কেন্দ্র/রাজ্য সরকারী কর্মচারী অথবা সরকার অধিকৃত সংস্থায় কর্মরত কোন ব্যক্তি বা তার পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় যুক্ত হবেন না।

৫. (১) রাজ্য সরকার বলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কে বলা হচ্ছে।

(২) 'ক্ষুদ্র উৎপাদন সংস্থা' বলতে ২৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় সমন্বিত সংস্থাকে বোঝানো হচ্ছে।

(৩) প্রকল্প ব্যয় বলতে যে খরচগুলি বোঝানো হচ্ছে ঃ

(ক) স্থির মূলধন ব্যয় ঃ যেমন যন্ত্রপাতি কেনার খরচ অথবা জমির দাম।

(খ) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বাড়ির ভাড়া বাবদ খরচ।

(গ) প্রকল্পের জন্য নানারকম নির্মাণ খরচ।

(ঘ) প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি শুরু করার সময় কার্যকরী মূলধন প্রয়োজন; প্রকল্পটি বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প, পরিষেবা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, বাগিচা পালন বা ফুলচাষ হতে পারে; কিন্তু প্রকল্পটি ক্রিয়াশীল হয়ে গেলে কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

(৪) এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে 'পরিবার' বলতে কোন ব্যক্তির সন্তান, নির্ভরশীল পিতা-মাতা এবং নির্ভরশীল ছোট শিশুকে বোঝাবে।

(৫) 'মোটিভেটর' বলতে কোন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ অথবা কোন সংস্থাকে বোঝায়, যারা এই প্রকল্পভুক্ত কোন উদ্যোগী নন, তাঁরা এই প্রকল্পে যুক্ত আছেন কেবলমাত্র উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে, তাদের পরামর্শ দিতে এবং সাহায্য করতে। এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণে এবং অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে ঋণ ফেরৎ দেবার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে।

(৬) 'বেকার যুব' বলতে ১৮ - ৪৫ বয়র বয়সী কোন ব্যক্তি যিনি লাভজনক ভাবে কর্মরত নন (বয়সসীমা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনের তারিখ থেকে নির্ধারিত হবে) এবং কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত আছে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়। কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার উপর বিচার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি মন্ত্রক কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়সের ক্ষেত্রে ২ বছর সর্বাধিক ছাড় দিতে পারে (৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত)।

(৭) 'সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখা' বা 'ডব্লু. বি. এফ. সি শাখা' বলতে জাতীয়/সমবায়/গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অথবা পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কমিশন অথবা যে কোন রাজ্য/কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত ব্যাঙ্কের শাখা বোঝায়, যেখানে আবেদনকারী উদ্যোক্তা তার প্রকল্পটি পরিচালনা করবেন।

(৮) 'অনুমোদিত' বলতে বোঝায় যে ঋণ আবেদনগুলি যোগ্যতাপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং PIC-এর কাছে পেশ করা হয়েছে এবং WBFC কে ঋণদানের জন্য মঞ্জুর করানো হয়েছে।

(৯) 'আবেদন মঞ্জুর' বলতে বোঝায় যে ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঙ্ক বা WBFC ঋণদানে মঞ্জুর করেছে সেই ক্ষেত্রগুলিকে।

(১০) 'টাকা প্রদান করা হয়েছে' বলতে বোঝায় কোন ব্যাঙ্ক অথবা WBFC প্রদত্ত ঋণ, অনুদান এবং মালিকানায় অংশ সঠিক অনুপাতে প্রদান করা।

৬. **যোগ্যতা :** কোন একক ব্যক্তি - উদ্যোক্তা অথবা উদ্যোক্তা- দল সাধারণভাবে কর্মসংস্থান কেন্দ্রে যাদের নাম নথিভুক্ত এবং যাদের পারিবারিক আয় (উদ্যোক্তা - দলের ক্ষেত্রে প্রতি সদস্যদের) ১৫,০০০ টাকার নীচে এবং যিনি বা যাঁরা কোন শিল্প, বাণিজ্য বা পরিষেবা ক্ষেত্র লাভজনকভাবে চালু করতে চান অথবা কোন চালু ইউনিটকে উন্নতি করা বা পুনরুজ্জীবিত করতে চান তারাই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবেন।

৭. **সমস্ত শর্তগুলি পূরণ করার সাপেক্ষে :**

(১) ক) রাজ্য সরকার একক - উদ্যোক্তা প্রকল্পে (আত্মমর্যাদা) ও উদ্যোক্তা-দল (আত্মসম্মান) প্রকল্পে এবং সর্বোচ্চ যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা ও ২,৫০,০০০ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের উপর ২০% হারে অনুদান প্রদান করবে।

খ) প্রান্তিক অর্থ (মার্জিন মানি) হিসাবে উদ্যোক্তা মোট প্রকল্প - ব্যয়ের ১০% সরবরাহ করবে।

গ) রাজ্য সরকারের অনুদান ও উদ্যোক্তার প্রান্তিক অর্থ প্রদানের পর অবশিষ্ট ৭০% অর্থ (প্রকল্প-ব্যয়ের) প্রদান করবে WBFC অথবা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই অর্থ প্রদত্ত হবে মেয়াদী ঋণ/কার্যকরী মূলধন হিসাবে।

ঘ) কোন ভাবেই বাণিজ্যক্ষেত্র, পরিষেবা অথবা যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, কার্যকরী মূলধনের উপর কোন সরকারী অনুদান প্রদত্ত হবে না। প্রকল্পটি ক্রিয়াশীল হওয়া শুরু হলে ব্যাঙ্কগুলি কার্যকরী মূলধনের উপর ঋণ দিতেও পারে এবং অবশ্যই তা উদ্যোক্তার আবশ্যিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।

ঙ) কোনওভাবেই নগদ ধারের জন্য এই প্রকল্পে সরকারী অনুদান প্রদত্ত হবে না।

(২) উৎপাদনমুখী প্রকল্পে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন রকম নিরাপত্তামূলক গচ্ছিত কিছু রাখতে হবে না, কেবল যন্ত্রগুলির যথাযথ প্রকল্পভুক্তিকরণে ছাড়া। বাণিজ্য ক্ষেত্রগুলিতে, পরিষেবা-বাণিজ্য-যন্ত্রশিল্প ক্ষেত্রেও ২ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়ে কোন নিরাপত্তামূলক গচ্ছিত কিছু রাখতে হবে না।

৮. **অন্যান্য শর্তাবলী ঃ**

(১) প্রকল্পের মালিকানা একক মালিকানারূপে, অংশীদারীত্বের রূপে, একটি সমবায় সংস্থার রূপে অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রূপে হতে পারে।

(২) কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে প্রয়োজনীয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত/পৌরসভা/কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন জেলার/পৌরসভার/ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতর থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দান করা হবে এবং স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দফতরের সঙ্গে মধ্যস্থতা করা হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের ছাড়পত্র অথবা যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিবন্ধীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই ক্ষেত্রে জেলা স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী তফতর এবং স্বনিযুক্তি আধিকারিকরা এবং পৌরসভার উর্ধতন আধিকারিকরা এই বিষয়ে যথাযথ সাহায্য করবেন।

(৩) যদি অন্য কোন প্রকল্পের জন্য 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে' আবেদনকারী বা আবেদনকারীদের (উদ্যোক্তা-দলের ক্ষেত্রে প্রতি সদস্যের ক্ষেত্রে বিবেচনা পূর্বে নেওয়া ঋণের কোন টাকা অপ্রদত্ত না থাকে অথবা চলতে থাকা প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে টাকার কোন দাবি না থাকে এবং যদি পূর্বের ঋণগুলিতে সরকারী অনুদান সংযুক্ত থাকে ও সবমিলিয়ে ঐ প্রকল্পগুলিতে পাওয়া সরকারী অনুদানের পরিমাণ এই প্রকল্পের সরকারী অনুদানের চেয়ে কম হয়; তবেই ঐ আবেদনকারী বা আবেদনকারীরা এই ঋণ পেতে পারেন।

(৪) যদি কোন আবেদনকারী বা আবেদনকারীদের প্রকল্পটি মঞ্জুর হয়, তবে এই প্রকল্প চালাকালীন তিনি বা তাঁরা অন্য কোন চাকরীর জন্য আবেদন করতে পারবেন না। প্রত্যেক একক উদ্যোক্তা ও উদ্যোক্তা-দলের সদস্যদের প্রত্যেককে কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নিবন্ধীকৃত কার্ডটি প্রদর্শন করতে হবে এবং ঐ একই কার্ডের প্রত্যয়িত নকল (ব্লক স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী আধিকারিক/পৌরসভার উর্ধতন আধিকারিক দ্বারা প্রত্যয়িত) সংশ্লিষ্ট ব্লক/পৌরসভার স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আধিকারিকের কাছে রাখতে হবে লিপিবদ্ধকরণের জন্য। জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান কেন্দ্রে এটি জানাবে এবং পুনরায় নোটিশ পাঠানোর আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক নজরদারির দাবি জানাবে; অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাঙ্ক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুদসহ আসল টাকা জমা না পড়ে।

৯. **সরকারী অনুদান ঃ**

প্রতি একক উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তা দল মোট প্রকল্প - ব্যয়ের ১০% প্রান্তিক অর্থ প্রদান করেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সরকার মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২০% ও অথবা একক উদ্যোক্তা দলের জন্য সর্বোচ্চ যথাক্রমে ১ লক্ষ ও ২.৫ লক্ষ টাকা প্রদান করবে।

১০. **প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঃ**

(ক) ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা WBFC-র মাধ্যমে সোসাইটি ফর সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েস্ট বেঙ্গল এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্ত দায়িত্ব বর্তাবে স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী দফতরের। জেলাগুলিতে জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আধিকারিকরা এবং কলকাতা কর্পোরেশনের জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতর থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে কার্যকর হবেন।

(খ) এই প্রকল্পটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি, PIC - তদারকিতে এবং জেলাস্তরীয় পর্যবেক্ষণ কমিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গের সকল পৌরসভা/ব্লক/কর্পোরেশন/নোটিফায়েড অঞ্চলে বাস্তবায়িত হবে।

(গ) PIC গড়ে উঠবে প্রতিটি জেলায় ব্লক/পৌরসভা/নোটিফায়েড অঞ্চলভিত্তিক ও কলকাতা কর্পোরেশনে জেলা ভিত্তিতে এর সদস্য হবেন—

সি-(i) ব্লকে PIC :

(i) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি — চেয়ারম্যান
(ii) বি. ডি. ও — সদস্য
(iii) সোসাইটি ফর সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি - সদস্য
(iv) বিধায়ক—সদস্য
(v) ব্লক স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আধিকারিক—আহ্বায়ক
(vi) শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক—সদস্য
(vii) ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিবৃন্দ—সদস্যবৃন্দ
(viii) মোটিভেটর—আমন্ত্রিত।

সি-(ii) পৌরসভা স্তরে PIC :

(i) এস. ডি. ও—চেয়ারম্যান
(ii) পৌরপ্রধান-সদস্য
(iii) সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর চেয়ারপার্সনের—প্রতিনিধি সদস্য
(iv) জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক—সদস্য
(v) জেনারেল ম্যানেজার, ডি. আই. সি—সদস্য
(vi) সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির শাখা ম্যানেজারগণ—সদস্যবৃন্দ
(vii) পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক—আহ্বায়ক
(viii) সংশ্লিষ্ট মোটিভেটর—আমন্ত্রিত।

সি-(iii) কলকাতা কর্পোরেশনের PIC :

(i) যুগ্ম সচিব, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতর—চেয়ারম্যান
(ii) যুগ্ম কমিশনার, কে. এম. সি.—ভাইস চেয়ারম্যান
(iii) সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর চেয়ারপার্সনের প্রতিনিধি—সদস্য
(iv) মেয়রের প্রতিনিধি (কাউন্সিলর)—সদস্য
(v) সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ—সদস্যবৃন্দ
(vi) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের নির্দেশকের প্রতিনিধি—সদস্য
(vii) স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের জেলা আধিকারিক-আহ্বায়ক
(viii) সংশ্লিষ্ট বরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক—আমন্ত্রিত
(ix) সংশ্লিষ্ট মোটিভেটর—আমন্ত্রিত।

সি-(iv) পৌরনিগমগুলির PIC :

(i) চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার/কর্পোরেশনের কমিশনার—চেয়ারম্যান
(ii) এস.ডি.ও—ভাইস চেয়ারম্যান
(iii) সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর চেয়ারপার্সনের প্রতিনিধি—সদস্য
(iv) মেয়রের প্রতিনিধি (কাউন্সিলর)—সদস্য
(v) সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ—সদস্য
(vi) জেনারেল ম্যানেজার, ডি. আই. সি—সদস্য
(vii) পৌরসভা স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক—আহ্বায়ক
(viii) সংশ্লিষ্ট মোটিভেটর—আমন্ত্রিত।

ডি. কলকাতার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ কমিটি বাদ রেখে প্রতিটি জেলায় প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন এবং বিকাশকে মূল্যায়ন করার জন্য জেলাস্তরীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি থাকবে।

ডি. (i) যে সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি তৈরি হবে—

(i) জেলা যোজনা কমিটির চেয়ারম্যান—চেয়ারম্যান

(ii) জেলাশাসক—ভাইস চেয়ারম্যান

(iii) সাংসদগণ-সদস্যবৃন্দ

(iv) পৌরসভা/পৌরসভাগুলির চেয়ারম্যানগণ-সদস্য

(v) কর্মাধ্যক্ষ, ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি—সদস্য

(vi) লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার—সদস্য

(vii) ব্যাঙ্কগুলির জেলান্তরীয় কো-অর্ডিনেটরগণ—সদস্যবৃন্দ।

(viii) সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল চেয়ার পার্সনের প্রতিনিধি—সদস্য

(ix) জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক—আহ্বায়ক।

(x) মোটিভেটরদের প্রতিনিধি—আমন্ত্রিত

ডি. (ii) কলকাতা কর্পোরেশনের পর্যবেক্ষণ কমিটি ঃ

(i) মেয়র-চেয়ারম্যান

(ii) কমিশনার, কে.এম.সি-ভাইস চেয়ারম্যান

(iii) যুগ্ম সচিব, এস.এইচ.জি এবং এস.ই. দপ্তর—সদস্য

(iv) সাংসদগণ—সদস্যবৃন্দ

(v) লিড-ব্যাঙ্ক অফিসার-(কলকাতা)—সদস্য।

(৬) স্টেট ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউবিআই, স্টেট সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিবৃন্দ—সদস্যবৃন্দ

(৭) নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধি—সদস্য

(৮) নির্দেশক, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প—সদস্য

(৯) সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আন এমপ্লয়েড ইউথের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি—সদস্য

(১০) জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, কলকাতা-আহ্বায়ক

(১১) মোটিভেটরদের প্রতিনিধি—আমন্ত্রিত

এই কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী মিলিত হবে।

মোটিভেটর নিয়োগ ঃ মোটিভেটর নিযুক্ত করবে সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, পশ্চিমবঙ্গ। মোটিভেটর নিযুক্তি পুরোপুরি অ্যাডহক ভিত্তিতে এবং তা আংশিক সময়ের জন্য হবে। সোসাইটির নিজস্ব পছন্দ/ইচ্ছা অনুযায়ী সময় সময় এই চুক্তি পুননবীকরণ করা হবে। কোন ভাবেই নিযুক্ত মোটিভেটররা যে কোন রূপে, সোসাইটি অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন চাকরীর অধিকার বা দাবি জানাতে পারবেন না। কোন কারণ প্রদর্শন না করেই যে কোন সময়ে মোটিভেটর বরখাস্ত হতে পারেন। সংযুক্ত কোড়পত্র-১ (Annexure-1) এ দেখানো From-C পরিবেশন করে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের বিবেচনায় কোন মোটিভেটর কেবলমাত্র দক্ষতা সম্পর্কিত উৎসাহ ভাতা (ইনসেন্টিভ) পাবেন। আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত মোটিভেটররা 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের' বাস্তবায়ণের জন্য নিমোক্ত হারে উৎসাহ-ভাতা পাবেন।

(ক) প্রত্যেক প্রনোদিত ক্ষেত্রে, মোটিভেটররা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.১% বা ন্যূনতম ১০০ টাকা উৎসাহ ভাতা পাবেন।

(খ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ দেওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে মোটিভেটর অতিরিক্ত ৪০০ টাকা উৎসাহ ভাতা পাবেন।

(গ) ঋণের টাকা পরিশোধ শুরু হলে মোটিভেটররা মোট আদায়কৃত টাকার ১.৫% ও সঠিক সময়ে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের জন্য ১০০০ টাকার বোনাস পাবেন। উৎসাহ-ভাতা লাভের জন্য মোটিভেটরদের From-C প্রদান করতে হবে, প্রতি তিনমাস অন্তর (প্রকল্প-ব্যয়ের পরিমাণ বা প্রকল্পের মেয়াদ যাই হোক না কেন) একবার করে।

১২. ***আবেদনের নিয়ম ঃ*** *যে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা ব্লক/পৌরসভা/স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে এককভাবে বা যৌথভাবে (উদ্যোক্তা দলের ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট এলাকার মোটিভেটরের কাছে প্রকল্প* প্রতিবেদন সহ জমা দেবে। প্রয়োজন হলে মোটিভেটররা উদ্যোক্তাকে ফর্ম পূরণে বা প্রকার প্রতিবেদন তৈরীতে সাহায্য করবে। কোন প্রকল্প ব্যয় ২.৫ লক্ষ (২ লক্ষ ৫০ হাজার) টাকার অধিক হলে এই প্রকল্প প্রতিবেদন কোন যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী/বেসরকারী বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাই করিয়ে নিতে হবে। প্রকল্পটির বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে মোটিভেটর ঐ আবেদন পত্রটি প্রকল্প প্রতিবেদন সহ ব্লক/পৌরসভা/বরো স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা দেবে।

১৩. **আবেদনপত্রের অনুমোদন ঃ** মোটিভেটরদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্লক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারি এবং পৌরসভা/বরোর স্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা আবেদনপত্রটি PIC-র বিবেচনার জন্য উপস্থিত করবেন। প্রতিটি ব্লক অথবা পৌরসভা স্তরে PIC একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সভা করবে এবং গোটা প্রকল্পের অগ্রগতির ওপর নজর রাখবে এবং PIC-র কাছে জমা থাকা আবেদনপত্রগুলি বাছাই করবে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রকল্পটির বাস্তবতা ও উদ্যোক্তার যোগ্যতাসম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে PIC প্রকল্পটি অনুমোদন করে WBFC/ব্যাঙ্কের কাছে ঋণদানের অনুমোদনের জন্য পাঠাবে এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্রটি প্রকল্প প্রতিবেদন সহ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক/WBFC-র কাছে পাঠিয়ে দেবে। ব্যাঙ্ক অথবা WBFC বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছেপাঠানো আবেদনপত্রের তালিকা ব্লক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিকের কাছে এবং পৌরসভা/বরো স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে থাকবে লিপিবদ্ধকরণ ও কার্যকরী করার জন্য। PIC-র প্রতিটি সভার পরে সংশ্লিষ্ট PIC-র আহ্বায়ক From D অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরী করবেন এবং তা জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরে জমা দেবেন এবং তার অনুলিপি সোসাইটির কাছে ও সংশ্লিষ্ট মোটিভেটরের কাছে জমা দেবেন।

১৪. ব্যাঙ্কগুলি/WBFC/অথবা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি PIC অনুমোদিত আবেদনপত্রগুলি জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, ব্লক অথবা পৌরসভা/বরো স্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে পেলে অথবা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মঞ্জুর করবেন ও ঋণদান করবেন। ব্যাঙ্ক, তার তরফ থেকে প্রকল্পটি বাস্তবতা বিবেচনা করার জন্য পুনরায় অনুসন্ধান করতে পারে এমনকি ক্ষেত্র-অনুসন্ধান ও চালাতে পারে। এই প্রক্রিয়ার শেষে ব্যাঙ্ক/WBFC/ অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি আবেদনপত্রগুলি ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করবেন এবং Form E অনুযায়ী জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিককে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য প্রস্তাব দেবেন। মঞ্জুর হওয়া আবেদনপত্রের মঞ্জুরীপত্রের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্লক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, পৌরসভা/বরো স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, মোটিভেটর ও উদ্যোক্তার কাছে জমা থাকবে। একই সঙ্গে ব্যাঙ্ক/WBFC উদ্যোক্তাকে তারা দেয় ১০% টাকা জমা দেবার অনুরোধ জানাবে। PIC অনুমোদিত আবেদনপত্র যেগুলি ব্যাঙ্ক/WBFC দ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে সেই আবেদনপত্রগুলি বাতিল হবার কারণসহ Form E পূরণ করে ব্লক/পৌরসভা/বরো স্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিককে জমা দিতে হবে পুনরায় PIC-র সামনে হাজির করানোর জন্য। যদি PIC বাতিল হবার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে মনে করে, ত্রুটিগুলি সংশোধনযোগ্য, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মোটিভেটরের সঙ্গে আলোচনা করে আবেদনপত্রটির ত্রুটি সংশোধন করে পুনরায় ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেবে। যদি PIC, ব্যাঙ্ক নির্দেশিত ত্রুটির কারণগুলি সঠিক বলে মনে না করে, সেক্ষেত্রে এল. ডি. এমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, কোন রকমের বিরোধ কোন আবেদনপত্রে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর বিষয়ে PIC/জেলা স্তরের আধিকারিকের সঙ্গে এল. ডি. এমের মধ্যে উপস্থিত হলে সোসাইটির কাছে তা আসবে এবং সোসাইটি ব্যাঙ্কের উচ্চ-আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৫. Form E মারফৎ অনুদানের প্রস্তাব প্রাপ্ত হলে জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক Form A মারফৎ সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য যুব কেন্দ্র, ঘর নং ১০, ১৪২/৩এ. জে. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪-র কাছে Form A প্রদান করে অনুদানের আবেদন জানাবে এবং অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের মঞ্জুরিপত্র জমা দেবে। সোসাইটি আবেদনপত্রটি ব্যাঙ্কের মঞ্জুরিপত্র সহ পুনরায় যাচাই করে

সঠিক মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের পক্ষে অনুদান মঞ্জুর করবে এবং সবচেয়ে দ্রুত মাধ্যমে, অনধিক একপক্ষ কালের মধ্যে জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিককে জানাবে এবং ব্যাঙ্ককে তা কার্যকর করতে আবেদন জানাবে।

১৬. অনুদান এবং উদ্যোক্তার দেয় লাভের পর, ব্যাঙ্ক/WBFC অথবা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণদানের ক্রমতালিকা অনুযায়ী উদ্যোক্তাকে ঋণদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং Form F মারফৎ জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিককে তা জানাবে। এই কাজে ব্যাঙ্ক মোটিভেটরকে যুক্ত করবে অথবা মোটিভেটর ঋণদানকালে উপস্থিত থাকবে সঠিক সময় ও যথাযথ অঙ্কে ফেরৎ দেবার পদ্ধতিকে সুস্থিত করে তুলতে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশনামা অনুযায়ী ঋণ, অনুদান, উদ্যোক্তার দেয় মিলিয়ে সমস্ত টাকা অনুদান প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে মঞ্জুর করতে হবে। কোনভাবেই অনুদানের টাকা ১ মাসের বেশী ব্যাঙ্ক অপ্রদত্ত রাখতে পারবে না, অন্যথায় অনুদান অর্থের উপর সুদ কার্যকর হতে শুরু করবে। উদ্যোক্তার দেয় প্রাপ্তি সত্ত্বেও, ব্যাঙ্ক যদি অনুদানের টাকা ১ মাস (৩০ দিন)-র মধ্যে প্রদান না করে উদ্যোক্তার কাছ থেকে ঋণের উপর যে সুদ নেয় সেই হারেই ব্যাঙ্ককে সুদ সোসাইটিকে দিতে হবে।

১৭. পৌরসভা/বরোর স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অথবা সমস্ত ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিকেরা প্রতি-উদ্যোক্তার বিস্তারিত অগ্রগতির রিপোর্ট প্রতি মাসে Form B মারফৎ জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি - আধিকারিকের কাছে ৭ তারিখের মধ্যে জমা দেবে এবং তিনি Form G মারফৎ ঐ রিপোর্ট মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইউথ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য যুব কেন্দ্র, ঘর নং ১০, ১৪২/৩ এ. জে. সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪-এই দফতরে পৌঁছে দেবে—এই পদ্ধতিতে যথাযথ ক্রমবিকাশকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার মূল্যায়ণ সম্ভব হবে।

১৮. **প্রশিক্ষণ ঃ** স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের পক্ষ থেকে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য বৃত্তিমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হবে এবং প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য তাদের দক্ষ করে তোলা হবে। উদ্যোক্তাদের যথাযথভাবে উৎসাহিত করার দক্ষতা অর্জনের জন্য মোটিভেটরদের প্রশিক্ষিত করা হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের পক্ষ থেকে।

১৯. **সুদ ঃ** ব্যাঙ্কের প্রকাশিত সুদের হার অনুযায়ী (WBFC/অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) ঋণের উপর সুদের হার ধার্য হবে। (এটি অবশ্যই সময় সময় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত হয়)।

২০. **ঋণ পরিশোধ ঃ** পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন, ১৯১৩ মোতাবেক কোন অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে অথবা ঋণ প্রতিশোধের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যর্থতা জনস্বার্থ বিষয়ক হয়ে পড়বে।

২১. **ঋণ আদায় ঃ** প্রকল্পের লাভজনকতার উপর বিবেচনা করে ব্যাঙ্ক/WBFC/FI ঋণ পরিশোধের প্রাথমিক সময়সীমা নির্ধারণ করবে। Form H মারফৎ ব্যাঙ্ক/WBFC/FI স্থানীয় প্রশাসন/রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতি ৩ মাস অন্তর জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিককে ঋণের বকেয়ার পরিমাণ ও পরিশোধের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেবে।

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

২০০৮-২০০৯ এর লক্ষ্য

জেলার নাম	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
বাঁকুড়া	৫০০	১০০০
বর্ধমান	৮০০	৩০০০
বীরভূম	৬০০	১৮০০
কোচবিহার	৪০০	৫০০
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৬০০	১৫০০
দক্ষিণ দিনাজপুর	৮০০	৫০০
দার্জিলিং	৪০০	২০০
হুগলী	১২০০	১৫০০
হাওড়া	১০০০	২০০০
জলপাইগুড়ি	৭০০	১০০০
কলকাতা	১৫০০	—
মালদা	৬০০	৩০০০
মুর্শিদাবাদ	৭০০	৩০০০
নদীয়া	৮০০	১০০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	৫০০	৩০০০
পূর্ব মেদিনীপুর	৫০০	৩০০০
পুরুলিয়া	৪০০	৫০০
উত্তর ২৪ পরগনা	২৫০০	৩০০০
উত্তর দিনাজপুর	৫০০	৫০০
মোট	১৫০০০	৩০০০০
সর্ব মোট	৪৫০০০	

সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অব আন এমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (আত্মমর্যাদা)

Society for Self Employment of Unemployed Youth, West Bengal

Bangla Swanirbhar Karmasanasthan Prakalpa (ATMAMARYADA)

আবেদন পত্র

APPLICATION FORM

(I) আবেদনকারীর বিবরণ

(I) Particulars of the applicant

ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph
(১)(1)	(২)(2)	(৩)(3)	(৪)(4)

(১)(1)

নাম Name (In Capital Letters)	পিতা/মাতা/স্বামীর নাম Father's/Mother/Husbands Name (In Capital Letters)
(১)(1)	(১)(1)
(২)(2)	(২)(2)
(৩)(3)	(৩)(3)
(৪)(4)	(৪)(4)

(২)(2)

স্থায়ী ঠিকানা (টেলিফোন নং) Permanent Address with Telephone No. if any (In Capical Letters)	বর্তমান ঠিকানা (টেলিফোন নং সহ) Present Address with Telephone No. if any (In Capical Letters)
(১)(1)	(১)(1)
(২)(2)	(২)(2)
(৩)(3)	(৩)(3)
(৪)(4)	(৪)(4)

(৩)(3)

ওয়ার্ড নং সহ সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, পুরনিগম ও বিজ্ঞাপিত এলাকা/ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত-এর নাম Name of concermed Municipality/Mpl.Corpn./N.A.A with Ward No./Block with Gram Panchayet	জন্ম তারিখ (প্রত্যায়িত প্রমাণ পত্র দিতে হবে) Date of Birth (Attested copy of Supporting Documents)
(১)(1)	(১)(1)
(২)(2)	(২)(2)
(৩)(3)	(৩)(3)
(৪)(4)	(৪)(4)

(৪)(4)

শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রত্যায়িত প্রমাণপত্র দিতে হবে) Educational Qualification (Attested copy of supporting documents)	কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নথিভুক্তির নম্বর (প্রত্যায়িত প্রমাণপত্র দিতে হবে) Exployment Exchange Regn. No. (Attested copy of supporting documents)	ধর্ম Religion
(১)(1)	(১)(1)	(১)(1)
(২)(2)	(২)(2)	(২)(2)
(৩)(3)	(৩)(3)	(৩)(3)
(৪)(4)	(৪)(4)	(৪)(4)

(৫)(5)

তফশিলী জাতি/উপজাতি/প্রতিবন্ধী (প্রত্যায়িত প্রমাণপত্র দিতে হবে) SC/ST/Physically Handicapped (Attested copy of supporting documents)	পারিবারিক পেশা Family Occupation	পারিবাবিক মাসিক আয় (প্রত্যায়িত প্রমাণপত্র দিতে হবে) Monthly Family Income (Attested copy of supporting documents)
(১)(1)	(১)(1)	(১)(1)
(২)(2)	(২)(2)	(২)(2)
(৩)(3)	(৩)(3)	(৩)(3)
(৪)(4)	(৪)(4)	(৪)(4)

(II) প্রকল্প বিবরণ :

(II) Scheme / Project details :

(৬) ব্যবসার অবস্থান ঃ (নতুন উদ্যোগ/পুনর্জীবিত/চলতি উদ্যোগ) ঃ

(6) Business status : (New/Revival/Running) :

(৭) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রকল্পের নাম ইত্যাদি) ঃ
(বিস্তারিত বিবরণ আলাদা কাগজে দিতে হবে)

(7) Short description of the proposed scheme (Name of the scheme etc.)
(Details to be furnished in separate sheet)

(৮) (ক) প্রকল্পের মোট খরচ ঃ

(8) (a) Total project cost :

(খ) ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ (মোট প্রকল্প খরচের ৭০%)

(b) Amount of Bank Loan :
(70% of Total Project Cost)

(গ) সরকারী অনুদানের পরিমাণ :
(মোট প্রকল্প খরচের ২০%)

(c) Amount of Bank Loan
(20% of Total Project Cost)

(ঘ) নিজস্ব প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ঃ
(মোট প্রকল্প খরচের ১০%)
(d) Amount of Own Contribution :
(10% of Total Project Cost)

(ঙ) ব্যবসা কেন্দ্রের বর্তমান ঠিকানা, টেলিফোন নং সহ (চলতি উদ্যোগের ক্ষেত্রে) ঃ
(d) Present Address with Telephone No., if any, of Business Place (In Case of Running Business)

(৯) প্রস্তাবিত প্রকল্পের পূর্ণ ঠিকানা ঃ
(9) Full Address of the Proposed Project :

(৯) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি হবে নিজস্ব/ভাড়া করা/লিজ নেওয়া জায়গায় (তথ্য প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে) ঃ
(9) Proposed Project to be located on own, hired/lease land etc. (Details to be furnished with supporing document) :

(III) অন্যান্য বিবরণ ঃ
(III) **Other details :**

পূর্বে কোন প্রকল্পে সরকারী অনুদান পেলে তার নাম Name of the Govt. sponsored programme in which Govt. subsidy received previously	সরকারী অনুদানের পরিমাণ Family Occupation	ঐ ঋণ সুদ সহ পরিশোধ করেছেন কিনা (তথ্য প্রমাণাদি সংযোজিত করতে হবে) State wheter loan with interest has been fully repaid (Necessary documents to be furnished in support of
(১)(1)	(১)(1)	(১)(1)
(২)(2)	(২)(2)	(২)(2)
(৩)(3)	(৩)(3)	(৩)(3)
(৪)(4)	(৪)(4)	(৪)(4)

হলফনামা

Undertaking

আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে উপরে প্রদত্ত বিবৃতিটি সত্য। আমি শ্রী/শ্রীমতী.. .... এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি যে, কর্মসংস্থান কেন্দ্রে আমার নাম নথিভুক্তকরণের কার্ড (Ex. Card) প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ঋণ অনুমোদন হলে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হবে এবং সুদসহ মূল ঋণ পরিশোধের পর সাময়িক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই স্থগিতকালের মধ্যে আমি কোন রকম কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্র মারফত ডাক পাওয়ার অধিকারী হব না।

The above statement is true to the best of my knowledge and belief. I, Shri/Smt. .... do hereby undertake that the Employment Exchange Card will be kept in abeyance in the event of sanction of loan for execution of the scheme and that the abeyance will be lifted only after the loan with interest has been repaid in full. During the period of abeyance of the cards I shall not be entitled for any employment call from the Employment Exchange.

আবেদনকারী / আবেদনকারীদের পূর্ণ স্বাক্ষর
Full signature of the Application

(১)(1) (৩)(3)

(২)(2) (৪)(4)

আমি যতদূর জানি, আবেদনকারীর পেশ করা তথ্যাবলী সত্য।
To the best of my knowledge the information furnished by the applicant is true.

সঞ্চালকের সম্পূর্ণ নাম এবং স্বাক্ষর
Name & signature in full of the Motivator

সঞ্চালকের সম্পূর্ণ নাম এবং স্বাক্ষর
Name & signature in full of the Motivator

প্রকল্প রূপায়ণ কমিটির মন্তব্য
Remarks of the project implementation committee

প্রকল্প রূপায়ণ কমিটির পক্ষে আহ্বায়কের স্বাক্ষর
Signature of Convenor of the Project Implemention Committee

সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অব আন এমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েস্ট বেঙ্গল

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (আত্মমর্যাদা)

Society for Self Employment of Unemployed Youth, West Bengal

Bangla Swanirbhar Karmasanasthan Prakalpa (ATMAMARYADA)

আবেদন পত্র

APPLICATION FORM

(I) আবেদনকারীর বিবরণ :

(I) Particulars of the applicant :

ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph
(১)(1)	(২)(2)	(৩)(3)	(৪)(4)	(৫)(5)
ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph	ছবি Photograph
(৬)(6)	(৭)(7)	(৮)(8)	(৯)(9)	(১০)(10)

(২)(2)

নাম Name (In capital Letters) পিতা/মাতা/স্বামীর Father's/Mother/Hushand's Name (In Capital Letters)	স্থায়ী ঠিকানা (টেলিফোন নং) Permanent Address with Telephone No. if any (In Capital Letters)	বর্তমান ঠিকানা (টেলিফোন নং সহ) Present Address with Telephone No. if any (In Capical Letters)
	(১)(1)	(১)(1)
	(২)(2)	(২)(2)
	(৩)(3)	(৩)(3)
	(৪)(4)	(৪)(4)

৩. ব্যবসার অবস্থান ঃ *(নতুন উদ্যোগ/পুনর্জীবিত/ চলতি উদ্যোগ)* :

3. Business status : New / Revival / Running :

৪. প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (প্রকল্পের নাম ইত্যাদি) :
(বিস্তারিত বিবরণ আলাদা কাগজে দিতে হবে) :

4. Short description of the proposed scheme :
(Name of the scheme etc.) (details to be furnished in separate sheet)

৫. (ক) প্রকল্পের মোট খরচ :
(a) Total project cost :
(খ) ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ :
(b) Bank loan component :

৬. প্রকল্পটি রূপায়িত হবে নিজস্ব/ভাড়াও করা জায়গায় :
(বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে)

6. Project to be located on own/hired/lease land etc. :
(details to be furnished)

৭. প্রস্তাবিত প্রকল্পের পূর্ণ ঠিকানা :

7. Full location address of the project :

হলফনামা
Undertaking

আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে উপরে প্রদত্ত বিবৃতিটি সত্য। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি যে, কর্মসংস্থান কেন্দ্রে আমাদের নাম নথিভুক্তকরণের কার্ডগুলি প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ঋণ অনুমোদন হলে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হবে এবং সুদসহ মূল ঋণ পরিশোধের পর সাময়িক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই স্থগিতকালের মধ্যে আমি কোন রকম কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্র মারফত ডাক পাওয়ার অধিকারী হব না।

The above statement is true to the best of my knowledge and belief. We, the undersigned do hereby undertake that the Employment Exchange Card will be kept in abeyance in the event of sanction of loan for execution of the scheme and that the abeyance will be lifted only after the loan with interest has been repaid in full. During the period of abeyance of the cards I shall not be entitled for any employment call from the Employment Exchange.

দলের প্রতি সদস্যের স্বাক্ষর :
Signature of each member of the group :

(১) (২) (৩)
(1) (2) (3)
(৪) (৫)
(4) (5)

আমি যতদূর জানি, আবেদনকারীর পেশ করা তথ্যাবলী সত্য।

To the best of my knowledge the information furnished by the applicant is true.

(পৌর/বোরো যুব আধিকারিকের স্বাক্ষর)
(Signature of the M.Y.O./Br. Y. O.))

(সঞ্চালকের সম্পূর্ণ নাম এবং স্বাক্ষর)
(Name & signature in full of the Motivator)

(প্রকল্প রূপায়ণ কমিটির মন্তব্য)
(Remarks of the project implementation committee)

ANNEXURE-II
FORM - D

(To be submitted by the Convenor, PIC to District Self-Help Group and Self-Employment Officer & Society for Self - Employment of Unemployed Youth

Sl. No.	Name & Father's Name	Full Residential Address	Name of the project	Project cost (Rs.)	Whether approved or rejected	Reasons for rejection	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Convenor of PIC
(..........................Block / Municipality)

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ প্রধানতঃ যে সমস্ত কাজ করে তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ-

(ক) রেশন কার্ড প্রদান
(খ) গণ বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী সরবরাহ।
(গ) ধান ও চাল সংগ্রহ।
(ঘ) নিম্নলিখিত যোজনাসমূহের মাধ্যমে অভীষ্ট গণ বন্টন ব্যবস্থা রূপায়ণ ঃ-
(১) বি পি এল (দারিদ্রসীমার নিম্নে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য)।
(২) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা।
(৩) অন্নপূর্ণা যোজনা।

(ক) রেশন কার্ড প্রদান

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ মূলতঃ বাজারের অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রীর মূল্য তথা বাজারদরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রন করে। এই বিভাগ সর্বসাধারণের, বিশেষভাবে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল নাগরিকদের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। সুতরাং সব যোগ্য নাগরিকদের রেশন কার্ড প্রদান করা এই বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

এই কর্মকান্ডে বিভিন্ন যোজনায় নাগরিকদের রেশনকার্ড প্রদান করা হয় - যেমন এ পি এল (দারিদ্রসীমার উপরে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য), বি পি এল (দারিদ্রসীমার নিম্নে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য), অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (অতি দরিদ্র নাগরিকদের জন্য) এবং অন্নপূর্ণা যোজনা (৬৫ বছর এবং তদূর্দ্ধ সহায় সম্বলহীন বয়স্ক নাগরিক যাঁরা জাতীয় বার্ধক্য পেনশান প্রকল্প (NOAPS)-এর অন্তর্ভূক্ত হননি।

প্রত্যেক মহকুমায় সংশোধিত রেশন এলাকার জন্য মহকুমা খাদ্য নিয়ামক দপ্তর থেকে নতুন রেশন কার্ড প্রদান, পুরানো ক্ষতিগ্রস্ত রেশনকার্ড এর পরিবর্তে নতুন কার্ড প্রদান, হারিয়ে যাওয়া কার্ডের পরিবর্তে নতুন কার্ড প্রদান ইত্যাদি কাজ করা হয়ে থাকে। এই কাজগুলিই বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় সংশ্লিষ্ট রেশনিং অফিসার করে থাকেন।

এই সমস্ত কাজের জন্য নাগরিকদের নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে দরখাস্ত করতে হয়। যেমন—

	আবেদনপত্র	সংশোধিত এলাকা	বিধিবদ্ধ এলাকা
(১)	নতুন রেশন কার্ডের জন্য	১নং ফর্ম	আর. ও. - ১
(২)	পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য	২নং ফর্ম	আর. ও. - ২
(৩)	হারিয়ে যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত কার্ডের পুনর্নবিকরণ	৩নং ফর্ম	ফর্ম এফ

সমস্ত ফর্মের নমুনা সংযুক্ত করা হল।

(খ) গণ বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী সরবরাহ

গন বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী সরবরাহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর সারা রাজ্যে ২০,৪৪৭টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের এক বিরাট বন্টন ব্যবস্থা চালায়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দুটি খাদ্যশস্য চাল ও গম এই বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। লেভি চিনি বন্টন এখন শুধুমাত্র বি পি এল কার্ডধারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চাল, গম, চিনি ও কেরোসিন তেল সরবরাহ ছাড়াও কিছু অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন - ডিটারজেন্ট পাউডার, কাপড়কাচা সাবান, প্রসাধনী সাবান, আয়োডিনযুক্ত লবণ, পাঁপড়, বিস্কুট, খাতা, মশলা, দেশলাই, ধূপকাঠি, তুষ তেল, শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, নারকেল তেল, ঘি, সরষের তেল, ঘি, সরষের তেল, দাঁতের মাজন ইত্যাদি খোলাবাজারের দামের থেকে কম দামে এই গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

(গ) **অভীষ্ট গণ বন্টন ব্যবস্থা (টি পি ডি এস)**

(১) বি পি এল (দারিদ্রসীমার নিম্নে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য) ঃ-

দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল হিসাবে গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের জুন মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভীষ্ট গণবন্টন ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী বাৎসরিক ১৫০০০/- পর্য্যন্ত আয়ের পরিবারগুলিকে দারিদ্রসীমার নীচে (বি পি এল) বসবাসকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আয়সীমার বেশি আয়ের পরিবারগুলিকে দারিদ্রসীমার উপরে বসবাসকারি (এ পি এল) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ৫,৭৪৫ কোটি এ পি এল রেশন কার্ড এবং ২,৩৭১ কোটি বি পি এল কার্ড আছে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের ক্ষেত্রে একজন পুর্নবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিমাসে ৭ কোজি (শিশুরা অর্দ্ধেক) খাদ্যশস্য পেতে পারে।

(২) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ঃ-

ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে এই রাজ্যে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা শুরু হয় ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে। এই যোজনায় অতি দরিদ্র পরিবার সমূহকে আরো বেশী ভর্তুকি দিয়ে ৩ টাকা কেজি দরে চাল এবং ২ টাকা কেজি দরে গম দেওয়া হয় (সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি প্রতি মাসে)। প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে ৭,৯৩,১০০ পরিবারকে (বি পি এল জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল। গত বছর সেই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ১১,৯১,২০০ পরিবার (বি পি এল জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ) স্থির করা হয় এবং চলতি বছরে বাড়িয়ে ১৫,৭২,৫০০ পরিবার (বি পি এল জনসংখ্যার ৩০.৬৬ শতাংশ) স্থির করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এখনো পর্য্যন্ত ১১,৯১,২০০ পরিবারকে (বি পি এল জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ) রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে এবং এই বছরে ৩০.৬৬ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নতুন উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ সমস্ত জেলায় জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে পঞ্চায়েত ও পুরকর্তৃপক্ষের দ্বারা পুরোদমে চালু আছে।

(৩) অন্নপূর্ণা যোজনা ঃ-

এই যোজনাটিও ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে চালু হয়। এই প্রকল্পের ৬৫ বছর বা তার অধিক বয়স্ক দরিদ্র অসহায় ব্যক্তি যাঁরা জাতীয় বার্ধক্য পেনশনের (NOAPS) আওতাভুক্ত নন তাঁদের প্রতিমাসে মাথাপিছু ১০ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৮০,০২০ জন উপভোক্তা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল। এখনো পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত ও পুরকর্তৃপক্ষ ৬৬,৫২২ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। আশা করা হচ্ছে বাকি উপভোক্তাদের শীঘ্রই চিহ্নিত করা যাবে।

Form R - I/R.O.I.

Government of West Bengal
Application for Ration Card

Applicant's name.. Address : House No.......................Flat No............. Ward No....................

Street/Road/Lane...

Name of the Head of the family... Para..................................Village/Municipality...............................

Post...P.S...

Sl. No.	Name of the member for whom Ration Card is required.	Age	Relationship with the Head of family.	Name of father/ husband (in case of married woman)	Occupation	Whether Indian Citizen	Immediate Previous address (If any)	Reason for non-possession of R/Card (inabsence of S/certi.)	F.P. Shop No desired
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Documents to be attached

Tick Mark "✓" on the portion applicable

(1) <u>Proof of Residence</u> :- Municipal/Panchayat Tax Receipt/Rent Receipt Electrict Bill/Telephone Bill/Certificate from local elected representative - for completely new ration cards of all the members of a family or ration cards against surrender certificate.

(2) <u>Proof of Age</u> :- Birth Registration Certificate/School Certificate/any authorised document indicating the age of members.

(3) <u>Possession/non-possession certificate</u> :- Surrender Certificate along with cancelled ration cards indicating possession of Ration Card by a member from the elected representative of the locality where the member previously resided.

(4) <u>Proof of Citizenship</u>:- EPIC of self, parents or grand-parents/passport/electoral roll/employment exchange registration card/any Govt. Licence/any other relied document which only an Indian Citizen can have.

I solemnly affirm that the above statements are true to my knowledge and belief.

Signature or L.T.I. of the Applicant :-

<u>Receipt</u>

Received one application from Sri/Smt.. of ....
(address)

Receipt Sl.No. & Date.

Returnable Date :-

Signature of the Receiving Official.

REPORT OF THE ENQUIRING OFFICER

Returnable Date :-

Sl.No. & Date :-

Filed on ____________________

Signature of the applicant or his/her representatives :-

---

1. Date and time of Enquiry :-
2. Have you met the applicant or his representative during enquiry (Name, address and relationship with the applicant to be mentioned in case of representative) and obtained his/her signature?
3. (a) Whether the members for whom ration cards are required stay in the given address ?
   (b) If yes. their period of stay -
4. Whether any local inquiry was held and interacted with other person of the locality ? (name of such person to be mentioned)
5. (a) Do you recommend issue of ration cards(s) :-
   (b) If, no, please mention justification
6. General remarks, if any :-

Order of the ration card issuing authority :-

Sl. No. of ration card (s) issued, If any..

Received Ration Card (s)

Signature or L.T.I. of the applicant or authorised agent.

Signature of the Enquiring Officer :-

Full name of the Enquiring Officer :-

N.B. - To obtain or attempt to obtain a ration card by furnishing false information or suppressing any information is an offence under section 7 of Essential Commodities Act (Act of 1955) and is puhishable with imprisonment for a term which may extend upto seven years, or with fines or both.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(এই আবেদন ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় করা হবে, অপর পৃষ্ঠা খালি থাকবে)

ফরম নং-২

সংশোধিত রেশন এলাকায় রেশন কার্ড পরিবর্তন ও সংশোধন-এর জন্য আবেদন
(কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কলমগুলি পূরণ করুন

শ্রী/শ্রীমতী..বয়স..............................

ঠিকানা..রেশন কার্ডগুলিতে

নিম্নলিখিত পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য আবেদন জানিয়ে সেগুলির বিস্তৃত তথ্য নিম্নে দিলাম ঃ— আবেদনকৃত পরিবর্তনগুলি/সংশোধনগুলি ঃ—

(১) ঠিকানা..র স্থলে...

(২) রেশন দোকান..র স্থলে...

(৩) বয়স/নাম/পদবী..র স্থলে...

(৪) পরিবার প্রধান...র স্থলে..

যিনি আমার পরিবারের একজন সদস্য এবং আমার সঙ্গে বাস করেন।

পরিবর্তনের কারণ...

রেশন কার্ডগুলি সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি

রেশন কার্ড ধারক-এর নাম	রেশন কার্ড নং	দোকান নং	ফোলিও নং

আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ

২ নং ফরম-এর প্রতিপত্র

আবেদনকারীর নাম..

ঠিকানা...

ব্যক্তিগতভাবে রেশন কার্ড গ্রহণে অসমর্থ আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার-পত্র। আমি আমার নিজ ঝুঁকি ও দায়িত্বে শ্রী/শ্রীমতী...ঠিকানা.. কে রেশন কার্ড গ্রহণ ও তৎসংলগ্ন রসিদ আমার পক্ষে স্বাক্ষর করিবার অধিকার অর্পণ করছি।

তারিখ..

আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ

— — — — — — — — — — — — — — — —

(সরকারী কার্য্যালয়ে ব্যবহারের জন্য)

নথিভুক্তির তারিখ...................................... ক্রমিক সংখ্যা...........................

অনুসন্ধান আধিকারিক-এর প্রতিবেদন..
....
....
....

মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের আদেশ..
....

ব্যবস্থা গৃহীত হল।

নিম্নলিখিত রেশন কার্ডগুলি পেলাম ঃ—

....
নির্বাহ করণিক-এর স্বাক্ষর

....
আবেদনকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

....
অর্পণ আধিকারিক-এর স্বাক্ষর

দোকানগুলিতে তথ্য প্রেরণ করা হল ঃ—

....
নির্বাহ করণিক-এর স্বাক্ষর

২নং ফরম-এর প্রতিপদ

নথিভুক্তির তারিখ...................................... ক্রমিক সংখ্যা...........................

....তারিখে এই অফিসে এই প্রতিপত্রটি দাখিলকালে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হবে।

তারিখ...

....
মহকুমা খাদ্যনিয়ামক

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ফরম নং-৩

সংশোধিত রেশন এলাকায় খোয়া যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিকৃত রেশন কার্ড-এর পরিবর্তে নতুন কার্ড-এর জন্য আবেদনপত্র

আবেদনকারীর নাম..

ঠিকানা..

হারানো, ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকৃত কার্ড-এর বিবরণ :-

ক্রমিক সংখ্যা	পরিবারের সদস্যদের নাম (প্রয়োজন হলে, আবেদনকারী সহ)	বয়স	পিতা বা স্বামীর নাম	পেশা	প্রধান খাদ্য চাল না গম	রেশন কার্ড নং (স্থায়ী না অস্থায়ী উল্লেখ করুন)	সংশোধিত রেশন দোকান নং	ফোলিও নম্বর	হারানো কার্ডের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী থানার ডায়েরী নং

পরিবার প্রধান-এর নাম (যদি আবেদনকারী নিজে পরিবার না হ'ন).............. . ...

যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রেশন কার্ডটি খোয়া গিয়েছিল, বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল.. .. ..

উপরোক্ত নিবন্ধন-এর জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নির্ভুল।

আমি শপথপূর্বক ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণসমূহ নির্ভুল

সংশোধিত রেশন দোকানের পরিচালকের স্বাক্ষর

আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ

তারিখ..................................... ....

বিঃ দ্রঃ—এই ফরম পূরণের সময় প্রতিটি রেশন কার্ড-এর জন্য ৫০ পয়সা করে সরকারী খাতে জমা হবে।

(সরকারী কার্য্যলয়ে ব্যবহারের জন্য)

নথিভুক্তির তারিখ..

অনুসন্ধান আধিকারিকের প্রতিবেদন..

....

মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের আদেশ..

প্রদত্ত নতুন রেশন কার্ডটির ক্রমিক সংখ্যা..

....তারিখে সংশোধিত রেশন দোকানে প্রেরিত তথ্য
উপরোক্ত রেশন কার্ডটি পেলাম

আবেদনকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর বা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ

তারিখ..১৯৯..................

অর্পণ-আধিকারিকের অনুস্বাক্ষর

....নং ফর্ম-এর প্রতিপত্র

নথিভুক্তির তারিখ..
ক্রমিক সংখ্যা..

....তারিখে এই আফিসে এই প্রতিপত্রটি দাখিলকালে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

মহকুমা খাদ্যনিয়ামকের স্বাক্ষর

কৃষি দপ্তর

কৃষি দপ্তরে কৃষকদের চাষের উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, সারের গুনমান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্ম-চার ব্যবস্থা আছে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন :

এই মিশনের উদ্দেশ্য হল ধান, গম ও ডালের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

পশ্চিমবঙ্গে ধানের জন্য ৮টি জেলা, গমের জন্য ৪টি জেলা ও ডালের জন্য ৫টি জেলা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট করেছে। এই মিশনের অন্তর্গত নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি কৃষকবন্ধুরা পাবেন :-

(১) উন্নত প্রথায় ধান, গমের প্রদর্শনী ক্ষেত্র;
(২) হাইব্রিড ধানের প্রদর্শনী ক্ষেত্র;
(৩) বীজ উৎপাদন;
(৪) শংশিত বীজ ভরতুকিতে বিতরণ (৫০%);
(৫) কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ (৫০%);
(৬) ভরতুকিতে অনুখাদ্য বিতরণ (৫০%);
(৭) কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির;
(৮) বিনামূল্যে মিনিকিট বিতরণ।

এই প্রকল্পে চাষীদের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১০০ শতাংশ অনুদান দেওয়া হয়।

পাট চাষ উন্নয়নের কর্মসূচী :

সব ধরনের কৃষকদের জন্য পাট চাষ উন্নয়ন ও তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে।

প্রদর্শন ক্ষেত্রের উপরে ১০০ শতাংশ ও বীজের উপর ১০০ ভাগ ভরতুকি দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

ব্লকস্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

তৈলবীজ, ডাল, পাম অয়েল ও ভুট্টার উন্নয়ন :

সুসংহত উপায়ে তৈলবীজ, ডালশস্য, পাম অয়েল ও ভুট্টার উন্নয়ন প্রকল্প (কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প) আছে।

সব ধরনের কৃষকদের জন্য তৈলবীজ ও ডালের উন্নয়ন ও তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে।

চাষীদের ৫০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হয়। প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন, রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ইত্যাদি এই প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

ব্লকস্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

সুসংহত শস্য উন্নয়ন (চাল) :

সব ধরনের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়।

প্রদর্শন ক্ষেত্রের উপরে ১০০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

ব্লকস্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

বড় আকারের কর্মসূচীর অধীনে খামারের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার :

উন্নত প্রযুক্তির হস্তান্তর ব্যবস্থা আছে।

চাষীদের ৩৩ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

ব্লকস্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

বৃহদাকার কৃষিতে মহিলাদের কার্যকরী ভূমিকা/অংশগ্রহণ :

কৃষিকার্যে যোগদানে মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়।

চাষীদের ১০০ শতাংশ সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

ব্লকস্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

কৃষকদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ভ্রমণ :

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং আগত বিভিন্ন কৃষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়।

কৃষকদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্পর্কিত সমস্ত খরচ দপ্তর বহন করে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

প্রচলিত শস্যব্যতীত বৈচিত্রপূর্ণ চাষের ক্ষেত্রে নূতন প্রযুক্তি ব্যবহার ও তার প্রদর্শন সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তার :

হাতে-কলমে বৈচিত্রপূর্ণ চাষে ব্যবহৃত নূতন প্রযুক্তির তথ্য বিস্তার করা হয়।

বীজের উপর ১০০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

উদ্ভিদ সংরক্ষণে নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহার :

যে কোন ধরনের উদ্ভিদ সংরক্ষণে নিরাপদ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য বিস্তার করা হয়।

এই চাষে ১০০ শতাংশ সরকারী সহায়তা করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

কীটনাশক নমুনার উপস্থাপনা ও নির্ণয় :

কীটনাশকের গুনমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

উদ্ভিদ

চাষীদের মধ্যে সম্পদ গঠন ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

বৃহদায়ন পদ্ধতি পরিচালন ৯০ : ১০ (সরকারী ৯০ ভাগ নিজের ১০ ভাগ) এর ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

মুখ্য কৃষি আধিকারিক।

জৈব-গ্রাম :

কৃষকদের জন্য উন্নততর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনায় সাহায্য করা হয়।

বৃহদায়ন পদ্ধতি ৯০ : ১০ হিসাবে করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

জরিপ ও নিরীক্ষণ :

পোকামাকড় ও শস্য রোগ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা :

[illegible] উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে।

উপকরণ অনুযায়ী সহায়তা এই রকম :-

(১) সারের সুষম প্রয়োগ ও জৈব চাষের সপক্ষে প্রচার বাবদ ১০০ শতাংশ, (২) উন্নত মিশ্র সার উৎপাদনে সার প্রস্তুত ক্ষেত্র প্রতি ৩০০০ টাকা, (৩) কীটানু দ্বারা তৈরী মিশ্র জৈব সার প্রস্তুত ক্ষেত্র প্রতি ৩০০০ টাকা, (৪) সবুজ সার, সমৃদ্ধ জৈব ও ভেষজ সার প্রয়োগ ও তার প্রদর্শনবাবদ একর প্রতি ১৫০০ টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

সারের নমুনা সংক্রান্ত :

সারের নমুনা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

মাটির নমুনা :

ভূমি স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) মুখ্য কৃষি আধিকারিক, (২) মহকুমা কৃষি আধিকারিক, (৩) ব্লক কৃষি আধিকারিক।

বৃষ্টি-নির্ভর অঞ্চলের জন্য জাতীয় জল সীমা উন্নয়ন কার্যক্রম (এন.ডব্লিউ.ডি.পি.আর.এ) (অষ্টম পরিকল্পনা) ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন ভূমি, জল, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ ইত্যাদির সুসংহত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও তার সঠিক ব্যবহার এর মধ্যে পড়ে।

বৃষ্টি-নির্ভর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন শ্রমিকরা এর আওতায় আসে।

এই প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ব্লক স্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

বৃষ্টি-নির্ভর অঞ্চলের জন্য জাতীয় জল সীমা উন্নয়ন কার্যক্রম (পুনর্বিন্যাস) ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন ভূমি, জল, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ ইত্যাদির সুসংহত সংরক্ষণ উন্নয়ন ও তার সঠিক ব্যবহার এর মধ্যে পড়ে।

বৃষ্টি-নির্ভর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন শ্রমিকরা এর আওতায় আসে।

এই প্রকল্পে সাহায্যের হার এইরূপ ঃ-

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন ভূমি, জল ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য সরকারী সহায়তা ৯০%-৯৫% এর মধ্যে। ব্যতিক্রম, পতিতজমি থেকে পাথর সরানো, জঙ্গল পরিস্কার খাতে তপসিল জাতি/উপজাতিদের ক্ষেত্রে সহায়তা ৭৫% ও অন্যান্যদের ৫০%। (২) খামারী উৎপাদন ব্যবস্থায় কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী সহায়তা ১০০% থেকে ৫০% এর মধ্যে। (৩) জীবন ধারণে সহায়তার ক্ষেত্রে এস.এইচ.জি/ইউ.জি তে সরকারী তহবিল থেকে অর্থ আনুকুল্য পাবেন যেমন উপভোগী যদি এস.এইচ.জি তে জমা রাখেন তবে সরকারী আনুকুল্য তার দ্বিগুন হবে এবং ইউ.জি তে জমা রাখলে সরকার সমপরিমান আনুকুল্য যোগাবেন।

সুসংহত কার্পাস উন্নয়ন কার্যক্রম (আই.সি.ডি.পি.-কটন) ঃ

১। নদী সংলগ্ন ব্লকগুলিতে কার্পাস চাষের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হয়, (২) লোনা মাটিতে জৈব পদার্থ মিশিয়ে চাষের উপযুক্ত করা হয়।

২। ১ হেক্টর প্রতি ডিসি পিছু ২,৫০০ টাকা, প্রতি স্প্রেয়ার বাবদ ৭০০ টাকা, (২) সরকারী সহায়তায় আই পি এম ডি সি; (৩) ফেরোমেন ফাঁদ, জৈব পদার্থ ব্যবহারের জন্য ৫০ শতাংশ দেওয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সংশ্লিষ্ট ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক।

জাতীয় কৃষি বীমা প্রকল্প (এন.এ.আই.এস) ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগবশত শস্য বিনষ্ট হলে চাষীর ক্ষতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শস্য-ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঋণকারী ও অ-ঋণকারী উভয় কৃষককে এর আওতায় আনা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ভারতের কৃষি বীমা কোম্পানী।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ঃ

কৃষির উন্নয়ন ৪ শতাংশ হারে বাড়ানোর ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য।

প্রকল্প ভিত্তিক এলাকার চাষীরা এর আওতায় আসেন।

এই প্রকল্পে বিভিন্ন সাহায্যের ব্যবস্থা নিম্নরূপ ঃ

(ক) **প্রধান দানা শস্যের সমন্বিত চাষের মাধ্যমে উন্নয়ন ঃ উন্নত জাতের/উচ্চ ফলনশীল বীজ, বীজ শোধন, প্রদর্শন ক্ষেত্র এবং প্রশিক্ষণের সহায়তা।**

(খ) **কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার ঃ ট্রাক্টর ছাড়া** মহিলাদের উপযোগী বিভিন্ন রকম কৃষি সরঞ্জাম/যন্ত্র প্রদানে কৃষির ফলন বৃদ্ধি।

(গ) **মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঃ** চাষীদের মাটি-স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া, অনুসার ব্যবহারের প্রদর্শন ক্ষেত্র, জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং প্রচার পুস্তিকা বিলি, মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

(ঘ) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে জমি উন্নয়ন, বাগিচা চাষের উন্নয়ন ঘটানো এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের আয় বৃদ্ধি করা।

(ঙ) সুসংহত রোগ পোকা দমন এবং চাষীদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

(চ) কৃষি উদ্যোগী বা কৃষি স্নাতকদের কৃষি ক্লিনিক/কৃষি ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়তে সহায়তা।

(ছ) হিমঘর, গোডাউন তৈরী, কৃষি স্ব-সহায়ক দল তৈরীর মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিপণন।

(জ) কৃষকদের নূতন প্রযুক্তি এবং দক্ষতার মানবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ।

(ঝ) ভূমি সংস্কারে উপকৃত ব্যক্তির জন্য সহায়তা দানে বিশেষ প্রকল্প।

(ঞ) কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, দূরবর্তী, পাহাড়ী এবং আদিবাসী এলাকার জন্য বিশেষ প্রকল্প খাতে বি পি এল পরিবারের লোকজন উপকৃত হন।

(ট) কৃষকদের জন্য স্টাডি ট্যুর।

(ঠ) জৈবসারের ব্যবহারের জন্য প্রকল্প।

<u>যোগাযোগের ঠিকানা</u> ঃ

ব্লক স্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমাস্তরে মহকুমা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, জেলা স্তরে মুখ্য কৃষি আধিকারিক।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর

উন্নতমানের উদ্যানজাত ফসল চাষে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ং সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে এই দপ্তরের প্রকল্প

(১) **নতুন ফলের বাগান তৈরীর জন্য অনুদান প্রকল্প ঃ** নতুন ফলের বাগান তৈরীতে কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এই অনুদান প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য বাগানের এলাকা সর্বনিম্ন ০.৫ একর থেকে সর্বোচ্চ ৩.০ একর হওয়া প্রয়োজন। উৎসাহী কৃষকদের প্রথম বছরে ০.৫ একর বাগান করার মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৪,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে ঐ বাগানের পরিচর্যার জন্য প্রতি বছর ২,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা - পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর।

(২) **ছোট নার্সারীকে সহায়তা প্রদান প্রকল্প ঃ** উন্নত ও গুণমান সম্পন্ন উদ্যানজাত ফসলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য চাষের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরনো, কম ফলনদায়ী, মৃতপ্রায় ফলের বাগানের পূনর্জীবিকরণ প্রয়োজন। এই কাজে ভালো জাতের ও উন্নত গুণমানের বীজ বা চারার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ছোট নার্সারীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ০.২ হেক্টর আয়তনের প্রতিটি ছোট নার্সারী তৈরীর জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা - পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর।

(৩) **কেঁচো সার তৈরীর ইউনিট স্থাপন ঃ** উদ্যানজাত ফসল চাষে জৈব সারের প্রয়োগ বৃদ্ধির জন্য কেঁচো সার উৎপাদন অত্যন্ত জরুরী। এই প্রকল্পে একজন কৃষককে কেঁচো সার উৎপাদনের একটি পিট তৈরীর জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। প্রতিটি পিটের আয়তন ৫ মি ১.৫ মি ১ মি এবং একজন কৃষক এই আয়তনের একটিমাত্র পিট তৈরীর জন্য অনুদান পাবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা - পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর।

(৪) **শস্যরক্ষার যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ঃ** উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় রোগ ও পোকার ক্রমবর্ধমান আক্রমণ। এই ফসল চাষে নিযুক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের শস্য রক্ষার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটিই নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কৃষককে একটি ফুট স্প্রেয়ার কেনার জন্য ৮০০ টাকা এবং একটি হ্যান্ড স্প্রেয়ার কেনার জন্য ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। একজন কৃষক যে কোন একটি স্প্রেয়ার ক্রয়ের জন্য অনুদান পাবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা - পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর।

(৫) **রপ্তানীযোগ্য সবজি ও ভেষজ চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন ঃ** রপ্তানীযোগ্য সবজির চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের জমিতে প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন অত্যন্ত জরুরী। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভেষজ ও ওষধি গাছের চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরী করা প্রয়োজন। এই প্রদর্শন ক্ষেত্র কৃষকদের ভেষজ চাষে প্রয়োজনীয় বীজ বা চারার প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে ভেষজ শিল্পে [illegible] চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হবে।

এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের রপ্তানীযোগ্য সবজি ও ভেষজ চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত হারে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে।

ফসল	একটি প্রদর্শন ক্ষেত্রের জন্য অনুদানের হার	একটি প্রদর্শন ক্ষেত্রের আয়তন
ব্রকোলি	৫,০০০ টাকা	০.২০ হেঃ
ক্যাপসিকাম	৩,০০০ টাকা	০.৪০ হেঃ
লংকা	২,০০০ টাকা	০.৪০ হেঃ
ভেষজ চাষ	১,৫০০ টাকা	০.৫০ হেঃ

<u>যোগাযোগের ঠিকানা</u> - **পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর।**

(৬) <u>ফুল চাষে সহায়তা প্রদান প্রকল্প</u> : রাজ্যে বাণিজ্যিক ফুল চাষের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নানা ফুলের ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ফুলচাষীদের ফুলচাষে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পটি নিম্নরূপ :

ফুলের নাম	অনুদানের হার	চাষের পরিমাণ
গাঁদা	২,০০০ টাকা	০.০১ হেঃ
রজনীগন্ধা	৫,০০০ টাকা	০.০১ হেঃ
গোলাপ	১০,০০০ টাকা	০.০১ হেঃ

<u>যোগাযোগের ঠিকানা</u> - **পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর।**

(৭) <u>মশলা চাষে সহায়তা প্রদান প্রকল্প</u> : পশ্চিমবঙ্গে মশলা চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে মশলা চাষে উৎসাহী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিম্নলিখিত হারে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে।

মশলার নাম	অনুদানের হার	চাষের পরিমাণ
আদা	২,০০০ টাকা	০.০৫ হেঃ
হলুদ	৫,০০০ টাকা	০.০৫ হেঃ

<u>যোগাযোগের ঠিকানা</u> - **পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর।**

(৮) <u>কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির</u> : বিভিন্ন ফল, ফুল, সবজি, ভেষজ, পান, সুপারি, কাজুবাদাম ও অন্যান্য উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক, উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত চাষ পদ্ধতি অবলম্বনই একমাত্র পথ। আর এই চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলায় জেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থার জন্য ৫০০০ টাকা অনুমোদন দেওয়া হবে।

<u>যোগাযোগের ঠিকানা</u> - **পঞ্চায়েত/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর।**

জাতীয় উদ্যান মিশন

জাতীয় উদ্যানপালন মিশন দশম পারিকল্পনা! ১০০% ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় উদ্যানজাত ফসলের এলাকা সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাক্ ও ফলনোত্তর নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানীর জন্য এই প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

একাদশ পরিকল্পনায় ভারত সরকারের আর্থিক অনুকূল ৮৫% এবং রাজ্য সরকারের দেয় আর্থিক প্রদান ১৫% হারে বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পাধীন দশটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। নয়টি উদ্যানজাত ফসল - কমলা, আম, পেয়ারা, কলা, আনারস, কাজুবাদাম ও পান স্কন্দ জাতীয় মশলা আদা ও হলুদ, ভেষজ ঔষধি ও ফুল এই প্রকল্পের আওতাধীন।

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
(১) উন্নয়নের মূল সূত্র অর্থাৎ উন্নতমানের বীজ বা চারা তৈরীর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।		
ক) উন্নতমানের বীজ/চারা তৈরী।		
১. সরকারী ক্ষেত্রে আদর্শ নার্সারী তৈরী।	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১৮ লক্ষ টাকা প্রতিটি নার্সারীর জন্য।	প্রতিটি নার্সারীর এলাকা ৪ হেঃ হওয়া দরকার।
২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে আদর্শ নার্সারী তৈরী।	৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ প্রতিটি নার্সারীর জন্য। এবং ওষধি গাছের চারা তৈরী করতে হবে।	প্রতিটি নার্সারীর এলাকা ১ হেঃ হওয়া দরকার। বিভিন্ন ফল, ফুল ও বাহারী গাছ।
৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগে আদর্শ নার্সারী তৈরী।	৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ৯ লক্ষ টাকা প্রতিটি নার্সারীর জন্য।	প্রতিটি নার্সারীর এলাকা ৪ হেঃ হওয়া দরকার।
খ) টিসুকালচার ল্যাবরেটরির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।		
১. সরকারী ক্ষেত্রে টিসু কালচার ল্যাবরেটরির উন্নয়ন।	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ টাকা প্রতিটি ইউনিটের জন্য।	
২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে টিসু কালচার ল্যাবরেটরির উন্নয়ন।	৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা প্রতিটি ইউনিটের জন্য।	
(২) উদ্যানজাত ফসল চাষের এলাকা বৃদ্ধি ও নতুন বাগান তৈরী।		
ক) বহুবর্ষজীবী ফল চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন-আম, পেয়ারা, কমলালেবু।	মূল খরচের ৭৫% অনুদান সর্বোচ্চ ২২,৫০০ টাকা/হেঃ। প্রথম বছরের আনুদানের ৫০% দ্বিতীয় বছরে ৭৫% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের ২০% এবং তৃতীয় বছরে ৯০% গাছ জীবিত থাকলে অনুদান শেষ ৩০% টাকা পাওয়া যাবে।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেক্টর জমিতে ফল চাষের জন্য তিন বছরে সর্বোচ্চ ৯০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
খ) আনারস ও কলা চাষের এলাকা বৃদ্ধি।	মূল খরচের ৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা হেঃ, প্রথম বছরে আনুদানের ৫০%, দ্বিতীয় বছরে ৭৫% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের ২০%	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেক্টর জমিতে আনারস, কলা চাষের জন্য তিন বছরে সর্বোচ্চ ৬০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
	এবং তৃতীয় বছরে ৯০% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের শেষ ৩০% টাকা পাওয়া যাবে।	
গ) ডাঁটাসহ ফুল চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন-গোলাপ, গ্ল্যাডিওলাস, ডাঁটাসহ রজনীগন্ধা, এ্যাস্টার, জারবেরা, কারনেশান, এন্থুরিয়াম, অর্কিড ইত্যাদি।	১) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে - মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ টাকা (পার) হেঃ	প্রতিটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে ডাঁটাসহ ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৭০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
	২) অন্যান্য কৃষকের ক্ষেত্রে ৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ২৩,১০০ টাকা/হেঃ	প্রতিটি কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে কাটা ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৯২,৪০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
ঘ) কন্দ জাতীয় ফুল চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন-লিলি, রজনীগন্ধা, গ্ল্যাডিওলাস ইত্যাদি।	১) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৪৫,০০০ টাকা/হেঃ।	প্রতিটি কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৯০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
	২) অন্যান্য কৃষকের ক্ষেত্রে মূল খরচের ৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ২৯,৭০০ টাকা/হেঃ।	প্রতিটি কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১,১৮,৮০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
ঙ) ঝুরো ফুল চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন-গাঁদা, জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, মোরগঝুঁটি, দোপাটি, অপরাজিতা, জবা, গোল্ডেন রড, ক্যালেনডুলা, এ্যান্টারিনাম জাতীয় মরসুমী ফুল।	১) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ১২,০০০ টাকা/হেঃ।	প্রতিটি কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ২৪,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
	২) অন্যান্য কৃষকের ক্ষেত্রে মূল খরচের ৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৭,৯২০ টাকা/হেঃ।	প্রতিটি কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৩১,৬৮০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
চ) ওষধি ও সুগন্ধী মশলা চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন-আদা, হলুদ, বিভিন্ন ওষধি ও সুগন্ধী গাছ।	মূল খরচের ৭৫% অনুদান সর্বোচ্চ ১১,২৫০ টাকা/হেঃ।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে আদা/হলুদ চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৪৫,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
ছ) প্ল্যানটেশন ফসলের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন-কাজুবাদাম, পান।	মূল খরচের ৭৫% অনুদান সর্বোচ্চ ১১,২৫০ টাকা/হেঃ প্রথম বছরে অনুদানের ৫০%, দ্বিতীয় বছরে ৭৫% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের ২০% এবং তৃতীয় বছরে ৯০% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের শেষ ৩০% টাকা পাওয়া যাবে।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে কাজুবাদাম বা পান চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৪৫,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
(৩) পুরানো কম ফলনদায়ী বাগানের পুনর্জীবিকরণ প্রকল্প। যেমন-পুরানো আম বাগান, পুরানো কাজুবাদাম, ঘনবসতি তপশীল জাতি ও উপজাতিভুক্ত এলাকায়।	মূল খরচের ৫০ অনুদান সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা/হেঃ ঘনবসতি তপশীল জাতি ও উপজাতিভুক্ত এলাকায়।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ বাগানের পুনর্জীবিকরণের জন্য পুনর্জীবিকরণের জন্য সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
(৪) সেচের জলের উৎস সৃষ্টি যেমন-পুকুর বা জলাধার তৈরী।	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা/ ১ ইউনিট।	১ ইউনিট = ১০ হেঃ/ইউনিট।

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
(৫) ফসলের সুরক্ষা		
(ক) ১) উচ্চ প্রযুক্তি যুক্ত গ্রীন হাউস তৈরী।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৩২৫ টাকা/ বর্গমিটার ১ ইউনিট = ৫০০ বর্গ মিটার।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ ইউনিট গ্রীন/পাড় হাউস তৈরী করতে পারবে।
২) সাধারণ গ্রীন হাউস তৈরী।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ১২৫ টাকা/ বর্গমিটার ১ ইউনিট = ৫০০ বর্গ মিটার।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ ইউনিট গ্রীন হাউস তৈরী করতে পারবে।
(খ) ভূমির আচ্ছাদন মালচিং ব্যবহার।	মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৭,০০০ টাকা/হেঃ।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে মালচিং করার জন্য সর্বোচ্চ ১৪,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
(গ) এ্যাগ্রো সেড নেট (ছায়া জাল) ব্যবহার।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৩,৫০০ টাকা/বর্গমিটার ১ ইউনিট = ৫০০ বর্গ মিটার।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে সেড নেট ব্যবহার করার জন্য সর্বোচ্চ ১.৪ লক্ষ টাকা অনুদান পেতে পারে।
(ঘ) প্লাসটিকের টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরী।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা/বর্গমিটার ১ ইউনিট = ১,০০০ বর্গ মিটার।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে প্লাস্টিক টানেল করার জন্য সর্বোচ্চ ১.০ লক্ষ টাকা অনুদান পেতে পারে।
(৬) উদ্যানজাত ফসলের সুসংহত রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ		
ক) সুসংহত পদ্ধতিতে ফসলের রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ।	মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা/হেঃ	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোচ্চ ৪,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
খ) বায়ো-কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন। (সরকারী ক্ষেত্র)	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ৮০লক্ষ টাকা/হেঃ ইউনিট।	
গ) প্ল্যান্ট হেলথ ক্লিনিক স্থাপন (সরকারী ক্ষেত্র)।	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা/ ইউনিট।	
ফসলের রোগ ও পোকা আক্রমণের পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন (সরকারী ক্ষেত্র)।	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা/ ইউনিট।	
লিফ টিসু অ্যানালাইসিস ল্যাবরেটরি স্থাপন। (সরকারী ক্ষেত্র)	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা/ ইউনিট।	
(৭) জৈব চাষ		
(ক) জৈব চাষ পদ্ধতিতে উদ্যানজাত ফসলের চাষ।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা/হেঃ	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে জৈব চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৪০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
(খ) কেঁচো সার উৎপাদন।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা/ইউনিট।	
(৮) উদ্যানজাত ফসলের পরাগ সংযোগের সহায়তার জন্য মৌমাছি পালন।	৫০% অনুদান সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা একটি মৌমাছির চাকসহ বাক্স বসানোর জন্য।	

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
(৯) প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্যানজাত ফসল চাষের উন্নত প্রযুক্তি প্রসার।		
(ক) গ্রীন হাউসের অর্থকরী সবজির চাষ (সরকারী ক্ষেত্র)।	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা/ইউনিট। ১ ইউনিট = ৫০০ বর্গমিঃ।	
(খ) অপ্রচলিত ফলের চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন। যেমন-মোসাম্বি।	৭৫% অনুদান সর্বোচ্চ ১৮,০০০ টাকা/হেঃ।	
(১০) মানব সম্পদ উন্নয়ন		
(ক) প্রগতিশীল কৃষক, প্রযুক্তি সহায়ক, মালী, শিল্পোদ্যোগী ও সম্প্রসারণ আধিকারিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।		
ফলনোত্তর পরিচর্যা		
(১১) প্যাক হাউস (মোড়ক ঘর) স্থাপন।	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৮৩,৩২৫ টাকা/ইউনিট।	১) পার্বত্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার জন্য প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
	২) মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৬২,৫০০ টাকা/ইউনিট।	২) সাধারণ এলাকার জন্য প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
(খ) বহুমুখী হিমঘর	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৬৬,৬৬,০০০ টাকা/ইউনিট।	১) ঐ
	২) মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৫০,০০,০০০ টাকা/ইউনিট।	২) ঐ
(গ) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের হিমঘর স্থাপন।	মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৪,০০,০০০ টাকা/ইউনিট।	সাধারণ এলাকার জন্য প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
(ঘ) রেফ্রিজারেটেড ভ্যান/কন্টেনার।	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৭,৯৯,৯২০ টাকা/ইউনিট।	১) পার্বত্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার জন্য প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
	২) মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৬,০০,০০০ টাকা/ইউনিট।	২) সাধারণ এলাকার জন্য প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
(ঙ) মোবাইল প্রি-কুলিং/প্রসেসিং ইউনিট। (ভ্রাম্যমান অগ্রিম ঠান্ডা/প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট)।	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৭,৯৯,৯২০ টাকা/ইউনিট।	১) ঐ
	২) মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৬,০০,০০০ টাকা/ইউনিট।	২) ঐ
(চ) উদ্যানজাত ফসলের সংগ্রহ, বাছাই, গ্রেডিং কেন্দ্র স্থাপন।	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৪,৯৯,৯৫০ টাকা/ইউনিট।	১) ঐ
	২) মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৩,৭৫,০০০ টাকা/ইউনিট।	২) ঐ
(ছ) পেঁয়াজের সংগ্রহ ও বাছাই কেন্দ্র স্থাপন।	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ৩,৭৫,০০০ টাকা/ইউনিট।	

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
পেঁয়াজের সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। (কম খরচের)	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা/ইউনিট।	
(১২) উদ্যানজাত ফসলের বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণ) সহায়তা।		১) ঐ
(ক) গ্রাম্য/জেলা বিক্রয়কেন্দ্র (বাজার) স্থাপন।	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৪,৯৯,৯৫০ টাকা/ইউনিট। ২) মূল খরচের ২৫% অনুদান সর্বোচ্চ ৩,৭৫,০০০ টাকা/ইউনিট।	২) ঐ
		১) ঐ
(খ) সরকারী/ব্যক্তিগত উদ্যোগ/ সমবায় ক্ষেত্রে উদ্যানজাত ফসলের বাজারের পরিকাঠামো তৈরী।	১) মূল খরচের ৩৩.৩৩% অনুদান সর্বোচ্চ ৪,৯৯,৯৫০ টাকা/ইউনিট।	
(গ) মার্কেটিং ইন্টেলিজেন্স সেন্টার তৈরী।	১০০% অনুদান সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা/ইউনিট।	

মূল যোগাযোগের ঠিকানা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ
ময়ূখ ভবন, চারতলা
বিধাননগর, কলিকাতা-৭০০০৯১
দূরভাষ : ২৩৩৭-২৯১৮
২৩২১-৮২৩২

সমবায় দপ্তর

সমবায় দপ্তর

ঋণসংযুক্তি সহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সমবায় দপ্তরের পরিকল্পনা

(ক) স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণদান ঃ মূলত এলাকায় স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ সরবরাহ সমবায় ব্যবস্থার একটি কার্যকরী ক্ষেত্র। কৃষিজীবী মানুষের ঋণের চাহিদার ৬০% সমবায়ভিত্তিক কৃষিঋণ দাদনের মাধ্যমে সাধিত হয়।

প: ব: সরকারের শস্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং নাবার্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নির্দেশিকা, আদেশনামা ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমন্ডলী সময়ানুগ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবর্তিত হয়। শস্যঋণ নীতি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি/ল্যাম্পস/এফ.এফ.সি.এস.-এর পরিচালকমন্ডলীর সভায় পেশ করে কার্যকর করা হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত সর্বশেষ শস্যঋণ নীতি অনুযায়ী ঃ-

(১) (i) প্রতিটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলার কৃষি আধিকারিক, জেলার সহকারী সমবায় নিবন্ধক, আঞ্চলিক প্রবন্ধক, লীডব্যাঙ্ক আধিকারিক ও জেলার প্রথম সারির কয়েকটি প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি ও কিছু প্রগতিশীল কৃষক নিয়ে গঠিত কারিগরী বা বিশেষজ্ঞ কমিটি বিভিন্ন শস্যের জন্য একক পিছু ঋণদাদনের হার তিন বৎসরের জন্য নির্ধারণ করবেন।

(ii) উক্ত নির্ধারিত দাদন হার প্রতিটি কৃষিঋণদান সমিতিকে জানানোর পর একমাসের মধ্যে সমস্ত ফসলের জন্য একসাথে তিনবছরের কর্জসীমা প্রস্তুত করবেন।

(iii) কর্জসীমা অনুমোদনের জন্য তিন প্রস্থ আবেদনপত্র পূরণ করে দেওয়ার সাথে সমিতির উদ্বর্ত পত্রের (Balance Sheet) নকল, বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সর্বোচ্চ ঋণগ্রহণের সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি এবং কার্যকরী সমিতি কর্তৃক ব্যক্তি সদস্যের অনুমোদিত কর্জসীমার সিদ্ধান্তের প্রতিটি অনুলিপি সমিতির সম্পাদক দ্বারা প্রত্যয়িত করে জমা দিতে হবে। উপরিউক্ত নথিপত্রাদির সাথে পাওনার তালিকা (Demand list) জমা দেওয়া আবশ্যিক।

(iv) দাদনহারের পরিবর্তন ঘটলে, সমিতি নতুন কোন সদস্য গ্রহণ করলে অথবা সদস্যের জমির পরিমাণের বা ফসল-চাষ পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটলে, অতিরিক্ত কর্জসীমার (Supplementary) জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

(২) (i) দাদনহার অনুযায়ী ব্যক্তি সদস্যের ঋণের পরিমাণ নিরূপিত হবে, তবে, সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কখনই ৫০,০০০ টাকার বেশী হবে না।

(ii) কোন সদস্য ৩০,০০০ টাকার উপর শস্যঋণ পাওয়ার আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জমির দলিল, পরচা এবং সেস সেচ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

(iii) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি সমিতির সদস্য হতে পারেন, যদি সেই পরিবারের কোন খেলাপী ঋণ না থাকে, যদি তাদের প্রত্যেকের আলাদা জমি থাকে এবং সেক্ষেত্রে তাদের আলাদাভাবে সেস বা কর প্রদান করতে হবে।

(iv) সাধারণভাবে নতুন সদস্যরা প্রথম বৎসরে ১৫,০০০ টাকার বেশী ঋণ পাবেন না, তবে সমিতির ঋণ আদায়ের হার ৭০% এর ওপর হলে, সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

(৩) স্বল্পমেয়াদী ঋণগ্রহীতা খেলাপী না হলে, স্বল্পমেয়াদী ঋণগ্রহীতা তখন সদস্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে ঋণপ্রাপক হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন।

(৪) সাধারণভাবে ব্যক্তিসদস্যের অংশমূল্যের দশগুণ পর্যন্ত একজন সদস্য ঋণ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বর্গাদার, পাট্টাদার, সার্বজনীন সদস্য ও স্পেশাল কম্পোনেন্ট ঋণের ক্ষেত্রে একজন সদস্য কুড়িগুণ পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন।

(৫) শস্যঋণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শস্যের জন্য বীমাকরণ বাধ্যতামূলক। সদস্যরা বীমার সমতুল্য অর্থ অতিরিক্ত ঋণ হিসেবে পেতে পারেন।

(৬) সুপারভাইজার ও সমবায় পরিদর্শকের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত ৩ বছরের কর্জসীমার আবেদনপত্রটি আঞ্চলিক প্রবন্ধকের কাছে অনুমোদিত ও মঞ্জুরীকৃত করার জন্য প্রেরণ করতে হবে। উক্ত কর্জসীমা মঞ্জুরীকৃত হলে এক একটি ব্যাঙ্কের শাখা কার্যালয়ে এবং দ্বিতীয় কপি সমিতি অফিসে সংরক্ষিত থাকবে।

(৭) ঋণ বিলির সময় তমসুক ও কর্জদাদন তালিকা দু কপি প্রস্তুত করতে হয়। প্রথম কপি তমসুক ও কর্জদাদন তালিকা সমিতিতে নথি হিসাবে সংরক্ষিত রেখে দাদন শেষ হবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা পড়ে।

(৮) খেলাপী কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ১% হারে শাস্তিমূলক সুদ (Penal Interest) খেলাপের দিন থেকে দিতে হবে,

[যোগাযোগ ঃ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক]

সুদভর্তুকি ঃ ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কৃষকগণ যাতে ৭% হারে সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারে, সেজনা পঃ বঃ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সুদভর্তুকি চালু করেছেন।

(খ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ঃ

কৃষকদের সময়মত ও চাহিদামাফিক তাঁদের পছন্দমত সময় ও দিনে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহজ উপায়ে কৃষি ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পঃ বঃ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও ১৭টি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মারফৎ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সারা বছরের কর্জের চাহিদা ৫০,০০০ টাকার উর্ধসীমা সাপেক্ষে একজন কৃষক কৃষিঋণ পেতে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করা চাই ঃ-

(i) আবেদনকারীকে সমবায় সমিতির নিকট নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে।

(ii) আবেদনপত্রের সাথে জমির পরিমাণ এবং ফসলওয়ারী চাষের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করতে হবে।

(iii) জমির মালিকানার স্বপক্ষে দলিল/পরচা জমা দিতে হবে, যা প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণের পর কৃষক ফেরত পাবেন।

(iv) দু কপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো চাই,

(v) ঋণের আবেদনপত্র মঞ্জুর হলে,
(ক) জমির কারবারনামা করতে হবে,
(খ) ঋণের অনুপাতে শেয়ার ক্রয় বাধ্যতামূলক,
(গ) মঞ্জুরীকৃত ঋণের মোট কর্জসীমার প্রনোট করে দিতে হবে।

(vi) টাকার প্রয়োজনমত কর্জ তোলার ভাউচারে স্বাক্ষর করে কার্ডে তথা পাশবুক দাখিল করতে হবে। তাহলে সমিতি থেকে নগদে টাকা তোলা যাবে।

(vii) ফসলওয়ারী অনুমোদিত কর্জ সংশ্লিষ্ট ফসল ঋণসীমার (অর্থাৎ ৫০,০০০ টাকার মধ্যে) চাষের সময়সীমার মধ্যে একাধিকবার তোলা যেতে পারে।

(viii) কর্জসীমা ৩ বছরের জন্য অনুমোদিত হলে, প্রত্যেক সদস্যকে সমিতির কাছে কর্জসীমার পুনর্নবীকরণ প্রতিটি সমবায় ব্যাঙ্কে করিয়ে নিতে হবে।

(ix) পুনর্নবীকরণের সময় ঋণগ্রহণের পর ১২ মাসের মধ্যে মোট জমা (agg. credits) ও সর্বোচ্চ ঋণ বাকীর (max, outstanding অনুপাত ১ঃ১ হবে।

(x) কার্ডধারীদের স্বাক্ষর প্রনোট করিয়ে নিতে হবে।

(xi) সদস্যদের সুদের হার শস্যঋণের প্রযোজ্য হারের সমান এবং সুদের হিসাব টাকা তোলার দিন থেকেই করতে হবে।

(গ) **স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঃ**

প্রায় এক দশক আগে গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতিগুলির ছত্রছায়ায় দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে মহিলা জীবিকা অর্জনের বিকল্প ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন শুরু হয়। প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর কৃষিশ্রমিক ও দারিদ্রসীমার নীচের মানুষজনই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীভুক্ত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক দ্রুত বিকাশ সম্ভব। তাই, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কারুশিল্পের বিকাশ ও প্রসারে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও কর্মধারা

⇒ গোষ্ঠীর সদস্যরা সমমনোভাবাপন্ন এবং সমসত্ত্ব হবেন,

⇒ এটি একটি স্বেচ্ছাপ্রকল্প

⇒ পাঁচ থেকে কুড়ি জন পুরুষ বা মহিলা নিয়ে গঠিত হবে।

⇒ গোষ্ঠী সদস্যদের বয়সের কোন সীমা নেই

⇒ যেকোন একটি গ্রামে একাধিক গোষ্ঠী থাকতে পারে।

⇒ প্রকল্পটি সদস্যগণ দ্বারা পরিচালিত হবে।

⇒ গোষ্ঠীর সকল সদস্যগণ সপ্তাহে দু/একবার (নিয়মিত) গ্রামের যেকোন স্থানে বা প্রয়োজনমত বিভিন্ন সদস্যের বাড়িতে মিলিত হয়ে নিজের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে উদ্যোগী হবেন এবং প্রতিটি সদস্যের রুজি-রোজগারে সাহায্য করবেন।

⇒ গোষ্ঠীর সদস্যদের কর্ম-পরিচালনা বা অন্যান্য কাজকর্মের জন্য নিয়ম সম্বলিত একটি পুস্তিকা থাকা প্রয়োজন, যা প্রয়োজনে ২/৩ সদস্যের সম্মতিক্রমে সংশোধন করা যেতে পারে।

⇒ গোষ্ঠী গঠনের পর সদস্যরা আমানত সংগ্রহ করবেন এবং আমানত সংগ্রহের ৬ মাস পর সংগৃহীত আমানতের ৪-৫ গুণ পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। ঋণ গ্রহণের পরেও সদস্যরা আগের মত আমানত সংগ্রহ করতে থাকবেন।

⇒ প্রতিটি সদস্যেরই নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করা একান্ত কর্তব্য।

⇒ গোষ্ঠী একটি সার্বিক কর্মযোজনা তৈরী করবেন।

⇒ ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, গোষ্ঠী সদস্যের দক্ষতা, উৎপন্ন জিনিসের বাজার প্রভৃতি পর্যালোচনা করে সদস্যগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন।

⇒ গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি বা সমবায় ব্যাঙ্কের শাখার কাছে প্রয়োজনমত ঋণের আবেদন করবেন। সমিতি কর্তৃপক্ষ ঋণ মঞ্জুরী দেবে, ও ঋণ দাদন করবে, তারপর প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে রি-ফাইনান্স (refinance) চাইবে।

⇒ নাবার্ড এই প্রকল্পে অর্থ রি-ফাইনান্স (refinance) করবে।

⇒ গোষ্ঠীর কাজকর্ম সম্পাদনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় কিছু খাতাপত্র রাখতে হবে। যেমন-

(১) হাজিরা খাতা

(২) সভার কার্যবিবরণী বই

(৩) সদস্য বই

(৪) সদস্যদের দেয় টাকা বা টাকা তোলার পাশবই

(৫) সদস্যদের আমানতের বই

(৬) *Cash-book/নগদান বই।*

[যোগাযোগ ঃ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক/ব্লক সমবায় পরিদর্শক/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক]

(ঘ) সুসংহত বিকাশ প্রকল্প ঃ-

সমবায়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থা পরিচালনের মানোন্নয়ন, এবং বিভিন্ন প্রকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (NCDC) দ্বারা গঠিত সুসংহত বিকাশ প্রকল্প-এর প্রচলন হয়েছে। সুসংহত বিকাশ প্রকল্প-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রামভিত্তিক সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ নিম্নলিখিত প্রাথমিক সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সরবরাহ করা হয় ঃ

(i) প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতি

(ii) প্রাথমিক কৃষিবিপণন সমিতি

(iii) কৃষি প্রক্রিয়াকরণ সমিতি যেমন-চালকল, ফল প্রক্রিয়াকরণ সমিতি ইত্যাদি

(iv) মৎস্যজীবী সমিতি

(v) সমবায় হিমঘর

(vi) উদ্যানপালন সমিতি

(vii) প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি

(viii) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী

সুসংহত বিকাশ প্রকল্প নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়ে থাকে ঃ-

(১) প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমীক্ষাকরণ ঃ-

নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক ও নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে উক্ত ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির পরিকাঠামোগত স্বভাব নির্ধারণ করা এবং তা লাঘব করা।

(২) মূলধনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা ঃ

বিভিন্ন ধরনের সমিতির কাজকর্মের তথা প্রয়োজনীয়তার প্রকারভেদে সাহায্যে প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ও পর্যালোচনাক্রমে রাজ্য সরকার ও এন সি ডি সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ার বা ঋণ কিংবা সরকারী ঋণ ও শেয়ার মূলধন ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়।

(৩) বিভিন্ন মাত্রায় সমিতিগুলিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিচালন সংক্রান্ত সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ ঃ-

এই প্রকল্পে সমিতিগুলির আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বরাদ্দীকৃত ও প্রদত্ত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্য তথা পরিচালকমন্ডলীর এবং কর্মীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যার প্রধানতম লক্ষ্য হল সর্বাধিক ফললাভে সমিতিকে সার্বিকভাবে প্রণোদিত করা।

মূল্যায়ন ও নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকল্পাধীন কাজগুলিকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করে সম্পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়।

ঐ উদ্দেশ্যে প্রকল্প রূপায়ণের দেখভালে নিযুক্ত একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত সমিতিগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলে, এমনকি নিয়মিত প্রতিটি ধাপে কার্যাবলীর পর্যালোচনাক্রমে পরবর্তী কর্মপদ্ধতির রূপরেখা সমিতির পরিচালকমন্ডলীর মধ্যে পুনর্ভাবনার সঞ্চারন করে।

(ঙ) **আমানত সংগ্রহ ঃ-**

প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলি গ্রামের বিকাশকল্পে নিজেদের স্বয়ম্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি ব্যবসার বৈচিত্রকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তথা সমিতির স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত রাখতে সমিতির সদস্য ও অসদস্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে।

আমানত ব্যবসা করতে চাইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইতে হবে।

(ক) আমানত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ঃ-

(i) পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে শস্যঋণের পরিমাণ অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা

(ii) পূর্ববর্তী বছরের ৩১শে মার্চ অনাদায়ী লোন ২৫% এর বেশী নয়।

(iii) প্রাথমিক সমিতি পর্যায়ে আদায়ের শতকরা হার অন্তত ৫০% হতে থাকে।

(iv) সমিতিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলী এবং ম্যানেজার থাকতে হবে।

(v) পরিচালকমন্ডলী তথা কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতারণা বা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকবে না।

(vi) অডিট এক বছরের বেশী বকেয়া নেই।

(vii) ভাড়া করা অথবা নিজস্ব অফিস আছে,

(viii) আমানত শুরুর পূর্বে আমানত সংগ্রহের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা যেমন কাউন্টার সেফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

(খ) (i) সংগৃহীত আমানতের ৭০% রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে রাখতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়ম শিথিল করে ৫০% পর্যন্ত সংগৃহীত আমানত বাঙ্কে রাখতে পারে।

(ii) সংগৃহীত আমানতের বাকী অংশ আমানতকারীকে সর্বাধিক ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। কোন অবস্থাতেই স্বর্ণলোন (Gold loan) দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।

(iii) সংগৃহীত আমানত "ডাইভার্সন" করা যাবে না।

[যোগাযোগঃ জেলা সহকারী সমবায় নিবন্ধক/জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক/পঃ বঃ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক]

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ঃ-

পঃ বঃ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও তার অধীনস্থ ২টি জেলা শাখা, সহযোগী ২৪টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ৫ বছর ও তার অধিক মেয়াদে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগত সদস্যদের একক এবং যৌথভাবে বিভিন্ন উৎপাদনকারী কৃষিজ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণ দান করে থাকে।

কৃষি প্রকল্পে দাদন ঃ-

কৃষির যন্ত্রায়ণ অর্থাৎ ট্রাক্টর, পাম্পসেট ক্রয়, বনসৃজন, লবণাক্ত জমির পুনরুদ্ধারীকরণ, পুকুর সংস্কার, মাছচাষ ক্ষুদ্র সেচের জন্য কূপখনন, হর্টিকালচার, জমি উন্নয়ন, পান বরোজ, ফুলচাষ, ফলবাগান, ভেষজ উদ্ভিদ চাষ কৃষিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ, হিমঘর নির্মাণ ও আধুনিকীকরণ, পশুপালন, চা-বাগান তৈরী, মৌমাছি পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে ঋণ দান করে থাকে।

কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্র ঃ-

পোলট্রি, ডেয়ারি, কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য পরিবহনের জন্য মোটর সাইকেল বায়োগ্যাস।

অকৃষি ঋণদাদন ঃ-

উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্র, গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্র, পর্যটন ক্ষেত্র, পরিবহন ক্ষেত্র, নার্সিং হোম, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণদান, দক্ষতাভিত্তিক, চাহিদাভিত্তিক ও স্থানীয় সম্পদ ভিত্তিক সম্ভাবনাময় গ্রামীণ কুটিরশিল্পে কৃষিপণ্য পরিবহণের জন্য মালবাহী যান, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি সরকারি প্রকল্প (স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা), ভোগ্যঋণ ও বন্ধকী ব্যবসায় ইত্যাদিতে ঋণদান করে থাকে।

গৃহনির্মাণ প্রকল্প ঃ-

গ্রামীণ গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পেও এই ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে।

আবেদনকারীকে নির্ধারিত আবেদনপত্রে সম্পত্তির স্বত্ব, প্রকল্প, প্রকল্পের মূল্য উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে। এর পর ব্যাঙ্কের লোন কমিটি দ্বারা সম্পত্তির মূল্যায়ণ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রূপায়ণের সম্ভাব্যতা পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই পূর্বক রাজ্য ব্যাঙ্কের কাছে পাঠায়। রাজ্য ব্যাঙ্ক প্রাথমিক ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে ঋণ অনুমোদন করে থাকে।

[যোগাযোগ ঃ প্রাথমিক কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক]

ঋণপত্র (Debenture)

কৃষি, অকৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিশেষ ঋণপত্র ছাড়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রথমে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ দান করে থাকে। তারপর মর্টগেজের পরিমাণ অনুযায়ী নাবার্ডের অনুমতিক্রমে রাজ্য সরকারের জামিনে ঋণপত্র ছাড়ে যার ট্রাস্টি সমবায় নিবন্ধককে ফলস্বরূপ মর্টগেজকৃত সম্পত্তির দায়িত্ব সমবায় নিবন্ধকের উপর থাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক কৃষিক্ষেত্রে, অ-কৃষিক্ষেত্রে এবং গ্রামীন আবাসন প্রকল্পে বিশেষ ঋণপত্র ছাড়ে। নাবার্ড অকৃষি ও আবাসন প্রকল্পে শতকরা ১০০ ভাগ ও কৃষিক্ষেত্রে ঋণ পত্রের সর্বোচ্চ ৯৫% ক্রয় করে; বাকি ৫% কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমহারে ক্রয় করে। রাজ্য সরকারের পক্ষে সমবায় নিবন্ধক মহোদয় এই সমস্ত ঋণপত্রের অছি এবং সমস্ত দলিল ও প্রোনোট তার নামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায়ভূমি ও গ্রামোন্নয়ন লি. তে গচ্ছিত থাকে।

রিস্ক ফান্ড

কৃষিতে গতিশীলতা আনতে ও কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "রিস্ক ফান্ড" নামে এক প্রকল্প চালু করেছেন যেখানে প্রতিবছর নতুন ঋণ দানের ২৫% হারে (জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে), ৫% হারে (প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ক্ষেত্রে) এবং ৩% হারে (প্রাথমিক সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে) সরাসরি অনুদান দিয়ে থাকেন। এই অর্থ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে জমা থাকে। সমবায় নিবন্ধকের অনুমতি ছাড়া এই পুঞ্জীভূত অর্থ তোলা যায় না এবং অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করাও যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই প্রকল্প চালু করার পর জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তাদের সহযোগী প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি এবং প্রাথমিক কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক তাদের ঋণদান নীতির উদারীকরণ করেছেন যাতে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, এমনকি পাট্টাদারও কর্জ নিতে পারেন।

সর্বজনীন সদস্যভূক্তি

সমবায় ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক লোককে বিশেষতঃ সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বজনীন সদস্যভুক্তি প্রকল্প চালু করা হয়েছে যাতে সমবায় আর্থিক সংস্থা থেকে সদস্যরা ঋণ নিতে সক্ষম হন। ভাগচাষী, বর্গাদার, পাট্টাদার সহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীগণ এই প্রকল্পের আওতাধীন। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার জেলা সমবায় কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তালিকা ভুক্ত প্রস্তাবিত সদস্যদের নামে সদস্য পিছু ৫০ টাকা হিসাবে প্যাকসকে দিয়ে থাকে। প্রস্তাবিত সদস্যগণ শুধুমাত্র সমিতি নির্ধারিত ভর্তি ফি দিয়েই সমিতির উপবিধি অনুসারে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পান।

শহরাঞ্চলীয় ঋণদান সমবায় সমিতি ঃ

সাধারণভাবে এই সমমত ঋণদান সমিতিগুলির কর্মপরিধি সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সমিতিগুলি প্রাথমিক সমিতি হওয়ায় এদের ঋণদান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত এবং সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইসব সমিতিগুলি তাদের সদস্যদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প গড়ে তুলতে ও ভোগ্যপন্যের চাহিদাপূরণের ও আবাসন সদস্যার সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য করে চলেছে।

শহরগুলীয় ব্যাঙ্কগুলি (যার মধ্যে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও আছে) সমস্ত ধরনের ব্যাঙ্কিং সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। আমানত সংগ্রহ ও তার যথাযথ বিনিয়োগ করাই এদের মূল কাজ।

শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হল ঃ

১। সদস্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা

২। আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন ও পূরণ

৩। ঋণ আবেদনের ( ) যথাযথ মূল্যায়ণ

৪। সিকিউরিটি জামিন ইত্যাদির গচ্ছিত করন

৫। ঋণ আদায়ের কাজে গতি আনা এবং বকেয়া ঋণ হ্রাস করা

৬। সদস্যদের উন্নততর ব্যাঙ্কিং পরিসেবা প্রদান

৭। কম্পিউটার ব্যবহার, ব্যাঙ্কের কাজকর্মের আধুনিকীকরণ এবং যথাযথ হিসাবে সংরক্ষণ

৮। আমানতকারীর স্বার্থরক্ষা

৯। বাজার সমীক্ষা, পণ্য সেবার মান রক্ষা

১০। ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ ও ব্যবসার বহুমুখীকরণ ইত্যাদি।

মহিলাদের আত্মনির্ভরতা ও আর্থসামাজিক উন্নতির প্রেক্ষাপটে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মহিলা ঋণদান সমিতির নিবন্ধিকরণ হয়েছে. এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ দান ছাড়াও সদস্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করা হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পের অধীনে সুবিধা পেতে ক্ষেত্র বিশেষে যথাবিধি নির্দেশনামা এবং আবেদনপত্রের সংযুক্তির প্রয়োজন আছে যার প্রতিলিপি সংযোজনী (সংযোজনী-১ এবং সংযোজনী-২) হিসাবে সংযোজিত হল বাংলা তর্জমা না থাকায় ইংরাজী অভিমতে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি সংযোজিত হল। এই ধরনের সমিতি গুলির অর্থনৈতিক উন্নতিতে রাজ্য সরকার অংশগত মূলধন ও অনুদান দিয়ে থাকেন।

দপ্তরের বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠামোসহ সমষ্টিগত সুবিধা-সম্পর্কিত পরিকল্পনা। বিপনন ও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র ঃ

সমবায়ের বিপনন ও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রটি সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কৃষিজাত দ্রব্যের সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ তথা বিপনন, কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি যথা সার, সশ্যবীজ, কীটনাশক ইত্যাদির বন্টন: কৃষিজাত পণ্য যথা ফুল, ফল, শাকসব্জী, আলু ইত্যাদির সংরক্ষণের জন্য হিমঘর এবং ক্ষুদ্র হিমঘর স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ কাজ কৃষি বিপনন ক্ষেত্র দ্বারা রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। ফসল উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়ে কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ তথা বিপননের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপন এবং কৃষিকাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি সরবরাহ তথা বন্টনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে এই ক্ষেত্র যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদিত পণ্যকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পণ্যের গুনমান যথাযথ বজায় রেখে পচনজনিত লোকসান এড়িয়ে সংরক্ষিত করে উৎপাদন ধারাকে বজায় রাখতে এবং বাজারের বিস্তার ঘটাতে মজুত ভান্ডার গড়ে তোলা হয়। এই মজুত ভান্ডার যথাযথভাবে গড়ে তুলতে অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি পরিকাঠামো হল ঃ

১। গুদামঘর স্থাপন

২। হিমঘর। ক্ষুদ্র হিমঘর স্থাপন

গুদামঘর নির্মাণ ঃ

পি এ সি এস। পি এ এম এস-এর ব্যবসা উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হল নিজস্ব গুদামঘরের আবশ্যিকতা যার মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণের ব্যবসা ছাড়াও বহুবিধ ক্ষেত্রে তার কর্মপরিধি বিস্তার লাভ করতে পারে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এন সি ডি সি) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০০ মেট্রিক টন, ২৫০ মেট্রিক টন, ৫০০ মেট্রিক টন এবং ১০০০ মেট্রিক টন গুদামঘর নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিয়ে এসেছে। বর্তমানে এন সি ডি সি গুদাম প্রকল্পে রাজ্য সরকারকে প্রকল্পের ৭০%ঋণ এবং ২০%অনুদান দেয়। রাজ্য সরকার প্রকল্পাধীন সমিতিকে ঋণ ৫০% অংশগত মূলধন ২০%এবং অনুদান ২০% দেয়। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে বাকি ১০%অর্থ গুদাম নির্মাণের জন্য দিতে হয়।

শর্তাবলী ঃ

১। সমিতির ৫০ ফুট×৪০ ফুট পরিসরের অথবা ৩-৪ কাঠা জমি থাকতে হবে।

২। পরিবহন জনিত সুবিধাদির জন্য সমিতির জমিটি পাকা সড়কের পাশে থাকবে।

৩। সমিতির কৃষি উপকরণের ব্যবস্থা থাকবে।

৪। লাভজনক ব্যবসা চালানোর জন্য সমিতির আমানত ব্যবসা সহ সম্পদ সংগ্রহের জোরালো ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। স্থায়ী খরচ তথা লোকসান কমানোর জন্য সমিতি গুদামঘর নির্মাণ করে অব্যবহৃত অবস্থায় রাখবে না। গুদাম নির্মাণ পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে যাতে নিরাপত্তাজনিত কারণ, পন্য সঞ্চালন হেতু ঘাটতির কারণে লোকসান না হয়।

সমিতিকে উক্ত প্রকল্পের জন্য যথাবিহিত পূরণ করা নির্দিষ্ট আবেদনপত্র সহ পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্তের অনুলিপি, তিন বছরের হিসাব (যার মধ্যে অন্ততঃ এক বছরের হিসাব নারিক্ষিত থাকবে) চেকলিষ্ট, অতিরিক্ত চেকলিষ্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

হিমঘর স্থাপন ঃ পশ্চিমবঙ্গ-এ ফল, ফুল, সবজী ও আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যাদির সংরক্ষণের জন্য হিমঘর স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং ক্রমবর্ধমান। সমবায় ক্ষেত্রে জাতীয় সমবায় উপয়ন নিগম (এন.সি.ডি.সি)-এর সম্প্রসারিত কর্মসূচী ও আর্থিক সহায়তায় হিমঘর নির্মিত হয়। সমবায় হিমঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করতে হয়-

১। হিমঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান সমিতিকে করতে হবে যার মূল্য পরিকল্পব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

২। প্রকল্পের আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সমিতিকে নিম্নলিখিত পত্র সংযোজিত করতে হবে-

(ক) পূর্ববর্তী তিন বৎসরের অডিট রিপোর্ট, লাভক্ষতির হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র

(খ) পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্তের অনুলিপি

(গ) নির্দিষ্ট প্রকল্প প্রতিবেদন

(ঘ) সমবায় শিক্ষা তহবিলে দেয় টাকার রসিদ ও সরকারী অডিট ফির চালান

(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা প্লানিং বোর্ডের সুপারিশপত্র

(চ) কৃষি বিপনন অধিকর্তার অনুমতি পত্র

(ছ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভাগীয় বাস্তুকারের শংসাপত্র এবং

(জ) প্রয়োজনীয় চেক লিষ্ট

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১০%সমিতিকে বহন করতে হয়। ৯০%টাকা নিগম পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কর্জ হিসাবে দেন যা সরকার বাহাদুর সমিতিকে ৫০%টাকা শেয়ার হিসাবে এবং ৪০%টাকা কর্জ হিসাবে দিয়ে থাকে। এতভিন্ন ৫,০০০ মেট্রিক টন হিমঘরের জন্য নিগম যে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা সরকারকে দিয়ে থাকে তা সমিতিকে দেওয়া হয়। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেযে দেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার যাতে শতকরা ৪.৯ ভাগের বেশী হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর.কে.ভি.ওয়াই. প্রকল্পের অধীনে সমবায় হিমঘর স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০ পারসেন্ট সরকারী অনুদান অর্থ সাহায্য করে।

প্রকল্প অনুমোদিত হবার পর ঋণ গ্রহণের জন্য সমিতিকে-

(১) একটি নিবন্ধীকৃত অঙ্গীকার পত্র।

(২) স্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ।

(৩) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র।

(৪) অংশপত্র। সমবায়-

সহনিবন্ধকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে যার ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রয়োজনানুসারে সময়োপযোগী ছোটখাটো পরিবর্তন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় হিমঘরগুলি নানাবিধ সমস্যা যেমন কমধারন ক্ষমতা, পুরানো। অপেক্ষাকৃত কম, উন্নত প্রযুক্তিদ্ব ব্যবহার (ডিফিউমার থেকে বাংকার ব্যবস্থার প্রচলন), মূলধন সমস্যা ইত্যাদির জর্জরিত, উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সমবায় হিমঘরগুলির ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে কমপক্ষে ১০,০০০ মেট্রিক টন করা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির জন্য এন.সি.ডি.সি. সহায়তায় হিমঘরগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা হয়।

বর্তমানে ফুল, ফল ও সব্জী ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা একান্ত আবশ্যিক, ৭৫ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র হিমঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল স্বল্প সময়ের জন্য রাখতে পারে এবং মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে তা বিক্রয় করতে পারে। এখানে নিগম প্রকল্পের ২০ পারসেন্ট অনুদান হিসাবে প্রদান করতে পারে।

ফসল উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ ও বিপননে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিকে এন.সি.ডি.সি. আরও বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ-

বাণিজ্য উন্নয়ন।

প্রকল্পভিত্তিক সুবিধা।

কৃষিক্ষেত্রের প্রক্রিয়াকরণ।

সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প।

উন্নয়ন ও বিকাশমুখী কার্যক্রম।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধা পেতে যথাবিধি নির্দেশনামা তথা আবেদন পত্রের সংযোজনীর প্রয়োজন আছে। যার প্রতিলিপি সংযোহিত হল। বাংলা তর্জমা না থাকায় ইংরাজী অভিমতে পরিকল্পনাগুলি সংযোজিত হত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপনন মহাসংঘ লিমিটেড প্রাথমিক বিপনন সমিতিগুলির মারফৎ সার তথা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষিজ সামগ্রী বন্টনের মাধ্যমে শ্রমদিবস সৃষ্টি করে। এ ব্যতীত উক্ত মহাসংঘ ন্যূনতম ধার্যমূল্য প্রকল্পে কৃষকদের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহ করে। এই বাবদ সরকার বাহাদুর অনুদান বাবদ যথেষ্ট সংখ্যক অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন।

শ্রমিক সমবায় ও কারিগরী সমবায় ঃ

বর্তমানে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক সমবায় ও কারিগরী সমবায়ের গঠন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

শ্রমিক সমবায় ঃ

প্রধানতঃ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেসরকারি ঠিকাদার তথা প্রমোটারদের শোষণ থেকে রক্ষা করে তাদের স্বার্থ'রক্ষা তথা আর্থিক উন্নতি প্রকল্পে রাজ্য সরকার শ্রমিকশ্রেণীর সমবায় গঠনে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এই ধরনের সমবায় সমিতিগুলি। সরকারী কাজের ক্ষেত্রে যেমন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত নলকূপ খনন। বসানো মাটি কাটা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে কাজের বরাত পাওয়ার ক্ষেত্রে জামানত রাখার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ছাড় দেওয়া হয়। উক্ত সমিতিগুলি দ্বারা যথেষ্ট সংখ্য শ্রমদিবস সৃষ্টির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। অতি সম্প্রতি এন.সি.ডি.সি. শ্রমিক সমবায়ের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। এখানে নিগম প্রকল্পের ২০ পারসেন্ট অনুদান দিচ্ছেন।

কারিগরী সমবায় ঃ

কারিগরী। ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয় এবং স্নাতক বেকার যুবকদের বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কারিগরী সমবায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই ধরনের সমবায় সমিতিগুলি কর্মসংস্থানের ব্যাপারে স্বনির্ভর হতে বিশেষ সাহায্য করে। রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগের মোট কাজের বরাতের ২০ পারসেন্ট কাজ এ ধরনের সমবায় সমিতিগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্য সরকার এই ধরনের সমিতিগুলিকে অংশীদারী মূলধন এবং অনুদান সহায়তা দিয়ে থাকেন।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ঃ

কৃষি ও সহযোগীক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সমস্ত রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা নামক প্রকল্পটি চালু করেছেন যার আওতায় সেচ সহ অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরী কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও বিপনন, সংগ্রহ কেন্দ্র প্রস্তুতিকরণ, যেখানে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ধান ও অন্যান্য তন্ডুলজাতীয় শস্যাদির ক্রয় ও বিক্রয় করা সম্ভব। ক্ষুদ্রায়তন হিমঘর নির্মাণের ফলে পুষ্প ও উদ্যানপালনের সমস্ত উৎপাদিত বস্তু সমূহ সংরক্ষিত করা এবং মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে চাষীরা সমস্ত দ্রব্যাদি সরকারী সংস্থার মান্ডিতে সরাসরি বিক্রয় করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব, এটি স্টেট প্ল্যানের অন্তর্গত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ এর মুখ্য সঞ্চালক।

আবাসন ক্ষেত্রে ঃ

বিভিন্ন আয়বর্গের লোকের আবাসন সমস্যার সমাধানের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আবাসন সংঘ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উক্ত আবাসন সংঘ দ্বারা নির্মিত গৃহাদি উচ্চ মধ্য, নিম্ন আয়বর্গের লোকেদের বিশেষতঃ তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত লোকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। উক্ত মহাসংঘ তার সহযোগী প্রাথমিক আবাসন সমিতিগুলিকে গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

অতি সম্প্রতি মহাসংঘ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে (রাজারহাট, মানিকতলা, গল্ফক্লাব ইত্যাদি) অঞ্চলে এবং বস্তি অঞ্চলে নিজস্ব প্রকল্প আরম্ভ করেছে। উক্ত মহাসংঘের কার্যকরী মূলধনের বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার অংশগত মূলধন খাতে আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

এছাড়াও সারা রাজ্যে প্রাথমিক আবাসন সমিতিগুলি তাদের সদস্যগণকে গৃহনির্মাণের সাহায্যার্থে এক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে থাকে।

উক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন মহাসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের শর্তাবলী ঃ

১।; প্রধানতঃ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার বয়স ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও প্রকল্পের আনুমানিক খরচ বিবেচনা করা হয়।

২। ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময় ২০ বৎসর বা ঋণ গ্রহীতার বয়স ৬৫ বৎসর (যেটি কম হবে)।

৩। ব্যক্তি বিশেষ সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হতে পারে।

৪। বকেয়া ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত মূল্য ধার্য্য করা হয় না।

পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করার পূর্বে সদস্যকে-

(১) দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান

(২) গৃহের অবস্থান

(৩) চাকুরী তথা আয়ের প্রামান্য যাচাই

(৪) সরোজামিন যাচাই

(৫) বিভাগীয় বাস্তুকারের শংসাপত্র প্রদান করতে হবে।

ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ঋণদাদনের পূর্বে সদস্যদের নাম নথীভুক্ত করণের সাথে সাথে মূল দলিল ও মূল পরিকল্পনা প্রদান করতে হবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর

	বিষয়	পৃষ্ঠা

বর্তমান দৃষ্টিকোনে বেকার যুবক-যুবতীদের কাছে প্রাণীসম্পদ প্রকল্প একটি লাভজনক রোজগারের পথ হিসেবে তুলে ধরা হয়। আর একটা বৈশিষ্ট হল এই নতুন প্রকল্পগুলি রূপায়ণে ব্যাঙ্ক ঋণ অথবা নিজস্ব বিনিয়োগ দরকার।

এ জন্য বরাদ্দ অর্থের বিবরণ দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	টি. এফ. ও (প্রকল্প ব্যয়)	সহায়ক অর্থ	ব্যাঙ্ক ঋণ/ নিজস্ব বিনিয়োগ
১।	হাঁস, মুরগীর নার্সারি	৫০,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২।	বাণিজ্যিক পোল্ট্রি লেয়ার ইউনিট	৫০,০০,০০০	৫,০০,০০০	৪৫,০০,০০০
৩।	ছাগ পালন খামার	১,০০,০০০	২৫,০০০	৭৫,০০০
৪।	ভেড়া পালন খামার	১,০০,০০০	২৫,০০০	৭৫,০০০
৫।	শূকর পালন খামার	১,০০,০০০	৪০,০০,০০০	৬০,০০০
৬।	বাছুর প্রতিপালন খামার	১২,০০০	২,৪০০	৯,৬০০
৭।	পশু ও হাঁস মুরগী জাত পণ্য বিপণন	৫,০০,০০০	১,০০,০০০	৪,০০,০০০

জেলা ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আগ্রহ, এলাকায় প্রকল্পের সম্ভাবনা, যা আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল, চাষিদের পছন্দ, বাজারের চাহিদা ইত্যাদি পর্যালোচনার পর সংশ্লিষ্ট প্রাণীসম্পদ ও খামার অধিকারের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা করা হয়।

(ক) নির্বাচনের মূল পদ্ধতি

- সমস্ত বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনপত্র চাওয়া হয়।
- এই আবেদনপত্র ব্লক স্তরে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং জেলাস্তরে উপ-অধিকর্তার কাছে জমা দিতে হয়।
- কারা এই সুবিধা পাবেন তা স্থির করেন ব্লক/জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি। প্রয়োজনে নির্বাচক মণ্ডলীতে আরো কাউকে নেওয়া যেতে পারে।
- কোনো জেলায় প্রকল্পের মোট স্থিরিকৃত সংখ্যা যদি/ঐ জেলার ব্লকের সংখ্যার চেয়ে বেশি না হয় তবে নির্বাচন জেলা পর্যায়ে করা হয় আর প্রকল্পের সংখ্যা যদি ব্লকের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয় তবে নির্বাচন ব্লক পর্যায়ে হবে।

(খ) মুরগী ও হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই বিতরণ মহিলাদের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ২০০৫-০৬ সাল থেকে করা হচ্ছে যা ২০০৮-০৯ পর্যন্ত চলবে। ২০ লক্ষ মুরগী ও হাঁসের বাচ্চা স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্য রাখা আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রাণী-সম্পদ বিকাশ বিভাগ

স্ব-নির্ভর যোজনার আবেদন পত্র

প্রকল্পের নাম --

জেলার নাম --

ব্লকের নাম --

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম --

পৌরসভার নাম ও ওয়ার্ড নং --

নাম --

পিতা / স্বামীর নাম --

ঠিকানা (স্থায়ী)--

ঠিকানা (বর্তমান)--

নাগরিকত্ব ---------------------------------- জাতি ----------------------------------

বয়স ---------------------------------- তপশিলি জাতি | উপজাতি ----------------------------------

শিক্ষাগত যোগ্যতা --

পরিবারের লোকসংখ্যা --

বাৎসরিক আয় --

আয়ের উৎস --

---------------------------------- ----------------------------------

পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষর আবেদনকারীর স্বাক্ষর

স্থাবর সম্পত্তি

১) বাড়ীর বিবরণ ---

২) জমির বিবরণ ---

৩) প্রাণী-খামার আছে কি না ---------------------,

৪) থাকলে তার বিবরণ ---

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ---

বর্তমান প্রকল্পে আগ্রহী কি না ------------------------------

প্রকল্পের মোট মূল্য -------------------------------------

অনুদানের পরিমান --

ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমান -------------------------------------

ব্যক্তিগত লগ্নির পরিমান ---------------------------------

ব্যক্তিগত লগ্নির উৎস --

প্রকল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আছে কি না ---

থাকলে তার বিবরণ ---

ব্যাঙ্কের নাম ---

ঠিকানা ---

ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য জামিন প্রয়োজন কি না ------------------------------

প্রয়োজন হলে জামিনের বিবরণ ও আর্থিক মূল্য ---

উপরোক্ত সমস্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে আমার পক্ষ থেকে কোন রকম মিথ্যাচার প্রমান হলে আমি অবিলম্বে অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দেব ও এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে সমস্তরকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

NURSERY UNIT FOR 500 BIRDS

UNIT COST OF NURSERY WITH 500 BIRDS

ASSUMPTIONS

A TECHNOECONOMIC PARAMETERS

I	No of birds to be kept	500
II	Rearing period (Weeks)	4
III	System of housing	Deep litter

		No. of birds	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
a)	No of batches of Chicks purchased	550	8	8	8	8	8
b)	Grower weeks	500	48	48	48	48	48

IV	Feed consumption during growing period (Kg per bird per week)	0 30
V	Construction of sheds Bricks and mud wall, bamboo, purlins and thatched roof	
VI	Mortality	10%

B FINANCIAL PARAMETERS

I	Cost of Day-Old-Chicks Streight Run (Rs) including transportation	10 00
II	Cost of Chick's feed (Rs)	10 50
III	Cost of Medicines, Vaccines, Litter and Misc charges upto laying (Rs Per bird per week)	0 60
IV	Insurance premium per bird(Rs)	0 65
V	Sale price of Birds (Rs)	18 00
VI	Sale price of gunny bags (Rs Per bag)	10 00
VII	Construction cost (Rs Per Sq. ft)	75 00
VIII	Brooder equipment (Rs Per bird)	10 00

A CAPITAL COST	Measurement	Unit	Rate	Total cost	
Construction of sheds					
2 Brooder cum grower sheds	Sq ft	413	75 00	30938	
Brooder equipment		550	10 00	5500	
Total cost 'A'				**36438**	**36523**

B RECURRING EXPENDITURE (CAPITALISED)

1	Cost of day-old-chicks (500+10% extra)	No	550	10.00	5500
2	Cost of chick feed upto 4 Weeks	No	600	10 50	6300
3	Cost of Medicines, Vaccines, Litter and Misc charges upto 4 Weeks	No	550	2 40	1320
4	Insurance of birds from day-old to 4 Weeks	No	550	0 65	358
	Total Cost 'B'				**13478**
	TOTAL A+B				**49915**
	OR SAY				**50000**
	SUBSIDY [illegible]				**[illegible]**
	OWNERS' CONTRIBUTION / BANK LOAN				**25000**

C ECONOMICS OF A NURSERY WITH 500 BIRDS

	1ST YR	2ND YR	3RD YR.	4TH YR	5TH YR
I COSTS					
a) Capital Costs	50000	-	-	-	-
b) Recurring Costs					
i) Cost of day-old-chicks (500+10% extra)	5500	5500	5500	5500	5500
ii) Cost of feed Upto 4 Weeks	6300	6300	6300	6300	6300
iii) Cost of Medicines, Vaccines, Litter and Misc charges Upto 4 Weeks	1320	1320	1320	1320	1320
iv) Insurance of birds from day-old to 4 Weeks	358	358	358	358	358
v) Depreciation	0	3919	3919	3919	3919
TOTAL COSTS	**63478**	**17396**	**17396**	**17396**	**17396**
II BENEFITS					
a) Sale of birds	68400	68400	68400	68400	68400
b) Sale of Gunny bags	1050	1050	1050	1050	1050
c) Closing stock value	-	-	-		17669
TOTAL BENEFITS	**69450**	**69450**	**69450**	**69450**	**87119**
III GROSS BENEFITS	5973	52054	52054	52054	69723
V NET PROFIT AFTER LOAN REPAYMENT	-1778	62250	62800	63350	81569

V BCR, NPW AND IRR	1ST YR	2ND YR	3RD YR	4TH YR	5TH YR	TOTAL
1 PW of benefits @ 15%	60422	52504	45698	39725	43298	241647
2 PW of costs @ 15%	55225	13152	11447	9951	8646	98420
3 BCR @ 15%	**2.46 :1**					
4 NPW @ 15%	5196	39353	34251	29775	34652	**143227**
5 PW of Gross Benefits @ 45%	4121	24778	17074	11764	10877	**68613**
6 PW of Gross Benefits @ 50%	3978	23112	15408	10307	9203	**62007**
7 IRR	**>50%**					

BANK LOAN REPAYMENT SCHEDULE

Year	Loan Amount	Interest @ 11% PA	Total amount	Net Surplus	Repayment of Loan	Net Surplus
1st	25000	2750	27750	5973	7750	-1778
2nd	20000	2200	22200	69450	7200	62250
3rd	15000	1650	16650	69450	6650	62800
4th	10000	1100	11100	69450	6100	63350
5th	5000	550	5550	87119	5550	81569

UNIT COST OF GOATERY
(UNIT SIZE : 50 FEMALES + 5 MALE)

ASSUMPTIONS

A TECHNOECONOMIC PARAMETERS

Breed BLACK BENGAL
Good quality healthy Bengal Does of 10-11 months age weighing about 10-12 kg and 1 year old Buck weighing about 12-15 kg are to be purchased

III They will be bred in the month of purchase
IV Supplementary feeding is done during breeding season for Bucks (200 gms/day), at onset of breeding, during late pregnancy and lactation of does (150 gms per doe), and for kids (100 gms per day per kid)
V Gestation period - 150 days
VI Kidding interval - 8 months
VII Kidding percentage - 160%
VIII Sex ratio - 1 1
IX Mortality in adults - 5% and in kids - 10%

B FINANCIAL PARAMETERS

		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year	
I	Conc Feed for Does (Kg)	840	840	840	840	840	
II	Conc Feed for Buck (Kg)	85	85	85	85	85	
III	Conc Feed for Kids (Kg)	1350	2735	2735	2735	2735	
IV	Adult months	660	660	660	660	660	
V	Kid months	525	900	900	900	900	
VI	Kids available for sale (after mortality)		113	117	113	117	
VII	Cost of conc Feed (Rs Per kg)						8 00
VIII	Medicines & misc expenses						
	a) Rs Per adult month						3 50
	b) Rs Per kid month						1 50
IX	Number of acres of irregated land for fodder production considered in the project Green fodder and plantation will be produced on the farm Fodderproductionand plantation expenses is considered in the cash flow analysis. During 1st year only two seasons are considered						2
X	Total area of fodder cultivation and plantation in Hectare						1
XI	Cultivation cost in Rs. Per Acre						2500
XII	Sale price of Goats (Rs Per Piece - on an average)						1,000

XIII Closing stock at the end of 5th year

		Number	Value (Rs) per kid
Adults		55	1500
Kids		70	800

XIV	Income from sale of gunny bags per tonne (20 bags/ tonne @ Rs 10/- per bag)	200
XV	Veterinary aid, Breeding cost/ animal/ year (Rs)	500
XVI	Insurance premium (%)	5
XVII	Cost of elctricity, water & other overheads (Rs /animal)	45
XVIII	Depreciation of sheds (%)	
XIX	a) Sheds	5
	b) Equipments	10
	Value of closing stock (Rs. Per animal)	0
XX	Interest rate (%)	11
XXI	Repayment period (Years)	5

INVESTMENT COST		Measure ment	Unit	Rate	Total cost
1	Construction of night shelter	Sq ft	600	65	39000
2	Cost of 50 Does	No	50	800	40000
3	Cost of 5 Bucks	No	5	1000	5000
4	Transportation	No	55	10	550
5	Supplementary feed cost for				
	a) Buck @ 200 gms per day for 12 weeks	Kg	84	6	504
	b) Does @ 150 gms per day for 22 weeks	Kg	1155	6	6930
6	Insurance for 1st year		45000	0 05	2250
7	Fodder raising expenses	Acres	1	2500	2500
8	Cost of electricity, water & other overheads (for 1st year)	Rs	55	45	2475
9	Miscellaneous costs	Rs			800
	Total cost 'A'				100009
	OR SAY				100000
	SUBSIDY 25%				25000
	OWNERS' CONTRIBUTION / BANK LOAN				75000

C ECONOMICS OF A GOAT FARM WITH 50+5 ANIMALS

		1ST YR.	2ND YR	3RD YR	4TH YR	5THYR	5TH YR
I COSTS							
a)	Capital Costs	84550					
b)	Recurring Costs						
1)	Supplementary feed cost for						
	a) Does	5040	5040	5040	5040	5040	5040
	b) Bucks	510	510	510	510	510	510
	c) Kids	8100	16410	16410	16410	16410	16410
2)	Insurance	2250	2250	2250	2250	2250	2250
3)	Fodder and plantation expenses	2500	2500	2500	2500	2500	2500
4)	Cost of electricity, water & other overheads	2475	2475	2475	2475	2475	2475
5)	Miscellaneous costs	800	800	800	800	800	800
	TOTAL COSTS	106225	29985	29985	29985	29985	29985
II BENEFITS							
a)	Sale of Goats	0	90000	93600	90000	93600	90000
b)	Sale of gunny bags	341 25	549	549	549	549	549
b)	Closing stock value	0	0	0	0	0	138500
	TOTAL BENEFITS	341.25	90549	94149	90549	94149	229049
III GROSS BENEFITS		-105884	60564	64164	60564	64164	199064
IV NET BENEFITS		-21334	60564	64164	60564	64164	199064
V LOAN REPAYMENT		0	24158	22508	20858	19208	17558
VI. NET PROFIT AFTER REPAYMENT OF LOAN		-21334	36407	41657	39707	44957	181507

BCR, NPW AND IRR

		1ST YR.	2ND YR.	3RD YR.	4TH YR.	5TH YR	6TH YR	TOTAL
1	PW of benefits @ 15%	275	68455	61950.042	51794.028	45097	91876	319448
2	PW of costs @ 15%	85724	22669	19730	17151	14363	12028	171664
3	BCR @ 15%	1.86 :1						
4	NPW @ 15%	-17216	45786	42220	34643	30735	79849	216016
5	PW of Gross Benefits @ 45%	-73060	28828	21046	13687	10010	21435	21947
6	PW of Gross Benefits @ 50%	-14208	26890	18993	11992	8470	17518	69654
7	IRR	>50%						

BANK LOAN REPAYMENT SCHEDULE

Year	Loan Amount	Interest @ 11% PA	Total amount	Gross Surplus	Repayment of Loan	Net Surplus	
1st	75000	8250	83250	0	0	0	Grace year
2nd	83250	9158	92408	60564	24158	36407	
3rd	68250	7508	75758	64164	22508	41657	
4th	53250	5858	59108	60564	20858	39707	
5th	38250	4208	42458	64164	19208	44957	
6th	23250	2558	25808	199064	17558	181507	

UNIT COST OF SHEEP FARMING
(UNIT SIZE : 50 FEMALES + 5 MALE)

ASSUMPTIONS

A TECHNOECONOMIC PARAMETERS

I	Breed · GAROLE
II	Good quality healthy Bengal Does of 10-11 months age weighing about 10-12 kg and 1 year old Buck weighing about 12-15 kg are to be purchased
III	They will be bred in the month of purchase
IV	Supplementary feeding is done during breeding season for Rams (200 gms/day), at onset of breeding, during late pregnancy and lactation of Ewes (150 gms per doe), and for kids (100 gms per day per kid)
V	Gestation period - 150 days
VI	Kidding interval - 8 months
VII	Kidding percentage - 160%
VIII	Sex ratio - 1 1
IX	Mortality in adults - 5% and in kids - 10%

B FINANCIAL PARAMETERS

		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year	
I	Conc Feed for Ewes (Kg)	840	840	840	840	840	
II	Conc Feed for Rams (Kg)	85	85	85	85	85	
III	Conc Feed for Kids (Kg)	1350	2735	2735	2735	2735	
IV	Adult months	660	660	660	660	660	
V	Kid months	525	900	900	900	900	
VI	Kids available for sale (after mortality)		113	117	113	117	
VII	Cost of conc Feed (Rs Per kg)						8 00
VIII	Medicines & misc expenses						
	a) Rs Per adult month						3 50
	b) Rs Per kid month						1 50
IX	Number of acres of irregated land for fodder production considered in the project Green fodder and plantation will be produced on the farm Fodder production and plantation expenses is considered in the cash flow analysis During 1st year only two seasons are considered						2
X	Total area of fodder cultivation and plantation in Hectare						1
XI	Cultivation cost in Rs Per Acre						2500
XII	Sale price of Sheeps (Rs Per Piece - on an average)						1,000

XIII Closing stock at the end of 5th year

		Number	Value (Rs.)
			per kid
Adults		55	1500
Kids		70	800

XIV	Income from sale of gunny bags per tonne (20 bags/ tonne @ Rs 10/- per bag)	200
XV	Veterinary aid, Breeding cost/ animal/ year (Rs)	500
XVI	Insurance premium (%)	5
XVII	Cost of eletricity, water & other overheads (Rs./animal)	45
XVIII	Depreciation of sheds (%)	
XIX	a) Sheds	5
	b) Equipments	10
	Value of closing stock (Rs Per animal)	0
XX	*Interest rate (%)*	11
XXI	Repayment period (Years)	5

A INVESTMENT COST

		Measurement	Unit	Rate	Total cost
1	Construction of night shelter	Sq ft	600	65	39000
2	Cost of 50 Does	No	50	800	40000
3	Cost of 5 Bucks	No.	5	1000	5000
4	Transportation	No	55	10	550
5	Supplementary feed cost for				
	a) Buck @ 200 gms per day for 12 weeks	Kg	84	6	504
	b) Does @ 150 gms per day for 22 weeks	Kg	1155	6	6930
6	Insurance for 1st year		45000	0.05	2250
7	Fodder raising expenses	Acres	1	2500	2500
8	Cost of electricity, water & other overheads (for 1st year)	Rs	55	45	2475
9	Miscellaneous costs	Rs			800
	Total cost 'A'				100009
	OR SAY				100000
	SUBSIDY 25%				25000
	OWNERS' CONTRIBUTION / BANK LOAN				75000

C ECONOMICS OF A GOAT FARM WITH 50+5 ANIMALS

	1ST YR	2ND YR	3RD YR	4TH YR	5THYR	5TH YR
COSTS						
a) Capital Costs	84550					
b) Recurring Costs						
1) Supplementary feed cost for						
a) Does	5040	5040	5040	5040	5040	5040
b) Bucks	510	510	510	510	510	510
c) Kids	8100	16410	16410	16410	16410	16410
2) Insurance	2250	2250	2250	2250	2250	2250
3) Fodder and plantation expenses	2500	2500	2500	2500	2500	2500
4) Cost of electricity, water & other overheads	2475	2475	2475	2475	2475	2475
5) Miscellaneous costs	800	800	800	800	800	800
TOTAL COSTS	106225	29985	29985	29985	29985	29985
II BENEFITS						
a) Sale of Goats	0	90000	93600	90000	93600	90000
b) Sale of gunny bags	341 25	549	549	549	549	549
b) Closing stock value	0	0	0	0	0	138500
TOTAL BENEFITS	341.25	90549	94149	90549	94149	229049
III GROSS BENEFITS	-105884	60564	64164	60564	64164	199064
IV NET BENEFITS	-21334	60564	64164	60564	64164	199064
V LOAN REPAYMENT	*0*	*24158*	*22508*	*20858*	*19208*	*17558*
VI. NET PROFIT AFTER REPAYMENT OF LOAN	-21334	36407	41657	39707	44957	181507

V BCR, NPW AND IRR

		1ST YR.	2ND YR.	3RD YR	4TH YR.	5TH YR.	6TH YR	TOTAL
1	PW of benefits @ 15%	275	68455	61950.042	51794.028	45097	91876	319448
2	PW of costs @ 15%	85724	22669	19730	17151	14363	12028	171664
3	BCR @ 15%	1.86 :1						
4	NPW @ 15%	-17216	45786	42220	34643	30735	79849	216016
5	PW of Gross Benefits @ 45%	-73060	28828	21046	13687	10010	21435	21947
6	PW of Gross Benefits @ 50%	-14208	26890	18993	11992	8470	17518	3073335
7	IRR	>50%						

BANK LOAN REPAYMENT SCHEDULE

Year	Loan Amount	Interest @ 11% PA	Total amount	Gross Surplus	Repayment of Loan	Net Surplus	
1st	75000	8250	83250	0	0	0	Grace year
2nd	83250	9158	92408	60564	24158	36407	
3rd	68250	7508	75758	64164	22508	41657	
4th	53250	5858	59108	60564	20858	39707	
5th	38250	4208	42458	64164	19208	44957	
6th	23250	2558	25808	199064	17558	181507	

COMMERCIAL PIG FARMING WITH 10 (TEN) SOWS AND 1 (ONE) BOAR

Introduction: The challenges faced by our country in securing the food as well as nutritional security to fast growing population need an integrated approach for livestock farming. Among the various livestock species, piggery is most potential source of m

ECONOMICS OF PIG FARMING - AT A GLANCE

1	Unit size:	10 Sows with 1 Boar
2	System of rearing:	Semi intensive system
3	State	West Bengal
4	Unit Cost (Rs.)	
5	Bank Loan (Rs.)	
6	Margin Money (Rs.)	
7	Repayment period (Years)	5 with one year grace period.
8	Interest rate (%)	12
9	BCR at 15% DF	
10	NPW at 15% DF (Rs.)	
11	IRR (%)	

SN	Particulars	Specifications	Physical Units	Unit Cost (Rs./ Unit)	Total Cost (Rs.)
1	Sheds and other structures				
	a) Farrowing pens (4) lactating sow	80 Sft. Per sow	320 Sft.	50	16000
	b) Boar cum service pen	50 Sft. Per boar	50 Sft.	50	2500
	c) Dry sow pens (6)	30 Sft. Per dry sow	180 Sft.	50	9000
	d) Fattener shed - I	12 Sft. Per fattener	240 Sft.	50	12000
	e) Fattener shed - II	20 Sft. Per fattener	400 Sft.	50	20000
2	Cost of equipment	LS	11 Nos.	200	2200
3	Cost of breeding stock including transport				
	a) Cost of sows		10 Nos.	1200	12000
	b) Cost of boar		1 Nos.	1500	1500
4	Capitalization of recurring expenses for first				
	a) Breeder feed cost	3 Kg per Boar	12208 Kgs.		
		3.5 Kg per Sow			
		90% Kitchen Garbage	10987 Kgs.	0.5	5493
		10% Concentrate	1220.8 Kgs.	6	7325
	b) Piglet feed cost	0.2 Kg / piglet / day	1080 Kgs.	6	6480
	c) 1st Batch of fattener feed cost	1.5 Kg/fattener/day	2700 Kgs.		
		90% Kitchen Garbage	2430 Kgs.	0.5	1215
		10% Concentrate	270 Kgs.	6	1620
	d) Insurance cost	6% of breeding stock	13500 Rs.	0.06	810
	e) Cost of medicines etc. for breeder stock for	Animals	117 Nos.	10	1170
	f) Misc expenses for breeder stock for	Months	240	5	1200
5	Total Financial Outlay				100513
6	Or say				100000
7	Subsidy @ 40% of TFO				40000
8	Bank Loan @ 60% of TFO				60000

ECONOMICS OF PIG FARMING - TECHNO ECONOMIC PARAMETERS

1	No. of Sows (6-7 months old)	10
2	No of boars	1
3	No. of batches	2
4	Interval between two batches (months)	3
5	No. of farrowings per year	2
6	No of piglets per sow per farrowing	11
7	Mortality among piglets	20%
8	Mortality among fatteners	10%
9	Mortality among adults is not considered as insurancce coverage is available.	
10	Weaning period (Months)	2
11	Space requirement (Sft)	
	Boar	70
	Lactating sow with it's piglets	100
	Dry sow	30
	Fattener of 3-5 months age	20
	Fattener of 6-8 months age	25
12	Supplementary feed requirement (Kg / Day)	
	Boar	3
	Sow	3.5
	Weaner	0.2
	Fattener (3-5 months age)	1.5
	Fattener (6-8 months age)	2
13	Concentrate feed % to total feed	10%
14	Kitchen garbage % to total feed	90%
15	Cost of construction of sheds (Rs / Sft)	75
16	Cost of boar (Rs.)	1500
17	Cost of sow (Rs.)	1200
18	Cost of weaner feed (Rs. / Kg)	8
19	Cost of concentrate feed (Rs. / Kg)	7
20	Cost of kitchen garbage (Rs. / Kg)	0.5
21	Insurance (%)	6%
22	Cost of medicines and vaccines	
	Weaner / fattener (Rs. / Month)	5
	Adults (Rs. / Month)	10
23	Cost of power, water, other misc. expenses	
	Weaner / fattener (Rs. / Month)	2
	Adults (Rs. / Month)	5
24	Labour	Own
25	No. of piglets sold per sow per farrowing (2 months old)	4
26	No. of fatteners sold per sow per farrowing (8 months old)	4
27	Sale price of piglets (Rs. / piglet)	700
28	Average weight of fattener (Kg)	80
29	Sale price of fattener (Rs. Per fattener) - Rs. 40/- per Kg body weight	3200
30	Income from manure	
	Weaner / fattener (Rs. / Month)	2
	Adults (Rs. / Month)	5
31	No. of gunny bags per ton of feed	13.3
32	Income from gunny bags (Rs. / bag)	40
33	Depreciation on sheds (%)	5%

34	Depreciation on equipments etc. (%)	10%
35	Subsidy (%)	40%
36	Bank Loan (%)	60%
37	Interest rate (%)	11%
38	Repayment period (Years)	5
39	Grace periods (Years)	1

ECONOMICS OF PIG FARMING - HERD PROJECTION CHART

YR	MONTH	Breeding stock		No. of piglets born	No. of lactating piglets $	No. of fatteners		Sale of	
		1st batch	2nd batch			3-5 Months $	6-8 Months $	Piglets	Fatteners
I	1	G	-	-	-	-			
	2	G	-	-	-	-	-		
	3	G	-	-	-	-	-		
	4	P	G	-	-	-	-		
	5	P	G	-	-	-	-		
	6	P	G	-	-	-	-		
	7	P	P	-	-	-	-		
	8	L	P	55	45	-	-		
	9	L	P	55	45	-	-	20	
	10	P	P			20	-	-	
	11	P	L	55	45	20	-	-	
	12	P	L	55	45	20	-	20	
II	13	P	P			20	20	-	
	14	L	P	55	45	20	20	-	
	15	L	P	55	45	20	20	20	20
	16	P	P			20	20	-	-
	17	P	L	55	45	20	20	-	-
	18	P	L	55	45	20	20	20	20
	19	P	P			20	20	-	-
	20	L	P	55	45	20	20	-	-
	21	L	P	55	45	20	20	20	20
	22	P	P			20	20	-	-
	23	P	L	55	45	20	20	-	-
	24	P	L	55	45	20	20	20	20
III	And so on								

riod P - Pregnancy period L - Lactating period

$ - No. of glets id fatteners of different age groups for working out economics were taken after considerin the

Closing stock and alt

1 Breeding stock (10 +1) : 150% of original value

f 2 months old piglets : Sale value of piglets.

ch of nths old : 60% of sale price of fatteners.

ECONOMICS OF PIG FARMING - CASH FLOW ANALYSIS

SN	Particulars		I	II - IV	V	
I	Costs:					
1	Capital Cost:		75200	0	0	
2	Recurring Costs:					
	a) Breeder feed cost		12818	14691	14691	
	b) Piglet feed cost		6480	12960	12960	
	c) Fattener feed cost		2835	62598	62598	
	d) Insurance cost		810	810	810	
	f) Cost of medicines etc.					
		For breeder stock	110	1320	1320	
		For Weaners / Fatteners	1060	4240	4240	
	g) Misc. Expenses					
		For breeder stock	110	528	528	
		For Weaners / Fatteners	1060	4240	4240	
	TOTAL COSTS		100483	101387	101387	
II	Benefits:					
1	Sale of Piglets		28000	56000	56000	
2	Sale of fatteners		0	256000	256000	
3	Sale of gunny bags		2120	5480	5480	
4	Sale of manure					
	From Breeder stock		585	660	660	
	From young stock		480	1680	1680	
5	Depreciation value of					
	a) Sheds		0	0	44625	
	b) Equipments		0	0	1100	
6	Value of closing stock		0	0	42390	
III	TOTAL BENEFITS		31185	319820	407935	
IV	NET BENEFITS		-69298	218433	306548	
	Discount Factor @ 15%		0.870	1.985	0 497	
	Discount Benefits @ 15%		27131	634843	202744	864717
	Discounted Costs @ 15%		87420	201253	50389	339062
V	NPW @ 15% DF		Rs.	525655		
VI	BCR			2.55	:1	
	Discount Factor @ 50%		0.667	0.938	0.132	
	Discount Benefits @ 50%		20800	299991	53847	374639
	Discounted Costs @ 50%		67022	95101	13383	175506
VII	NPW @ 50% DF		Rs	199133		
VIII	IRR		>	50%		

ECONOMICS OF PIG FARMING - REPAYMENT SCHEDULE

Year	Loan Amount	Interest @ 11% PA	Total amount	Gross Surplus	Repayment of Loan	Net Surplus
1st	60000	7200	67200	5902	0	5902
2nd	67200	8064	75264	218433	20064	198369
3rd	55200	6624	61824	218433	18624	199809
4th	43200	5184	48384	218433	17184	201249
5th	31200	3744	34944	218433	15744	202689
6th	19200	2304	21504	218433	14304	204129

NUTRIENT REQUIREMENTS OF BREEDING STOCK

Type of animal	Breed Gilts 110 - 250	Lactating Gilts and Sows 140 - 250	Young Boars & adult boars 110 - 250
Energy and Protein			
DE (Mcal / Kg)	3.3	3.3	3.3
ME (Mcal / Kg)	3.17	3.17	3.17
Crude Protein (%)	14	15	14
Inorganic nutrients			
Calcium	0.75	0.75	0.75
Phosphorus	0.5	0.5	0.5
Salt	0.5	0.5	0.5

NUTRIENT REQUIREMENTS OF GROWING STOCK

Type of animal	Breed Gilts 110 - 250	Lactating Gilts and Sows 140 - 250	Young Boars & adult boars 110 - 250
Energy and Protein			
DE (Mcal / Kg)	3.5	3.5	3.3
ME (Mcal / Kg)	3.36	3.36	3.17
Crude Protein (%)	22	18	14
Inorganic nutrients			
Calcium	0 8	0.65	0.5
Phosphorus	0.6	0.5	0.4
Sodium	-	0.1	-
Chlorine	-	0.13	-

HEIFER REARING SCHEME

[Cost of feed, medicine, vaccine etc. of a crossbred/ pure breed heifer from 1 month to 36 months age]

Sl No	Age (month)	Requirement / day (gm)	Rate (Rs. / kg)	Total quantity (kg)	Cost (Rs.)	Sub Total Cost (Rs.)	Subsidy (Rs)	Bank Loan/ Owner's Contribution (Rs)
A.	**Requirement of Calf Starter**							
	1 to 2	180	10.00	5.40	54 00		27.00	27 00
	2 to 3	200	10.00	6 00	60 00	114 00	30 00	30 00
B.	**Requirement of Concentrate**							
	3 to 5	300	8.00	18 00	144.00		28 80	115.20
	5 to 7	400	8.00	24.00	192 00		38 40	153 60
	7 to 8	500	8 00	15 00	120 00		24 00	96.00
	8 to 9	600	8.00	18 00	144 00		28 80	115 20
	9 to 10	700	8.00	21 00	168 00		33 00	134 40
	10 to 11	800	8.00	24 00	192.00		38.40	153 60
	11 to 12	900	8.00	27.00	216 00		43 20	172 80
	12 to 20	1,000	8.00	240.00	1,920 00		384 00	1,536 00
	20 to 36	1,300	8.00	624 00	4,992 00	8,088.00	998 40	3,993 60
C.	**Requirement of Green Fodder**							
	10 to 11	2,000	0.50	60.00	30.00		6 00	24.00
	11 to 12	2,000	0.50	60.00	30 00		6 00	24 00
	12 to 20	3,000	0 50	720 00	360 00		72 00	288 00
	20 to 36	5,000	0.50	2,400 00	1,200 00	1,620 00	240 00	960 00
D.	**Requirement of Dry Fodder**							
	10 to 11	1,000	1.50	30 00	45.00		-	45 00
	11 to 12	1,000	1.50	30 00	45 00		-	45 00
	12 to 20	1,200	1 50	288 00	432 00		-	432 00
	20 to 36	1,500	1 50	720 00	1,080 00	1,602 00	-	1,080 00
E.	**Medicine & Vaccine**							
E.1.	**Anthelmentic**							
	1 to 2	300 mg		8 00	8 00		8 00	-
	2 to 3	300 mg		8.00	8 00		8 00	-
	3 to 5	600 mg		16 00	16.00		16.00	-
	5 to 7	600 mg		16.00	16.00		16 00	-
	7 to 8	750 mg		20.00	20 00		20 00	-
	8 to 9	750 mg		20.00	20.00		20.00	-
	9 to 10	750 mg		20.00	20.00		20 00	-
	10 to 11	750 mg		20.00	20.00		20 00	-
	11 to 12	750 mg		20.00	20 00	148.00	20 00	-
E.2.	**Vitamins & Minerals**							
	Vitamins	5 Lit		300.00	300 00		165.00	135 00
	Minerals	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E.3.	**Vaccine Schedule**							
	FMD			30.00	30.00		30.00	-
	HS & BQ			5.00	5.00	35.00	5.00	-
		TOTAL			**12,007.00**		**2,401.60**	**9,605.40**
		OR SAY			**12,000.00**		**2,400.00**	**9,600.00**

MODEL SCHEME ON MARKETING OF POULTRY PRODUCTS :-

OBJECT : Dressing of broiler birds for production of ready to cook marketable raw chicken and ready to eat chicken products.

ASSUMPTIONS

A. TECHNOECONOMIC PARAMETERS

I	Capacity of the project	300 birds of 1 5 kg Average body weight per day.
II	Nature of Technique adopted	Semi automatic processing with relevant electrical apparatus
III	Duration of processing	+ 5 days
IV	Distribution Channel & Market	Own sale counter/ Through Agent.
V	Slaughter days in a week	5 days per week, 50 wekks per annum
VI	Product Processing days in week	2 days
VII	Availability of dressed meat	70% of live weight
VIII	Raw Chicken to be sold	80% of dressed meat
IX	Utilization for preparation	20% of dressed meat
X	Meat Bone ratio	50 50
XI	Sale of non edible waste	40 kg/1000 birds.

B. FINANCIAL PARAMETERS

I	Procurement cost of Chicken birds (Rs. per kg)	45 00
II	Product Process (Rs per kg)	15 00
III	Packaging cost Raw chicken (Rs. per kg)	1 00
IV	Packaging cost processed products (Rs. per kg)	8 00
V	Labour cost a) Skilled labour (Rs. per day)	100.00
	b) Unskilled labour (Rs Per day)	70 00
VI	Sale price of dressed chicken (Rs. per kg)	70.00
VII	Sale price of chicken products (Rs. per kg)	180.00
VIII	Sale price of feather & other non edible waste (Rs. per kg)	4 00
IX	Water & electricity charge (Rs. per kg)	0.25

A. CAPITAL COST

		Unit	Rate	Number	Amount (Rs.)
1	Arrangement of Retail poultry dressing & selling house (15 x 20 sq.ft.	LS		1	Own arrangement
2	Interior decoration	LS		1	- do -
3	Equipment & appliances				
	i) Semiautomatic poultry processing unit	1	125000	~	125000.00
	ii) Processing equipments	1	150000	~	150000.00
	iii) Other equipments	1	80000	~	80000.00
	iv) Generator & watering system	1	50000	~	50000.00
	v) Electrification charges	LS	30000	~	30000.00
	Total Cost 'A'				435000.00

B. RECURRING EXPENDITURE (CAPITALISED)

		Measurement Unit meat	Unit/ Kg.	Rate (Rs.)	Total cost (Rs.)
1	Cost of 300 Chicken birds (Upto 3 days)		1350	45	60750.00
2	Products Processing cost (Upto 3 days)		94.5	15	1417.50
3	Packaging cost of raw chicken (Upto 3 days)		756	1	756.00
4	Packaging cost of products		94.5	8	756 00
5	Labour cost (6 workers) a) Skilled 2			700	1400.00
	b) Unskilled 4			490	1960.00
6	Electrical Cost & water for 3 days		900	0.25	225.00

Total Cost 'B'		67264.50
TOTAL A + B		502264.50
	Ca ital	500000.00
SUBSIDY 20%		100000.00
REST AMOUNT		400000.00
50% GRANT OF G.O.I. AS INTEREST FREE LOAN		200000.00
40% BANK LOAN (INTEREST RATE AS PER AGRL ACTIVITIES)		160000.00
10% SHARE OF BENEFICIARY		40000.00

C. ECONOMIC OF A CHICKEN PROCESSING PLANT

	1ST YR.	2ND YR.	3RD YR.	4TH YR.	5TH YR.
I. COSTS					
a) Capital cost	500000.00	~	~	~	~
b) Recurring cost					
i) Cost of chicken birds	5062500.00	5062500.00	5062500.00	5062500.00	5062500.00
ii) Product Processing cost	118125.00	118125 00	118125.00	118125.00	118125.00
iii) Packaging cost (Raw chicken)	63000.00	63000.00	63000.00	63000.00	63000.00
iv) Packaging cost (Products)	63000.00	63000.00	63000.00	63000.00	63000.00
v) Electricity & Water cost	18750.00	18750.00	18750.00	18750.00	18750.00
vi) Labour cost	168000.00	168000.00	168000.00	168000.00	168000.00
vii) Depreciation	~	43500.00	43500.00	43500.00	43500.00
Total cost	5993375.00	5536875.00	5536875.00	5536875.00	5536875.00
II. BENEFITS					
a) Sale of Raw chicken	4410000.00	4410000.00	4410000.00	4410000.00	4410000.00
b) Sale of products	1417500.00	1417500 00	1417500.00	1417500.00	1417500.00
c) Sale of non-edible waste (80 kg)	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
TOTAL BENEFIT	5839500.00	5839500.00	5839500.00	5839500.00	5839500.00

		1ST YR.	2ND YR.	3RD YR.	4TH YR.	5TH YR.
III. GROSS BENEFITS	-	153875.00	302625.00	302625.00	302625.00	302625.00
IV. NET PROFIT AFTER LOAN REPAYMENT	-	237875.00	221025.00	223425.00	225825.00	228225.00

V. BCR, NPW AND IRR

		1ST YR.	2ND YR.	3RD YR.	4TH YR.	5TH YR.	TOTAL
a) D.F @ 15%		0.870	0.756	0.658	0.572	0.497	
b) PW of benefits @15%		5080365	4414662	3842391	3340194	2902232	19579844
c) PW costs @ 15%		5214236	4185878	3643264	3167093	2751827	18962298
d) BCR @ 15%	>	1.04 : 1					
e) NPW @ 15%		-133871	228784	199127	173101	1504046	617546
f) DF @45%		0.88	0.476	0.328	0.226	0.156	
g) PW of benefits @45%		-106178	144049	99261	68393	47209	252739
h) DF @ 50%		0.666	0.444	0.296	0.198	0.132	
i) PW of gross benefit @50%		-102481	134365	89577	59920	39946	221327
j) IRR	>	50%					

মৎস্য দপ্তর

মৎস্য দপ্তর

ঝোরায় মৎস্য চাষ ঃ পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তরের অধীন কিছু সরকারি কর্মচারীর নিঃস্বার্থ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় বহু বছর ধরে লালিত মৎস্যচাষ এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। ১৯৮১-৮২ সালে প্রথম দার্জিলিং জেলার কালিম্পং-এ নির্দিষ্ট মাপের ৯টি ঝোরা নির্মাণ করে মৎস্য চাষ শুরু হয়। প্রতিটি ঝোরার আয়তন ১৫০০ বর্গ ফুট। মূলতঃ বিভিন্ন উচ্চতায় প্রবাহিত জলে মাছের বৃদ্ধি কেমন হয় এবং কি ধরনের মাছ কি রকম কৃষি পরিবেশগত অবস্থায় বাড়তে পারে এবং অর্থকরীভাবে কতটা ফলদায়ক হয় সেগুলি নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। দেখা যায় যে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির ফলে প্রতিটি ঝোরা থেকে ৯ থেকে ১০ মাসের মধ্যে প্রায় ১০০ থেকে ১২০ কেজি অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৭.৫-৯.০ টন মৎস্য আহরণ সম্ভব হয়েছে যা সমতলে মৎস্য উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি। বিষয়টি অবশ্যই অবিশ্বাস্য, অচিন্ত্যনীয় এবং কল্পনার অতীত যে ঐ রকম পরিবেশে এবং অত ছোট জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ঐ পরিমাণ হতে পারে। এই বিষয়টি পাহাড়ী লোকজনের ক্ষেত্রে মাছচাষের ব্যাপারে প্রথম আগ্রহ সৃষ্টি করে। প্রবাহিত ধারার জলাশয়ে মাছের আকার বৃদ্ধির ফলে এবং অল্প পুঁজিতে বেশী লাভ রাজ্যের মৎস্য দপ্তরকে এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, যা দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার গরীব মৎস্যচাষীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে এটি পার্বত্য এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য অধিক মাত্রার প্রোটিন সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি অসামান্য প্রকল্প। এ পর্যন্ত ৪০৭১টি ঝোরা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। দার্জিলিং-গোর্খা-পার্বত্য-পর্ষদের সহযোগীতায় রিয়াং-এ মাছের চারা উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে পুরোমাত্রায় চলছে। দপ্তর এই ধরনের চারা উৎপাদনের আরও কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে পুরোমাত্রায় চলছে। দপ্তর এই ধরনের চারা উৎপাদনের আরও কিছু প্রকল্প গ্রহণ করছে যাতে দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমায় মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় চারার যোগান অব্যাহত থাকে।

রঙীন মাছ চাষ ঃ সৌন্দর্যের চাহিদা মেটান ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রঙীন অথবা অ্যাকুয়ারিয়াম মাছের এক বিশেষ বাণিজ্যিক ভূমিকা রয়েছে। রঙীন মাছের আকর্ষণীয় রঙ, ঠান্ডা প্রকৃতি ও ছোট আকারের জন্য বদ্ধ কৃত্রিম জলাশয়ে রাখা, প্রজনন ও পালন করা সম্ভব হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এদের পালন করলে দেশের ভিতরেই অনেক অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। এছাড়া একই প্রকল্পের মাধ্যমে রঙীন মাছ বিদেশে রপ্তানি করলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা ছাড়াও গ্রামীণ ও শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় দিক সৃষ্টি করতে পারে।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রঙীন মাছের বাজার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলেছে। রঙীন মাছের সবচেয়ে বড় বাজার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এর পরে ইউরোপ ও জাপানের স্থান। বিশ্বের ভিতর যে কয়েকটি দেশে মিষ্টি জলের এবং সমুদ্রজাত রঙীন মাছের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তাদের মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম সারিতে। কিন্তু বিরাট প্রকৃতির ভাণ্ডার, সহায়ক পরিবেশ এবং শ্রমজীবি জনসাধারণের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব বাণিজ্যে রঙীন মাছ রপ্তানি বাবদ আয় মাত্র আড়াই কোটি টাকা যা সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড ইত্যাদি ছোট ছোট দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের আয়ের তুলনায় খুবই নগণ্য। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, যে পরিমাণ রঙীন মাছ বিদেশে রপ্তানি হয় তার শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরবরাহ করা হয়। MPEDA এক হিসাবে দেখিয়েছে যে রঙীন মাছ রপ্তানি করে ভারতবর্ষ বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে যদি উৎসগুলির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা যায় এবং পরিবহন, যোগাযোগ ও বাজার তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়।

রাজ্য মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে সারা দেশে রঙীন মাছ প্রজনন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে MPEDA-র হিসাব অনুযায়ী রঙীন মাছের রপ্তানি করে বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা রাজ্যের পক্ষে খুবই সম্ভব। মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা (FFDA) এবং NCDC প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় রঙীন মাচ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই তিনটি জেলার সফল্যের ফলে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতি গঠন করে এই প্রকল্প রূপায়ণে মৎস বিভাগ উদ্যোগী হয়েছে। আগামী দিনে অতিরিক্ত পরিমাণ মৎস্য-বীজের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন জেলায় রঙীন মাছের হ্যাচারী তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ডহারবার-এর কাছে হরিদেবপুরে ২০০৫-০৬ সালে ট্রপিক্যাল অ্যাকুয়াকালচার সোসাইটি এই ধরনের একটি হ্যাচারি তৈরি করেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ পর্যন্ত মোট ২৪২৪টি রঙীন মাছ চাষ কেন্দ্র রাজ্যে তৈরি হয়েছে।

মৎস্যজীবিদের কল্যাণের জন্য এই দপ্তর বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্প যেমন, মৎস্যজীবিদের আবাসন সংস্থান, অবসরভাতা, দুর্ঘটনা বীমা, সঞ্চয় তথা ত্রাণ ইত্যাদি প্রকল্প বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই রূপায়ণ করে চলেছে। এই বছরের শেষ পর্যন্ত মোট ২৩৩৭০টি আবাসন নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায়। আগে ৩০০০ মৎস্যজীবিকে অবসরভাতা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল, কিন্তু এই বছরে এই সংখ্যা ১৫০০ বৃদ্ধি করে মোট ৪৫০০ করা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে মৎস্যজীবিদের জন্য দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন মৎস্যজীবির মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে তার পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাহায্য প্রদান। মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- এবং স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ২৫,০০০/- টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। এই বছর ৫ জন মৃত বা নিখোঁজ মৎস্যজীবি পরিবারকে ২,৫০,০০০/- টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। শুখা তথা কর্মবিরতি মরশুমে সামুদ্রিক মৎস্যজীবিদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয়। এই প্রকল্পে একজন মৎস্যজীবি বৎসরের ৮ (আট) মাস ৭৫ টাকা করে জমা করে এবং সমপরিমাণ টাকা সরকার প্রদান করে। ফলে সর্বমোট জমা হওয়া ১,২০০ টাকা, প্রকল্পের আওতাভুক্ত চাষীকে মাসিক ৩০০ (তিনশো) টাকা হারে বৎসরের শুখা মরশুমের ৪ (চার) টি মাসে প্রদান করা হয়। ২০০৭-২০০৮ আর্থিক বর্ষে ১০,০০০ জন সামুদ্রিক মৎস্যজীবি এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্তর্দেশীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবিদের জন্য পরিচয়পত্র বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবিধ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। রাজ্যে এ যাবৎ ৫টি মৎস্য বন্দর তৈরি হয়েছে এবং আরও দুটির কাজ চলছে। এছাড়া ১৩টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, খুচরা ডিজেল বিক্রয়ের ৪টি কেন্দ্র, ২টি শীতলীকরণ বিপনন কেন্দ্র, ১টি বার্জ জেটি, ৭টি নৌকা তৈরি কেন্দ্র, ২৬টি কংক্রিট সেতু ও কালভার্ট, ৪৮৯টি নলকূপ, গ্রামে ২০২০ কিলোমিটার রাস্তা, ৮৬টি কমিউনিটি হল, ২টি অডিটোরিয়াম, ১৬টি বন্যাদুর্গতদের আশ্রয়স্থল, ২৪টি মৎস্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩টি সামুদ্রিক মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র ও ২টি সাধারণ মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক এলাকায় মোট যন্ত্রচালিত ও সাধারণ নৌকার সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬৩০ ও ৪৮৫০। ৪৮৫০টি নৌকার মধ্যে প্রায় ১০০০ টি নৌকা সমবায় সমিতিগুলির দখলে আছে। কাকদ্বীপের কাছে একটি মৎস্য বন্দর নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরো ২টি মৎস্য বন্দর নির্মাণের কাজ চলছে।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার পৈলানে অবস্থিত দপ্তরের গবেষণা কেন্দ্রে রাজ্যের সমস্ত জেলার মহিলা মৎস্যজীবি এবং উদ্যোগীদের মাছের তৈরি আচার, পাঁপড়, ভাজা, মাছের প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটে মৎস্যজাত সূপ পাউডার, মাছের খাবার ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রঙীন মাছ যা সাধারণভাবে অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছ নামে পরিচিত তার ভালো বাণিজ্যিক মূল্য আছে। এই কথা চিন্তা করে মহিলা মৎস্যজীবিদের দ্বারা পরিচালিত এ পর্যন্ত ৭৮টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৩৩১১।

প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং গবেষণা এই দপ্তরের অত্যন্ত জরুরী কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে। এ পর্যন্ত এই রাজ্যে ২,৩৮,৩৯৩

জন মৎস্যজীবিকে ব্লক এবং জেলাস্তরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশীলি উপজাতি এবং মহিলা শ্রেণীভুক্ত মৎস্যজীবিদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৪১৫৮, ৫৮৫৪৯, ৫৬৮৬ এবং ১৩২৪৮ জন। নদীয়া জেলার কল্যাণীতে মৎস্যচাষে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্র অবস্থিত। পৈলান গবেষণা কেন্দ্রেও মৎস্যচাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ বছর রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগটিকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার স্বার্থে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চকগড়িয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্য মৎস্য দপ্তরের সক্রিয় উদ্যোগে রঙীন মাছ চাষ ও অন্যান্য মাছ চাষের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার একটি স্বল্পমেয়াদী পাঠক্রমও চালু আছে। এই বছর জেলা স্তরে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকূল্যে মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণের একটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বন দপ্তর

বন দপ্তর

	বিষয়	পৃষ্ঠা

মানব সমাজের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য বন ও বন্যপ্রাণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট রাজ্য কিন্তু এ রাজ্যের বন ও বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য অতুলনীয়। উঁচু পাহাড়ি জঙ্গল থেকে উত্তরবঙ্গের তরাই/ডুয়ার্সের বনাঞ্চল পর্যন্ত এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের লালমাটি অঞ্চলের শাল জঙ্গল থেকে সুন্দরবনের বাদাবন পর্যন্ত এই জীববৈচিত্র্যের বিস্তার। এই অপরূপ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের মতো জনবহুল রাজ্যে গত তিন দশকের অর্জিত সাফল্য সারা দেশের কাছেই উদাহরণযোগ্য। রাজ্যে এখন নথিভুক্ত বনভূমির আয়তন ১১,৮৭৯ বর্গ কিলোমিটার, যা রাজ্যের সমগ্র ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা ১৩.৩৮ ভাগ।

সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প

আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পতিত জমি, রাস্তার দুধার, খালপাড়, পুকুরপাড়, রেললাইনের দু-ধার, জমির আল এবং ব্যক্তিগত জমিতে গাছ লাগানোর এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কাজে মোট খরচের ৭০ শতাংশ শ্রমদিবস খাতে খরচ হয়। জনসাধারণ, এবং পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় সামাজিক বনসৃজনে পশ্চিমবঙ্গ নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করে। সাফল্যের এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এর ফলে রাজ্যে সবুজের আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি দেরাদুন ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০০১-২০০৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত ১৬৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সবুজের আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্য বন দপ্তরের জি আই এস কর্তৃক বিশ্লেষিত ২০০৬ সালের উপগ্রহ তথ্য অনুসারে মোট বনাঞ্চল প্রায় ১৫.৬৮ শতাংশ। মোট বৃক্ষাঞ্চলের অন্তর্গত ফুল বাগিচা, গ্রাম্য ফল বাগান, চা-বাগান এবং বাদাবন বর্তমানে রাজ্যের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের ২৭ শতাংশের বেশি বলে নির্ধারিত হয়েছে যা ২০০৭ সালের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে অংশগ্রহণকারি বন পরিচালনা ধারণায় অগ্রদূত যা ১৯৮৮-র জাতীয় বন নীতিতে পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বনপ্রান্তবাসীদের সামিল করে যুগ্ম বন পরিচালনার ভূমিকার ফলে গত দুই দশকে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪০০০ বর্গ কিমি ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বর্তমানে, প্রায় ৫.৫৬ লাখ সদস্যকে সামিল করে ৪০১১টি বনরক্ষা কমিটির এবং প্রায় ২১০০০ সদস্যকে সামিল করে ৯৩টি পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি ৫৫০০ বর্গ কিমি সংরক্ষিত বন ও ৭৪০ বর্গ কিমি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যকে রক্ষা করে চলেছে। ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত যুগ্ম বন পরিচালন অনুসারে প্রাপ্য অংশ হিসাবে বন রক্ষা কমিটির সদস্যদের ৫০.৫৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। উপরিউক্ত প্রাপ্য অংশ ছাড়াও, এফ পি সি সদস্যরা পুনরুজ্জীবিত বন থেকে বিনা মূল্যে অ-কাঠজ বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে পারেন।

বন উন্নয়ন সংস্থা

সম্প্রতি যৌথ বন পরিচালনার ক্ষেত্রে ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এফ ডি এ) গঠন করার ফলে একটি বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় বনায়ন কর্মসূচী বর্তমানে এই এফ ডি এ-গুলির মাধ্যমে রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর জন্য

ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় অরণ্যায়ন ও ইকো-ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করছে। রাজ্যে ইতিমধ্যে ২০টি এফ ডি এ গঠিত হয়েছে। এদের এখন পর্যন্ত ২৯.১১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থার মাধ্যমে বনায়ন, জমি ও আর্দ্রতা সংরক্ষণের মত কাজের পাশাপাশি শ্রমদিবস সৃষ্টির ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্প

বনবিভাগ জাতীয় গ্রাম্য নিয়োগ সুনিশ্চিত প্রকল্প-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ ২০০৬-০৭ সাল থেকে দশটি জেলায় শুরু করেছে। ২০০৭-০৮ সালে, এই প্রকল্পে বিভাগীয় বনাধিকারিক কর্তৃক প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৪.৪৮ কোটি টাকা। বনায়ন, ভূমি সংরক্ষণ এবং অন্যান্য শ্রম নিবিড় বনসৃজন প্রকল্প এই কাজের অন্তর্গত।

আর.আই.ডি.এফ. (গ্রাম্যক পরিকাঠামো-উন্নয়ন তহবিল) প্রকল্প

বন দপ্তর গ্রাম্য পরিকাঠামো-উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প রূপায়িত করছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং জলপাইগুড়িতে পাঁচটি আর আই ডি এফ প্রকল্প সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ট্রাঞ্চ দশ অনুসারে একটি আর আই ডি এফ প্রকল্পের কাজ বীরভূম জেলায় চলছে। তিন বছর ব্যাপী প্রায় ৫৫ কোটি টাকার মোট খরচের নটি প্রকল্প আর আই ডি এফ-দ্বাদশ অনুসারে অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নাবার্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে প্রথম বছরে ১৮.৭৩ কোটি টাকার বন্টন সহ কাজ শুরু হয়েছে। আর আই ডি এফ-১২ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে মোট ছটি প্রকল্প নাবার্ড-এর নিকট পেশ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে নাবার্ড এই প্রকল্পগুলি মঞ্জুর করেছে এবং তহবিল প্রদানের কাজটি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

বনসংলগ্ন গ্রামের উন্নয়ন কর্মসূচী

রাজ্যের ১৭০টি বন সংলগ্ন গ্রামের (বনবস্তী) উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে— যেমন রাস্তা নির্মাণ, নলকূপ রিং ওয়েল স্থাপন, পুকুর/সেচ নালা খনন, মাটির বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। এজন্য ২৮.০৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল াণ দপ্তর

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর

শিক্ষাগত প্রকল্প সমূহ

রাজ্য সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর তফসিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও কার্যসূচী গ্রহণ করে সেগুলির রূপায়নের কাজ করে চলেছে। এর ফলে বিগত ত্রিশ বছরে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনযাত্রার উন্নতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও শিক্ষার বিকাশ লক্ষনীয় ভাবে ঘটেছে। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষজন বহুকাল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। শিক্ষার অভাবেই তাঁরা সমাজের নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বোপরি অনগ্রসর শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাসূচীর উপর জোর দিয়েছে। শিক্ষার প্রসারে মোট ১৪টি কর্মসূচী / প্রকল্প রূপায়ন করণ চলছে। এগুলি হল ঃ

১। পুস্তকক্রয় ও মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বিতরণ ঃ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য মাধ্যমিক স্তরে ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীতে সরকারী / সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত / অনুমোদন প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত যোগ্য তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনাকে উৎসাহিত করার জন্য পুস্তক ক্রয় এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি প্রদান করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা বার্ষিক আয় ৩৬০০০ টাকা। এই বৃত্তির শ্রেণীগত হার নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

শ্রেণী	বার্ষিক হার
পঞ্চম	২০ টাকা
ষষ্ঠ	১৫০ টাকা
সপ্তম	২০০ টাকা
অষ্টম	২৮০ টাকা
নবম	৫০০ টাকা
দশম	৭৫ টাকা

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি — সংশ্লিষ্ট বোর্ড নির্ধারিত।

২। মাধ্যমিকস্তরে ভরনপোষন ভাতা ঃ

মাধ্যমিকস্তরে যে সমস্ত দরিদ্র অনাবাসিক উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী বাড়ী থেকে যাতায়াত করে পড়াশুনা করে তাদের বছরে ৪৮০ টাকা হিসাবে এই ভাতা দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা যাতে তাঁদের সন্তান সন্ততিদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠানোর ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করেন সেজন্য এই জনপ্রিয় প্রকল্পটি ১৯৭৯-৮০ সালে সরকার চালু করে। ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা বার্ষিক আয় ছত্রিশ হাজার টাকার অধিক নয়। তফসিলী জাতির ক্ষেত্রে ভাতা প্রাপকের মোট সংখ্যা ১,৬৩,৭৫০ এ বেঁধে দেওয়া আছে। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে কোন উর্দ্ধসীমা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত এই টাকা থেকে যাতায়াত খরচ এবং ছোটখাটো খরচ মেটায়।

৩। আবশ্যিক অন্যান্য ফি ঃ

বিদ্যালয় উন্নয়ন, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিদ্যালয় থেকে আবশ্যিক হিসাবে ধার্য্য এ সমস্ত ফি বাবদে শুধুমাত্র আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু বছরে ৩৫ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়।

৪। অ-পরিছন্ন পেশায় নিযুক্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি ঃ

মলমূত্র পরিস্কার করা ও মৃত জীবজন্তুকে সরিয়ে লোকালয়কে বাসযোগ্য রাখার পেশাকে সর্বভারতীয়ভাবে অ-পরিছন্ন পেশা বলা হয়ে থাকে। এ পেশায় নিযুক্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা যে কোনো ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করলে মাসিক ৩০০-৩৭৫ টাকা ও অনাবাসিকরা শ্রেণীভেদে ৪০-৭৫ টাকা, এছাড়াও প্রত্যেক এককালীন বাৎসরিক ৫৫০/৬০০ টাকা পাবে। সমাজে দুর্বলতম অংশের সন্তান সন্ততিদের স্বচ্ছ জীবনযাপন করার স্বার্থে এই প্রকল্পটির ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। ২০০৬-০৭ সনে ৩৫৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৩১ লক্ষ ১২ হাজার দেওয়া হয়।

৫। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রা বাস বৃত্তি ঃ

এই প্রকল্পগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য গরীব তফসিলী জাতি ও আদিবাসীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্বগৃহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের স্বচ্ছ জীবনযাত্রায় নিজেরা অংশ নিতে পারে সেইজন্য মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলি সুন্দর পরিবেশে তৈরী করা হয়েছে। এতে বাড়ি থেকে যাতায়াদের পরিশ্রম, খরচ ও সময় বাঁচে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ছাত্রাবাসগুলি পরিচালনা করেন। সারা রাজ্যে ১৩৯৫টি ছাত্রাবাসে ৪১৮৫০ জন তফসিলী জাতি ও ৩৪৫৫০ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভাতার হার বর্তমানে বার্ষিক ৬০০০ টাকা। ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা বার্ষিক আয় ছত্রিশ হাজার টাকা।

৬। আশ্রম ছাত্রাবাস ঃ

২০ অথবা ৩০ জন আবাসিকের জন্য প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাই / হাইস্কুল সংলগ্ন আশ্রম ছাত্রাবাস সারা রাজ্যে চালু আছে। এছাড়া শিক্ষা বিভাগ থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সমেত ১২টি আশ্রম ছাত্রাবাস অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ গ্রহণ করেছে। ফলে এখন মোট আশ্রম ছাত্রাবাসের সংখ্যা ২৯৪। আশ্রমবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ৮৭৫০ জন। ২০০৬-০৭ সনে এই প্রকল্পে ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। তেল, সাবান, কেরসিন, পোষাক, বিছানা, ঔষধ, খেলাধুলা বাবদও টাকা দেওয়া হয়। অভিভাবকের সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ছত্রিশ হাজার টাকা হলে এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অপরিছন্ন পেশায় নিযুক্ত তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের অনেক সময় নিজ নিজ বাড়ীতে পড়াশোনার পরিবেশ থাকেনা। সেজন্য এই বর্গের ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্রম ছাত্রাবাসেই রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আশ্রম ছাত্রাবাস ও আশ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৭। কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস ঃ

উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এ যাবৎ ৫৯টি ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাস পরিচালনা করছে। সবগুলিতে বর্তমানে ৪৩৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সীট আছে। আরও কয়েকটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস মঞ্জুর হয়েছে। সেগুলি নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সাহায্যে স্থানীয় প্রশাসন এই কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাসগুলি পরিচালনা করে। সীট থাকলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের এগুলিতে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সব ছাত্রাবাসের যোগ্য তফসিলী / আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিকোত্তর ছাত্রবৃত্তি পেয়ে থাকেন।

৮। ছাত্রীদের বিশেষ মেধা বৃত্তি ঃ

তফসিলী ও আদিবাসীদের ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য ও তাদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে বিশেষ মেধা বৃত্তি প্রকল্প চালু হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৩,০০০ ছাত্রী বর্তমান আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে উপকৃত হবে। বৃত্তির পরিমাণ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য মাসিক ১০০ টাকা, সপ্তম ও অষ্ঠম শ্রেণীর জন্য মাসিক ১২৫ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য মাসিক ১৫০ টাকা। এই প্রকল্প বাবদ বর্তমান বছরে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। অভিভাবকের সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ৬০,৯২০ টাকা।

৯। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ মেধা বৃত্তি ঃ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করে তফসিলী জাতি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পায় সে উদ্দেশ্যে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রাইভেট কোচিং-এর ব্যয় চালাবার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে মাসিক ৪০০ (চারশত) টাকা করে এই বিশেষ মেধা বৃত্তি দেওয়া হয়। অভিভাবকের সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ছত্রিশ হাজার টাকা। প্রত্যেক জেলায় কোটা ভাগ করে দেওয়া হয়। এ বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা ১,২০০ জন। এই প্রকল্পে বর্তমান মোট বার্ষিক ব্যয় সাতান্ন লক্ষ ষাট হাজার টাকা।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত মেধা উন্নয়ন প্রকল্পে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে বার্ষিক প্যাকেজ অনুদান ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা তফসিলী জাতি ২৪৮ এবং উপজাতি ৭২ জন।

১০। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে ছাত্রবৃত্তি ঃ

মাধ্যমিকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত আবাসিক / অনাবাসিক যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা সম্পূর্ণ করার জন্য বৃত্তির টাকা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার যে কোন নিকটবর্তী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক / সমবায় ব্যাঙ্ক / গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা থেকে দেওয়া হয়। এর জন্য তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে জেলা / মহকুমা / ব্লকে অবস্থিত সেই জেলা / মহকুমা / ব্লকে এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কাউন্টার থেকে প্রত্যেক যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট দরখাস্ত যথাযথ পূরন করার পর এবং প্রয়োজনীয় আয় এবং জাতিগত শংসাপত্র ইত্যাদি দেওয়ার পর একটি অধিকার পত্র (এনটাইটেলমেন্ট কার্ড) সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিমাসে নিম্নোক্ত হারে ভরনপোষন ভাতা দেওয়া হয়।

পাঠ্যক্রমের নাম	ভরনপোষন ভাতার মাসিক হার	
	আবাসিক	অনাবাসিক
১. বিভাগ		
এম.বি.বি.এস., বি.ই., বি.এ.এম.এস., বি.ভি.এম.সি., বি.এস.সি. (কৃষি), উচ্চ কারিগরি, সি.পি.এল.	৭৪০	৩৩০
২. বিভাগ		
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বি.এড., বি.পি.এড., লাইব্রেরী সায়েন্স, মিউজিক, ফাইন আর্টসে স্নাতোকোত্তর ডিপ্লোমা, এম.কম., এম.এ., এম.এস.সি.	৬০০	৩০০
৩. বিভাগ		
স্নাতক	৬০০	১৮৫
৪. বিভাগ		
একাদশ, দ্বাদশ, আই.টি.আই., বৃত্তিমূলক কোর্স	৬০০	১৪০

উপরোক্ত ভরনপোষন ভাতা ছাড়াও বেতন এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা এছাড়াও বিশেষভাতা পাওয়ার যোগ্য। করেসপন্ডেস কোর্সে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরাও বইপত্র কেনার জন্য ৭৫০ টাকা এবং কোর্স ফি পাওয়ার যোগ্য। পিতামাতা / অভিভাবকের বার্ষিক সর্বোচ্চ আয় এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হলেই তফসিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই সীমা একলক্ষ আট হাজার টাকা।

এছাড়াও ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি পেশাভিত্তিক পাঠক্রমে পাঠরত প্রতি দুইজন তফসিলী জাতি / উপজাতিভূক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে একসেট করে বই কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বইগুলি ফেরৎ দিতে হয়।

১১। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভূক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি প্রদান ঃ

মাধ্যমিক স্তরে যে সমস্ত দরিদ্র অনাবাসিক উক্ত সম্প্রদায়ভূক্ত ছাত্র-ছাত্রী বাড়ী থেকে যাতায়াত করে পড়াশুনা করে তাদের বছরে অনধিক ৪০০ টাকা হিসাবে এই ভাতা দেওয়া হয়। আবাসিকদের ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০০ টাকা ও নবম, দশম শ্রেণীর জন্য ২৫০০ টাকা দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা যাতে তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠানোর ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করেন সেই জন্য এই জনপ্রিয় প্রকল্পটি ২০০৩-০৪ সাল থেকে চালু করা হয়। ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা বার্ষিক আয় ৪৪,৫০০ টাকার অধিক নয়।

১২। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে ছাত্রবৃত্তি ঃ

মাধ্যমিকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা সম্পূর্ণ করার জন্য ২০০৩-০৪ সাল থেকে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। পিতামাতার সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ৪৪,৫০০ টাকা পর্যন্ত হলেই এই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রতিমাসে নিম্নোক্তহারে ভরনপোষন ভাতা দেওয়া হয় ঃ

পাঠ্যক্রমের নাম	ভরনপোষন ভাতার মাসিক হার	
	আবাসিক	অনাবাসিক
এ-বিভাগ		
এম.বি.বি.এস., বি.ই., বি.এ.এম.এস., বি.ভি.এম.সি., বি.এস.সি. (কৃষি), উচ্চ কারিগরি, ইত্যাদি	৪২৫	১৯০
বি-বিভাগ		
চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিপ্লোমা কোর্স, সি.পি.এল., হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এম.বি.এ.সি.এ., এম.এস.সি. ইত্যাদি	২৯০	১৯০
সি-বিভাগ		
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বি.এড., বি.পি.এড, লাইব্রেরী সায়েন্স, মিউজিক, ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, এম. কম., এম.এ. ইত্যাদি।	২৯০	১৯০
ডি-বিভাগ		
স্নাতক শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ	২৩০	১২০
ই-বিভাগ		
একাদশ, দ্বাদশ ও স্নাতক শিক্ষাক্রমের ১ম বর্ষ	১৫০	৯০

১৩। আবাসিক বিদ্যালয় ঃ

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত উঁচুমানের শিক্ষা দেবার জন্য পাঁচটি জেলায় জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয় চলছে। প্রতি শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ছাত্র-৩০ এবং ছাত্রী-৩০ জন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বিনাব্যয়ে থাকা ও খাবার দেওয়া হয়। এছাড়াও সরকারী ব্যয়ে বিদ্যালয়ের পোষাক ও পড়াশুনার জন্য যাবতীয় জিনিষপত্র ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয়। দক্ষিন দিনাজপুর ও বীরভূমে অনুরূপ দুটি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীতে আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় চলছে। এখানে সরকারী খরচে ৩৮০ জন ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে।

১৪। ফিডার স্কুল ঃ

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য রাজ্যের ৮টি জেলায় জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মালদা, শিলিগুড়ি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী ব্যয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট ফিড়ার স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী মাধ্যমে পড়ানো হচ্ছে। ঐ জেলাগুলিতে প্রত্যেক শ্রেণীতে মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সরকারী ব্যয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় আবাসনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

১৯৭৬ সালে পঃ বঙ্গ তপশিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম গঠিত হওয়ার পর থেকে এই নিগম দারিদ্র সীমার নীচে থাকা এবং পিছিয়ে পড়া তপশিলী জাতি ও আদিবাসীদের উন্নয়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পরিবার ভিত্তিক অর্থকরী উন্নয়ন প্রকল্প যথা ঃ এস.সি.পি., এন.এস.এফ.ডি.সি., এন.এস.টি., এফ.ডি.সি., এস.আর.এম.এস.-এর মাধ্যমে নিগম ঋণ, অনুদান, প্রান্তিক ঋণ দিয়ে থাকে। এছাড়া কেবলমাত্র তপশিলী জাতির জন্য মাইক্রো ক্রেডিট, মহিলা সমৃদ্ধিযোজনা এবং আদিবাসীদের জন্য মাইক্রো ক্রেডিট ও আদিবাসী মহিলাদের জন্য এ.এম.এস.ওআই. প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্প সুদে প্রয়োজন ভিত্তিক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অপরিচ্ছন্ন (স্ক্যাভেঞ্জার) কার্যে নিযুক্ত পরিবারের আর্থ সামাজিক মান্নোয়ননের লক্ষ্যে এস.আর.এম.এস. এবং সাফাই কার্যে নিযুক্ত পরিবারকে এন.এস.কে.এফ.ডি.সি. প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা ও ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপভোক্তার বয়স ১৮ থেকে ৫০ এর মধ্যে হতে হবে। উপভোক্তাকে কোন সরকারী, আধা সরকারী/ব্যাঙ্কিং সংস্থার ঋণ খেলাপকারী হওয়া চলবে না।

বিশেষ সহায়তা প্রকল্প (SCP)

যোগ্যতা মান ঃ

- **পারিবারিক বার্ষিক আয়ের উর্দ্ধসীমা ঃ**

  গ্রামাঞ্চলে — ১৯,৬৫৪ টাকা

  শহরাঞ্চলে/পৌরসভা — ২৭,২৪৭ টাকা

প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান ঃ

সর্বাধিক প্রকল্প ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা

অনুদান শতকরা ৫০ ভাগ অনুর্দ্ধ ১০,০০০ টাকা। ১২,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রকল্প ব্যায়ের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ সর্বাধিক ২,০০০ টাকা প্রান্তিক ঋণ পাওয়া যায় যার সুদের হার শতকরা ৪ টাকা। প্রকল্প ব্যায়ের বাকি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়।

কিছু প্রচলিত প্রকল্পের নমুনা ঃ

	প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (আনুমানিক)
১)	পাম্প সেট	১১,২২০ টাকা
২)	বলদ ও গাড়ী	১০,৫০০ টাকা
৩)	শূকর পালন	১৪,০০০ টাকা
৪)	গাভী পালন (২টি দেশী গাভী)	৮,৫০০ টাকা
৫)	বাঁশ ও বেতের কাজ	৭,৫০০ টাকা
৬)	কাঠের কাজ	১১,১৩০ টাকা
৭)	মুদির দোকান	১৫,৯৬৬ টাকা
৮)	মুরগী পালন (২০০টি পাখি)	২৬,৯৫০ টাকা
৯)	ভাচাতি	৬,৫০০ টাকা
১০)	সাইকেল ভ্যান	১৪,৫০০ টাকা
১১)	পান, বিড়ি, সিগারেট স্টল	৭,১৫০ টাকা

১২)	টেলারিং	৬,৩৯০ টাকা
১৩)	চায়ের দোকান	১৩,৬৫০ টাকা
১৪)	রেডিও মেরামত	১২,৩০০ টাকা
১৫)	ফেরিওয়ালা	১০,৬৭০ টাকা
১৬)	মাইক সেট	১৩,৮১০ টাকা

স্থান, কাল সাপেক্ষে প্রকল্প ব্যয় পরিবর্তনযোগ্য

এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও আরও অনেক সার্থক প্রকল্প চালু আছে।

জাতীয় তপশিলী বিত্ত ও উন্নয়ন প্রকল্প (NSFDC)

ও

জাতীয় আদিবাসী বিত্ত ও উন্নয়ন প্রকল্প (NSTFDC)

যোগ্যতামান ঃ

- **পারিবারিক বার্ষিক আয় ঃ**

গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে/পৌরসভায়
তপশিলী জাতি - ৪০,০০০ টাকা	৫৫,০০০ টাকা
আদিবাসী জাতি - ৩৯,৫০০ টাকা	৫৪,৫০০ টাকা

যোগ্যতা মান ঃ

- তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সংক্রান্ত মহকুমা শাসকের শংসাপত্র থাকতে হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- গাড়ীর ক্ষেত্রে আবেদনকারীর স্থায়ী চালক হিসাবে শংসাপত্র থাকতে হবে।
- প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথাযথ জামিনদারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আর্থিক সংস্থান

- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী তপশিলী জাতি এবং আদিবাসী উপভোক্তাগণ সর্বাধিক ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত অনুদান পেতে পারেন।
- তপশিলী উপভোক্তা শতকরা ৪ টাকা সুদে প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ২ অংশ সর্বাধিক ১০,০০০ টাকা প্রান্তিক ঋণ হিসাবে পেতে পারেন।
- আদিবাসী উপভোক্তা শতকরা ৪ টাকা সুদে প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ৫ অংশ সর্বাধিক ২০,০০০টাকা প্রান্তিক ঋণ হিসাবে পেতে পারেন।
- প্রকল্প অনুযায়ী উদ্যোক্তাকে অর্থলগ্নী করতে হবে।
- প্রকল্পের বাকী অর্থ এন.এস.এফ.ডি.সি. এবং এন.এস.টি.এফ.ডি.সি.-র মেয়াদী ঋণ — ৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ৬ টাকা সুদের হারে এবং ৫ লক্ষ টাকার উপরে শতকরা ৮ টাকা সুদের হারে ঋণ পাওয়া যাবে।
- প্রান্তিক ঋণ ও মেয়াদী ঋণ একযোগে ৫০টি এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৬০টি কিস্তিতে সমান মাসিক সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

প্রচলিত কিছু প্রকল্পের নমুনা ঃ

	প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (আনুমানিক)
১)	মহিন্দ্র চ্যাম্পিয়ন	২,০৮,০০০ টাকা
২)	টাটা ৪০৭	৪,৮৭,০০০ টাকা
৩)	টাটা সুমো	৪,৭২,০০০ টাকা
৪)	ডিজেল ট্রেকার	৪,০০,০০০ টাকা
৫)	ডিজেল ট্যাক্সি	৩,৫৪,০০০ টাকা
৬)	ঔষধের দোকান	১,০০,০০০ টাকা
৭)	পাওয়ার টিলার	১,২০,০০০ টাকা
৮)	চামড়ার দ্রব্য	১,০০,০০০ টাকা
৯)	রেডিমেড পোষাক	৯০,০০০ টাকা
১০)	গৃহপালিত গাভী	৬৩,০০০ টাকা
১১)	পোলট্রি (২০০০ পাখি ব্রয়লার)	৬৩,০০০ টাকা
১২)	কাঠের কাজ	৬৩,০০০ টাকা
১৩)	মারুতি ভ্যান	২,৯০,০০০ টাকা
১৪)	মুদিখানা	১,০০,০০০ টাকা
১৫)	কম্পুউটার গ্রাফিক্স ও ডি.টি.পি.	১,০০,০০০ টাকা
১৬)	স্টিল ফেব্রিকেশন	১,৫৮,০০০ টাকা
১৭)	হ্যান্ডলুম ক্লথ শপ	৫০,০০০ টাকা
১৮)	মিনিডোর পিক আপ ভ্যান	১,৮০,০০০ টাকা
১৯)	ট্রাকটার-ট্রেলারসহ	৪,১০,০০০ টাকা
২০)	ইলেকট্রিক রিপেয়ারিং শপ	১,১৬,০০০ টাকা
২১)	ব্যাটারী তৈরী	৯৫,০০০ টাকা
২২)	রূপোর গহনা তৈরী	৯০,০০০ টাকা
২৩)	ডাটা প্রসেসিং	১,৭০,০০০ টাকা

মাইক্রো ক্রেডিট (MICRO CREDIT)

এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপভোক্তা সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। জাতীয় তপশিলী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের যোগ্যতা মানের অধিকারী দরিদ্র তপশিলী আবেদনকারী এই প্রকল্পে সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। সুদের হার শতকরা ৪ টাকা।

উল্লেখ্য মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ পরিশোধ করার পর উপভোক্তা তপশিলী জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম থেকেও ঋণ পেতে পারেন।

লাভজনক আদিবাসী স্বনির্ভর সংস্থার মাধ্যমে মাইক্রো ক্রেডিট প্রকল্প ঃ

যোগ্যতা মান ঃ অন্যান্য আদিবাসী প্রকল্পের অনুরূপ।

আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ঃ সদস্য পিছু ১৫,০০০ টাকা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রতি সর্ব্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময় ঃ ২ বছর।

সুদের হার ঃ শতকরা ৪.৫০ টাকা।

তপশিলী মহিলাদের জন্য মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা (MSY)

আদিবাসী মহিলাদের জন্য আদিবাসী মহিলা স্বশক্তিকরণ যোজনা (AMSY)

- তপশিলী মহিলারা MSY প্রকল্পে সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলারা AMSY প্রকল্পে সর্বাধিক ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। সুদের হার শতকরা ৩ টাকা।
- দারিদ্রসীমার নীচের আবেদন কারী প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা অনুদান পেতে পারেন।
- MSY এর ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৩ বৎসর সময়ের মধ্যে এবং AMSY এর ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক কিস্তির ভিত্তিতে ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রকল্পে ঋণ ৬ বৎসর সময়ে এবং ২৫,০০০ টাকার উর্দ্ধের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১০ বৎসর সময়ে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

পুনর্বাসন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা প্রকল্প (SRMS)

যোগ্যতামান ঃ পুনঃসমীক্ষার পর মনুষ্য মলবহন কাজে সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে নিযুক্ত যে কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যরা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন।

এই প্রকল্পের আওতায় অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থকরী প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণান্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সরকারী আধাসরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান ঃ

- সর্বাধিক প্রকল্প ব্যয় ৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা মেয়াদীঋণের ক্ষেত্রে।
- ক্ষুদ্র প্রকল্পে (micro) সর্বাধিক প্রকল্প ব্যয় ২৫,০০০ টাকা।
- এস. আর. এম. এস. প্রকল্পে অনুদানের মাত্রা ঃ
  (ক) ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রকল্প ব্যয়ে অনুদান শতকরা ৫০ ভাগ।
  (খ) ২৫,০০১ টাকার উপরের প্রকল্পে অনুদান প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ সর্বনিম্ন ১২,৫০০ টাকা এবং সর্বাধিক ২০,০০০ টাকা।
- প্রকল্পের বাকি টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখা থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে।

সুদের হার ঃ

- ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রকল্পে উপকৃত মহিলা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বাৎসরিক সুদের হার শতকরা ৪ টাকা। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সুদের হার শতকরা ৫ টাকা।
- ২৫,০০০ টাকার ওপরে এই সুদের হার বাৎসরিক ৬ টাকা।

কয়েকটি প্রচলিত অর্থকরী প্রকল্পের নাম ঃ

ফল ও সবজি বিক্রয়, মাংসের দোকান, পান-বিড়ির দোকান, ঘড়ি সারাইয়ের দোকান, শূকর পালন, গোপালন, মুদিখানার দোকান, রেডিমেড পোষাক তৈয়ারী, কাঁচামালের ব্যবসা, অটো রিকসা, অটো ডেলিভারি ভ্যান, পিক আপ ভ্যান, সাইকেল ও বাইক সারাই এর দোকান।

এছাড়াও যে কোন সহায়ক প্রকল্প এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

জাতীয় সাফাই কর্মী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম এর প্রকল্প (NSKFDC)

যোগ্যতামান ঃ

- সাফাই কাজে রত যে কোন সম্প্রদায়ের পরিবারের লোকজন।
- পারিবারিক আয়ের কোন উর্দ্ধসীমা নেই।
- সর্ব্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৫ লক্ষ টাকা-এর শতকরা ৯০ শতাংশ জাতীয় নিগম ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে।

কিছু প্রচলিত প্রকল্প ঃ

১) অটো রিক্সা

২) অটো ডেলিভারি ভ্যান

৩) অটো পিক্ আপ ভ্যান

৪) রেডিমেড পোষাক

আবেদন পত্র প্রাপ্তির স্থান ঃ

- প্রত্যেক জেলায় নিগমের শাখা অফিস
- সংশ্লিষ্ট পৌরসভা / পৌরনিগম
- গ্রাম পঞ্চায়েত / বি ডি ও অফিস
- কলকাতা পুর এলাকার ক্ষেত্রে ডি.ডব্লু.ও. বিকাশভবন, বিধাননগর

	জেলার নাম	ঠিকানা	ফোন নং
১)	বাঁকুড়া	চাঁদমারিডাঙা, বাঁকুড়া	০৩২৪২-২৫১০৪৭
২)	জলপাইগুড়ি	নুতনপাড়া, জলপাইগুড়ি	০৩৫৬১-২৩০০৬৯
৩)	শিলিগুড়ি	মহকুমা পরিষদ কমপ্লেক্স, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি	০৩৫৩-২৪৩০৬০১
৪)	দার্জিলিং	৯, বলেন ভিলা রোড, দার্জিলিং	০৩৫৪-২২৫৩০২৮
৫)	উত্তর দিনাজপুর	কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ	০৩৫২৩-২৫৩১৪৬
৬)	দক্ষিণ দিনাজপুর	কালেকটরেট ভবন, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর	০৩৫২২-২৫৫৬২৭
৭)	মালদা	এন.এইচ-৩৪, রথবাড়ি, মালদা	০৩৫১২-২৬৬৯৫৫
৮)	মুর্শিদাবাদ	প্রশাসন ভবন (ত্রিতল), নং ৩০৩ (উত্তর) বহরমপুর	০৩৪৮২-২৫১১২৮

৯)	নদীয়া	২, ডি.এল.রায়.রোড (১ম তল), কৃষ্ণনগর	০৩৪৭২-২৫২৫৬৭
১০)	বীরভূম	প্রশাসন ভবন (দ্বিতল), সিউড়ি,	০৩৪৬২-২৫৫৭৪৬
১১)	পুরুলিয়া	প্রশাসন ভবন (নূতন), পুরুলিয়া	০৩২৫২-২২২৯০১
১২)	বর্ধমান	ট্রেজারী ভবন, কাছারি রোড, (দ্বিতল) বর্ধমান	০৩৪২-২৫৬৭৭০৬
১৩)	পশ্চিম মেদিনীপুর	জেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, মেদিনীপুর	০৩২২২-২৭৫৮৯৯
১৪)	হুগলী	আর্মেনিয়ান চার্চ লেন, চুঁচুড়া, হুগলী	০৩৩-২৬৮০২৩৫৪
১৫)	হাওড়া	৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, (হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমপ্লেক্স), হাওড়া	০৩৩-২৬৪১৫৩৪৩
১৬)	উঃ ২৪ পরগনা	২, কে.বি.বসু রোড, বারাসাত	০৩৩-২৫৫২৩২৬০
১৭)	দঃ ২৪ পরগনা	ট্রেজারী ভবন	০৩৩-২৪৭৯২০৬৭
১৮)	পূর্ব মেদিনীপুর	সালগাচিয়া, তমলুক স্টেশন রোড, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর	০৩২২৮-২৬৩৩৩৭
১৯)	কুচবিহার	মোতিমহল, কল্যাণ ভবন (দ্বিতল) এম. জে. এন. রোড, কুচবিহার	০৩৫৮২-২২২৬১৪

ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৫ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে (Act XXIX of 1995) অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম তৈরি করেছেন। এই নিগমের উদ্দেশ্য অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দারিদ্রসীমার দ্বিগুণের নিচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা। জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ সালে একই উদ্দেশ্যে জাতীয় অনগ্রসর সম্প্রদায় বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম তৈরি করেছেন। রাজ্য নিগম জাতীয় নিগমের স্টেট চ্যানেলাইজিং এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। সাধারণভাবে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৫ শতাংশ বহন করে জাতীয় নিগম, ১০ শতাংশ বহন করে রাজ্য নিগম, অবশিষ্ট ৫ শতাংশ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হয়।

১৯৯৯ সালে ২৬ মার্চ রাজ্য নিগমের নিজস্ব কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

জেলাস্তরে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিকগণ এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে আছেন। এ সম্পর্কে সরকারি আদেশনামা ও নির্দেশিকাবলী অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ থেকে বের হয়েছে। উপকৃত নির্বাচন-এর জন্য জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলাশাসক ও প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিককে নিয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে।

যোগ্যতা ঃ

১) ঋণগ্রহীতাকে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২) নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ-প্রদত্ত ওবিসি সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
৩) পরিবারের মোট বাৎসরিক আয় গ্রামাঞ্চলে ৪০,০০০ টাকা ও শহরাঞ্চলে ৫৫,০০০ টাকার মধ্যে হতে হবে।
৪) ব্যাঙ্ক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনাদায়ী ঋণ থাকা চলবে না।
৫) প্রস্তাবিত প্রকল্পে অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়।
৬) বয়স ১৮ বৎসর থেকে ৫০ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।
৭) আবেদনপত্রের সঙ্গে একটি প্রকল্প জমা দিতে হবে।

আবেদন করার পদ্ধতি ঃ

ছাপানো আবেদনপত্র স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি/মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশন অফিসে পাওয়া যাবে। এই ফর্মের জেরক্স করেও আবেদন করা যাবে।

যথাযথভাবে পূরণ করা প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি/মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশনের মাধ্যমে অঞ্চল আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে।

ব্যাঙ্ক ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা ও জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ প্রদান ও আদায় করা হয়।

(ক) টার্ম লোন

(১) এন.বি.সি.এফ.ডি.সি. নিগম — ৮৫ %
(২) ডব্লিউ.বি.সি.ডি.এফ.সি. — ১০ %
(৩) লভ্যার্থীর দেওয়া — ৫ %

(খ) মার্জিন মানি

(১)	এন.বি.সি.এফ.ডি.সি.	৪০ %
(২)	ডব্লিউ.বি.সি.ডি.এফ.সি.	৫ %
(৩)	ব্যাঙ্ক লোন	৫০ %
(৪)	লভ্যার্থীর দেওয়া	৫ %
	ঋণের সুদ	৬ % (বাৎসরিক)

পরিশোধ ঃ

সুদসহ ঋণ পাঁচ বছরের মধ্যে ২০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে উত্তর তারিখে (পোস্ট ডেটেড) চেকের মাধ্যমে শোধ দিতে হয়। পরিবহন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।

প্রকল্প নির্বাচন ঃ

আর্থিকভাবে লাভজনক এবং ব্যবসায়িকভাবে সফল যে কোনো প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত প্রকল্পগুলিতে সরাসরি ঋণ পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতীয় নিগমের অনুমোদন প্রয়োজন।

কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প ঃ

মাইক্রো ক্রেডিট ফাইনান্সিং

অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত মহিলাদের জন্য ঋণ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এন.বি.সি.এফ.ডি.সি. মাইক্রো ক্রেডিট ফাইনান্স চালু করেছে। এই ব্যবস্থা সরাসরি স্টেট চ্যানেলাইজং এজেন্সি দ্বারা স্বীকৃত এন.জি.ও.দের মাধ্যমে বা সেলফ্ হেল্প গ্রুপ-এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

এই প্রকল্পের বিশেষ দিকগুলি হল ঃ

১)	ঋণের পরিমাণ	:	এন.জি.ও. প্রতি সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা
			লভ্যার্থী পিছু সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা
২)	পরিশোধের সময়সীমা	:	৩৬ মাস
	ঋণের উপর সুদের হার	:	বাৎসরিক ৫%

স্বর্ণীমা ঃ

অনগ্রসর ব্যক্তিদের বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মহিলাদের স্ব-নির্ভর করার উদ্দেশ্যে 'স্বর্ণীমা ফর উইমেন' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি এইরূপ ঃ

- লাভার্থী মহিলাকে নিজের কোনো অর্থ লগ্নি করতে হবে না।
- এই প্রকল্পে লাভার্থী পিছু সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা।
- সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে যেখানে সুদের পরিমাণ বাৎসরিক ৬ শতাংশ, এই ক্ষেত্রের ঋণের উপর সুদের হার বাৎসরিক ৪ শতাংশ।

যোগ্যতাবলী ঃ

ভারত সরকার/রাজ্য সরকার কর্তৃক সময় সময় জারি করা অনুদেশের অন্তর্গত দারিদ্রসীমার মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মহিলারা এই প্রকল্পে ঋণ পেতে পারে।

শিক্ষা ঋণ ঃ

এন.বি.সি.এফ.ডি.সি. 'এডুকেশনাল লোন স্কিম' (শিক্ষাঋণ প্রকল্প) চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য দারিদ্রসীমার দ্বিগুণের নিচে বসবাসকারী অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা অর্জনে শিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়া হয়।

ঋণের উপর সুদ ঃ

বাৎসরিক ৪ শতাংশ (০.৫ শতাংশ ছাড় সময় নির্ধারিত পরিশোধের ক্ষেত্রে)।

পরিশোধের নিয়মাবলী ঃ

কোর্স শেষ হওয়ার ৬ মাস পর থেকে অথবা চাকুরিপ্রাপ্ত বা স্ব-নির্ভর প্রকল্পে নিযুক্তি যেটি আগে হবে, সেই সময় থেকে পরিশোধ প্রক্রিয়া শুরু হবে। পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৫ বৎসর মাসিক ভিত্তিতে। অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের এই ঋণ পাওয়ার জন্য নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা জেলা মঙ্গল আধিকারিকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।

ট্রেনিং প্রকল্প ঃ

অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের কারিগরি মেধা এবং শিল্প পরিচালনা মেধা উন্নীত করার জন্য এন.বি.সি.এফ.ডি.সি. প্রোজেক্ট লিঙ্কড্ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে।

অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে তারা কারিগরি শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক এবং কারিগরি বৃত্তিমূলক স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তুলতে পারে। এর জন্য স্টেট চ্যানেলাইজিং এজেন্সির মাধ্যমে অনুদান হিসাবে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়।

সাফল্যের সঙ্গে ট্রেনিং শেষ করার পর নিজের ব্যবসা স্থাপনের জন্য সেই সব ট্রেনিরা এন.বি.সি.এফ.ডি.সি.-র সাধারণ ঋণ প্রকল্প থেকেও ঋণ পেতে পারেন।

জাতীয় অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

	(সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয়) টাকা
১। অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিক শপ	১,৫০,০০০
২। বেকারি	৯২,০০০
৩। ব্যান্ড পার্টি ও অর্কেস্ট্রা	১,২০,০০০
৪। বিউটি পার্লার	৯০,০০০
৫। ব্লাঙ্কেট উইভিং	৭৪,০০০
৬। সি আই ওয়েল	৬০,০০০
৭। কার ওয়ার্কশপ	৬৩,৮০০
৮। ডিস অ্যান্টিনা	৯০,০০০

৯।	ইলেকট্রনিক সার্ভিস সেন্টার	৮০,০০০
১০।	ইলেকট্রনিক টাইপিং	৬৬,০০০
১১।	এস্টঃ প্রভিশনাল শপ	৬৪,০০০
১২।	ফিশিং বোট ইউনিট	১,২০,০০০
১৩।	জি আই বাকেট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট	১,২৪,৫০০
১৪।	জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং	৭৪,০০০
১৫।	জেনারেল স্টোর	৭৪,০০০
১৬।	গোট বিয়ারিং ইউনিট	৮৪,০০০
১৭।	হেয়ার ব্রাস ম্যানুফ্যাকচারিং	৮২,০০০
১৮।	হাওয়াই চপ্পল	৭৪,৫০০
১৯।	হোটেল	৭৮,০০০
২০।	ইনল্যান্ড প্রনকালচার	৪,৮০,০০০
২১।	আয়রন ইন্ডাস্ট্রি	৮৪,৮০০
২২।	ল্যামিনেশন সেন্টার	৮০,০০০
২৩।	ল্যান্ড পারচেজ-কাম-ইরিগেশন	৮৭,৬০০
২৪।	লন্ড্রি উইথ হাইড্রো এক্সটেনশন	১,২০,০০০
২৫।	লন্ড্রি উইদাউট হাইড্রো এক্সটেনশন	৯০,০০০
২৬।	লাইট ট্রান্সপোর্ট টেম্পো	১,০৯,৫০০
২৭।	লক মেকিং	৬৭,০০০
২৮।	মেডিকেল স্টোর	১,৭৪,০০০
২৯।	মিনি বাস	৪,৪৭,৫০০
৩০।	মডার্ন লণ্ড্রি ইউনিট	১,২০,০০০
৩১।	মার্লবেরি সেরিকালচার	১,২৩,০০০
৩২।	পেস্টিসাইড শপ	৭২,০০০
৩৩।	ফটো কপিয়ার ইউনিট	২,২৪,০০০
৩৪।	পাউন্ডিং মিল	৬৬,০০০
৩৫।	পাওয়ার লুম	১,২০,০০০
৩৬।	রেডিমেড গারমেন্ট অ্যান্ড এমব্রয়ডারি	৮৬,০০০
৩৭।	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি রিপেয়ার	৭২,৭৫০
৩৮।	রেস্টুরেন্ট	১,০৮,০০০
৩৯।	শ' মিল	৯৬,০০০
৪০।	শীতলপাটি	৭২,০০০
৪১।	এস টি ডি ও পি সি ও বুথ	১,০৩,৫০০
৪২।	ট্রাকটর	২,৬৬,০০০
৪৩।	ট্রাক	৪,৯০,০০০

৪৪। টায়ার রিট্রিডিং ইউনিট	১,৬৪,৫০০
৪৫। টিউবওয়েল	৪,১০,২৫০
৪৬। ভি ডি ও ক্যামেরা	১,৩০,৫০০
৪৭। উড কাটিং সেন্টার	৮২,৮০০
৪৮। ওয়ার্কশপ ফর টায়ার রিপেয়ার	১,২০,০০০
৪৯। পাওয়ার টিলার	৯০,০০০
৫০। অটোরিক্‌শা/অটো পিক-আপ ভ্যান	৭৫,০০০
৫১। কার্পেন্ট্রি	৬৩,০০০
৫২। সিলভার জুয়েলারি	৬০,০০০
৫৩। ডেয়ারি (দুই গাভী)	৪২,০০০
৫৪। ডেয়ারি (৪ বা ততোধিক গাভী)	১,০০,০০০
৫৫। রিজটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং	৬০,০০০
৫৬। ক্লে প্রসেসিং	১,০০,০০০
৫৭। পিসি কালচার	১,০০,০০০
৫৮। পোলট্রি	৭০,০০০
৫৯। টাটা-৪০৭	৪,৩০,০০০
৬০। অ্যামবাসাডার / ট্যাক্সি / ট্রেকার	৩,৭০,০০০
৬১। ইনটারনেট ধাবা	২,২৫,০০০
৬২। রেডিমেড গারমেন্টস	৬০,০০০

উপরোক্ত প্রকল্প ব্যতীত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় সম্পন্ন যে কোনও প্রকল্প।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রজ্ঞাপিত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের তালিকা

১। কাপালী
২। বৈশ্য কাপালী
৩। কুর্মী
৪। সূত্রধর
৫। কর্মকার
৬। কুম্ভকার, কুমার
৭। স্বর্ণকার
৮। তেলি, কলু
৯। নাপিত
১০। যোগি-নাথ
১১। গোয়ালা-গোপ, পল্লভ গোপ, বল্লভ গোপ, যাদব গোপ, গোপ, আহির এবং যাদব
১২। ময়রা-মোদক (হালওয়াই)
১৩। বারুজীবী, বারুই
১৪। সৎচাষী
১৫। মালাকার
১৬। জোলা (আনসারি-মোমিন)
১৭। কাঁসারি
১৮। তাঁতি তন্তুবায়
১৯। ধানুক
২০। শঙ্খকার
২১। কেওরি / কোইরি
২২। রাজু
২৩। নাগর
২৪। করনী
২৫। শরক
২৬। কোস্তা / কোস্থা
২৭। তাম্বুলি / তামালী
২৮। রনিয়ার
২৯। খ্রিস্টান (অনগ্রসর জাতি থেকে ধর্মান্তরিত)
৩০। লাখেরা / লাহেরা
৩১। ফকির / সাঁই
৩২। কাহার
৩৩। তামাং
৩৪। বেতকার (বেন্তকার)
৩৫। চিত্রকার
৩৬। ভুজেল

৩৭। নেওয়ার

৩৮। মঙ্গার (থাপা, রানা)

৩৯। নেমবাঙ্গ

৪০। সাম্পাঙ্গ

৪১। বাঙ্গচেঙ্গ

৪২। থামি

৪৩। যোগী

৪৪। ধিমল

৪৫। হাওয়ারী

৪৬। ভড়

৪৭। খান্দাইত

৪৮। গাগত

৪৯। তুরাহ

৫০। ধুনিয়া

৫১। পতিদ্বার

৫২। কশাই

৫৩। হেলা / হালিয়া / চাষী-কৈবর্ত

৫৪। বংশী-বর্মন

৫৫। নশ্ব-শেখ

৫৬। পহাড়িয়া-মুসলিম

৫৭। খেন

৫৮। সুকলি

৫৯। সুনুওয়ার

৬০। ভড়ভুজা

৬১। দেওয়ান

৬২। রাই (চামলিং)

৬৩। শেরঘা বেদিয়া

৬৪। রায়েন / কুঁতরো

১। **আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা (AMSY)**

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তপশিলী উপজাতির মহিলারা বিভিন্ন স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচীর অধীনে নিজেদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে পারেন। এটি একটি ঋণ ও অনুদানমূলক প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম, এর ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি এই চারটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও সিউড়ি ও মালদা এই দুটি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জলপাইগুড়ি দার্জিলিং, কোচবিহার, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উঃ ও দঃ দিনাজপুর জেলায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রকল্প রূপায়ণ নিগমের মূল কার্যালয়ের তদারকিতে সম্পন্ন হয়। প্রতিটি জেলাতেই গ্রামস্তরে উপভোক্তা নির্বাচন, প্রকল্প বাছাই, আবেদনপত্র পেশ থেকে শুরু করে ঋণ প্রদান ও ঋণ শোধ এই সম্পূর্ণ পর্বটিই সম্পন্ন করে স্থানীয় ল্যাম্পস। এই কর্মসূচীতে ঋণ অংশটি প্রদান করে ভারত সরকারের ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার মন্ত্রকের (উপজাতি কল্যান দপ্তরের) অধীনস্থ সরকারী সংস্থা ন্যাশানাল সিডিউল্ড্ ট্রাইবস্ ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NSTFDC)। রাজ্য সরকার অনুদানের অংশ প্রদান করেন। প্রথমাবধি এ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম *(WBSCSTFDC) স্টেট চ্যানেলাইজিং এজেন্সি হিসেবে এই প্রকল্প রূপায়ণ করছিল।* ২০০৭-০৮ আর্থিক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম এ রাজ্যে চ্যানেলাইজিং এজেন্সি হিসেবে আমসী ও অন্যান্য প্রকল্প সরাসরি রূপায়ণের জন্য এন্.এফ্.টি.এফ্.ডি.সি.-র অনুমোদন পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম-এর মাধ্যমে 'আমসী' প্রকল্প রূপায়ণের প্রাথমিক শর্তগুলি হল—

ক) এই কর্মসূচী দারিদ্রসীমার নীচে থাকা আদিবাসী পরিবারের মহিলারা এককভাবে অথবা স্বনির্ভর দলগঠনের মাধ্যমে নিতে পারবেন।

খ) উপভোক্তাদের স্থানীয় ল্যাম্পসের সদস্য হতে হবে

গ) বর্তমানে ৮০% স্বনির্ভর দলগঠনের মাধ্যমে ও ২০% একক উদ্যোগে এই কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে।

ঘ) স্বনির্ভর দল গঠিত হলে দলের সদস্যাদের স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক/ল্যাম্পস/রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে অবশ্যই একটি সঞ্চয় তহবিল খুলতে হবে এবং তাতে সকল সদস্যাকে প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ সঞ্চয় করতে হবে।

ঙ) দলের সদস্যাদের নিয়মিত মিটিং করতে হবে। সঞ্চিত অর্থ, ঋণের হিসাব সঠিক ভাবে নির্দিষ্ট খাতায় লিখে রাখতে হবে।

চ) ব্যক্তিগত বা দলগত যে কোনো উপভোক্তাকেই প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনোযোগী হতে হবে।

ছ) ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে।

প্রকল্প ঃ

'আমসী' কর্মসূচীর অধীনে পশুপালন, শালপাতার থালা তৈরী, চাটাই তৈরী, পান-বিড়ির দোকান, মুদির দোকান, ধান থেকে চাল তৈরী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যায়।

অর্থকরী দিক ঃ

দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত আদিবাসী পরিবারের মহিলারা একক বা দলগত ভাবে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হলে মাথাপিছু সর্বাধিক ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় হিসেবে পেতে পারেন। প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অথবা ১০,০০০ টাকার মধ্যে যেটি কম হবে সেই টাকা মোট প্রকল্পব্যয়ের অনুদান হিসেবে চিহ্নিত হবে। বাকী টাকা ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। ঋণের টাকার উপর ৩% সুদ ধার্য হবে। মাসিক কিস্তিতে ৬ বছরে (৭২ মাসে) মোট ঋণ সুদসহ শোধ করতে হবে।

বীমা ঃ

পশুপালন সহ অন্যান্য বীমাযোগ্য প্রকল্পগুলির যাতে অবশ্যই বীমাকরণ হয় সে ব্যাপারে ল্যাম্পস উদ্যোগ নেবেন ও উপভোক্তাদেরও সতর্ক করবেন।

যোগাযোগ ঃ

আদিবাসী মহিলারা তাদের নিকটস্থ ল্যাম্পস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া নিগমের আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয় ও মূল কার্যালয়েও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ ঃ

এন.এস.টি.এফ.ডি.সি. আমসী উপভোক্তাদের নির্দিষ্ট প্রকল্পের উপর দু-দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থির করেছে। এই বাবদ অর্থ তারা এই নিগমে প্রেরণ করে। নিগমের আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

তদারকি ঃ

ল্যাম্পস-এর পরিচালন পর্যদের সদস্যরা, নিগমের আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয়ের আধিকারিকরা আমসীর একক উপভোক্তা বা স্বনির্ভর দলগুলির কাজকর্ম নিয়মিত পরিদর্শন করবেন।

২। **গ্রামীন শস্য ব্যাঙ্ক ঃ**

গ্রামীণ এলাকায়, দরিদ্র, খাদ্যসঙ্কট-প্রবণ পরিবারগুলির জন্য এই প্রকল্প পরিচালনা করে ভারত সরকারের কনজুমার অ্যাফেয়ার, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিসট্রিবিউশন মন্ত্রক। এ রাজ্যে এই প্রকল্পটি অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পে চাল সরবরাহ করে ভারত সরকারের খাদ্য নিগম (FCI)।

নিয়ম ঃ

গ্রাম এলাকায় ৪০টি পরিবার নিয়ে একেকটি শস্য ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। প্রতিটি পরিবার ১ কুইন্টাল খাদ্যশস্য ঋণ হিসাবে পাবে। বন্টনের তারিখ থেকে একবছরের মধ্যে আদায় পরিশোধ করলে সুদ লাগবে না।

একেকটি শস্যব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য স্থানীয় মানুষদের নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করতে হবে যারা বিলিবন্টন ও আদায়ের কাজ করবে।

শস্যগোলা তৈরী, দাঁড়পাল্লা ক্রয়, পরিবহণ খরচ ইত্যাদি বহন করবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার।

গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত জায়গায় গোলা নির্মান করতে হবে এবং এটি অবশ্যই বীমার আওতায় আনতে হবে।

শস্য গোলার সদস্য পরিবারগুলি চালের বদলে ধান দিয়েও ঋণ শোধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১ কেজিঃ চালের বদলে

১ কেজিঃ ৫০০ গ্রাম ধান দিতে হবে।

প্রথম পর্যায়ে সর্বাধিক খাদ্যাভাব যুক্ত পরিবারগুলিতেই চাল বণ্টন করতে হবে।

গোলার যাবতীয় হিসাব কার্যকরী সমিতি সংরক্ষণ করবেন। শস্য ঋণদান ও আদায়ের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তারা পেশ করবে।

সমগ্র বিষয়টি স্থানীয় ল্যাম্পসের মাধ্যমে নিগমের আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয় পরিচালনা করে।

যোগাযোগ ঃ

শস্যগোলা গঠনের জন্য স্থানীয় ল্যাম্পসে বা নিগমের আঞ্চলিক/শাখা দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

আয়মূলক প্রকল্প (Income Generating Scheme) ঃ

আয়মূলক প্রকল্প (Income Generating Scheme) নিগম কর্তৃক সকল ল্যাম্পসকে প্রদান করা হয়, যাতে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। বার্ষিক সুদ হিসাবে ৬% ধার্য্য করা হয়।

আয়মূলক প্রকল্প ১,০০,০০০.০০ - ৫,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়। আয়মূলক প্রকল্পের মধ্যে শূকর পালন, ছাগল পালন, মুরগী পালন, শালপাতা থালা তৈরী প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়া ল্যাম্পস কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত প্রকল্পের বাইরে, তাদের নিজ নিজ এলাকায় কোন নির্দিষ্ট প্রকল্প যদি রূপায়ণ করতে চায়, তার বাস্তব মূল্যায়ন করে নিগম উক্ত নির্দিষ্ট প্রকল্পে ঋণ অনুমোদন করে।

আয়মূলক প্রকল্প সকল ল্যাম্পসকেই দেওয়া হয়ে থাকে। তবে আয়মূলক প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে ল্যাম্পস-এর কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। যেগুলি হল, (১) ল্যাম্পস-এর বোর্ড বৈধ কি না। (২) অডিট কত পর্যন্ত করা হয়েছে। (৩) নিগমের কাছে ল্যাম্পস কর্তৃপক্ষের কত বকেয়া আছে। (৪) ল্যাম্পস-এর কর্মী সংখ্যা কত।

আয়মূলক প্রকল্প ল্যাম্পস কর্তৃপক্ষ তৈরী করে জেলার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Vetted করিয়ে (যথাযথ কর্তৃপক্ষ- BLDO, IDO প্রভৃতি) নিগমে পাঠায়। প্রকল্প অনুমোদনের জন্য IBP Committee (Investment Business & Prof Committee) গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রকল্পটি সবদিক বিচার করে প্রকল্প অনুমোদন করে থাকে।

আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনার
আবেদন পত্র

ফটো	ফটো

পরিচালন অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম
সিধু কানু ভবন, কেবি-১৮, সেক্টর - ৩
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯৮।

(আঞ্চলিক/শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)

মহাশয়,

আমি/আমরা এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রকল্প ব্যয় (ঋণ ও অনুদানসহ) মঞ্জুর করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবরণ পেশ করছি।

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের নাম	বয়স	পিতা / স্বামীর নাম	ঠিকানা (গ্রাম ও পোস্ট অফিস সহ)
ক) ব্যক্তিগত আবেদনকারী দলনেত্রী			
খ) ব্যক্তিগত আবেদনকারী দলনেত্রী			

২। প্রস্তাবিত প্রকল্প	মোট প্রকল্প ব্যয় (টাকা)	অনুদান (টাকা)	এন.এস.টি.এফ.ডি.সি. ঋণ (টাকা) (অফিসে পূরণ করার জন্য)	নিজস্ব লগ্নী (যদি কিছু থাকে) (টাকা)
ক)				
খ)				

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পে জমি বা বাড়ীর বিবরণ (যদি প্রয়োজন হয়) ক) নিজস্ব খ) ভাড়া

৪। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের মোট বাৎসরিক পারিবারিক আয়

৫। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কোন্ আদিবাসী

৬। আবেদনকারী বা তার পরিবারের কোন সদস্য ইতিপূর্বে কোন সরকারী প্রকল্পে কোন সাহায্য পেয়েছেন কিনা ?

পেয়ে থাকলে তার বিবরণ

৭। আবেদনকারী যে প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছেন সেই প্রকল্পে অন্য ব্যাংকে/ বেসরকারী/সরকারী/ আধাসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ পেয়েছেন কিনা ?
পেয়ে থাকলে নির্দিষ্ট তারিখ সহ তার বিবরণ

আমি/আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত বিবরণ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আমি/আমরা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের উদ্যোগে পরিচালিত আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা-র (ঋণ সম্পর্কিত) নিয়মাবলী মানতে বাধ্য থাকব। সেই সঙ্গে ঋণ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করছি।

আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর :

ক)

খ)

স্থান :

তারিখ :

শংসাপত্র

১। শ্রীমতী - —পিতা/স্বামী -

ঠিকানা ——— -অত্র সমিতির সদস্য। তাঁর সদস্য সংখ্যা -

উক্ত গোষ্ঠীর সকলে অত্র সমিতির সদস্যা। তাদের সকলের সদস্য সংখ্যা সংযোজিত হল। শ্রীমতি -

——————— বা তাঁর পরিবারের সমিতিতে কোন খেলাপী ঋ ণ নেই।

২। এই প্রকল্পটিতে ঋ ণ বাবদ - টাকা ও অনুদান বাবদ - —টাকা

মঞ্জুরী পেলে শ্রীমতী————— - উক্ত গোষ্ঠীর আবেদনকারীগণের পরিবার দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পারবে।

৩। শ্রীমতী ——————— —উক্ত গোষ্ঠীর একজন কর্মঠ ও উদ্যোগী মহিলা।

৪। শ্রীমতী - -উক্ত গোষ্ঠী এর অনুকূলে প্রকল্পটি মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করছি।

সভাপতি/ সম্পাদক/ প্রশাসক

সমিতির সীল মোহর

প্রমাণপত্র

১। শ্রীমতী

গ্রাম/শহর ————————————— - পোস্ট অফিস

গ্রাম পঞ্চায়েত/ওয়ার্ড নং ————— - জেলা

এই এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা।

গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শ্রীমতী —————— -(দলনেত্রী) শ্রীমতী–

-(সহযোগী)।

২। তিনি তফসিলী/গোষ্ঠীর সদস্যা উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জাতিতে (সাব-কাস্ট) : -

৩। তাঁর/গোষ্ঠীর পরিবারের বাৎসরিক সর্বমোট আয় —————————————— - টাকা।

৪। আমি ঘোষণা করছি যে উক্ত ব্যক্তিকে/গোষ্ঠীকে ঋ ণ মঞ্জুর করলে আমি প্রত্যক্ষভাবে অথবা আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে ঋ ণ গ্রহীতার প্রকল্প অনুযায়ী কাজকর্ম চলছে কিনা তার উপর নজর রাখব এবং ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করলে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে নিগমের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করব।

সীল ও তারিখ

সার্টিফিকেট প্রদানকারীর স্বাক্ষর
সভাপতি/এক্সিকিউটিভ অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতি; বি.ডি.ও./এম.এল.এ.;
প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত/ গেজেটেড অফিসার (গ্রুপও সার্ভিস/এস.ও.,এস.সি.টি.ডব্লু.;
আঞ্চলিক/শাখা ব্যবস্থাপক, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম।

।। তদন্ত প্রতিবেদন।।

১। উপভোক্তার/ গোষ্ঠীর নাম : ____________

২। পিতা/স্বামীর নাম
গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিবরণ সংযোজিত

৩। ঠিকানা

৪। উপভোক্তা কোন ল্যাম্প সমিতির সদস্যা

৫। প্রকল্পের নাম : ____________

৬। মোট প্রকল্প ব্যয় : ক) অনুদান ____________ টাকা
খ) ঋণ ____________ টাকা
মোট ____________ টাকা

৭। অভিজ্ঞতা / প্রশিক্ষণ আছে ?

৮। ক) তপশিলী উপজাতির শংসাপত্র (প্রধানের) আছে ? : ________ সম্প্রদায় :

খ) আয়ের শংসাপত্র (প্রধানের) আছে ? - বার্ষিক পারিবারিক আয় কত ?

৯। কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যাবে ?
(প্রাণীর ক্ষেত্রে গরু, ছাগল, মুরগী, শূকর) : ____________

১০। প্রতিমাসে মোট কত টাকা উপার্জন হবে ?

১১। প্রতিমাসে প্রকল্প চালাতে কত খরচ পড়বে ?

১২। বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে যেতে কত খরচ পড়বে ?

১৩। প্রতিমাসে কত টাকা কিস্তি দিতে হবে ? : ______________________

১৪। একই জিনিস আরো অনেকে তৈরী করছে কি ? : ______________________

১৫। এর ফলে বাজারে দামের হেরফের হতে পারে কি ? : ______________________

১৬। সব রকম খরচ বাদ দিয়ে মাসে নীট আয় কত হবে ? : ______________________

১৭। প্রকল্পটি হাতে নিলে পরিবারটি দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পারবে কি :

১৮। অন্যান্য/মন্তব্য :

____

তদন্ত প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

আমি তদন্ত প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে একমত হলাম। আবেদনকারী/গোষ্ঠীর সকলে প্রকল্পটি হাতে নিয়ে স্বনির্ভর হতে চান। তিনি/উক্ত গোষ্ঠী কর্মঠ ও উদ্যোগী। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাঁর/গোষ্ঠীর সম্বন্ধে জাতিগত ও আয়ের শংসাপত্র দাখিল করেছেন। শ্রীমতী ______________________ /গোষ্ঠীর ______________________ কে দরখাস্তটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

____

আঞ্চলিক / শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আঞ্চলিক/শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষর

শ্রীমতী ______________________ /গোষ্ঠী ______________________ এর

অনুকূলে ______________________ প্রকল্পে ______________________

টাকা আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনায় মঞ্জুর করা হ'ল। এই টাকার মধ্যে ______________________

টাকা এন.এস.টি.এফ.ডি.সি. থেকে ঋণ হিসাবে এবং ______________________ টাকা রাজ্য সরকারের

কাছ থেকে অনুদান হিসাবে পাওয়া গেছে।

____

পরিচালন অধিকর্তা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উন্নয়ন দপ্তর

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উন্নয়ন দপ্তর

	বিষয়	পৃষ্ঠা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য উত্তর মাধ্যমিক পর্বে গৃহীত প্রকল্প :

১। উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অথচ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা যেমন একাদশ শ্রেণী থেকে পি. এইচ. ডি. মান পর্যন্ত/বৃত্তিমূলক শিক্ষার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মান থেকে তাদের চাকুরি পাওয়ার যোগ্যতা পর্যন্ত সাহায্য করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, শিখ, বৌদ্ধ ও পার্সিরা এই সুযোগ পাবেন।

২। সুযোগ : এই বৃত্তি ভারতবর্ষের যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ব বিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকী সরকারি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও নির্বাচিত বেসরকারি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩। যোগ্যতা : এই বৃত্তি তারাই পাবেন যারা বিগত চূড়ান্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বা সমতুল যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এবং যাদের পিতা/মাতা/অভিভাবক এর বার্ষিক আয় সমস্ত ক্ষেত্র মিলিয়ে অনধিক দুই লক্ষ টাকা।

৪। মহিলা ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ : এই বৃত্তির ৩০ শতাংশ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত

৫। নির্বাচন পদ্ধতি দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা পরিবারগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন আয়কে প্রাধান্য দিয়ে পরপর ছাত্রছাত্রীদের ক্রমানুসারে দেওয়া হবে।

৬। সময়সীমা এই বৃত্তি যে শিক্ষাক্রমের জন্য দেওয়া হবে তার যে সময়সীমা সেটাই ধরা হবে। রক্ষণাবেক্ষণ ভাতার ক্ষেত্রে একটি শিক্ষাবর্ষের সর্বাধিক ১০ মাস দেওয়া হবে।

বৃত্তির জন্য শর্তাবলী

১। একই পরিবারে দুজনের বেশি ছাত্র ছাত্রীকে দেওয়া হবে না।

২। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজিরায় লিখিত হতে হবে।

৩। আয়ের প্রমাণ পত্র নন্ জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে এফিডেবিট করে স্ব-শংসিত ভাবে দিতে হবে যারা স্ব নিয়োজিত। আর উপার্জনকারী পিতামাতার ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগকর্তার শংশাপত্র দিতে হবে।

৪। স্থায়ী ঠিকানা ও পিতামাতার ঠিকানার ভিত্তিতে বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মর্মে শংসাপত্র দিতে হবে।

৫। শিক্ষার ব্যয় বা টিউশন ফীস সরাসরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে। এজন্য যে বৈদ্যুতিন আর্থিক জমা ব্যবস্থা আছে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হবে।

৬। রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বৃত্তি ছাত্র/ছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। এক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করা হবে।

৭। এই সব বিধি ও নিয়ম ভারত সরকারের ইচ্ছানুসারে যে কোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও আর্থিক নিগম, ভবানীভবন।
তৃতীয় তল (পশ্চিম)। আলিপুর। কলকাতা - ৭০০ ০২৭
দূরভাষ - ২৪৭৯-২৮৯৩/২৪৭৯-২৯৯৮
ই মেইল - wbndfc@wb.nic.in
www.wbmdfc.org.

সংখ্যা - ১৪৩০-এম ডি সি/১এইচ-৯৯ তারিখ ১৮.১২.২০০৬

২০০৭-০৮এর মেয়াদী ঋণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও আর্থিক নিগম স্ব নিয়োগ এবং আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্পে আর্থিক সহায়তার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্তদের কাছ থেকে .... বছরের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করছেন।

আবেদন পত্র জমা : নির্দিষ্ট নিদর্শে .... থেকে .... মধ্যে এই আবেদনপত্র নিম্নে উল্লিখিত জায়গায় জমা দিতে হবে।

১। গ্রাম এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তর।

২। পুর এলাকায় মহকুমা শাসকের দপ্তর।

৩। আসানশোল, দুর্গাপুর, হাওড়া ও শিলিগুড়ি পৌর নিগম এলাকায় সংশ্লিষ্ট নিগমের কার্যালয়।

৪। কলকাতায় জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র দপ্তর যা এসপ্ল্যানেড ইস্টে অবস্থিত।

৫। দার্জিলিং পার্বত্য মহকুমায় সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিদের কার্যালয়, নমুনা আবেদনপত্র উপরি উল্লিখিত ক্ষেত্রে, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ দপ্তর, তত্ত্বাবধায়কদের কাছে পাওয়া যাবে।

এই ঋণের জন্য যোগ্যতাবলী :

১। আবেদনকারীকে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। তাকে বিধিসম্মতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত অর্থাৎ মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পার্সি হতে হবে।

৩। আবেদনকারীর বার্ষিক পারিবারিক আয় দারিদ্র্যসীমার দ্বিগুণের বেশি হতে পারবে না, অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকায় অনধিক ৪০ হাজার টাকা এবং শহর এলাকায় অনধিক ৫৫ হাজার টাকা।

৪। আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, এবং ঝোঁক থাকতে হবে।

৫। একই কারণে কোনো ব্যাঙ্ক/অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করা বাকি থাকলে চলবে না।

৬। আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

উপার্জন সম্ভব এমন যে কোনো প্রকল্প যার জন্য ১ লক্ষ টাকা ঋণ দরকার তা গ্রহণ করা যাবে। এমন প্রকল্প যার ব্যয় ১ লক্ষ টাকার উর্ধে এবং ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তা অনুমোদন করার আগে জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও আর্থিক নিগমের অনুমোদন নিতে হবে।

মঞ্জুরীকত ঋণ শতকরা বার্ষিক ও শতাংশ সুদসহ ৫ বছরে শোধ করতে হবে। এর জন্য কুড়িটি উত্তর কাল অঙ্কিত চেক দিতে হবে।

আবেদনকারীকে একজন জামিনদার বা গ্যারান্টি দিতে হবে, যিনি (১) একজন সরকারি বা আধা সরকারি কর্মী, (২) একজন বিদ্যালয় শিক্ষক, (৩) এমন কোনো ঋণ গ্রাহক যিনি ঠিক সময়ে ঋণ শোধ করেছেন। গ্যারান্টর এর বয়স অবশ্যই ৫৫ বছরের কম হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং আর্থিক নিগম,
ভবানী ভবন। তৃতীয় তল (পশ্চিম)। আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৭

স্ব নিয়োগ প্রকল্পের আবেদনপত্র

নিদর্শের সব কটি ক্ষেত্রই পূরণ করতে হবে। যেখানে দরকার সেখানে প্রযোজ্য নয় কথাটি ব্যবহার করতে হবে। কেবলমাত্র বড়ো হরফ ব্যবহার করুন।

প্রতি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও আর্থিক নিগম।
ভবানীভবন। তৃতীয় তল (পশ্চিম)
আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০২৭

মহাশয়,

আমি উপরি উল্লিখিত প্রকল্পের সুবিধে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আমার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দিলাম।

১। নাম—

২। বাবা/স্বামীর নাম ও পেশা—

৩। ক) বাসস্থানের ঠিকানা—

গ্রাম/ওয়ার্ড নম্বর—

রাস্তার নাম—

ডাকঘর—

ব্লক/পুরসভা—

থানা—

মহকুমা—

জেলা—

খ) ব্যবসাক্ষেত্রের ঠিকানা—

গ্রাম/ওয়ার্ড নম্বর—

রাস্তার নাম—

ডাকঘর—

ব্লক/পুরসভা—

থানা—

মহকুমা—

জেলা—

৪। **যোগাযোগের দূরভাষ নম্বর (যদি থাকে)** **এস. টি. ডি. কোড..**

৫। **পঞ্চায়েত/পুরসভা/বরো এর দূরভাষ নম্বর** **এস. টি. ডি. কোড..**

৬। **বয়স..............................** **(৭) লিঙ্গ : পুরুষ/মহিলা..** **(৮) ধর্ম ......**

৯। **পরিবারের বার্ষিক আয় ....**

১০। যোগ্যতা

(ক) সাধারণ

(খ) টেকনিকাল

এই আবেদন পত্রের ফটোকপি ব্যবহার করা যাবে।

১১। যদি আবেদনকারীর নাম কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত থাকে তবে সেই রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা..

১২। বর্তমান পেশা ও মাসিক আয়.........................

১৩। আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কোনো ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ/সরকারী প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে থাকলে তার বিশদ বিবরণ........................

১৪। যে কাজের জন্য ঋণের পরিমাণ

১৫। ঋণের পরিমাণ

১৬। এই প্রকল্প থেকে লাভ পাবার সম্ভাব্য সময়

১৭। গ্যারান্টর এর নাম ও পুরো ঠিকানা
(সরকারি/আধা সরকারি কর্মী/বিদ্যালয় শিক্ষক)

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসে সম্পূর্ণ সত্য। আমি/আমরা নিগমের/ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী, শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকবো।

তারিখ.. আবেদনকারীর সাক্ষর

স্থান.....

গ্যারান্টরের শংসাপত্র

আমি এই মর্মে স্বীকার করছি যে আমি শ্রী/শ্রীমতি.. পুত্র/কন্যা স্ত্রী.. নিগম যে ঋণ নিচ্ছেন তার পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

কাজের জায়গায় ঠিকানা ও দূরভাষ নম্বর :

বাড়ির ঠিকানা ও দূরভাষ নম্বর :

গ্যারান্টরের সাক্ষর

জন প্রতিনিধি/গেজেটেড আধিকারিকের শংসাপত্র

১। শ্রী ও শ্রীমতি
ঠিকানা গ্রাম/ওয়ার্ড
রাস্তার নাম
ডাকঘর
ব্লক/পুরসভা
মহকুমা
জেলা

২। আমার পরিচিত/পরিচিতা। সে এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত।

৩। তার পারিবারিক বার্ষিক আয়.. টাকা।

আমি এই মর্মে স্বীকত হচ্ছি যে আবেদনকারীকে যদি ঋণ/আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় যাতে সে প্রকল্প শুরু করতে পারে, তবে আমি স্বয়ং অথবা আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকল্পটির নজরদারি করব এবং যাতে সে ঋণ শোধ করে সে জন্য সবরকম সহযোগিতা করব।

জনপ্রতিনিধি/গেজেটেড আধিকারিকের
সীলমোহর সহসাক্ষর

১। এটা শংসিত হচ্ছে যে প্রকল্পের জন্য আবেদনকারী ঋণ চেয়েছেন সেটি এই ব্লক এলাকায় উপযুক্ত/অনুপযুক্ত।

২। আবেদনকারী এই ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ এবং তার ঝোঁক আছে/দক্ষ নন, তবে এ বিষয়ে তার ঝোঁক আছে/দক্ষতাও নেই, ঝোঁক ও নেই।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/শিল্প উন্নয়ন আধিকারি/
বরো/জেনারেল, জেলা শিল্প কেন্দ্রের অনুমোদিত আধিকারি।

নারী ও শিশু বিকাশ এবং
সমাজকল াণ দপ্তর

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর

	বিষয়	পৃষ্ঠা

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচীর সারমর্ম

প্রতিবন্ধী কল্যাণ

প্রতিবন্ধী কল্যাণে রাজ্য সরকার বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ হিসাবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধীকে পরিচয়পত্র দেওয়ার জন্য রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য নানা কল্যাণমূলক প্রকল্প, যেমন কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সহায়ক যন্ত্র প্রদান, অনুর্দ্ধ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ৬০ টাকা মাত্র বৃত্তি প্রদান, বাধাহীন বাতাবরণ সৃষ্টি, আর্থিক পুর্নবাসন ইত্যাদি প্রকল্প চালু আছে। ব্যক্তিগত ব্যবসা স্থাপনের জন্য ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড ফিনান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অনুমোদিত আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত জেলায় লোকাল লেভেল কমিটির মাধ্যমে মানসিক প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, সেরিব্রাল পাল্‌সি ও বহুপ্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির জন্য আইনি অভিভাবক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে এই ধরনের মোট ৫১২ জনের জন্য আইনি অভিভাবক নিয়োগ করা হয়েছে।

সরকারি দপ্তরে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৩ (তিন শতাংশ) পদ সংরক্ষণ, চাকুরির নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষায় দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য স্ক্র্যাইবের ব্যবহার এবং অতিরিক্ত সময়ের সুযোগ, প্রতিবন্ধী কল্যাণের ক্ষেত্রে এই দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মাথাপিছু মাসে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান এই দপ্তরের আরো একটি কল্যাণমূলক কাজের নিদর্শন। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে এই ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে বর্তমানে পরিকল্পনা খাতে ৩১২৭ জন এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ২৮৬৩৪ জন যার মধ্যে ৫৪২২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। নির্ধারিত আবেদন পত্রের প্রতিলিপি সঙ্গে দেওয়া হল।

শিশু কল্যাণ

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামীদিনের সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠবে এটাই কাম্য। তাই শিশু কল্যাণের ওপর আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকি।

রাজ্যের শিশুদের যথাযথ যত্ন, নিরাপত্তা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প এই দপ্তরের অধীনে চালু আছে। যেমন—

(ক) **"সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প"** : এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। ছয় বছরের কমবয়সী শিশুর পুষ্টি ও শারীরিক উন্নতিসাধন এবং প্রাক্ শৈশব কালীন অবস্থার শিশুদের জন্য এটি একটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ সেবা প্রকল্প। শিশুদের পাশাপাশি প্রসুতি ও গর্ভবতী মায়েদের পৌষ্টিক ও শারীরিক উন্নতিসাধন এই প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের আওতায় সারা রাজ্যে ৮৮,১৪৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫২ লক্ষ শিশু ও ৮ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা উপকৃত হচ্ছেন। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকার জন্য মাসিক ৬০০ টাকা হারে অতিরিক্ত সাম্মানিক ভাতা এবং পরিপূরক পুষ্টি বাবদ খরচের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয়ভার বহন করা হয়।

পরিপূরক পুষ্টির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে খাদ্যে ডিম, শাকসব্জী, সয়াবিন, আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ এবং অনুপুষ্টি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

(খ) **"সুসংহত পথশিশু প্রকল্প"** : ২৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগীতায় এই দপ্তর ১৯৯৩ সাল থেকে কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পথশিশুদের জন্য একটি প্রকল্পের রূপায়ন ও তদারকি করে আসছে। বর্তমানে যৌনকর্মীদের শিশু সন্তানসহ প্রায় ১৪ হাজার পথশিশু এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। কলকাতার যৌনকর্মী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের আওতায় ৭৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যৌনকর্মীদের শিশু সন্তানের সার্বিক বিকাশে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া কোচবিহারে ৬০০ শিশুকর্মীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্রেনিং চলাকালীন প্রত্যেক শিশুকে মাসিক ১০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় পথশিশুদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) **"কটেজ প্রকল্প"** : এই দপ্তর ৭৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগীতায় এই রাজ্যে দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের জন্য ২৮৬টি হোম পরিচালনা করছে যা কটেজ স্কীম নামে পরিচিত। এই সমস্ত হোমে প্রায় ৭২০০ জন দুঃস্থ্য, অনাথ শিশু রাখার সংস্থান আছে। এইসব শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাসংক্রান্ত খরচের ৯০ ভাগ ব্যয়ভার এই দপ্তর বহন করে।

(ঘ) **"সংশোধনী পরিষেবা প্রকল্প"** : জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকসন অব চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০-এর কার্যকরী রূপায়নের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর ২০টি সরকারী আবাস এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগীতায় ২৫টি আবাস পরিচালনা করছে। প্রায় ৩৫০০ শিশু এই আবাসগুলিতে প্রতিপালিত হচ্ছে। এই আইনের আওতায় ১২টি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও দুটি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড কাজ করছে। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে প্রত্যেক জেলায় একটি করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ঃ৫০ অনুপাতে অর্থ প্রদান করে থাকে।

(ঙ) **"দত্তক দান প্রকল্প"** : পরিত্যক্ত, অনাকাংখীত এবং অদাবীকৃত শিশুদের দত্তক প্রদান এই দপ্তরের একটি অন্যতম প্রকল্প। বর্তমানে এই রাজ্যে ৯টি দত্তক প্রদানকারী সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এসকল সংস্থা অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্দেশীয় দত্তক প্রদানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে।

নারী কল্যাণ

সমাজ গঠিত হয় নারী ও পুরুষ উভয়ের সুসংহত সমন্বয়ে। সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। নারীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে সমাজের সার্বিক বিকাশ সাধন অকল্পনীয়। তাই, মহিলাদের সার্বিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ন, নারী কল্যাণের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির পথনির্দেশকের ভূমিকা পালনে ও সংস্থাগুলির মধ্যে সংযোগসাধনে এই দপ্তর সদা তৎপর। সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করাই এই দপ্তরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ন করা হয়। যথা—

(ক) **"কিশোরী শক্তি যোজনা"** : কিশোরীদের শারীরিক ও পৌষ্টিক বিকাশ, আয়রণ ও ফলিক-অ্যাসিড যুক্ত ট্যাবলেট সরবরাহের মধ্য দিয়ে রক্ত স্বল্পতার হার কমানো এবং সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচী প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে সচেতনার বৃদ্ধি— এই হল প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(খ) **"কিশোরীদের জন্য পুষ্টি প্রকল্প (এন. পি. এ. জি.)"** : দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার ভুক্ত যেসকল

কিশোরীদের ওজন ৩৫ কেজির কম তাদের বিনামূল্যে প্রতিমাসে মাথাপিছু ৬ কেজি চাল এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রকল্পটি রূপায়িত করা হচ্ছে এবং ঐ জেলাগুলিতে মোট ৩৪০ লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছেন।

(গ) **"সাবলম্বন"** : এটি একটি কারীগরী শিক্ষাদান প্রকল্প। বিশেষ বিশেষ পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। লক্ষ্য— মহিলারা যাতে অন্যত্র চাকুরিতে অথবা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা বিকাশ নিগম' রাজ্যে এই প্রকল্পটির নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে।

(ঘ) **স্বয়ংসিদ্ধা"** : পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার মোট ৩৯টি ব্লকে এই মহিলা ক্ষমতায়ন প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ বিধান— এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে ৫১৮৪টি গোষ্ঠীর মাধ্যমে ৬৪,০০০ মহিলা আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছে।

(ঙ) **"মহিলাদের জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবামূলক কাজ"** : অসহায় ও অনাথ মহিলাদের বাসস্থান, শিক্ষা এবং বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া এই দপ্তরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ৮টি সরকারি হোম এবং কিছু বেসরকারি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত) হোমের মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে। এই দপ্তরের অধীনে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত ১৩টি স্বধর হোম ও ৩১টি স্বল্পকালীন আবাস আছে।

স্বধর হোম হল বিপন্ন মহিলাদের জন্য। এই সকল হোমগুলিতে আবাসিক মহিলাদের আশ্রয়, খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া, তাদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তারা সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদ এই দপ্তরের সহায়তায় কর্মরতা মহিলাদের জন্য ১১টি হোস্টেল, আদালত কর্তৃক আদেশপ্রাপ্তা উদ্ধারকৃত মহিলাদের জন্য ৩টি শেলটার হোম এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগরে একটি দুঃস্থ মহিলা নিবাস পরিচালনা করছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অধীনে ১২টি বর্ডার এরিয়া প্রজেক্ট এবং ৩৪টি ফ্যামিলি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার প্রজেক্ট আর্থসামাজিক দিক থেকে অনুন্নত মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে চলেছে।

(চ) **"মহিলাদের জন্য বিধবা ভাতা প্রকল্প"** : মাথাপিছু মাসিক ৫০০ টাকা হারে এই দপ্তর বিধবা মহিলাদের ভাতা প্রদান করে। আগামী আর্থিক বছরে বিধবা ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ননপ্ল্যানে ৩০,৩০৫ করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৮৭৩ জন সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় ভুক্ত। এই ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন পত্রের প্রতিলিপি যুক্ত করা হল। এছাড়া সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রসুতি ও গর্ভবতী মায়েরা যে বিভিন্ন প্রকার সহায়তা পেয়ে থাকেন তা "শিশু কল্যাণ" প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্প

(ক) **"ভবঘুরে কল্যাণ"** : ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেমি নিবারণকল্পে এই দপ্তর কর্তৃক ভবঘুরে আবাস পরিচালিত হয়। এ ধরনের মোট ১০টি আবাসে প্রায় ৩০০০ জন ভবঘুরের ভরণপোষণ করা হয়। সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে মুদ্রণ, পাপোশ তৈরি, চামড়া জাতীয় দ্রব্য, কাঠের আসবাব তৈরী, সেলাই, তাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ উৎপাদিত দ্রব্যাদির "প্রদর্শন ও বিক্রয়" লক্ষ্যে প্রতি বছর মেলার আয়োজন করা হয়।

(খ) **"বৃদ্ধ ও অশক্ত মানুষের কল্যাণ প্রকল্প"** : কলকাতার দক্ষিণ গড়িয়ায় এই দপ্তর পরিচালিত একটি সরকারি বৃদ্ধ/বৃদ্ধাবাস

আছে। এটি প্রধানত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া ৩৫টি বৃদ্ধ/বৃদ্ধাবাস সরকারি সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই রাজ্যে বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয় মাথা পিছু টাকা ৫০০ মাত্র হিসাবে। বর্তমানে বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা প্ল্যানে ৯১২১ এবং নন্প্ল্যানে ৫০,৭৫২ জন।

(গ) **"আর. আই. ডি. এফ."** : আর আই. ডি. এফ. ৮-এর মাধ্যমে ৭৭১টি অঙ্গঁনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ২০২৩টি কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে নার্বাড থেকে লোন নিয়ে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পায় ভারত সরকারের কাছে ১০ (দশ) হাজার অঙ্গঁনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

(ঘ) **"প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ"** : এই দপ্তর "রাজ্য সৈনিক পর্ষদ" ও ১২টি জেলা সৈনিক পর্ষদের মাধ্যমে প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণের বিষয়টি দেখাশোনা করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সমাজকল্যাণ অধিকার
জুভেনাইল কোর্ট বিল্ডিং

সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

সমাজকল্যাণ আবাসে দুঃস্থ/অনাথ বালক বালিকাদের ভর্তির আবেদন পত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সমাজ কল্যাণ অধিকার
জুভেনাইল কোর্ট বিল্ডিং

সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪

সমাজ কল্যাণ আবাসে দুঃস্থ/অনাথ বালক বালিকাদের ভর্তির আবেদন পত্র

নিয়মাবলী ঃ—

(ক) পরিবারের কর্তা যিনি, তিনিই, তাঁর পুত্র/কন্যা/আশ্রিতের ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।

(খ) কর্তা মৃত হলে বা নিরুদ্দেশ হলে বা শারীরিক কারণে অক্ষম হলে বা স্বামী পরিত্যক্তা হলে পরিবারের কর্ত্রী আবেদন করতে পারবেন এবং উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে একটি সার্টিফিকেট লাগবে।

(গ) পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকারা যে পরিবারের অর্ন্তভুক্ত পরিবারের কর্তা বা যিনি অভিভাবক হিসাবে দেখাশুনা করেন তিনি আবেদন করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে আবেদনকারীর সঙ্গে অনাথ শিশুটির/শিশুদের যদি ভাই বোন সম্পর্ক না হয় তা হলে উক্ত শিশুর/শিশুদের পিতার নাম, পিতার পেশা কি ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিবরণ ও ঐ সম্পত্তির বর্তমান বৈধ রক্ষনাবেক্ষনকারী যিনি তাঁর উল্লেখসহ একটি পৃথক সার্টিফিকেট লাগবে।

(ঘ) যে শিশুর/শিশুদের ভর্তির জন্য আবেদন করা হচ্ছে তাদের জন্ম তারিখ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত স্কুল সার্টিফিকেট বয়স সংক্রান্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হবে।

(ঙ) প্রতিবন্ধী বালক/বালিকার ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগবে।

(চ) তপশীল জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় অর্ন্তভুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে।

(ছ) আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা, হলে কতকাল বসবাস করছেন তার উল্লেখসহ একটি সার্টিফিকেট অতি অবশ্যই আবেদন পত্রের সাথে দিতে হবে। ডাক্তারী সার্টিফিকেট ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/এম. এল. এ/ এম. পি/মিউনিসিপ্যাল কমিশনার/মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সরকারী কোন পদস্থ অফিসার হলে চলবে।

আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণ করে ও প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট সমেত কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার বাসিন্দারা সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, জুভেনাইল কোর্ট বিল্ডিং, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪ ও জেলার অধিবাসীগণ নিজ নিজ এলাকার জেলা শাসক বা মহকুমা শাসক/পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে জমা দেবেন।

১। আবেদনকারীর নাম ও বর্তমান বয়স ঃ ....

২। পিতা বা স্বামীর নাম ঃ ....

৩। ঠিকানা —

(ক) স্থায়ী ঃ ....

....

(খ) বর্তমানে ঃ ....

....

(গ) আপনি যে পঞ্চায়েত সমিতি/মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাসিন্দা তাহা উল্লেখ করুন ঃ ....

(ঘ) ওয়ার্ড নং (কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার আবেদনকারীর ক্ষেত্রে) ঃ ....

৪। (ক) পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা : ....

(খ) পশ্চিমবঙ্গে বসবাস কাল : ....

(গ) উদ্বাস্তু কিনা, হলে প্রবজন পত্রের নং ও তারিখ : ....

৫। পারিবারিক তথ্য :—

পারিবারের অন্য সকল সদস্যের নাম	বয়স	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা (যদি কিছু থাকে)

৬। পরিবারের মোট জমির পরিমাণ : ....

৭। (ক) আবেদনকারীর পেশা : ....

(খ) আবেদনকারীর মাসিক আয় : ....

(গ) অন্যান্য সদস্যদের মাসিক আয় : ....

(ঘ) পরিবারের মোট মাসিক আয় : ....

৮। (ক) নিজস্ব, না ভাড়া বাড়ীতে থাকেন : ....

(খ) ভাড়া বাড়ী হলে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ : ....

(গ) আবেদনকারী কোন রকম খওরাতি সাহায্য সরকার থেকে পান কিনা, পেলে তার বিবরণ : ....

৯। আবেদনকারী তপশীল জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের কিনা : ....

১০। বর্তমানে পরিবারের কেহ এই দপ্তরের বা অন্য কোন সরকারী দপ্তরের কোন আবাসে বা আশ্রমে থাকলে ঐ শিশুর নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং কোন সালে ভর্তি হয়েছে উল্লেখ করুন। : ....

১১। **সমাজ কল্যাণ আবাসে যে শিশুকে/শিশুদের ভর্তি করা হবে তার/তাদের বিবরণ :—**

নাম	জন্ম তারিখ বা বর্তমান সঠিক বয়স	ছাত্র/ছাত্রী হলে বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	পিতৃ মাতৃহীন হলে মৃত পিতা-মাতার নাম	প্রতিবন্ধী হলে কি ধরনের

১২। ১১নং কলমে উল্লিখিত শিশু/শিশুরা সরকারী কোন দপ্তর থেকে শিক্ষা বাবদ কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পায় কিনা : ....

১৩। সমাজ কল্যাণ আবাসে ভর্তির জন্য আবেদনের কারণ : ....

এতদ্বারা আমি অঙ্গীকার করছি যে আমার পরিবারের আয় সম্পর্কে দেওয়া বিবরণসহ অন্যান্য তথ্যসমূহ সম্পূণ সত্য। আমি যাকে/যাদের ভর্তির জন্য আবেদন করছি তাকে/তাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলার যে কোন আবাসে ভর্তি করার আদেশ দিলে ভর্তি করতে রাজি আছি।

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি

সুপারিশকারীর মন্তব্য :

(গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/এম, এল, এ/ এম, পি/ সরকারী কোন পদস্থ অফিসার/বিশিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি সুপারিশকারী হিসাবে বক্তব্য রাখতে পারেন)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার
৪৫ গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা-১৩

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর সরকারী বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র

[আবেদনপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করে প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক এটি পরীক্ষা করে তাঁর দেয় তথ্যাদি সমেত, কলকাতার ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার দপ্তরে এবং জেলার ক্ষেত্রে বি. ডি. ও. বা পৌর প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের অফিসে, জমা দেবেন। বছরের প্রথম দিকে আবেদন করা বাঞ্ছনীয়। অসম্পূর্ণ অথবা বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।]

প্রথম অংশ

১। আবেদনকারীর : (ক) পুরো নাম : শ্রীমান/কুমারী
(খ) ঠিকানা :
(গ) জন্ম তারিখ :
(ঘ) আবেদনপত্র পূরণের দিনে বয়স :

২। আবেদনকারীর দৈহিক প্রতিবন্ধকতার বিবরণ :
(পরিষ্কার করে লিখতে হবে আবেদনকারী মূক-বধির/
দৃষ্টিহীন অথবা অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী কিনা)

৩। আবেদনকারীর :
(ক) পিতার নাম : পেশা :
ঠিকানা :
(খ) অভিভাবকের নাম : আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক :
(পিতা মৃত হলে)
পেশা : ঠিকানা :

৪। আবেদনকারী :
(ক) পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা :
(খ) ভারতীয় নাগরিক কিনা :
(গ) তফসিলী/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা :

৫। আবেদনকারীর পিতা-মাতা/অভিভাবকের সকল সূত্র থেকে মোট মাসিক আয় :

৬। আবেদনকারী অন্য কোন সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে :
(ক) আর্থিক সাহায্যের সূত্র (সরকারী/বেসরকারী) :
(খ) কি উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে :
(গ) মাসিক সাহায্যের পরিমাণ :

আবেদনকারীর অঙ্গীকার

৭। আমি অঙ্গীকার করছি যে উপরে লিখিত সমস্ততথ্যই সত্য।

৮। [অ) অথবা (আ)র মধ্যে যে কোন একটি পূরণ করতে হবে।]
(অ) আমি বর্তমানে.......................................থেকে মাসিক..টাকা বৃত্তি
(সরকারী সংস্থার নাম) (টাকার পরিমাণ)
পাচ্ছি। আমি অঙ্গীকার করছি বর্তমান আবেদনপত্রের ভিত্তিতে আমাকে বৃত্তি দেওয়া হলে আমি ঐ বৃত্তি আর গ্রহণ করব না।

(আ) বর্তমানে রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সংস্থা থেকে কোনরূপ বৃত্তি পাচ্ছি না। আমি অঙ্গীকার

আমি বর্তমান আবেদনপত্রের ভিত্তিতে আমাকে বৃত্তি দেওয়া হলে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অন্য কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করব না।
পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর/টিপসই

পুরো নাম
তারিখ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
আবেদনের তারিখ

[প্রতি আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে—

১। সংলগ্ন ফর্মে পিতা/অভিভাবকের আয়ের প্রমাণপত্র।

২। সংলগ্ন ফর্মে কোন সরকারী হাসপাতাল থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার প্রমাণপত্র।

৩। প্রধান শিক্ষকদ্বারা প্রত্যায়িত বর্তমান ফটো (এই ফটোতে অঙ্গের প্রতিবন্ধকতা যেন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়)।

৪। বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের প্রত্যায়িত নকল।]

দ্বিতীয় অংশ

(বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূরণ করবেন)

১। বিদ্যালয়ের পুরো নাম :
অনুমোদিত কিনা :
পুরো ঠিকানা :
(ডাকঘর সহ)

২। আবেদনকারীর নাম :
বর্তমান বয়স :
জন্ম তারিখ :

৩। আবেদনকারী :
(ক) বর্তমানে কোন্ শ্রেণীতে পাঠরত : (সাল) (শ্রেণী)
(খ) কোন্ সাল এবং কোন্ শ্রেণী থেকে পাঠরত :
(গ) বর্তমান পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

৪। আবেদনকারী পূর্বে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করে থাকলে—
(ক) আবেদনের তারিখ :
(খ) বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকলে
কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে এবং কোন্
মাস থেকে ও কত মাসের জন্য দেওয়া
হয়েছিল (শ্রেণী) (মাস ও বছরের নাম) (মোট মাসের সংখ্যা)

৫। আবেদনকারী বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে বিনাব্যয়ে আহার ও/অথবা বাসস্থানের সুবিধা পাচ্ছে কিনা এবং এ বাবদ বিদ্যালয়ের মাসিক খরচ :

৬। আবেদনকারী বিদ্যালয় বা অন্য কোন সূত্র থেকে সাহায্য পেয়ে থাকলে তার বিবরণ :

৭। (অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে) আবেদনকারী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য কোন বিশেষ যানবাহন ব্যবহার করলে—
(ক) কি ধরনের যানবাহন ব্যবহার করে :
(খ) আবেদনকারীর বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের আনুমানিক দূরত্ব :
(গ) ঐ বিশেষ যানবাহন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজনীয় কিনা :
(ঘ) ঐ বিশেষ পরিবহণের জন্য মাসে কত খরচ হয় :

৮। (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) আবেদনকারী পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কোন পাঠকের সাহায্য নিলে :
(ক) কোন্ তারিখ থেকে পাঠকের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে :
(খ) পাঠককে কত টাকা মাসিক বেতন দিতে হয় :
(গ) পাঠকের পুরো নাম :
ঠিকানা :
শিক্ষাগত যোগ্যতা :
(ঘ) পাঠকের সাহায্য অপরিহার্য কিনা :

৯। (অ) আমি ঘোষণা করছি যে,

(ক) উপরে সমস্ত বর্ণিত তথ্যই সত্য।

(খ) আমার বিদ্যালয় 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ'/'জেলা স্কুল বোর্ড—প্রাইমারী' কর্তৃক অনুমোদিত।

(গ) বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম/প্রশিক্ষণ 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার'/ 'জেলা স্কুল বোর্ড—প্রাইমারী'/'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ' কর্তৃক স্বীকৃত।

(ঘ) প্রথম অংশে আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জানা এবং বিশ্বাস মতে সত্য।

(আ) আমি অঙ্গীকার করছি আমার বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের অন্য কোন নিয়মিত আর্থিক সাহায্য আবেদনকারীকে মঞ্জুর করা হলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে তা ফেরৎ দেব।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর :

তারিখ :

পুরো নাম :

বিদ্যালয়ের সীলমোহর :

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সরকারী বৃত্তি প্রকল্প

পারিবারিক আয়ের প্রমাণপত্র

(আবেদনকারীর পিতা/অভিভাবকের দ্বারা পূরণীয়)

১ আমার নাম শ্রী...... ....। আমার পরিবারের মেট সদস্য..............................
(পিতা/অভিভাবকের পুরো নাম) সংখ্যা
জন। আবেদনকারী শ্রীমান/কুমারী.. আমার .... এবং
(আবেদনকারীর নাম) সম্পর্ক
সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভরশীল। আমার সমস্ত সূত্র থেকে মিলিত মাসিক আয়.....................
টাকা (........ ....টাকা)। (টাকার পরিমাণ অক্ষরে)
(টাকার পরিমাণ সংখ্যায়)

২। আমি অঙ্গীকার করছি যে এই দরখাস্ত পেশ করবার পর এবং বৃত্তি পাওয়াকালীন অবস্থায় আমার আয়ের কোনরূপ পরিবর্তন হলে তা আমি সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার গোচরে আনতে বাধ্য থাকব।

পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর/টিপসই :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর :

তারিখ

পুরো নাম :

কর্মস্থলের নাম :

ঠিকানা :

পেশা :

তারিখ :

প্রতিস্বাক্ষর : (Countersignature)

[সংসদ/বিধান সভার সদস্য, রাজ্য সরকারে কর্মরত পূর্বকালীন গেজেটেড অফিসার, কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার অথবা আবেদনকারীর পিতা বা অভিভাবকের নিয়োগকর্তা এই প্রতিস্বাক্ষর ও ঘোষণা করবেন। প্রতিস্বাক্ষরকারী যদি আবেদনকারীর পিতা বা অভিভাবকের নিয়োগকর্তা হন তবে তা সুস্পষ্টভাবে পদনামের পাশে উল্লেখ করতে হ'বে।]

আমি ঘোষণা করছি যে বৃত্তির জন্য আবেদনকারীর পিতা/অভিভাবক/শ্রী/শ্রীমতী..........................
... . এর সমস্ত সূত্র থেকে মিলিত মাসিক আয় উপরে ঘোষিত..................................টাকা।
(... . ...টাকা।)
(টাকার পরিমাণ সংখ্যায়) (টাকার পরিমাণ অক্ষরে)

তারিখ :

স্বাক্ষর :

পুরো নাম :

পদ নাম :

অফিসের সীলমোহর :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সমাজ কল্যাণ অধিকার
জুভেনাইল কোর্ট বিল্ডিং, সেক্টর—১
বিধাননগর, কলিকাতা—৭০০০৬৪

<u>দুঃস্থ (অনাথ) বালক/বালিকাদের স্বগৃহে শিক্ষা ও ভরণপোষনে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদনপত্র।</u>

১। আবেদনকারীর (মা অথবা অভিভাবকের) নাম -

২। বর্তমান ঠিকানা -

৩। ভারতীয় নাগরিক কিনা -

৪। বর্ত্তমান পেশা ও নিয়োগকর্ত্তার নামসহ
কর্মস্থলের ঠিকানা -

৫। মায়ের/অভিভাবকের মোট মাসিক আয় -

৬। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল -

৭। সংশ্লিষ্ট বালক/বালিকার ক) নাম :
খ) বয়স :

৮। আবেদনকারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বালক/বালিকার সম্পর্ক -

৯। সংশ্লিষ্ট বালক/বালিকার মাতা/পিতার মৃত্যুর সাল -

১০। সংশ্লিষ্ট বালক/বালিকা অধ্যয়ণরত হলে -
ক) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা -
খ) শ্রেণী -
(প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে)

১১। বর্ত্তমানে বালক/বলিকার শিক্ষা ও ভরণপোষণে কোন, সরকারী/বেসরকারী সাহায্য পেয়ে থাকলে তার বিবরণ -

১২। পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তির বিবরণ :

ক্রমিক	নাম	বয়স	পেশা ও মাসিক আয়	অবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	মন্তব্য

আমি অঙ্গীকার করছি যে উপরি উক্ত তথ্যাদি সত্য। সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে তাহা সম্পূর্ণভাবে

শ্রীমান/কুমারী ....

(বালক/বালিকার নাম) এর শিক্ষা ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করব।

* আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে প্রথম সাহায্য পাওয়ার ৩ মাসের মধ্যে শ্রীমান/কুমারী ....

....কে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হবে।

আমি অঙ্গীকার করচি এই বালক/বালিকার জন্য কোন সরকারী/বেসরকারী সাহায্য পাই না/বর্তমানে যে সরকারী বেসরকারী সাহায্য পাই তা আর গ্রহণ করব না।

সনাক্তকারীর নাম (স্বাক্ষর)..

ঠিকানা ....

তং .... আবেদন কারীর নাম বা টিপ সহি

*যদি প্রযোজ্য হয় তাং.............................

তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট

ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদি সত্যাখ্যান করলাম। তদন্তে আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হল .... দফায় বর্ণিত তথ্যগুলি যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হল।

খ) শ্রীমান/কুমারী ....(সংশিষ্ট বালক/বালিকা এর পিতা/-মাতা উভয়েই মারা গিয়েছেন বর্তমানে মাতা/অভিভাবক শ্রীমতী/শ্রী .... তাকে পালন করছেন এবং মায়ের/অভিভাবকের মাসিক আয় ২৫০ টাকার বেশী নয়।

গ) সংশিষ্ট বালক/বালিকাটি বর্তমানে .... বিদ্যালয়ে ....শ্রেণীতে পড়ছে। বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ে পাঠরত/ পাঠরতা নয়।

ঘ) সংশিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে আবেদনকারী আর্থিক সাহায্য পাবার অধিকারী।

ঙ) নিম্নলিখিত কারণে এই দরখাস্ত নামঞ্জুর হতে পারে-

১।

২।

তদন্তকারী আধিকারিক

সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা/জেলাশাসক

সরকারের নির্দেশ

শ্রম দপ্তর

শ্রম দপ্তর

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প	২৩৩
২।	আবেদনপত্র	২৩৬
৩।	নির্মাণ কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা	২৪২
৪।	আবেদনপত্র	২৪৬
৫।	বিড়ি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা	২৫৩
৬।	আবেদনপত্র	২৫৯
৭।	শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা	২৬১
৮।	দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প	২৬৫
৯।	শিশু শ্রমিক প্রকল্প	২৬৭
১০।	ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ভবিষ্যনিধি প্রকল্প	২৬৯
১১।	আবেদনপত্র	২৭১
১২।	হস্ততাঁত প্রকল্প	২৭২
১৩।	স্বাস্থ্যবীমা	২৭৬

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প
STATE ASSISTED SCHEME OF PROVIDENT FUND FOR UNORGANISED WORKERS (SASPFUW)

আমাদের দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্পে এবং পরিষেবায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি। বিপুল সংখ্যক এই অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য, সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার গত ১.১.২০০১ সাল থেকে একটি ভবিষ্যনিধি প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত এই প্রকল্পটিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রমিক এবং স্বনিযুক্ত শ্রমিক—উভয়ই আওতাভুক্ত।

এই প্রকল্পে যোগদানে ইচ্ছুক শ্রমিক প্রতি মাসে সংগ্রহকারী এজেন্টের মাধ্যমে তার নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ২০ টাকা জমা দেবেন। রাজ্য সরকারও ওই অ্যাকাউন্টে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন ও মোট জমা টাকার ওপর রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট হারে সুদ দেবেন। ৫৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে উপকৃত শ্রমিক সমস্ত টাকা সুদসহ ফেরত পাবেন। ৫৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে শ্রমিকের মৃত্যু হলে সেই শ্রমিকের মনোনীত ব্যক্তি বা যোগ্য উত্তরাধিকারীকে সুদসহ সমস্ত টাকা প্রদান করা হবে।

১৮০ আই আর ২৪.১.২০০১ তারিখে গৃহীত শ্রম দপ্তরের (সংকল্প) অনুযায়ী উপরোক্ত প্রকল্প চালু হয়। সদস্যদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে সরকার এই প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন চালু করেন (শ্রম দপ্তর আই.আর শাখা নং ৮৮১, তারিখ ৬ আগস্ট, ২০০৭ দ্রষ্টব্য)।

এই পরিবর্তনগুলি এইরূপ :

১। প্রতি সদস্য প্রতিমাসে ২০ টাকা অথবা ২০ টাকার গুণিতকে প্রতি আর্থিক বছরে সর্বাধিক ২৪০ টাকা পর্যন্ত টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রদেয় টাকার পরিমাণ ও সুদের হারও তদনুরূপ হবে।

২। একাদিক্রমে তিন বছর কাল দেয় অর্থ জমা না করলে শ্রমিকের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

৩। ৫৫ বছর বয়স হয়ে গেলে শ্রমিক নিজে, ৫৫ বছর বয়সের আগে মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত অথবা যোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রমিকের পুঞ্জিভূত অর্থ রাশি সুদ সমেত ফেরত পাবেন।

৪। উক্ত শ্রমিক যদি অন্তত ৪৮টি মাসিক চাঁদার (২০ টাকা হারে) সমপরিমাণ টাকা প্রদান করে থাকেন এবং তাঁর খাতায় যদি অন্তত ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা জমা হয়ে থাকে, তবে উক্ত শ্রমিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা তুলে নিতে পারেন।

এখন পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত ১৩টি শিল্প ও ৮টি স্বনিযুক্ত পেশা এই প্রকল্পের অন্তর্গত হয়েছে। সেগুলি :

শিল্প—

১। দর্জিশিল্প (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।

২। দোকান এবং সংস্থা (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।

৩। বেকারি (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।

৪। বেকারিদ্রব্য সরবরাহে নিযুক্ত লাইন্সম্যান।

৫। হস্তচালিত তাঁত শিল্প।

৬। কুটির এবং গ্রামীণ কুটির শিল্প (নৌকা-চালন পরিষেবা, চুড়ি তৈরি, আতসবাজি, চাকি কল, ঘুড়ি ও ঘুড়ির কাঠি প্রস্তুতি, মৃৎ পাত্র শিল্প, ধানভাঙা, সূচিশিল্প, জরি চিকনের কাজ)।

৭। নির্মাণকার্য (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।

৮। *গালা শিল্প (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।*

৯। *পাথরভাঙা (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।*

১০। *আই সি ডি এস, আই পি পি-৮ এবং সি ইউ ডি পি-৩।*

১১। মোটরগাড়ি মেরামতির গ্যারাজ (যেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম)।

১২। জন মোটর পরিবহন পরিষেবা।

১৩। ভাড়া করা মোটর গাড়ি পরিষেবা।

পেশা—

১। সাইকেল রিকশা এবং ভ্যান রিকশা চালক।

২। মুটে এবং মাল ওঠানো নামানো কাজে নিযুক্ত শ্রমিক।

৩। রেলওয়ে হকার।

৪। স্ট্রিট হকার—সংবাদপত্র হকার সহ।

৫। অটো রিকশা চালক।

৬। রাজমিস্ত্রি এবং রাজমিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিক।

৭। মুচি/জুতা তৈরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক।

৮। স্বর্ণশিল্প ও রৌপ্য শিল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক।

এছাড়াও অতি সম্প্রতি নিম্নলিখিত শিল্প ও পেশাগুলিতে নিযুক্ত কর্মীরাও এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

১। টালি ও ইঁট ভাটা।

২। নিরাপত্তা (Security) এজেন্সি।

৩। ছাপাখানা।

৪। বই খাতা বাঁধাই।

৫। চাকি মিল।

৬। চর্ম ও চর্মজাত শিল্প।

৭। হোসিয়ারী।

৮। করাতকল।

৯। প্লাস্টিক শিল্প।

১০। ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান।

১১। হাসপাতাল ও নার্সিংহোম।

১২। আয়া / হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে রোগীদের দ্বারা নিযুক্ত সহায়ক।

১৩। সিল্ক স্ক্রীন ছাপাখানা।

১৪। ডালকল।

১৫। তেলকল।

১৬। ডেকোরেটর কর্মী।

১৭। কাগজ ও পিচবোর্ডের বাক্স প্রস্তুতে নিযুক্ত কর্মী।

১৮। মূর্তি শিল্পী।

১৯। ছুতোর।

২০। গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত কর্মী।

২১। ক্ষৌর কর্মী ও বিউটিশিয়ান।

২২। মৎস্যজীবি।

২৩। কুড়ি জনের কম কাজ করেন এমন বিড়ি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, ঘরে বসে বিড়ি বাঁধেন এবং কোনোভাবেই কেন্দ্রীয় কর্মচারী ভবিষ্যনিধি আইনে অন্তর্ভূক্ত নন এমন বিড়ি শ্রমিক।

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি :

(১) তালিকাভুক্ত শিল্পে / স্বনিযুক্তি পেশায় শ্রমিককে পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত থাকতে হবে।

(২) শ্রমিকের বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন।

(৩) শ্রমিকের / তার পারিবারিক একত্রিত আয়ের উৎস শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত শিল্প ও স্বনিযুক্ত পেশার আয় থেকে হতে হবে।

(৪) সমস্ত উৎস থেকে তার পারিবারিক মাসিক গড় আয় ৩৫০০ টাকার অনধিক হওয়া প্রয়োজন।

(৫) 'এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিশানস অ্যাক্ট ১৯৫২'-এর আওতাভুক্ত শ্রমিকেরা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য হবেন না।

আবেদন পদ্ধতি :

উপরোক্ত শর্তগুলি প্রযোজ্য হলে প্রকল্পে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শ্রমিক সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র (নিদর্শ-১) সংশ্লিষ্ট ব্লক / আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক / সহমহাধ্যক্ষর কাছে জমা দেবেন।

- প্রকল্প অনুযায়ী গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি (Advisory Committee)-র অনুমোদন নিয়ে উপকৃত শ্রমিকের নাম প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হবে ও তাকে একটিপাস বই দেওয়া হবে। (নিদর্শ-২)
- উক্ত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত সংগ্রহকারী এজেন্ট শ্রমিকের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করবেন ও শ্রমিককে রসিদ প্রদান করবেন। (নিদর্শ-৩)
- সংগ্রহকারী এজেন্ট টাকা আদায়ের পরিমাণ সহ পাস বহিতে নথিভুক্ত করবেন।
- আঞ্চলিক শ্রম কার্য্যালয় থেকে উপকৃত শ্রমিককে বার্ষিক হিসাব প্রদান করা হবে (নিদর্শ-৭)

যোগ্যতার শংসাপত্র প্রদানের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

- পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।
- পৌরসভা / পৌরনিগম এলাকায় সংশ্লিষ্ট পৌর প্রতিনিধি।
- সংশ্লিষ্ট জেলায় জেলা পরিষদের সদস্য।
- সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা।

প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে আগ্রহী শ্রমিকদের নিম্নলিখিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে

- সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বি ডি ও অফিসে নিযুক্ত ন্যূনতম কৃষি-মজুরি পরিদর্শক।
- সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এলাকায় সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষের অফিসে নিযুক্ত ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক।
- কলকাতা পুরসভা এলাকার ক্ষেত্রে ৬নং চার্চ লেন (৪র্থ তল) কলকাতা-১-এ অবস্থিত শ্রম অধিকারের দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষ।

নিদর্শ-১

(শ্রম দপ্তরের ২৪.১.২০০১ তারিখের ১৮০ আই আর সংকল্প দ্বারা প্রবর্তিত প্রকল্পের ৩নং ধারা দ্রষ্টব্য)

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনপত্র (সাস্‌প্‌ফাউ)

ছবি

ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক (কৃষি) / সহশ্রমহাধ্যক্ষ

....

.... সমীপেষু

মহাশয়,

১। এতদ্বারা আমি সাস্‌প্‌ফাউতে একজন গ্রাহক হিসাবে আমার নাম অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য আবেদন করিতেছি।

২। আমি .... অবস্থিত .... সংস্থায় .... কর্মে একজন শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত আছি।

এবং / অথবা

আমি একজন স্বনিযুক্ত শ্রমিক বর্তমানে .... পেশায় নিযুক্ত আছি।

৩। আমার জন্ম তারিখ ....

৪। আমার বয়স / জন্ম তারিখের তথ্য সম্বন্ধিত প্রমাণপত্র (বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র, ঠিকুজি ইত্যাদি) দাখিল করিলাম। উপরে উল্লিখিত জন্ম তারিখ আমার পিতামাতার মৌখিক বক্তব্য অনুসারে দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমার পরিবারের সদস্যদের মোট আয়ের মুখ্য উৎস হইল উপরে উল্লিখিত কর্মে / পেশায় সমস্ত উৎস হইতে প্রাপ্ত আমার পরিবারের পূর্ববর্তী বারো মাসের মাসিক গড় আয় ৩৫০০ টাকার বেশি নয় (এক্ষেত্রে পরিবার বলিতে আমার স্বামী / স্ত্রী, নির্ভরশীল কন্যা, নির্ভরশীল অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র এবং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পিতামাতাকে বুঝাইতেছে)।

৬। আমি কর্মচারী ভবিষ্যনিধি আইনের আওতায় পড়ি না।

৭। আমি আমার পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ২০ (কুড়ি) টাকা হিসাবে প্রদান করিতে এবং সাস্‌প্‌ফাউ-এর সমস্ত নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে সম্মত।

৮। এই প্রকল্পের জন্য আমার মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি) হবেন শ্রী / শ্রীমতী .... তাহার বয়স .... পিতা / স্বামীর নাম .... এবং ঠিকানা .... তাহার স্বাক্ষর / টিপসহি নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাঁহার সহিত আমার .... সম্পর্ক / কোনো সম্পর্ক নাই।

মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি)-র স্বাক্ষর / টিপসহি

আপনার বিশ্বস্ত

তাং :

স্থান :

সংযুক্তির : আবেদনপত্রটি শংসাপত্র প্রদানকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যয়িত (সম্মুখ দিকে) ফটোগ্রাফের দুই কপি

স্বাক্ষর / টিপসহি........

নাম........................

পিতা / স্বামীর নাম

ঠিকানা..................

শংসাপত্র

(সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সংশ্লিষ্ট পুরসভা / পুরনিগম এলাকায় পুরসভা / নিগম-এর কমিশনার / কাউন্সিলার, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পরিষদের সদস্য / সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা দ্বারা প্রদত্ত)

আমি আবেদনকারী / আবেদনকারিণী শ্রী / শ্রীমতী .... কে চিনি এবং এতদ্বারা শংসিত করিতেছি যে তাঁহার প্রদত্ত উপরে উল্লিখিত বিবৃতিগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সর্বৈব সত্য।

স্বাক্ষর.........

নাম............

তারিখ :

শীলমোহর..

নিদর্শ-২

(শ্রম দপ্তরের ২৪.১.২০০১ তারিখের ১৮০ আই আর সংকল্প দ্বারা প্রবর্তিত প্রকল্পের ৫ এবং ৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের (সাস্‌প্‌ফাউ) জন্য পরিচয়পত্র পাস বই

গ্রাম পঞ্চায়েতের / পৌরসভার / পৌর নিগমের

নাম ....

ব্লকের নাম ....

জেলার নাম ....

ছবি

১। উপকৃত শ্রমিকের নাম : ....

২। পিতার / স্বামীর নাম : ....

৩। ঠিকানা : ....

....

৪। জন্ম তারিখ : ....

৫। প্রকল্পে তালিকাভুক্তিকরণের তারিখ : ....

৬। ৫৫ বৎসর বয়স প্রাপ্তিতে মেয়াদপূর্তির তারিখ : ....

৭। মনোনীত ব্যক্তির / ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা : ....

৮। গ্রাহকের সহিত সম্পর্ক : ....

৯। মনোনীত ব্যক্তির / ব্যক্তিগণের বয়স : ....

১০। মনোনীত ব্যক্তির / ব্যক্তিগণের পিতা / স্বামীর নাম : ....

১১। বরাদ্দকৃত স্থায়ী ক্রমিক সংখ্যা (অ্যাকাউন্ট নং) : ....

উপকৃত শ্রমিকের স্বাক্ষর ....

অধিকারপ্রাপ্ত আধিকার ....

স্বাক্ষর..

প্রদত্ত দেয় টাকা

যে মাসের জন্য দেয় টাকা প্রদত্ত হল	দেয় টাকা সংগ্রহের তারিখ	পরিমাণ	সংগ্রহকারী এজেন্টের স্বাক্ষর

নিদর্শ-৩

(শ্রম দপ্তরের ২৪.১.২০০১ তারিখের ১৮০ আই আর সংকল্প দ্বারা প্রবর্তিত প্রকল্পের ৬ ধারা দ্রষ্টব্য)

সাস্‌প্‌ফাউ-এ দেয় টাকা প্রাপ্তির রসিদ

(কার্বন কাগজের মাধ্যমে অনুলিপি প্রস্তুত করতে হবে)

বই নং

রসিদ নং

তারিখ

শ্রী / শ্রীমতী ....

স্থায়ী ক্রমিক নং (অ্যাকাউন্ট নং) ..এর নিকট হইতে সাস্‌প্‌ফাউতে দেয় টাকা বাবদ .... সালের .... মাসের জন্য .... টাকার (কথায়) প্রাপ্তি স্বীকার করা হইল।

সংগ্রহকারী এজেন্ট

পঞ্চায়েত সমিতি /
পৌরসভা /
পৌরনিগম

নিদর্শ-৭

(শ্রম দপ্তরের ২৪.১.২০০১ তারিখের ১৮০ আই আর সংকল্প দ্বারা প্রবর্তিত প্রকল্পের ৮ ধারা দ্রষ্টব্য)

অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধির বার্ষিক বিবরণ

হিসাব বর্ষ

সুদের হার

গ্রাহকের নাম	স্থায়ী ক্রমিক সংখ্যা (অ্যাকাউন্ট নং)	প্রারম্ভিক জের	সংশ্লিষ্ট বৎসরে গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত টাকা	ঋণ / টাকা তোলা	সংশ্লিষ্ট বৎসরে মঞ্জুরিকৃত বার্ষিক সুদ	অন্তিম জের

ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক / সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষ
শীলমোহর ও তারিখ সহ স্বাক্ষর

নিদর্শ-৮

(শ্রম দপ্তরের ২৪.১.২০০১ তারিখের ১৮০ আই আর সংকল্প দ্বারা প্রবর্তিত প্রকল্পের ৪নং ধারা দ্রষ্টব্য)
(অনুলিপি সহ জমা দিতে হবে)

.... গ্রাম পঞ্চায়েত / পুরসভা / পৌরনিগমের অধীন প্রয়াত ....

শ্রী / শ্রীমতী .... এর মনোনীত ব্যক্তিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রাপ্য টাকা প্রদানের জন্য আবেদনপত্র।

১। মনোনীত ব্যক্তির নাম : ....

২। মৃত গ্রাহক শ্রমিকের সহিত সম্পর্ক : ....

৩। মৃত্যুর তারিখ
(মৃত্যু সম্পর্কিত শংসাপত্র দাখিল করতে হবে)

৪। চেক্ / মানি অর্ডার কিভাবে টাকা পেতে চান

৫। স্বাক্ষর অথবা টিপসহি
(নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে টিপসহি প্রযোজ্য)

স্বাক্ষর

শংসাপত্র

আমি আবেদনকারী / আবেদনকারিণী শ্রী / শ্রীমতী .... কে চিনি এবং শংসিত করিতেছি যে তাঁহার প্রদত্ত উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

গ্রাম পঞ্চায়েতে / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের সদস্য
পুরসভার বা পুরনিগমের পুরপিতা / পুরমাতার স্বাক্ষর
এবং শীলমোহর

নিদর্শ-৯

(শ্রম দপ্তরের ২৪.১.২০০১ তারিখের ১৮০ আই আর সংকল্প দ্বারা প্রবর্তিত প্রকল্পের ৪নং ধারা দ্রষ্টব্য)

অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রাপ্য টাকা প্রদানের জন্য আবেদনপত্র

মাননীয়,
ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক /
সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষ

ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকের মাধ্যমে

মহাশয়,

গত / আগামী .... তারিখে আমার ৫৫ (পঞ্চান্ন) বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে / হবে। আমি .... তারিখ হতে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে দেয় টাকা প্রদান বন্ধ করেছি এবং আমি আর ইহার গ্রাহক থাকিতে চাই না।

আমার স্থায়ী ক্রমিক সংখ্যা (অ্যাকাউন্ট নং) ....। আমি .... ব্লকের ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকের মাধ্যমে চেক / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / পে অর্ডার-এ প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আমার শনাক্তকরণের জন্য নিজস্ব চিহ্ন, ফটো, বাঁ হাতের অন্যান্য আঙুলের ছাপ (নিরক্ষর গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং নমুনা স্বাক্ষর (স্বাক্ষর গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) দুই প্রস্থতে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক দ্বারা প্রত্যয়িত করিয়া সংযোজিত করা হল।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর এবং ঠিকানা ....

তারিখ :

নির্মাণকর্মীদের জন্য বিশেষ আইন ও নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা

দেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রসার ও গুরুত্ব ক্রমশই বর্ধমান। বর্তমান পরিকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নির্মাণ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নির্মাণকর্মীদের কাজের প্রকৃতির জন্য তাদের অবস্থান অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের থেকে আলাদা। এই কারণেই নির্মাণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের শর্তাবলি নির্ধারণ ও কর্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯৬ সালে 'ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী' (কর্ম নিয়ন্ত্রণ ও কাজের শর্তাবলি) আইন প্রণয়ন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪ সালে, কল্যাণমূলক এই আইনের প্রয়োগ বিধি গৃহীত হয়। আইনে নির্মাণ কর্মীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া নির্মাণকর্মীদের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, সুরক্ষা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ' গঠিত হয়েছে।

প্রয়োগ :

কোনো নির্মাণ সংস্থায় বিগত বারো মাসে দশ বা তার অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে সেই সংস্থায় এই আইন প্রযোজ্য হবে।

কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করলে এবং সে ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় দশ লক্ষ টাকার বেশি হলে এই আইন প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য নির্মাণ কাজে এ ধরনের কোনো ছাড় নেই।

আওতাভুক্ত কর্মী :

এই আইনের আওতায় পড়বেন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রের নির্মাণকর্মী :

(১) বহুতল বাড়ি, রাস্তা, উড়ালপুল, রেল, ট্রামলাইন, বিমানবন্দর নির্মাণ ও সংরক্ষণ।

(২) সেচ নিকাশি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নাব্যপথ ও বাঁধ তৈরি ও মেরামত।

(৩) জলাশয় খনন, জলাধার নির্মাণ, সেতু নির্মাণ ও সংরক্ষণ।

(৪) বিদ্যুৎ ও জলবণ্টন।

(৫) বিদ্যুৎবাহী তার ও স্তম্ভ স্থাপন।

(৬) রেডিও, টেলিভিশন এবং টেলিফোন স্তম্ভ স্থাপন ও সংরক্ষণ।

(৭) ভূগর্ভস্থ নল স্থাপন ও সংরক্ষণ।

(৮) তৈল শোধনাগার ও গ্যাস লাইন সংস্থাপন।

(৯) পাইপলাইন তৈরি।

(১০) প্রয়োজনবোধে অন্যান্য নানাধরনের কাজকেও সরকার নির্মাণ কাজের সংজ্ঞাভুক্ত করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ্য এই যে এই আইনে নির্মাণকার্য মানে শুধুমাত্র নির্মাণ অর্থাৎ গঠন বা স্থাপন নয়। পরিবর্তন, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এমন কি ভাঙার কাজও নির্মাণকার্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্মাণ সংস্থার দায়িত্ব :

আইনের আওতাভুক্ত নির্মাণ সংস্থাকে সঠিক নিবন্ধীকরণ অর্থ (Registration Fees) জমা দিয়ে শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে নিবন্ধীকরণ করাতে হবে।

নিবন্ধীকরণ অর্থপ্রদানের হার এই রকম :

কর্মী সংখ্যা ১০০ পর্যন্ত	৫০০/-
কর্মী সংখ্যা ১০০-র বেশি ৫০০-র কম	২০০০/-
কর্মী সংখ্যা ৫০০-র বেশি	১০,০০০/-

প্রত্যেক নির্মাণ সংস্থাকে প্রতি প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ব্যয়ের ১% উপকর (Cess) হিসাবে নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের তহবিলে জমা দিতে হবে। পুরসভা, পৌরসংস্থা অথবা পঞ্চায়েতের কোনো প্রকল্প অনুমোদনের সময় সেস জমা নিয়ে কল্যাণ পর্ষদের তহবিলে জমা করা আইনত বাধ্যতামূলক।

নির্মাণকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ ও কিছু নির্দিষ্ট কল্যাণ পরিষেবা প্রদান করা নির্মাণ সংস্থার দায়িত্ব।

নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ :

নির্মাণকর্মীদের কল্যাণমূলক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 'ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ' গঠন করা হয়েছে। এই পর্ষদের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রী। এছাড়া পর্ষদে আছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রম সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। পর্ষদের প্রধান কার্যালয় নবমহাকরণ ভবনে শ্রম কমিশনারের দপ্তরে অবস্থিত।

এই পর্ষদে নির্মাণকর্মীদের জন্য আইনে প্রদেয় ক্ষমতা অনুযায়ী 'পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী কল্যাণ তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করবেন। এই তহবিলে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান, সেস অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত সেস এবং নির্মাণকর্মীদের প্রদেয় চাঁদা। এই তহবিল থেকে পর্ষদ নির্মাণকর্মীদের জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করবেন।

নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদে নিবন্ধীকরণ :

আইনে উল্লিখিত পর্ষদ প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক নির্মাণকর্মীকে এই পর্ষদে নিবন্ধীকরণ করতে হবে।

যোগ্যতা :

(১) নির্মাণকর্মীর বয়স ১৮ থেকে ৬০-এর মধ্যে হতে হবে।

(২) বিগত এক বছরে সেই কর্মীকে ন্যূনতম ৯০ দিন আইনে উল্লিখিত নির্মাণকার্য করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি :

নির্মাণকর্মীকে নিবন্ধীকরণের জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রের সঙ্গে থাকবে ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে স্কুল ফাইনাল শংসাপত্র / জন্ম শংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল অথবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত সদস্য, পুরসভার কাউন্সিলর, পৌরসভার কমিশনার) সই করা একটি শংসাপত্র। এছাড়াও আবেদনপত্রটিতে নিয়োগকারী অথবা নির্দিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।

আবেদনপত্রটি বিবেচিত হলে প্রত্যেক নির্মাণকর্মীর নামে তার সুবিধা অনুযায়ী ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনো শাখায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি 'নন অপারেটিভ জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট' খুলে দেওয়া হবে। এই অ্যাকাউন্টে ২০/- রেজিস্ট্রেশন ফি এবং মাসিক ২০/- হারে ত্রৈমাসিক অগ্রিম চাঁদা জমা করতে হবে। নিবন্ধীকৃত নির্মাণকর্মীকে পর্ষদের পক্ষ থেকে পরিচয়পত্র ও নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে পাস বই দেওয়া হবে।

নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা :

(১) দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা ভাতা :

কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে উপভোক্তা নির্মাণকর্মীকে যদি ৫ অথবা তার বেশিদিনের জন্য হাসপাতালে থাকতে হয় তবে তার চিকিৎসা ভাতা হিসাবে তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ২০০/- ও তারপর প্রতিদিন ২০/- হারে চিকিৎসা ভাতা দেওয়া হবে। এই অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০০০/- (এক হাজার টাকা)।

যদি দুর্ঘটনাজনিত কারণে উপভোক্তা নির্মাণকর্মীর শরীরে প্লাস্টার করা হয় তবে বাড়িতে থাকলেও তিনি এই অনুদান পাবেন।

দুর্ঘটনাজনিত কারণে নির্মাণকর্মী যদি অসমর্থ হয়ে পড়েন তবে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) পর্যন্ত অনুদান পেতে পারেন।

(২) কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা ভাতা :

নথিভুক্ত নির্মাণকর্মী অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য যদি কঠিন ব্যাধি যেমন যক্ষা, ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনির অসুখ, চক্ষুরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হন, তবে চিকিৎসা ব্যয় হিসাবে সেই নির্মাণকর্মী পর্ষদ থেকে প্রতি বছর সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) পর্যন্ত অনুদান পেতে পারেন।

এছাড়া গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হয়ে যদি নির্মাণকর্মী ও তার পরিবারের সদস্যর অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয় তবে পর্ষদ নথিভুক্ত নির্মাণকর্মীকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার টাকা) পর্যন্ত এককালীন অনুদান দিতে পারেন।

(৩) মৃত নির্মাণকর্মীর পরিবারকে এককালীন অর্থসাহায্য :

নিবন্ধীকৃত নির্মাণকর্মীর মৃত্যুতে পর্ষদ তার মনোনীত নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যকে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে এককালীন ৩০,০০০/- (তিরিশ হাজার টাকা) অর্থসাহায্য প্রদান করবেন।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, যেসব নিবন্ধীকৃত নির্মাণকর্মী পর্ষদ প্রদেয় সমষ্টিগত বীমার আওতাভুক্ত নন, তার পরিবারই এই মৃত্যুকালীন অর্থসাহায্য পাবেন।

(৪) অবসর ভাতা (পেনশন) :

ন্যূনতম পাঁচ (৫) বছর একাদিক্রমে নথিভুক্ত থাকলে, সেই নির্মাণকর্মী তাঁর ষাট (৬০) বছর বয়স পূর্ণ হলে পর্ষদের কাছ থেকে আমৃত্যু নিয়মিত মাসিক হারে অবসর ভাতা পাবেন।

প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছর একাদিক্রমে নথিভুক্ত থাকলে মাসিক ভাতার পরিমাণ ৪০০/- (চারশত টাকা) ও পরবর্তী বছর পিছু নথিভুক্ত থাকলে আরো দশ টাকা (১০/-) হারে এই অবসর ভাতা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) গৃহ নির্মাণের জন ঋণ :

কল্যাণ পর্ষদ নথিভুক্ত কর্মীকে, তার নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০/-) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করবে।

পাঁচ বছর নথিভুক্ত আছেন ও আরো পনেরো বছর তালিকাভুক্ত থাকবেন (অর্থাৎ ৪৫-এর মধ্যে বয়স) এমন নির্মাণকর্মীর নিজস্ব নামে জমি থাকলে তিনি এই অগ্রিম পেতে পারেন। ৫% সুদে পর্ষদ নির্ধারিত কিস্তির মাধ্যমে এটি পরিশোধিত হবে।

(৬) সমষ্টি বীমা প্রকল্প :

নথিভুক্ত নির্মাণকর্মীর জীবন সুরক্ষায় কল্যাণ পর্ষদ কোনো জীবনবীমা সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যথাযথ প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারেন ও পর্ষদের তহবিল থেকে নির্মাণকর্মীর বীমার কিস্তির টাকা প্রদান করতে পারেন।

(৭) নির্মাণকর্মীর সন্তানের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা :

নির্মাণকর্মী ৬ মাস পর্ষদে তালিকাভুক্ত থাকলে তার সন্তানের শিক্ষার জন্য পর্ষদ নির্দিষ্ট এককালীন অর্থসাহায্য প্রদান করবেন।

আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ এই রকম :

- **মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পাঠরতদের একহাজার (১০০০/-) টাকা অনুদান।**
- **উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ ও স্নাতক অথবা ডিপ্লোমা কোর্স পাঠরতদের দেড় হাজার (১৫০০/-) টাকা অনুদান।**
- স্নাতক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে স্নাতকোত্তর / কারিগরি বিষয়ে পড়ার জন্য দুই হাজার (২০০০/-) টাকা অনুদান।
- **যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Joint Entrance Examination) সফল হয়ে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য পাঁচ হাজার (৫০০০/-) টাকা অনুদান।**

(৮) মহিলা নির্মাণকর্মীর জন্য মাতৃত্বকালীন অনুদান :

নির্মাণ শিল্পে কর্মরত ন্যূনতম ১ বছর পর্ষদে তালিকাভুক্ত মহিলা কর্মী সন্তান প্রসবের সময় দুই হাজার (২০০০/-) টাকা আর্থিক সাহায্য পাবেন। উল্লেখ্য এই যে উক্ত মহিলাকর্মী এই অনুদান সর্বাধিক দুইবার পাবেন।

নির্দেশ নং ২৭ নং (২৬৯ নং বিধি অনুযায়ী) উপকৃত হিসাবে নাম নথিভুক্তির আবেদনপত্র

ছবি

১। ক — নির্মাণকর্মীর নাম :

খ — পিতার নাম / স্বামীর নাম :

গ — জন্ম তারিখ / বয়স :
(বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল দিতে হবে)

ঘ — স্থায়ী ঠিকানা :

ঙ — বর্তমান ঠিকানা :

চ — বৈবাহিক অবস্থান : বিবাহিত / অবিবাহিত / বিধবা / বিপত্নীক

আবেদনকারী যে সংস্থা / সংস্থাসমূহে বিগত ১২ মাস কাজ করছেন সেটির / সেগুলির কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	আবেদনকারী যেখানে কাজ করেন / করতেন তার বিবরণ ও স্থান	সংস্থাটির নথিভুক্তি সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১ ২ ৩			

আবেদনকারীর পদ এবং কাজের ধরন	কাজে যোগদানের তারিখ এবং ছাড়ার তারিখ		প্রকৃত কাজ করার দিনের সংখ্যা	মন্তব্য
	যোগদানের তারিখ / ছাড়ার তারিখ			
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

৩। পি এফ / ই এস আই নং / (যদি থাকে) :

৪। নথিভুক্তির জন্য টাকা জমা দেওয়ার সাপেক্ষে কাগজের বিবরণ :

৫। জমার হার :

৬। অর্থ জমা করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক-এর নাম ও শাখার বিবরণ :

আবেদনকারীর সই

স্থান :

তারিখ :

আমি ঘোষণা করছি যে এই আবেদনকারী ২নং ধারায় উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্মাণকর্মী হিসাবে নিয়োজিত ছিল/আছে।

নিয়োগকর্তা/এম এল এ/জেলা পরিষদের সভাপতি/শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি মহকুমা পরিষদ/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর মেয়র/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান/পঞ্চায়েত সমিতি-র সভাপতি/ মিউনিসিপ্যালিটি-র চেয়ারম্যান/মিউনিসিপ্যালিটি-র ভাইস চেয়ারম্যান/গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান/ ন্যূনতম মজুরির পর্যবেক্ষক/কৃষি-র ন্যূনতম মজুরির পর্যবেক্ষক/দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল-এর কাউন্সিলরের সই ও সিলমোহর

৩১ নং ফর্ম ২৭০ নং বিধি অনুযায়ী
মনোনয়ন পত্র

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তি(দের) কে আমার ওপর যথাযথভাবে নির্ভরশীল হওয়ার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ থেকে যাবতীয় পাওনা প্রাপ্তির জন্য আমার পক্ষে এবং আমার মৃত্যু সাপেক্ষে যথাযথ উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করছি।

মনোনীত (দের) নাম এবং ঠিকানা	নির্মাণকর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক	মনোনীত (দের) বয়স	প্রতি মনোনীতের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ

আবেদনকারী শ্রমিকের স্বাক্ষর

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ব্যাঙ্কের ব্যবহারের জন্য)

শাখা

অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম-সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
(দরখাস্ত-তথা-নমুনা)

পুরো নাম (বড় হরফে)	পেশা
১.	
২.	
৩.	
ঠিকানা (১ম বিনিয়োগকারীর)	টেলিফোন নং

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক .... শাখা

আপনার ব্যাঙ্কের খাতায় আমার নামে একটি নন-অপারেটিভ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমি এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করছি যাতে মাসিক ২০ টাকা হারে ত্রৈমাসিকভাবে রেজিস্ট্রেশন ফি/সাবস্ক্রিপসন বাবদ লেবার ডিপার্টমেন্টের দ্বারা নির্ধারিত মাধ্যম মারফত বিল্ডিং এবং নির্মাণের অন্যান্য কাজের জন্য ওয়েলফেয়ার ফান্ড "দি বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকসন ওয়ার্কস" (নিয়োগের নিয়মাবলী এবং কার্যের শর্তাদি) রুলস ২০০৪-এর অনুকূলে অগ্রিম জমা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টের অনুকূলে ব্যাঙ্ক এই টাকা গ্রহণ করবে এবং বছরে একবার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে লেবার ডিপার্টমেন্টের অ্যাপেক্স অ্যাকাউন্ট-এ পাঠাবার দায়িত্বে থাকবে। উল্লিখিত অ্যাক্ট—অনুসারে লেবার ডিপার্টমেন্টে দ্বারা প্রদেয় ক্ষতিপূরণ/লাভ ব্যতীত অন্য কোনো খাতে টাকা তোলা যাবে না। আমি ঘোষণা করছি ব্যাঙ্ক-এর সেভিংসের নিয়মাবলী আমি পড়েছি এবং আমি তা পালন করতে বাধ্য থাকব।

অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার-এর হস্তাক্ষর এবং সিলমোহর

নমুনা স্বাক্ষর

ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজারের স্বাক্ষর

২৮ নং ফর্ম ২৭০ *বিধি*
উপকৃত শ্রমিকের পরিচয় পত্র

ক্রমিক সংখ্যা

উপকৃত
নিবন্ধীকরণ
আধিকারিকের
সহি, তারিখ ও
সিলমোহর

১। (ক) নির্মাণকর্মীর নাম
 (খ) পিতা / স্বামীর নাম
 (গ) স্থায়ী ঠিকানা
 (ঘ) বর্তমান ঠিকানা
 (ঙ) জন্ম তারিখ

২। উপকৃত কর্মী যে সংস্থায় কাজ করছেন তার নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধীকরণ নং

৩। নির্মাণকর্মীর কাজের ধরন

৪। (ক) নিবন্ধীকরণ নং
 (খ) নিবন্ধীকরণ তারিখ

৫। উপকৃত ও নিবন্ধীকৃত শ্রমিকের স্বাক্ষর

উপকৃত নিবন্ধীকরণ আধিকারিকের স্বাক্ষর

৩৪ নং ফর্ম ধারা ২৭৪ অনুযায়ী
দুর্ঘটনায় অনুদানের জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
২। আবেদনকারীর বয়স ও জন্ম তারিখ
৩। নিবন্ধীকরণ নং
৪। প্রথম চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ, পরিমাণ চালান নং, ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা
৫। শেষ চাঁদা দেওয়ার তারিখ, পরিমাণ চালান নং, ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা
৬। সমগ্র চাঁদার পরিমাণ
৭। দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ
৮। দুর্ঘটনায় অসমর্থতার ধরন
৯। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হলে ভর্তি ও ছাড়প্রাপ্তির তারিখ
১০। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না হলে চিকিৎসা স্থান ও সময়
১১। আবেদনকারীর কি প্লাস্টার হয়েছিল, যদি হয় তবে কত দিন ?
১২। প্রদেয় তথ্যসমূহের বিশদ বিবরণ
১৩। আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন
১৪। পর্ষদ থেকে ইতিপূর্বে কোনো আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হলে তার বিশদ বিবরণ

উপরোক্ত বক্তব্য আমার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান :

তারিখ :

....

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

৩৫ নং ফর্ম ধারা ২৭৫ অনুযায়ী
মৃত্যুকালীন অনুদানের জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
২। শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্ক
৩। শ্রমিকের নাম ও ঠিকানা
৪। নিবন্ধীকরণ নং
৫। শ্রমিকের বয়স ও জন্ম তারিখ
৬। শ্রমিকের বৈবাহিক অবস্থান
৭। মৃত্যুর কারণ (বিশদ বিবরণসহ)
৮। প্রদেয় তথ্যসমূহের বিশদ বিবরণ
৯। আর্থিক সহায়তার পরিমাণ

উপরোক্ত বক্তব্য আমার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান
তারিখ

মনোনীত সদস্যের নাম ও স্বাক্ষর

৩৭ নং ফর্ম বিধি ২৭৬(২)(ক) অনুযায়ী
অবসরভাতার (পেনশন) জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :
২। নিবন্ধীকরণ নং :
৩। ৬০ বছর বয়স পূর্তির তারিখ :
৪। প্রথম চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ, পরিমাণ ও ব্যাঙ্কের নাম :
৫। যদি চাঁদা জমা দেওয়ার খেলাফ হয় তবে তার কারণ :
৬। শেষ চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ, পরিমাণ ও ব্যাঙ্কের নাম :
৭। তথ্যসমূহের তালিকা
   (ক) পরিচয়পত্র :
   (খ) পাসবই :
   (গ) চালান
৮। পেনশন পাঠাবার ঠিকানা :
৯। অন্য তথ্যাদি (অন্যান্য কল্যাণ পর্ষদ থেকে সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্তির বিশদ বিবরণ) :

উপরোক্ত বক্তব্য আমার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান :
তারিখ :

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

৩৯ নং ফর্ম ধারা ২৭৭(১) অনুযায়ী
গৃহ নির্মাণ অনুদানের জন্য আবেদন পত্র
(নব নির্মাণ/গৃহ ক্রয়ের জন্য)

১। (ক) আবেদনকারীর নাম :
(খ) স্থায়ী ঠিকানা :
(গ) বর্তমান ঠিকানা :
২। জন্ম তারিখ :
৩। অবসর গ্রহণের তারিখ :
৪। (ক) নিবন্ধীকরণ নং :
(খ) নিবন্ধীকরণ তারিখ :
(গ) চাঁদা প্রেরণের তারিখ :
(ঘ) প্রথম চাঁদা প্রেরণের তারিখ :
(ঙ) শেষ চাঁদা প্রেরণের তারিখ :
(চ) সর্বমোট প্রদেয় জমার পরিমাণ :
(ছ) সদস্যপদ কখনও নবীকরণ হয়েছে কি ?
হয়ে থাকলে তার বিবরণ :
(জ) নবীকরণের বিশদ বিবরণ :
৫। অগ্রিম অনুদানের কারণ (নব নির্মাণ/গৃহ ক্রয়ের জন্য) :
৬। আবেদনকারী স্বগৃহ আছে কি (বিশদ বিবরণ) :
৭। প্রয়োজনীয় অগ্রিমের পরিমাণ :
৮। জমির বিশদ বিবরণ :
(ক) পঞ্চায়েত / শহর :
(খ) গ্রাম :
(গ) তালুক :
(ঘ) জেলা :
(ঙ) এলাকা :
(চ) সার্ভে নং :
(ছ) সম্পত্তির মূল্য :
৯। আবেদনকারী গৃহ নির্মাণের জন্যে অন্য কোনো ঋণ গ্রহণ করলে তার বিশদ বিবরণ
১০। গৃহ নির্মাণ / গৃহ ক্রয়ের জন্যে আনুমানিক খরচ :
১১। ঋণ ছাড়া অন্য গৃহীত অর্থের বিশদ বিবরণ :
১২। আবেদনকারী পর্ষদ থেকে ইতিপূর্বে ঋণ গ্রহণ করেছে কিনা :

ঘোষণাপত্র

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বক্তব্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান : *স্বাক্ষর* : ....
তারিখ : *নাম* : ....

পর্ষদ নির্দিষ্ট সমগ্র তথ্যসমূহ এই সঙ্গে গ্রথিত হল।

বিধি নং ২৭৯
নথিভুক্ত শ্রমিকের সন্তানের শিক্ষার জন্য
আর্থিক সহায়তার আবেদনপত্র

১। নাম ....

২। নথিভুক্তি নম্বর ....

৩। ঠিকানা ....

....

৪। (ক) প্রথম অর্থ প্রদানের তারিখ ....

(খ) শেষ অর্থ প্রদানের তারিখ ....

(গ) অর্থ প্রদানের মেয়াদ ....

৫। নথিভুক্ত শ্রমিকের সন্তানদের নাম ও তাদের সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক

(ক) .... (ছেলে/মেয়ে)

(খ) .... (ছেলে/মেয়ে)

৫-এ। শেষ উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম ও বৎসর (মাধ্যমিক/সমতুল্য অথবা উচ্চমাধ্যমিক / সমতুল্য অথবা বি.এ./ বি.এসসি./বি.কম./ডিপ্লোমা কোর্স) ....

৬। নথিভুক্ত শ্রমিকের সন্তানের দ্বারা পাঠরত কোর্সের নাম (উচ্চমাধ্যমিক/সমতুল্য, বি.এ./বি.এসসি./বি.কম./ ডিপ্লোমা কোর্স, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল ডিগ্রি কোর্স) :

৭। সন্তান যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত তার নাম ও ঠিকানা :

৮। প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তারিখ :

৯। যদি সন্তান পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে তবে তা কোন বৎসরে এবং তালিকায় প্রাপ্ত স্থান : (প্রাপ্ত স্থানের স্বপক্ষে নথি প্রদান করতে হবে)

১০। যদি আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ থেকে তার কোনো সন্তানের জন্য পূর্বে শিক্ষা অনুদান (বর্তমান আবেদনকৃত সন্তানসহ) পেয়ে থাকে তবে তার নাম, বৎসর ও অনুদানের পরিমাণ :

১১। যে-সকল নথি জমা দিতে হবে :

(ক) সন্তান যে প্রতিষ্ঠানে/বিভাগে শিক্ষারত তার প্রধানের কাছ থেকে একটি আসল শংসাপত্র জমা করতে হবে এই মর্মে যে সন্তান প্রকৃতই আবেদনে উল্লিখিত পাঠক্রমে পাঠরত আছে।

(খ) প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাখাতে জমাকৃত অর্থের রসিদের নকল/পরিচয়পত্র।

উল্লিখিত সমস্ত বক্তব্যই সত্য।

স্থান : .....

তারিখ :

নথিভুক্ত আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

ফর্ম ৪০ বিধি ২৮০ অনুযায়ী

উপকৃত শ্রমিক অথবা তার নির্ভরশীল সদস্যের কঠিন ব্যাধির চিকিৎসায় নগদ অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :
২। বয়স ও জন্ম তারিখ :
৩। নিবন্ধীকরণ নং :
৪। (ক) প্রথম চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ
(খ) পরিমাণ ও ব্যাঙ্কের নাম, শাখাসহ :
৫। (ক) শেষ চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ :
(খ) পরিমাণ ও ব্যাঙ্কেব নাম, শাখাসহ
৬। সর্বমোট প্রদেয় জমার পরিমাণ
৭। রোগীর নাম ও উপকৃতের সঙ্গে সম্পর্ক .
৮। ব্যাধি/শল্য চিকিৎসার বিশদ বিবরণ :
৯। চিকিৎসা কালপর্ব :
১০। (ক) চিকিৎসার স্থান :
(খ) সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হলে ভর্তি ও ছাড়প্রাপ্তির তারিখ :
১১। তথ্যসমূহের তালিকা :
১২। প্রার্থিত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ :
১৩। ইতিপূর্বে এই মর্মে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের বিশদ বিববণ .

উপবোক্ত বক্তব্য আমার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান .　　　　　　　　　　　　　　　　*স্বাক্ষর* ·
তাবিখ ·　　　　　　　　　　　　　　　　*আবেদনকাবীব নাম* ·

ফর্ম ৪১ বিধি ২৮১ অনুযায়ী

মাতৃত্বকালীন অনুদানের জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা .
২। নিবন্ধীকরণ নং :
৩। বয়স ও জন্ম তারিখ :
৪। স্বামীর নাম
৫। মাতৃত্বকালীন আবদ্ধতাব তাবিখ ও সময় — থেকে—, —মাস, —দিন
৬। এই অনুদানের জন্য ইতিপূর্বে আবেদন হয়েছে কিনা
৭। যদি হয়ে থাকে কতবার (বিশদ বিবরণসহ) .
৮। নিবন্ধীকরণ তারিখ :
৯। (ক) প্রথম চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ
(খ) পরিমাণ ও ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা :
১০। (ক) শেষ চাঁদা জমা দেওয়ার তারিখ :
(খ) পরিমাণ ও ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা :
১১। জমা দেওয়া প্রমাণপত্রের তালিকা :
(ক) চালানের প্রতিলিপি অথবা পাসবই-এর প্রতিলিপি :
(খ) আসল চিকিৎসা প্রমাণপত্র :

উপরোক্ত বক্তব্য আমার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান :　　　　　　　　　　　　　　　　*স্বাক্ষর* :
তারিখ :　　　　　　　　　　　　　　　　*আবেদনকারীর নাম* :

চিকিৎসা প্রমাণপত্রের ফর্ম

(যে কোনো চিকিৎসা আধিকারিক, সহ শল্য চিকিৎসক পদের নীচে নয়, থেকে গ্রহণীয়)

আমি শ্রীমতী .... বয়স · **স্ত্রী-কে পরীক্ষা করেছি**
তিনি .... মাস সন্তান সম্ভবা। তিনি .... তারিখে একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

স্থান　　　　　　　　　　　　　　　　চিকিৎসকের নাম :
তারিখ

বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

(ক) বিড়ি শ্রমিক দর জন্য কেন্দ্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

বিড়িশিল্পের ন্যায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জীবনধারার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা দ্বারা কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে তার কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রসারিত করেছে।

বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল

১৫.২.১৯৭৭ সাল কার্যকর হওয়া বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠিত হয় ১৯৭৬ সালের বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন অনুযায়ী।

উপরোক্ত তহবিল বিড়ি উৎপাদন সেস আদায়ের দ্বারা গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই সেস-এর দর ভারত সরকারের একসাইজ ডিউটি অফ কাস্টমস্ অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত আছে।

বিড়ি—১০০০ বিড়ি প্রস্তুতের ওপর ৫ টাকা।

হাসপাতাল, ডিসপেনসারি থেকে নিখরচায় চিকিৎসা সেবার প্রকল্প—

বিড়ি শ্রমিক ও তাঁর পরিবারবর্গ ও নির্ভরশীল ব্যক্তিদের হাসপাতাল / ডিসপেনসারির বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে বিনা পয়সায় চিকিৎসা, ঔষধ / প্যাথলজি ও রেডিওলজি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

কলকাতা অঞ্চলে স্থায়ী ও চলমান ডিসপেনসারি ও পশ্চিমবঙ্গে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি স্থায়ী হাসপাতাল করা হয়েছে।

বিড়ি শ্রমিক ও পরিবারবর্গের চিকিৎসার সুবিধার্থে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ সম্বলিত হাসপাতাল নির্মাণার্থে অনুদান প্রদান

রাজ্য সরকার / ই এস আই কর্পোরেশন / স্বীকৃত বিড়ি শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণ সমবায় / স্বীকৃত বেসরকারি সংস্থা/ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার স্বীকৃত বেসরকারি সংস্থা / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার স্বীকৃত হাসপাতাল / বেসরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি যারা বিড়ি শ্রমিক ও পোষ্যবর্গের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের সুবিধা সম্বলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদানে ইচ্ছুক বা তদুদ্দেশ্যে বর্তমান পরিকাঠামো সম্প্রসারণে ইচ্ছুক তাঁরা নিম্ন বর্ণিত অনুদান পাওয়ার যোগ্য।

(ক) চিকিৎসা সরঞ্জামের মূল্য সহ নির্মাণ কার্যের জন্য ২ কোটি টাকা অবধি অথবা প্রকৃত খরচের ৭৫ শতাংশ।

(খ) অ্যাম্বুলেন্স বা মোবাইল ভ্যানের জন্য ৪ লক্ষ টাকা অথবা প্রকৃত খরচের ৭৫ শতাংশ টাকা উভয়ের মধ্যে যেটি কম তা প্রদান করা হবে।

(গ) ১৫ শয্যা বিশিষ্ট বিড়ি শ্রমিকদের এই ধরনের হাসপাতালের ক্ষেত্রে ঔষধ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা অথবা প্রকৃত খরচের ৭৫ শতাংশ আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে।

শর্তাবলি :

১। এক বছরে তিনটির বেশি আবেদন অনুমোদনযোগ্য নয়।

২। হাসপাতালের গৃহ নির্মাণ ব্যয়ে জমির দাম যোগ করা হবে না।

৩। আবেদন পত্র রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ তথা রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

৪। প্রস্তাবিত অঞ্চলে ২৫ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে ২০,০০০ হাজার বিড়ি শ্রমিকের বসবাস হওয়া আবশ্যিক।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে টিবি হাসপাতালের শয্যার প্রকল্প, টিবি রোগাক্রান্ত বিড়ি শ্রমিকদের গৃহ চিকিৎসা যোজনা, ক্যানসার রোগের চিকিৎসা খরচ প্রত্যর্পণ যোজনা, হার্টের রোগের চিকিৎসা খরচ প্রত্যর্পণ যোজনা, কিডনি প্রতিস্থাপনের খরচ প্রত্যর্পণ যোজনা, বন্ধ্যাত্বকরণে আর্থিক ক্ষতিপূরণ যোজনা, মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা সেবা প্রদান প্রকল্প রয়েছে।

এছাড়াও বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কুষ্ঠ নিরাময় যোজনা, মানসিক রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা, বিপত্নীক ও বিধবা শ্রমিকের কন্যার বিবাহের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরও আছে—সামাজিক নিরাপত্তা যোজনার অন্তর্গত গ্রুপ বীমা যোজনা, শ্রমিকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনে আর্থিক সহায়তার প্রকল্প।

বিড়ি শ্রমিকদের জন্য বিনোদন যোজনাও রয়েছে যার মাধ্যমে অন্তত ২০ সদস্যের বিড়ি শ্রমিকদের কো-অপারেটিভ সংস্থা টেলিভিশন সেট পেতে পারেন। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তার ব্যবস্থা এবং পুরীতে হলিডে হোমে থাকার ব্যবস্থা এবং ভ্রমণের খরচা প্রত্যর্পণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

খনি ও সিনেমা শিল্পের শ্রমিকের কল্যাণের উদ্দেশ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ প্রকল্প রয়েছে।

গৃহ নির্মাণ প্রকল্প যোজনা

১। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য 'সংশোধিত সম্পূর্ণ গৃহনির্মাণ যোজনা ২০০৭' নামে একটি নতুন যোজনা কার্যকর হয়েছে। এই যোজনায় যোগ্য শ্রমিকরা বসতবাড়ি নির্মাণে ৪০,০০০/- টাকা অনুদান পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের ৫০০০ টাকা গচ্ছিত রাখতে হবে। গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির দাম সমেত সমগ্র নির্মাণ খরচ কমপক্ষে ৪৫,০০০/- টাকা বা তার কম এবং সর্বাপেক্ষা ১ লক্ষ টাকা হওয়া প্রয়োজন।

আবেদন রীতি—একটি নির্ধারিত ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে এবং তার সঙ্গে প্রতিটি বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য ৫০০০ টাকা জেলা ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কল্যাণ ও সেস কমিশনার শ্রম কল্যাণ সংগঠন, ভারত সরকার-এর মাধ্যমে দিল্লিস্থিত ভারতীয় শ্রম ও কর্মনিয়োগ দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল (শ্রমকল্যাণ)-এর কাছে প্রশাসনিক অনুমোদন ও অনুদান পাওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলি

১। ঘরখাটা বা কোনো প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত বিড়ি শ্রমিক এবং খনি শ্রমিক, যারা কমপক্ষে এক বছর কাজে নিযুক্ত এবং যাদের মাসিক রোজগার যথাক্রমে ৬,৫০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকার বেশি নয় তারা এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

২। বিড়ি শ্রমিকদের নিজস্ব নামে জমি থাকতে হবে বা রাজ্য সরকার বা গ্রাম সভা দ্বারা প্রদত্ত জমি থাকলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

৩। শ্রমিক বা তার পোষ্যবর্গের নামে আগে থেকে কোনো বাড়ি থাকলে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

৪। বিড়ি শ্রমিকের স্বামী বা স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্য যদি পূর্বে সরকারের গৃহ নির্মাণ যোজনায় আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন তবে বর্তমান যোজনার সুবিধা ভোগে ব্যর্থ হবেন।

৫। ১৮ মাসের মধ্যে গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। গৃহের আয়ুষ্কাল কমপক্ষে ২০ বছর হওয়া প্রয়োজন।

৭। যোজনা অনুযায়ী অন্যান্য শর্তাবলি প্রযোজ্য।

বিড়ি শ্রমিকদের ওয়ার্কস শেড / গোডাউন নির্মাণ যোজনা—

আবেদনযোগ্য — বিড়ি শ্রমিকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

যোগ্যতা — বিড়ি শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত সরকার অনুমোদিত কো-অপারেটিভ যাদের সদস্য সংখ্যা ৭৫ বা তার অধিক এবং যারা ওয়ার্কস শেড ও গোডাউন উভয় নির্মাণের জন্য আবেদন করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই ওয়ার্কস শেড ও গোডাউনের আয়ুষ্কাল অন্তত ২০ বছর হতে হবে এবং ওয়ার্কস শেড হতে হবে ৭৫০ বর্গফুটের ও গোডাউন হতে হবে ৬০০ বর্গফুটের।

সুবিধা — ওয়ার্কস শেড বা গোডাউন উভয় নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক সাহায্য এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বা প্রকৃত খরচের ৭৫ শতাংশ টাকা উভয়ের মধ্যে যেটি কম হবে তা তিনটি কিস্তিতে ৩০ শতাংশ, ৫০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ হিসাবে যথাক্রমে ভিত, ছাদ ও সম্পূর্ণ নির্মাণ হলে কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দেওয়া হবে। এই নির্মাণ কাজ প্রথম কিস্তি প্রদানের ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষা যোজনা

১। বিড়ি শ্রমিকদের বাচ্চাদের স্কুলের পোশাক, শ্লেট, লেখার খাতা / পাঠ্য বই কেনার আর্থিক সহায়তা যোজনা—

আবেদনযোগ্য — বিড়ি শ্রমিক।

যোগ্যতা — যে সমস্ত বিড়ি শ্রমিকের সন্তানেরা সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তপক্ষে ৬ মাস যাবৎ পাঠরত এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মারফত এই যোজনায় আবেদন করেছে তারা এই সুবিধা পেতে পারে। তবে যে সমস্ত আবেদনকারীর সন্তান প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির মধ্যে পাঠরত তারাই কেবলমাত্র এইসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

সুবিধা — এই যোজনায় আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের বছরে ২৫০ টাকা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

২। পঞ্চম বা উচ্চতর শ্রেণিতে পাঠরত বিড়ি শিল্পের শ্রমিকের সন্তানদের বৃত্তিপ্রদান (স্নাতকোত্তর, এম. বি. বি. এস., বি. টেক., এল. এল. বি. এবং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক পড়াশোনাও অন্তর্ভুক্ত)।

আবেদনযোগ্য — বিড়ি শিল্পের শ্রমিকদের সন্তানরা এই যোজনায় আবেদন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে বিড়ি ও খনি শ্রমিকদের মাসিক রোজগার ১০,০০০ টাকা বা তার কম হতে হবে এবং সিনেমা শিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাসিক রোজগার ৮,০০০ টাকা ও বাৎসরিক রোজগার ১ লক্ষ টাকা হতে হবে। আবেদনকারী তার আবেদন পত্র অবশ্যই তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক প্রধান মারফত ওয়েলফেয়ার কমিশনারের কাছে পাঠাতে হবে।

যোগ্যতা — সেই সমস্ত বিড়ি শ্রমিক যারা অন্তত ৬ মাস কর্মে নিযুক্ত এবং যাঁদের সন্তানরা যারা পঞ্চম শ্রেণি বা তা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণিতে / সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় / কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত তারা আবেদন করতে পারেন। যে সমস্ত শ্রমিকদের সন্তান তাদের গত পরীক্ষাটি প্রথম সুযোগেই উত্তীর্ণ হয়েছে এবং নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক প্রধান মারফত আবেদন করেছে তারা এই সুযোগের সুবিধা পেতে পারে।

সুবিধা

শ্রেণি	আর্থিক সাহায্যের হার
পঞ্চম - অষ্টম	মেয়েদের জন্য ৯৪০ টাকা প্রতি বছর ছেলেদের জন্য ৫০০ টাকা প্রতি বছর
নবম শ্রেণি	মেয়েদের জন্য ১১৪০ টাকা প্রতি বছর ছেলেদের জন্য ৭০০ টাকা প্রতি বছর
দশম শ্রেণি	মেয়েদের জন্য ১৮৪০ টাকা প্রতি বছর ছেলেদের জন্য ১৪০০ টাকা প্রতি বছর
একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণি পি. ইউ. সি. ১ ও পি. ইউ. সি. ২	মেয়েদের জন্য ২৪৪০ টাকা প্রতি বছর ছেলেদের জন্য ২০০০ টাকা প্রতি বছর
স্নাতক/স্নাতকোত্তর ৩ বছরের ডিপ্লোমা	মেয়েদের জন্য ৩০০০ টাকা প্রতি বছর ছেলেদের জন্য ৩০০০ টাকা প্রতি বছর
পেশাগত শিক্ষা (বি. ই/এম. বি. বি. এস/ বি. এসসি. - কৃষি ইত্যাদি)	মেয়েদের জন্য ৮০০০ টাকা প্রতি বছর ছেলেদের জন্য ৮০০০ টাকা প্রতি বছর

(খ) বিড়ি শ্রমিকদের জন্য রাজ্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প
শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিড়ি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর কয়েকটি বিশেষ কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই কল্যাণ প্রকল্পর মাধ্যমে বিড়ি শ্রমিকদের শর্তসাপেক্ষে অনুদান দেওয়া হবে।

১। বিড়ি শ্রমিকের গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা।

২। বিড়ি শ্রমিকের গৃহ নির্মাণে বিশেষ সহায়তা।

৩। বিড়ি শ্রমিকদের সমষ্টিগত গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন যথা, রাস্তাঘাট, জল, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য বিশেষ সহায়তা।

১। বৈদ্যুতীকরণ প্রকল্প

এই প্রকল্প অনুযায়ী একজন বিড়ি শ্রমিক তার গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য এককালীন ২৫০০/- টাকা অনুদান পাবেন।

যোগ্যতার শর্তাবলী

(ক) বিড়ি শ্রমিককে ন্যূনতম এক বছর এই শিল্প/পেশা (সংস্থায় কর্মরত অথবা গৃহে নিযুক্ত)-র সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

(খ) বিড়ি শ্রমিকের পারিবারিক মাসিক আয় অনূর্ধ্ব সাড়ে ছয় হাজার টাকা হতে হবে।

(গ) বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য মনোনীত বাসস্থানটির সংলগ্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিড়ি শ্রমিক নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে (নিদর্শ-১) সংশ্লিষ্ট সহ শ্রম মহাধ্যক্ষর কাছে আবেদন করবেন। যে বিড়ি শ্রমিকের নিজের নামে বাড়ি নেই, তিনি বাড়ির মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট বয়ানে বৈদ্যুতীকরণের জন্য একটি সম্মতিপত্র গ্রহণ করবেন ও আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দেবেন। বিবেচিত আবেদনপত্রগুলি সহ শ্রম মহাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে "West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd." (WBSEDCL) অথবা (CESC Ltd.)-এর কার্যালয়ে প্রেরিত হবে এবং অনুমোদিত হলে আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয় থেকে বিড়ি শ্রমিকের বাড়িতে বৈদ্যুতীকরণের অনুদান স্বরূপ ২৫০০/- টাকা 'WBSEDCL' অথবা CESC Ltd.-কে প্রদান করা হবে।

২। বিড়ি শ্রমিকের গৃহ নির্মাণে বিশেষ সহায়তা

সংশোধিত সম্পূর্ণ গৃহ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় ভর্তুকির ৪০,০০০/- টাকার সঙ্গে একজন বিড়ি শ্রমিক রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গৃহ নির্মাণের জন্য আরো ১০,০০০/- টাকা ভর্তুকি পাবেন। এই ভর্তুকি দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

যে সব বিড়ি শ্রমিক কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক থেকে সংশোধিত সম্পূর্ণ গৃহ প্রকল্পের (Revised Integrated Housing Schemes) ভর্তুকি গ্রহণের জন্য বিবেচিত হয়েছেন, তারাই রাজ্য সরকার প্রদত্ত এই ভর্তুকির জন্য অনুমোদন পাবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ভর্তুকির প্রতি কিস্তির পর আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ভর্তুকির কিস্তি প্রদান করবেন।

৩। বিড়ি শ্রমিক সমবায় আবাসন সমিতি-র পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা

যেখানে বিড়ি শ্রমিকেরা সমবায় আবাসন সমিতি গঠন করেছেন, সেখানে রাস্তাঘাট তৈরি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য রাজ্য সরকার সেই সমবায় আবাসন সমিতিকে প্রতি বসতবাড়ি পিছু ১০,০০০/- টাকা অনুদান দেবেন। এই অনুদান পেতে হলে সমবায় আবাসন সমিতিকে অবশ্যই নিবন্ধীকরণ করাতে হবে। সমবায় অব্যাসন সমিতি পরিকাঠামো উন্নয়নের নির্দিষ্ট রূপরেখা বর্ণনা করে, বিড়ি শ্রমিকদের ওই সমিতি আঞ্চলিক সহ শ্রম মহাধ্যক্ষর কাছে আবেদন করবেন। আবেদন পত্রের যোগ্যতা বিচার করে প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষ ওই সমিতিকে কিস্তিতে কিস্তিতে অনুদান প্রদান করবেন।

নিদর্শ-১

পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে (বিদ্যুতায়ন) বিড়ি শ্রমিকদের রাজ্য সরকারের অনুদানের জন্য আবেদনপত্র

সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ ....

.... সমীপেষু,

১। আবেদনকারীর নাম :

২। স্বামীর / পিতার নাম :

৩। বর্তমান ঠিকানা :

৪। আবেদনকারী যে সংস্থা / কারখানা / ঠিকাদার / মুন্সীর অধীনে কর্মরত তার নাম ও ঠিকানা :

৫। জন্ম তারিখ :

৬। বিড়ি শ্রমিকের পরিচয়পত্র নং ও ইস্যু হবার তারিখ : (ফটোকপি জমা দিতে হবে)

৭। ভবিষ্যনিধি নং (যদি থাকে) :

৮। পরিবারের মাসিক গড় আয় :

৯। গৃহ বা বাসস্থানের বিশদ বিবরণ :

(ক) প্লট নং - (খ) দাগ নং - (গ) জে. এল. নং

(ঘ) মৌজা - (ঙ) থানা - (চ) জেলা -

আমি ঘোষণা করছি যে, (ক) আমি একজন বিড়ি শ্রমিক যার মাসিক পারিবারিক আয় ৬,৫০০ টাকার কম (খ) আমার বাড়িতে কোনোরকম বিদ্যুৎ নেই (গ) আমার বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যুৎবাহী মেন লাইন আছে (ঘ) অনুমোদিত ঠিকাদার দিয়ে ওয়্যারিং-এর কাজ করানো হবে এবং (ঙ) উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সর্বৈব সত্য। আমি আরও ঘোষণা করছি যে বিদ্যুৎ সংযোগের খরচ ২৫০০ টাকার বেশি হলে অবশিষ্ট টাকা আমি দেব এবং যে কোনো ভুল তথ্য প্রদানের ফল ভোগ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকব।

আবেদনকারী স্বাক্ষর

উল্লিখিত বিবৃতি সর্বৈব সত্য বলে শংসায়িত হল।

স্বাক্ষর
সাংসদ / বিধায়ক / সভাধিপতি, জেলা পরিষদ /
সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি / পঞ্চায়েত প্রধান /
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক / পৌরসভা বা পৌরনিগমের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য

বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে (বিদ্যুতায়ন) রাজ্য সরকারের অনুদানের জন্য শ্রী / শ্রীমতী ....

.... পিতা / স্বামী ....

ঠিকানা .... এর নিকট হইতে একটি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হল।

তারিখ : .... *স্বাক্ষর* ....

অফিস সিলমোহর

বৈদ্যুতীকরণের জন্য সম্মতি পত্র

আমি / আমরা কার্যোপযোগী সংযোগের জন্য .... নং স্থানে বিদ্যুৎ স্থাপন ও নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার অনুমোদন করলাম এবং কোনো সংযোগকারী তার যদি আমার / আমাদের অধিকৃত .... নং স্থানের উপর / পাশ / মধ্য দিয়ে যায় তবে তাতে আমার / আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

বিড়ি শ্রমিকদের বাসস্থান মালিক

সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের রাজ্য সরকার প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য

এই অধ্যায়ে সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিছু সামাজিক সুরক্ষামূলক আইন ও প্রাসঙ্গিক প্রকল্পগুলির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে শ্রমিক সুরক্ষা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা গঠিত হতে পারে।

(ক) কর্মচারী ভবিষ্যনিধি আইন ১৯৫২

কুড়ি অথবা অধিক শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, এমন কারখানাগুলিতে সাধারণভাবে এই আইন প্রযোজ্য হলেও অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রেও এই আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। বর্তমানে এই আইন কারখানা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, চা এবং অন্যান্য বাগিচা, বিভিন্ন ব্যবসা তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মূল বেতন ও মহার্ঘভাতা খাতে যা প্রাপ্য, তার ১২ শতাংশ (ক্ষেত্র বিশেষে ১০ শতাংশ) একটি নির্ধারিত অর্থভাণ্ডারে জমা রাখতে হয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক কর্মচারীকে। নিয়োগকর্তাকেও একই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় এবং সম্মিলিত অর্থরাশি জমা করতে হয়।

মূল বেতন ও মহার্ঘভাতা ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাপ্য ৬ হাজার ৫ শত টাকা অতিক্রম করে গেলেও হিসেবের জন্য তা ধরা হবে না।

যে অর্থভাণ্ডারের কথা বলা হয়েছে তার পরিচালনা দায়িত্বে রয়েছেন এক কেন্দ্রীয় পর্ষদ। প্রতি বছরের জন্য জমা রাশির ওপর প্রদেয় সুদের হার নির্ধারণ এবং ঘোষণাও করেন এই কেন্দ্রীয় পর্ষদ।

১। *ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে* : নিজস্ব প্রদত্ত রাশি এবং নিয়োগকর্তার প্রদত্তরাশি (অবসরভাতা প্রকল্পে নিয়োজিত অংশ বাদে) তথা তদুপরি প্রযোজ্য সুদ সমেত সম্মিলিত অর্থ কর্মজীবনের সমাপ্তিতে শ্রমিক অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হয়।

২। *অবসরভাতা প্রকল্পের মাধ্যমে* : শ্রমিক কর্মচারী তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তিতে মাসিক অবসরভাতা পেয়ে থাকেন। তাঁর পরিবারে সদস্যরাও শর্তসাপেক্ষে এই অবসরভাতা পাওয়ার অধিকারী।

অবসরভাতা প্রকল্পে শ্রমিকের কাছ থেকে আলাদাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয় না। তবে মূল প্রকল্পে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত রাশি থেকে শ্রমিকের বেতন ও মহার্ঘভাতার ৮.৩৩ শতাংশের সম পরিমাণ অর্থ অবসরভাতা প্রকল্পে আলাদাভাবে রাখা হয়।

৩। *কর্মচারী জমা সংযুক্ত বীমা প্রকল্প* : এই প্রকল্পে শ্রমিক কর্মচারীকে কোনোরকম আর্থিক দায়িত্ব নিতে হয় না। নিয়োগকর্তাকে শ্রমিক কর্মচারীর মোট বেতনের ০.৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ প্রকল্প তহবিলে জমা রাখতে হয়। কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক কর্মচারীর মৃত্যু ঘটলে তাঁর পরিবারের সদস্য বা মনোনীত ব্যক্তি শ্রমিকের নামে জমা মূল ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে বিগত বারো মাসের মাসিক গড়ের সমপরিমাণ অর্থ পাবেন। এই গড় জমার পরিমাণ ৩৫ হাজার টাকার বেশি হলে ওই পরিমাণ টাকা ও তদূর্দ্ধ রাশির ২৫ শতাংশ এই খাতে প্রাপ্য হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই এই প্রকল্পে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ৬০ হাজার টাকার বেশি হবে না।

(খ) কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন ১৯৪৮

কর্মচারী রাজ্যবীমা আইনের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের অসুস্থতা, মাতৃত্ব, কর্মরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্তি, মৃত্যু, অসুস্থতাজনিত অক্ষমতা জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা, অনুদান ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। কারখানা ও সংস্থা

সমূহে নিয়োজিত শ্রমিকরাই এই সুবিধে পেতে পারেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এ জাতীয় সংস্থাগুলিতে এই আইন প্রযোজ্য হতে হবে।

শ্রমিক কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা উভয়কেই রাজ্যবীমা তহবিলে অর্থ প্রদান করতে হয়। শ্রমিক কর্মচারী তাঁর বেতনের ১.৭৫ শতাংশ এবং নিয়োগকর্তা শ্রমিক কর্মচারীর বেতনের ৪.৭৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে প্রদান করেন। নিয়োগকর্তাই তার নিজস্ব দেয় এবং শ্রমিক কর্মচারীর দেয় অর্থ সংগ্রহ করেন এবং এই তহবিলে প্রদান করেন।

কর্মচারী রাজ্যবীমা চিকিৎসা সুবিধা প্রকল্পে রাজ্য পরিচালিত ১৩টি ও রাজ্যবীমা করপোরেশন পরিচালিত ১টি হাসপাতাল আছে যার মাধ্যমে অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত রাজ্যে ৩৮টি সার্ভিস ডিসপেনসারি ও ৭০০ জন চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়াও ১৫টি রাজ্যবীমা ঔষধালয় আছে।

(গ) গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২

গ্র্যাচুইটি বা আনুতোষিক একটি এককালীন আর্থিক সহায়তা। কর্মজীবনের সমাপ্তিতে শ্রমিক কর্মচারীর অর্থাভাব দূর করাই এই আইনের উদ্দেশ্য।

পদত্যাগ, মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে কর্মক্ষমতা হারানো অবসর গ্রহণ ইত্যাদি কারণে কর্মজীবনের সমাপ্তিতে নিয়োগকর্তার তরফ থেকে শর্তসাপেক্ষে শ্রমিক কর্মচারীকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

সাধারণভাবে এই আইন প্রতিটি কলকারখানা, খনি, চা ও অন্যান্য বাগিচা, দোকান ও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংখ্যা দশ বা ততোধিক হওয়া প্রয়োজন। অন্তত পাঁচ বছর এক নাগাড়ে কাজ না করলে গ্র্যাচুইটি পাওয়া যায় না, তবে মৃত্যু বা কর্মক্ষমতা হারানোর ক্ষেত্রে পাঁচ বছর কাজ না করলেও গ্র্যাচুইটি পাওনা হতে পারে।

শ্রমিক বা কর্মচারী মোট যত বছর কাজ করেছেন প্রতি বছরে ১৫ দিনের মজুরি হিসেবে মোট তত বছরের জন্যই গ্র্যাচুইটি পাবেন। সর্বশেষ বছরে কাজের পরিমাণ যদি ৬ মাসের বেশি হয় সে ক্ষেত্রে ওই সময়কে পূর্ণ বছর হিসেবে গণ্য করতে হবে। গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রাপ্য হিসেব করতে হলে সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল মজুরি ও মহার্ঘভাতাকেই মজুরি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বোনাস, কমিশন, বাড়িভাড়া ভাতা, ওভারটাইম বা অন্যান্য ভাতাকে হিসেবের বাইরে রাখতে হবে।

সর্বমোট প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বেশি হবে না।

কোনো চুক্তি বা রায় অনুযায়ী প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রশ্নে গ্র্যাচুইটি আইনের শর্তাবলি কোনো বাধা হবে না।

(ঘ) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩

কারখানা, খনি, বাগিচা, নির্মাণশিল্প, পরিবহন সংস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। এর ফলে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত অথবা অসুস্থ শ্রমিক বা মৃত শ্রমিকের পরিবার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী হবেন। অবশ্যই কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন প্রযোজ্য এমন কলকারখানা বা সংস্থা এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে। এছাড়াও যে কোনো আঘাতজনিত অক্ষমতা তিনদিনের বেশি স্থায়ী হলেই এই আইনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

এই আইনে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত শ্রমিকের বয়স এবং অক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন কমিশনার বা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ মহাধ্যক্ষের মাধ্যমে এই খাতে শ্রমিকের প্রাপ্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

(৬) বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের অনিযুক্তি ভাতা / আর্থিক সহায়তা প্রকল্প

রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর দ্বারা পরিচালিত কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির মধ্যে 'বন্ধ শিল্পে শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প'টি সর্বপ্রথম।

রুগ্ন শিল্প, বাজার অর্থনীতি মালিকদের অভ্যন্তরীন সমস্যা, মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানা কারণে একটি শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। এই কর্মবিরতির ফলে শ্রমিকেরা প্রভূত আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হন। সংগঠিত ক্ষেত্রের এই সব শ্রমিকদের উপার্জনের অনিশ্চয়তার ভার কিছুটা লাঘব করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৮ সালে ১ এপ্রিল থেকে বন্ধ শিল্পে শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা চালু করেন।

অনুদানের পরিমাণ :

এই প্রকল্প অনুযায়ী বন্ধ কারখানা এবং চা বাগানের প্রতি শ্রমিক, কিছু শর্তসাপেক্ষে, মাসিক অনুদান পাবেন। গত ১ এপ্রিল ২০০৭ থেকে অনুদানের পরিমান ৫০০/- থেকে বর্ধিত হয়ে ৭৫০/- হয়েছে।

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা :

১। কারখানা অথবা চা বাগান ন্যূনতম এক বছর বন্ধ থাকতে হবে।

২। শ্রমিক কর্মচারীদের শিল্প বন্ধের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অবসরকালীন অর্থ (গ্র্যাচুইটি সহ) প্রদান করা হয়নি।

৩। বন্ধ কারখানাটি কারখানা আইনে অথবা চা বাগানটি বাগিচা শ্রমিক আইনে নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

বন্ধ কারখানা অথবা চা বাগানকে এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের কার্য্যালয়ে আবেদন করতে পারেন। এর পর আবেদন পত্রটি প্রকল্পে গঠিত 'স্ক্রিনিং কমিটি'-র কাছে পেশ হবে ও এই কমিটিতে বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট বন্ধ কারখানা / চা বাগান প্রকল্পের আওতায় আসবে। সরকারি নির্দেশনামার পরিপ্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত বন্ধ শিল্পের প্রতি শ্রমিক আর্থিক অনুদানের জন্যে শ্রম দপ্তরের আঞ্চলিক কার্য্যালয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ বিশেষ আবেদন পত্র জমা দেবেন। আবেদন পত্রগুলি প্রশাসনিক অনুমোদনের পর ওই আবেদনকারী শ্রমিকেরা নির্ধারিত হারে অনুদান পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

শ্রমিকের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার শর্তাবলি :

১। আবেদনকারীকে বন্ধ কারখানা / চা বাগানে স্থায়ী শ্রমিক হতে হবে এবং সেখানে তার কর্মসংস্থানের প্রমাণপত্র (ই এস আই / পি এফ / পরিচয় পত্র) দাখিল করতে হবে।

২। শ্রমিকের বয়স ৫৮ বছরের কম হতে হবে ও বয়সের প্রমাণ পত্র আবেদন পত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

৩। শিল্প বন্ধের ক্ষতিপূরণ (ক্লোজার কমপেনসেসন) অবসরকালীন অর্থ (গ্র্যাচুইটি সহ) পেয়ে গেলে শ্রমিক এই সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।

৪। আবেদনকারী শ্রমিক অন্য কোনো কর্মসংস্থায় অর্থ রোজগারের বিনিময়ে নিযুক্ত থাকবেন না ও এই মর্মে তাকে প্রতি বছর একটি শংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের পেনশন গ্রহণ করলে শ্রমিক এই আর্থিক সহায়তা পাবেন না।

৫৮ বছর বয়স অবধি একজন শ্রমিক এই অনুদান পাবার যোগ্য থাকবেন। শ্রমিকের ৫৮ বছর বয়সের আগে মৃত্যু হলে, তার মনোনীত সদস্য, ওই শ্রমিকের ৫৮ বছর বয়স অবধি একই পরিমাণে আর্থিক অনুদান পাবেন।

অনুদানের জন্য বিবেচিত প্রতিটি শ্রমিক / মনোনীত সদস্যের নামে সরকারের তরফ থেকে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে এবং অনুদানের অর্থ ওই অ্যাকাউন্ট জমা পড়বে।

বর্তমানে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকেরা ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে এই আর্থিক অনুদান পাচ্ছেন। কিন্তু বন্ধ চা বাগানে বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার গত ১ এপ্রিল ২০০৭ থেকে প্রতি মাসে এই অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। ভবিষ্যতে প্রকল্পে আওতাভুক্ত সমস্ত বন্ধ শিল্পে শ্রমিকদের প্রতি মাসে এই আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত দক্ষতাবৃদ্ধি প্রকল্প

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে দেশি-বিদেশি বিশাল মূলধনি বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থানের প্রভূত সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে পরিষেবা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পেশায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর বিরাট এক চাহিদা লক্ষ করা যাচ্ছে। আগামীদিনে রিটেল ম্যানেজমেন্ট, পরিবহন, তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরশিল্প, ফিনান্স, ইনসিওরেন্স, রিয়্যাল এস্টেট, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর ব্যাপক চাহিদার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন শিল্প ও প্রয়োজনীয় অনুসারী শিল্পস্থাপনের নিমিত্ত পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থানের অভূতপূর্ব সুযোগ আসছে।

কর্মসংস্থানে বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি কিছুদিন ধরেই সরকারের বিবেচনার মধ্যে ছিল। বিষয়টির সম্যক গুরুত্ব অনুধাবন করে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের কাজের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কাজের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষতাবৃদ্ধি প্রকল্প প্রচলনের সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গ্রহণ করেছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কর্মসূচি প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত :

(ক) অনুমোদিত বেসরকারি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি সহায়তা সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রার্থীদের শংসাপত্র প্রদান। প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অথবা, কোর্স-ফি-র ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)-এর মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম। কর্মপ্রার্থী তাঁর আগ্রহ, ক্ষমতা ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের জন্য কোর্স / বিষয় চয়ন করবেন। প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রার্থীরা যে শংসাপত্র পাবেন তা স্থানীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত করতে পারবেন। এই প্রকল্পে উল্লেখিত স্টেট লেভেল টেকনিক্যাল কমিটি যে সমস্ত বিষয় / কোর্স স্থির করবেন, সে সমস্ত বিষয় / কোর্সে প্রশিক্ষিত হওয়ার পর কর্মপ্রার্থী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন অথবা স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে উদ্যোগপতি হতে পারেন।

(খ) কর্মপ্রার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মহড়ার (Mock Test) আয়োজন। চাকরির বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক ও বিষয়মুখী দু-ধরনের পরীক্ষাতেই বসতে পারেন এবং এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করে নিজেদের আরো ভালভাবে এইসব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন।

(গ) বৃত্তি নির্দেশনা / পরামর্শ প্রধান যাতে কর্মপ্রার্থীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন করা যায় এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তাঁদের সঠিকভাবে অবহিত করা যায়। এই কর্মসূচির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশেষ কোচিং, পেশাসংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রকাশ, ভোকেশনাল কাউন্সেলিং ব্যুরো ও কেরিয়ার কর্নার স্থাপন ইত্যাদি রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহড়া পরীক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা কার্যক্রমের জন্য যোগ্য আগ্রহী প্রার্থীদের কোনো ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।

প্রকল্পটি রূপায়ণ করবেন কারা :

এই প্রকল্পটির রূপায়ক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়োগ অধিকার। বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক উপ-অধিকর্তাগণ নোডাল অফিসাররূপে কাজ করবেন।

কারা এই প্রকল্পটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন :

- যেসব কর্মপ্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের কোনো কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর ধরে নথিভুক্ত রয়েছেন।
- যে সমস্ত কর্মপ্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ২২ (বাইশ) বছর।
- যে সমস্ত প্রার্থী অন্তপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ শতাংশ) প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার (মান নির্ধারণের ব্যয়সমেত) বহন করতে সমর্থ হবেন।
- যে সমস্ত প্রার্থী এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ নেবেন তাঁরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় থেকে পরবর্তী তিন বছর এই প্রকল্পের অধীনে পুনরায় প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে :

প্রকল্পে উল্লেখিত স্টেট লেভেল টেকনিক্যাল কমিটি অগাস্ট অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় বর্তমান কাজের বাজারের প্রথা অনুযায়ী কিছু কোর্স / বিষয় প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য স্থির করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আরো অনেক নতুন কোর্স / বিষয় এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হবে। প্রকল্প অনুযায়ী এইসব কোর্স / বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রার্থীকে কোর্স ফি-র পঞ্চাশ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি প্রদান করতে হবে।

প্রশিক্ষণের জন্য আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।

প্রথম পর্যায়ে যে কোর্স / বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফিনান্স
২। কমার্শিয়াল আর্ট অ্যান্ড ভিসুয়াল কমিউনিকেশন
৩। কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড আর্কিটেক্চারাল অ্যাসিসস্টেন্টশিপ
৪। কুকারি অ্যান্ড ক্যাটারিং
৫। এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ম্যানেজমেন্ট
৬। ফুড প্রসেসিং
৭। জেমস্ অ্যান্ড জুয়েলারি
৮। হসপিটাল অ্যান্ড হেলথ ম্যানেজমেন্ট
৯। হোটেল ম্যানেজমেন্ট
১০। ইনফরমেশন টেক্নোলজি
১১। ইন্ফরমেশন টেক্নোলজি এনাবেল্ড সার্ভিস
১২। ইন্টিরিওর ডেকরেশন অ্যান্ড বিউটিফিকেশন
১৩। প্যারা মেডিকেল
১৪। রিটেল ম্যানেজমেন্ট
১৫। ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম
১৬। ফায়ার অ্যান্ড সিকিউরিটি
১৭। কমিউনিকেশন স্কিল

এছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত কোর্সগুলিতেও এ প্রকল্প অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

শিশু শ্রমিক ও জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ

শিশু শ্রমিক (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রিত নিয়োজন) আইনটি ১৯৮৬ সালে বলবৎ করা হয়। ১৪ বছর সম্পূর্ণ হয়নি এমন ব্যক্তিকে শিশু শ্রমিক বলা হচ্ছে। শিল্প, কৃষি, পরিষেবা প্রদান, প্রদান ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক কাজ করে। এছাড়াও আন্তঃরাজ্য নিবাসী, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, অদৃশ্য (অসংগঠিত ক্ষেত্রে) শ্রমিক হিসাবে এরা নিয়োজিত হয়। রাস্তায় বা অন্যত্র পরিত্যক্ত, অনাথ, পরিবারভুক্ত তথা পরিবার বহির্ভূত অবস্থায় শিশু শ্রমিকরা কাজ করে।।

ভারত সরকারের জাতীয় শিশু শ্রমিক নীতি ১৯৮৭ অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প প্রণীত হয়।

বর্তমানে রাজ্যের ১৭টি জেলায় ৮৬৮টি অনুমোদিত শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৯৫টি বিদ্যালয় চালু হয়েছে যাতে ৩৪,৮০০ শিশু শ্রমিক উপকৃত হচ্ছে।

এটি একটি কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প, যাতে বিনামূল্যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অচিরাচরিত প্রাথমিক শিক্ষা, বিনা মূল্যে কারিগরি শিক্ষা, দৈনিক ৫ টাকা হারে সুষম খাদ্য, মাসে ১০০ টাকা বৃত্তি প্রদান (শিশুর রোজগারের ঘাটতির আংশিক পূরণ কল্পে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান), বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে।

প্রসঙ্গত বিগত ১০ই অক্টোবর, ২০০৬ সাল থেকে, হোটেল, রেস্তোঁরা উল্লেখ্য খাবারের দোকান এবং গৃহভৃত্যের জন্য শিশু শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই জাতীয় কাজগুলিকে বিপজ্জনক কাজ হিসাবে পরিগণিত করা হবে।

শিশু শ্রমিকদের জন্য জেলা সমিতি ও বিশেষ বিদ্যালয়

১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে নিবন্ধীকৃত সমিতি গঠন করতে হবে। জেলাশাসক এই সমিতির সভাপতি এবং সঙ্গে থাকবেন শ্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেলা পরিষদ, ব্যাংক, পঞ্চায়েত, নিয়োগকর্তা, শিশুদের পিতামাতা ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তর ও বর্গীয় প্রতিনিধিগণ।

এই সমিতির তত্ত্বাবধানে বিপজ্জনক কাজ থেকে উদ্ধার করা শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ৯ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশু শ্রমিক এই বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে বিদ্যালয়গুলিতে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করবে।

প্রোজেক্ট ডিরেক্টর, ফিল্ড অফিসার, করণিক ইত্যাদি নিয়ে জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পের জেলা সমিতিগুলি কাজ করবে। এজন্য সমিতিকে প্রথমেই একটি সমীক্ষা করে নিজে হবে। সমিতি শিশুদের অর্থনৈতিক অবস্থা সহ বিভিন্ন তথ্য, তাদের সংখ্যা ইত্যাদি সমীক্ষা করে একটি কর্ম পরিকল্পনা সহ রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমীক্ষা ও তথ্যাদির ভিত্তিতে জেলাতে বিশেষ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা স্থির করবেন।

এই বিদ্যালয় পরিকল্পনার কাজে বিভিন্ন স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তথা এন.জি.ও., পঞ্চায়েত, শ্রমিক সংগঠন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিযুক্ত হতে পারে। না পাওয়া গেলে সমিতি নিজস্ব উদ্যোগেই এই বিদ্যালয় শুরু করতে পারে।

এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে সমিতিই শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবীর যোগ্যতা ঠিক করবে ও তাঁদের নির্বাচন করবে। ৫০ জন পড়ুয়ার জন্য ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত হবেন যাঁদের এ জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পড়ুয়া সকলের কথা চিন্তা করে এই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের সময় ঠিক করতে হবে। যদি ঠিকমতো স্থান ও অন্যান্য উপকরণ পেতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে অন্যান্য নিয়মিত চালু বিদ্যালয়ে ক্লাস হয়ে যাবার পরে এই বিদ্যালয় চলতে পারে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সময়ে যাতে পুষ্টিকর খাবার পেতে পারে সেজন্য প্রতিদিন পাঁচ টাকা করে শিশু প্রতি অনুদান পাওয়া যাবে। সম্ভব হলে জেলার অন্যান্য খাত থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ টাকা এক্ষেত্রে খরচ করে এই খাবারের মান আরও উন্নত করা যেতে পারে।

এছাড়াও, শিশুর নামে বরাদ্দ প্রতি মাসে ১০০ টাকা ব্যাংক খাতায় জমা রাখতে হবে। শিশু যখন বিশেষ বিদ্যালয় গণ্ডী ছাড়িয়ে পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে তখন সে এই টাকা ফেরত পাবার অধিকারী হবে।

শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার উপকরণের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হবে, যাতে শিশু পড়ুয়ারা যথাযথ এবং উপযুক্ত উপকরণ পেতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে আলাদাভাবে একজন কারিগরি বিদ্যার শিক্ষক এবং এই জাতীয় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সমস্ত জেলার জন্য একজন করে মুখ্য প্রশিক্ষক বা মাস্টার ট্রেনারও নিযুক্ত হবেন।

শিশু ও শ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৬-র না মানলে কঠিন সাজার বিধান আছে। আইনের ৩নং ধারায় বর্ণিত নিষিদ্ধ তথা বিপজ্জনক কাজগুলিতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করলে অন্তত তিন মাস এবং সর্বাধিক এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা অন্তত দশ হাজার এবং সর্বাধিক বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা জেল এবং জরিমানা—উভয় শাস্তিই হতে পারে।

একবার দোষী সাব্যস্ত হবার পরও যদি কোনো ব্যক্তি আইনে বর্ণিত ৩ নং ধারা লঙ্ঘনের জন্য পুনরায় একই অপরাধ করেন সেক্ষেত্রে অন্তত ৬ মাস এবং সর্বাধিক দুই বছরের জন্য জেল হতে পারে।

এ ছাড়াও আইনে বর্ণিত অন্যান্য ধারা না মানলে অপরাধী ব্যক্তির এক মাসের জন্য জেলা অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই একসঙ্গে হতে পারে।

১৬ জানুয়ারী ১৯৯৮ তারিখে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের শিশু শ্রমিক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় যার স্মারক সংখ্যা ৪৭৫ এফ। অর্থ দপ্তরের প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মী, ১৪ বছর বয়স অতিক্রম করেনি এমন কোনো শিশুকে গৃহস্থালীর সহায়ক তথা পরিচারক/পরিচারিকা অথবা অন্য কোনোভাবে নিয়োগ করতে পারবেন না।

ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের জন্য ভবিষ নিধি প্রকল্প

এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকেরা প্রতি মাসে ১০ টাকা করে জমা দেবেন এবং সমপরিমাণ টাকা দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। এই সঞ্চিত অর্থের উপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীরা তাঁদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের যে বছরে যে হারে জমা টাকার উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী হন, এই প্রকল্পেও সংশ্লিষ্ট বছরে সুদের হার সমপরিমাণ নির্ধারিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক বছর অনুযায়ী এই প্রকল্পের আর্থিক বছর নির্ধারিত হবে অর্থাৎ একটি বছরে এপ্রিল মাস থেকে পরবর্তী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত একটি আর্থিক বছর ধরা হবে এবং সুদ সেই মতো নিয়ন্ত্রিত হবে। জমা টাকা এবং সরকারের প্রদেয় টাকা দুটির উপরেই সুদ ধার্য করা হবে এবং গ্রাহকদের প্রদেয় টাকা অগ্রিম জমা হবে না এবং নির্দিষ্ট মাসের আগে দেয় টাকার উপর কোনো সুদ পাওয়া যাবে না। প্রতি আর্থিক বছরের শেষে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক যাতে প্রতিটি গ্রাহক এই প্রকল্পে জমা দেওয়া টাকার একটি হিসেব (অ্যাকাউন্ট স্লিপ) গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পান তার ব্যবস্থা নেবেন। এই হিসেব করার সময় প্রতিটি গ্রাহকের জমা টাকা ও সরকারের থেকে পাওয়া টাকা এবং মোট টাকার উপরে ধার্য সুদ গণনা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সঞ্চিত অর্থ সুদসহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের, যখন তাঁর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) পূর্ণ হবে কিংবা যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিমত অনুযায়ী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং পদাধিকার বলে নির্বাহী আধিকারিক ঘোষণা করে দেন যে উক্ত ব্যক্তির জমির পরিমাণ নির্ধারিত সীমার থেকে বেশি আছে, বা অন্য কোনো উপযুক্ত কারণে বা গ্রাহক যদি প্রকল্পটি চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক হন অথবা তিনি যদি মারা যান সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাঁর সঞ্চিত টাকা তাঁকে অথবা তাঁর নমিনী বা উত্তরাধিকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

যোগ্যতার মাপকাঠি :

পশ্চিমবঙ্গে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের যে কোনো ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এই প্রকল্পে সঞ্চয় করতে পারেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক বলে গণ্য হবেন যদি :

(ক) তাঁর নামে বাস্তুসহ ০.৫০ একর অর্থাৎ ৫০ (পঞ্চাশ) শতকের বেশি জমি নথিভুক্ত না থাকে।

(খ) যার কোনো রকম কৃষি বা অন্যপ্রকারের জমিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব নেই যা তার বর্তমান জমির সঙ্গে যোগ করলে ০.৫০ একর অর্থাৎ ৫০ (পঞ্চাশ) শতকের বেশি হতে পারে।

(গ) যার নিজের ও পরিবারের সম্মিলিত আয়ের প্রধান উৎস কৃষিশ্রম থেকে অর্জিত। এই আয় নগদে অথবা অন্য কোনোভাবে অর্জিত হতে পারে। এর জন্য 'পরিবার' বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৬ (পশ্চিমবঙ্গ আইন ১০, ১৯৫৬) যা পরিবর্তীকালে সংশোধিত, তার ১৪-কে (সি) ধারা অনুযায়ী 'পরিবার' বলে যা নির্দেশিত হয়েছে।

গ্রাহকের জন্মের তারিখ, মাস ও বছর নির্ধারণের জন্য স্কুলের বা জিলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের শংসাপত্র, জন্মের সার্টিফিকেট, ঠিকুজি ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। কেবলমাত্র জন্মের সাল জানা থাকলে সেই বছরের ১লা জুলাই এবং সাল ও মাস দুই-ই জানা থাকলে ওই মাসের ১৬ তারিখকে জন্ম তারিখ ধরতে হবে।

প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির আবেদন পদ্ধতি :

যে কোনো যোগ্য ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এই প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির জন্য নিদর্শ-১ ফর্ম অনুযায়ী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। সাদা কাগজে আবেদনপত্র অনুযায়ী তথ্য দিয়ে আবেদন করলেও তা গৃহীত হবে।

গ্রাহকের সনাক্তকরণ :

গ্রাহকের সনাক্তকরণ ও সুপারিশ করবেন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য। সুপারিশ করবার সময় নিদর্শ-১ ফর্ম অনুযায়ী সেই সদস্যকে বলতে হবে যে গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচিত এবং তিনি যোগ্য এবং নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে সক্ষম। জমি সংক্রান্ত শংসাপত্রটি দেবেন পঞ্চায়েত সদস্য ও তাতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বি.এল.এল.আর.ও) অথবা তাঁর অনুমোদিত কোনো রাজস্ব আধিকারিক বা রাজস্ব পরিদর্শক।

এই প্রকল্পে গ্রাহকদের নাম নথিভুক্ত করার পর গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক অথবা গ্রামপঞ্চায়েতের অনুমোদিত অপর কোনো কর্মচারীর স্বাক্ষর ও সীলসহ একটি পরিচয়পত্র ও পাশ বই তৈরি করে দিতে হবে। এই বইতে গ্রাহকের পুরো নাম, জন্ম তারিখ, মাস ও বছর, অভিভাবকের নাম ঠিকানা, এই প্রকল্পের পূর্তির দিন সমস্তই নথিভুক্ত থাকবে। জন্ম তারিখ, মাস ও বছর নির্ধারণ করতে হবে স্কুল ছাড়ার শংসাপত্র বা যে কোনো পঞ্চায়েত সদস্যের শংসাপত্র বা ঠিকুজি থেকে। যে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জন্মবছর নির্ধারণ করা যাবে, সেই সব ক্ষেত্রে জন্মের তারিখ সেই বছরের ১লা জুলাই বলে ধরে নিতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে বছর এবং মাস নির্ধারণ করা যাবে, সেইসব ক্ষেত্রে সেই মাসের ১৬ তারিখকে জন্ম তারিখ বলে গণ্য করতে হবে। যে জন্ম তারিখ একবার মেনে নেওয়া হবে, সেই তারিখ কোনো পরিস্থিতিতেই পরিবর্তন করা যাবে না।

গ্রাহক বছরের যে কোনো সময়ে (মাসে) ওই মাস এবং পূর্ববর্তী ১৮ মাসের বকেয়া টাকা দিতে পারবেন। টাকা জমা নেওয়ার আগে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টটি পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে তাঁর বকেয়ার প্রকৃত পরিমাণ কত। যদি বকেয়া মাসের সংখ্যা x ১০ টাকা = যত টাকা, ঠিক সমপরিমাণ টাকা বা তার কম টাকা গ্রাহক জমা দিতে চান, তাহলে ওই টাকা জমা নেওয়া যাবে এবং ওই মাসের পরবর্তী মাস থেকে গ্রাহকের অর্থ এবং সরকারের দেয় অর্থের মোট পরিমাণের উপরে সুদ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

কোনো একটি জেলায় এই প্রকল্পে যাঁদের দাবি কোনো আর্থিক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে সেই গ্রাহকদের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার আর্থিক পরিমাণ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবেন। এই অর্থ প্রফলাল ফাণ্ড নামে সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের (ডি.পি.আর.ডি.ও.) নামে বরাদ্দ করা হবে। যার থেকে গ্রাহকের বয়স পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে অথবা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অকার্যকরী হলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে গ্রাহকের অংশ সরকারের দেয় অংশ এবং সঞ্চিত অর্থের উপর সুদের জমা প্রত্যর্পণ করা যায়। জেলাশাসক অথবা তাঁর অনুমতিক্রমে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক ওই অর্থ আবার সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন আধিকারিকদের মধ্যে প্রতিটি ব্লকের প্রয়োজনের ভিত্তিতে বণ্টন করবেন। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং পদাধিকার বলে নির্বাহী আধিকারিক সংশ্লিষ্ট ব্লকের এই প্রকল্পেরও বণ্টনকারী (আহরণ ও ব্যয়ন) আধিকারিক হিসাবে কাজ করবেন। তিনি এই তহবিল থেকে টাকা তুলে প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে দাবি নিষ্পত্তি করে গ্রামপ্রধান বা তার দ্বারা মনোনীত তার পক্ষে অপর কোনো সদস্য বা কর্মী কর্তৃক সনাক্তকরণের পর এই অর্থ, চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা পোস্টাল মনি অর্ডারের মাধ্যমে প্রাপককে দেবেন।

৫৫ বছর বয়স অতিক্রান্ত হলে অথবা অ্যাকাউন্ট বন্ধ হলে, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের কাছে নির্দিষ্ট ফর্ম অনুযায়ী দাবি পেশ করবেন। তাঁর প্রাপ্য সঞ্চিত অর্থ তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়স হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে অথবা যে আর্থিক বছরে তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়েছিল, সেই বন্ধের ছয় মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। যদি ভুল এবং অসত্য ঘোষণার দ্বারা গ্রাহক এই প্রকল্পের নথিভুক্ত হন তবে তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার প্রদত্ত টাকাই কেবল ফেরত দেওয়া হবে।

দাবিপত্র পাওয়ার পর প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের সহায়তায় আবেদনপত্রটির সঙ্গে অন্যান্য কাগজপত্র সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পদাধিকারবলে নির্বাহি আধিকারিকের অফিসে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন। তিনি এই দাবিপত্র পাওয়ার পর তার নথি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পদাধিকারবলে নির্বাহ আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন। সমষ্টি

উন্নয়ন আধিকারিক ও পদাধিকারবলে নির্বাহ আধিকারিক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের প্রাপ্য অর্থ নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই প্রদেয় অর্থর অন্তর্ভুক্ত হবে দাবিদারের নিজের প্রদেয় অর্থ, রাজ্য সরকারের সমপরিমাণ প্রদেয় অর্থ এবং সম্পূর্ণ অর্থের উপর নির্ধারিত সুদ।

প্রদেয় অর্থ নির্ধারণের পর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পদাধিকারবলে নির্বাহি আধিকারিক গ্রাহকের দাবি ফর্মে বর্ণিত ইচ্ছানুযায়ী চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা মানি অর্ডারে প্রদান করবেন। গ্রাহকের রেজিস্টারে পঞ্চায়েতে সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই অর্থ প্রদান যথাযথ ভাবে নথিভুক্ত করতে হবে এবং গ্রাহকের নাম তালিকা থেকে কেটে দিতে হবে।

নিদর্শ-১

ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আবেদনপত্র

প্রধান .... গ্রাম পঞ্চায়েত
সমীপেষু,

মহাশয়,

ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের জন্য প্রচলিত ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করছি এবং (৫০ (পঞ্চাশ) বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ টাকা করে দিতে অঙ্গীকার করছি।

আমার নামে ০.৫০ একরের (৫০ শতকের)-বেশি বাস্তুসহ অন্য কোনো জমি নথিভুক্ত নেই। কোনো কৃষিজমি বা অন্য কোনো প্রকার জমিতে উত্তরাধিকারের সূত্রে অথবা এরকম জমির অত্তরাধিকারী হলে আমার মোট ০.৫০ একরের বেশি পরিমাণ জমি হবে না।

আমার প্রধান রোজগার এবং আমার পরিবারের সকল সদস্যের মিলিত রোজগার কৃষি শ্রম থেকে আসে।

আমার বর্তমান বয়স .... বছর .... মাস এবং আমার জন্ম তারিখ ....।

আমি ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সমস্ত নিয়ম কানুন ও নির্দর্শাবলি মেনে চলার অঙ্গীকার করছি।

যদি কোনো নির্দেশ আমি পালনে অক্ষম হই তাহলে এই প্রকল্পের প্রাপ্য অর্থ আমি দাবি করব না।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বা ....

তাং : .... ঠিকানা ....

হস্ততাঁত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প

(১) সমবায় সমিতিভুক্ত তন্তুবায় সদস্যদের জন্য

অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী লাভজনক তন্তুবায় সমিতিগুলির যেসকল সদস্য দু'বছর যাবৎ কাজ করেছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার ও তাঁত শিল্পী সমহারে অর্থ প্রদান করেন।

(২) তন্তুবায়দের জন্য মহাত্মা গান্ধী বুনকর বীমা যোজনা

বর্তমানে চালু এই মহাত্মা গান্ধী 'বুনকর বীমা যোজনা'র উদ্দেশ্য স্বাভাবিক ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের বর্ধিক হারে বিমা সহায়তা প্রদান করা।

মহাত্মা গান্ধী বুনকর বীমা যোজনা

(ক) সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত অর্থ ৬০,০০০/- টাকা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি দেওয়া হবে।

(খ) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত আংশিক/স্থায়ী প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা নিম্নরূপ :

(১) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু—১,৫০,০০০ টাকা

(২) দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী প্রতিবন্ধীত্ব—১,৫০,০০০ টাকা

(৩) কোনো দুর্ঘটনায় ২টি চোখ নষ্ট বা ২টি অঙ্গহানি বা একটি চোখ ও একটি অঙ্গহানি ৭৫,০০০ টাকা।

প্রিমিয়াম : সদস্য প্রতি বার্ষিক প্রিমিয়াম ৩৩০ টাকা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ হবে : ১০০ টাকা দেবেন ভারতীয় জীবন বীমা নিগম বাকি ১৫০ টাকা ও ৮০ টাকা দেবেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট তন্তুবায়।

বীমা পরিকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা :

বনুকর বীমা যোজনা-র সহায়তা পেতে হলে তন্তুবায়দের নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবে :

(ক) তন্তুবায়ের আয়ের অন্তত পক্ষে ৫০ শতাংশ হস্তচালিত তাঁত বুননের মাধ্যমে হতে হবে।

(খ) ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত তন্তুবায়ই 'বুনকর বীমা যোজনা'র অর্ন্তভুক্ত হবার যোগ্য।

(গ) যে সকল তন্তুজীবীরা সমবায় সমিতির নিয়মিত সদস্য তাঁরাই এই পরিকল্প থেকে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। নিয়মিত সদস্য বলতে সেই ব্যক্তিকেই বোঝাবে যিনি সমিতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন এবং এক বছরের মধ্যে ১৮০ দিনের উৎপাদন ক্ষমতায় যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য সমিতিকে সরবরাহ করেছেন। ১৮০ দিনের উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হল কিনা তা পরিমাপ করার দায়িত্ব সমিতির এবং বিষয়টি নির্ধারিত হবে একজন তন্তুজীবীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, ক্ষমতা এবং বিগত বছরগুলিতে কাজকর্মের নিরিখে।

(ঘ) সমবায় বহির্ভূত তন্তুবায় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে এই পরিকল্পের অধীনে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা : শিক্ষা সহযোগ যোজনা—

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর, পিতা/মাতা এই যোজনার আওতাভুক্ত তাদের 'শিক্ষা সহযোগ যোজনা' থেকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সর্বোচ্চ চার বছরের জন্য নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অথবা যতদিনে তারা দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্য সমাপ্ত

করেছে—এই দুটোর মধ্যে যেটা আগে হবে তার ভিত্তিতে প্রতি সন্তানের জন্য প্রতি তিন মাসে ৩০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। বৃত্তি দেওয়া হবে প্রতি পাঠ্যবর্ষে। পরিকল্পে অন্তর্ভুক্ত সদস্যের দুটি সন্তান এই সুবিধা পাবে। ছাত্র/ছাত্রী যদি অকৃতকার্য হয় এবং যদি একই শ্রেণিতে থেকে যায়, তবে পরবর্তী বছরে সে আর বৃত্তি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

মহাত্মা গান্ধী বুনকর বীমা যোজনার অধীনস্থ পিতা-মাতাদের প্রতি তাঁদের সন্তানদের জন্য এটি একটি বাড়তি সুবিধা। তাই এজন্য বৃত্তিভোগী ছাত্র-ছাত্রীর-পিতা-মাতাদের অথবা নোডাল এজেন্সিকে অতিরিক্ত কোনো প্রিমিয়াম দিতে হবে না। তবে যদি মহাত্মা গান্ধী বুনকর বীমা যোজনার অধীনে বার্ষিক পুনর্নবীকরণের তারিখে প্রিমিয়াম প্রদান না করা হয়, সেক্ষেত্রে সন্তানটি বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(৩) **তন্তুবায়দের জন্য স্বাস্থ্য বীমা যোজনা :**

দশক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা হিসাবে পুরাতন স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের (হেল্‌থ প্যাকেজ স্কিম) পরিবর্তে ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রক এবং আই.সি.আই.সি.আই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক বছর হতে তন্তুবায়দের জন্য স্বাস্থ্য বীমা যোজনা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রকল্পটির নাম আই.সি.আই.সি.আই. লোম্বার্ড আরোগ্য বীমা।

উদ্দেশ্য : স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত ক্রমবর্ধমান খরচের প্রেক্ষাপটে এই যোজনাটির উদ্দেশ্য হল তাঁতশিল্পীদের দেশের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সেরা সুযোগ-সুবিধার নাগাল পেতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

যোগ্যতা : তন্তুজীবীকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

একজন তন্তুজীবীকে তাঁর আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ তাঁত বোনা থেকে আয় করতে হবে।

সমস্ত তন্তুশিল্পীগণ, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে, 'স্বাস্থ্য বীমা যোজনা'-র অধীনে সুরক্ষার ছত্রছায়া পাবার অধিকারী হবেন। এই যোজনার অধীনে তন্তুবায় পরিবারের চারজন (স্বয়ং, স্বামী/স্ত্রী এবং দুই সন্তান) এই সুরক্ষার আওতায় আসতে পারবেন। এই যোজনাটির আওতায় তাঁতশিল্পীদের এক দিন থেকে ৮০ বছর বয়স্করা সুরক্ষিত থাকবেন।

যে সকল তন্তুজীবীরা সমবায় সমিতির নিয়মিত সদস্য তাঁরাই এই পরিকল্প থেকে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। নিয়মিত সদস্য বলতে সেই ব্যক্তিকেই বোঝাবে যিনি সমিতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন এবং এক বছরের মধ্যে ১৮০ দিনের উৎপাদন ক্ষমতায় যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য সমিতিকে সরবরাহ করেছেন। ১৮০ দিনের উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হল কিনা তা পরিমাপ করার দায়িত্ব সমিতির এবং বিষয়টি নির্ধারিত হবে একজন তন্তুজীবীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, ক্ষমতা এবং বিগত বছরগুলিতে কাজকর্মের নিরিখে।

সমবায় সমিতির বাইরের তন্তুশিল্পীদের নিজেদের মধ্যে সন্তোষজনক গোষ্ঠী বা দল গঠন করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং তাঁত উন্নয়ন কমিশনের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন সাপেক্ষে এই যোজনার আওতায় আসতে পারবেন।

প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি/শীর্ষ সমিতি/তাঁত উন্নয়ন নিগম (রাজ্য/কেন্দ্র)-এর তন্তুবায়গণ এই যোজনার অধীনে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

সব রকম যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে যাদের নাম এই যোজনার সুবিধা পাবার জন্য বিবেচিত হবে, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিকর্তার দায়িত্ব হবে সেই তন্তুবায়দের যোগ্যতা যাচাই করা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধিকর্তা বলতে বোঝাবে অধিকর্তা, তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকগণকে।

সুবিধা লাভ :	**বার্ষিক সীমা**
(১) পরিবার পিছু (১ + ৩) বার্ষিক সীমা (টাকায়)	১৫,০০০,০০ টাকা
(২) পূর্বেকার থাকা সমস্ত রোগ + নতুন রোগ সুরক্ষা	১৫,০০০.০০ টাকা
(৩) প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা (শিশু পিছু প্রথম দুজনের জন্য)	২,৫০০.০০ টাকা
(৪) দাঁতের চিকিৎসা	২৫০.০০ টাকা
(৫) চোখের চিকিৎসা	৭৫.০০ টাকা
(৬) চশমা	২৫০.০০ টাকা
(৭) নিবেশী হাসপাতাল চিকিৎসা	৪,০০০.০০ টাকা
(৮) আয়ুর্বেদিক/ইউনানি/ হোমিওপ্যাথিক	৪,০০০.০০ টাকা
(৯) হাসপাতালে ভর্তির পূর্বে ও পরে	১৫,০০০.০০ টাকা
(১০) শিশুর সংরক্ষণ	৫০০.০০ টাকা
(১১) রোগপিছু সীমা	৭,৫০০.০০ টাকা
(১২) ওপিডি	৭,৫০০.০০ টাকা

বাদ :

সংশোধনমূলক কসমেটিক সার্জারি বা চিকিৎসা। এইচ.আই.ভি. এডস্, বন্ধ্যাত্ব, শৃঙ্গারজনিত ব্যাধিসমূহ, মাদকাশক্তির ওষুধের ব্যবহার বা মদ্যপান, যুদ্ধ, দাঙ্গা, ধর্মঘট, জঙ্গি কার্যকলাপ ও অনধিক ঝুঁকিসমূহ।

অন্য সব কিছুর ক্ষেত্রে, পলিসি দলিল দাখিল করতে হবে।

প্রিমিয়াম : প্রদেয় প্রিমিয়াম হবে পরিবার পিছু ৭৮১.৬০ টাকা এবং প্রদেয় প্রিমিয়ামের ধাঁচ হবে এইরকম— বস্ত্রমন্ত্রক, ভারত সরকার—৬৪২.৪৭ টাকা (প্রিমিয়াম ৫৫৬.৫০ টাকা + সেবাকর ৮৫.৯৭ টাকা), তন্তুবায়পিছু— ৫০.০০ টাকা, রাজ্য সরকার—৮৯.১৩ টাকা।

বীমাকারীগণ : বিমাকারীগণ হবেন আই.সি.আই.সি.আই. লোম্বার্ড ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ।

নোডাল অধিকারিক : তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং একই ক্ষেত্রে তাঁর অধীনস্থ কার্যালয়সমূহ এই যোজনার জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করবেন।

(৪) তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতা প্রকল্প

যে সমস্ত তাঁতশিল্পীদের বয়স ৬০ বৎসরের বেশি তাঁরা শর্তসাপেক্ষে এই পরিকল্পের সুযোগ পেতে পানে। বর্তমানে এই পরিকল্পের মাসিক বার্ধক্যভাতার পরিমাণ ৫০০.০০ টাকা

যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প

* **বীমা পরিকল্প** : বস্ত্র কমিশনের কার্যালয়, ভারত সরকার বস্ত্র মন্ত্রালয় এবং ভারতীয় জীবন বীমা নিমগের যৌথ উদ্যোগে পাওয়ারলুম শিল্পের শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সুবিধা নিম্নরূপ :

  পাওয়ারলুম শিল্পে নিযুক্ত (উইভার বা বুননকারী, টুইস্টিং, টানা এবং সাইজিং) শ্রমিকরা পরিবার পিছু ১ জন এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এদের বয়স ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়স হতে হবে।

* বীমাকারীর স্বাভাবিক মৃত্যুতে মনোনীত ব্যক্তির ৬০,০০০ টাকা প্রাপ্য হবে।

* দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে আর্থিক সুবিধা লাভ—

  (ক) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১,৫০,০০০ টাকা।

  (খ) দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও পূর্ণ পঙ্গুত্ব প্রাপ্তিতে ৭৫,০০০/- টাকা।

  (গ) আংশিক স্থায়ী পঙ্গুত্ব প্রাপ্তিতে ৭৫,০০০/- টাকা।

*** **অতিরিক্ত সুবিধা** :

শিক্ষা সহযোগ যোজনার অধীনে পাওয়ারলুম শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সন্তানপ্রতি ত্রৈমাসিক ৩০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান।

প্রতি সদস্যের সর্বাধিক দুটি সন্তান যারা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত তারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রিমিয়ামের হার :

এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তিপিছু বার্ষিক প্রিমিয়াম ৩৩০ টাকা যার মধ্যে বীমাকারী সদস্যের দেয় অংশ হল ৮০ টাকা। বাকি টাকার মধ্যে ১০০ টাকা সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল থেকে সংগৃহীত হবে আর অবশিষ্ট ১৫০ টাকা দেবেন ভারত সরকার।

স্বাস্থ্যবীমা

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা :

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। ৩১শে মার্চ ২০০৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ শুরু করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মালদা, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান ও উত্তর ২৪-পরগনাতে এই কাজ শুরু হলেও পরবর্তী ধাপে অন্য জেলাগুলিতেই এই প্রকল্প ক্রমশ রূপায়িত হবে।

এই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বীমার টাকা প্রদান করবেন। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিকে নথিভুক্তিকালীন ৩০ টাকা ছাড়া অন্য কোনো টাকা বা প্রিমিয়াম দিতে হবে না। স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের তিনটি পর্যন্ত সন্তান দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এই সদস্যরা পরিবারপিছু বার্ষিক সর্বাধিক ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে চিকিৎসার খরচ পাবেন। নির্দিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে প্যাকেজ পদ্ধতিতে নগদ টাকা লেনদেন ছাড়াই স্মার্ট কার্ড-এর মাধ্যমে এই চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সহায়তা প্রকল্প :

এছাড়াও রাজ্য সরকার SASPFUW তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সহায়তা প্রকল্প চালু করতে চলেছেন। মূলত জীবনহানি, সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়া এ সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত চিকিৎসা খরচ প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা চালু করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির জন্য :

১। বিড়ি, নির্মাণ কর্মী, ভবিষ্যনিধি, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক অনুদান, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির জন্য রাজ্য, জেলা, মহকুমা পর্যায়ের শ্রম কমিশনারের কার্যালয়গুলি।

২। দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পের জন্য : কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলি।

৩। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প :
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেসপ বিল্ডিং দ্বিতীয় তল
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
এবং
সমস্ত বিডিও তথা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়সমূহ

৪। বিড়ি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য :

কল্যাণ ও সেস কমিশনার দপ্তর
শ্রম কল্যাণ সংগঠন
২য় এম এস বিল্ডিং, ৫ম তল
নিজাম প্যালেস, কলকাতা-৭০০ ০২০
ফোন : ০৩৩-২২৮৩ ৬৪১১/৬৪১২
ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৩ ৬৪১২

৫। সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য—আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অধিকর্তা।

৬। কর্মচারীর রাজ্যবীমা ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য—অধিকর্তা, কর্মচারী রাজ্যবীমা অধিকর্তা, পি-২৩৩, সি আই টি স্কিম নং VIIM বাগমারি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

৭। কর্মচারী ক্ষতি পূরণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্য পাবার জন্য—ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন কমিশনার, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং।

৮। শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত সমিতি গঠন ইত্যাদির জন্য জেলাশাসকের কার্যালয় ও রাজ্য শ্রম দপ্তরের কার্যালয়গুলি।

ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর

ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর

সংজ্ঞার্থ

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় হয়ে থাকে তাদের কারখানা ও যন্ত্রপাতির ওপর (জমি এবং বাড়ি ব্যতিত) বিনিয়োগের ভিত্তিতে যার বর্তমান উর্ধ্বসীমা ১ কোটি টাকা। বস্তুত নিটওয়ার, হ্যান্ড টুলস, ড্রাগস, ফার্মাসিউটিক্যাল, এবং স্টেশনারী সামগ্রীর মত উচ্চ প্রযুক্তিগত এবং রপ্তানিভিত্তিক বিশেষ পণ্যগুলির ক্ষেত্রে, তাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের সম্ভাবনার কথা এবং প্রতিযোগিতা করার সামর্থের কথা চিন্তা করে তাদের বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ৫ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রতম উদ্যোগ

ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলি যাদের কারখানা ও যন্ত্রাদির (জমি ও বাড়ি ছাড়া) জন্য বিনিয়োগের পরিমাণক ২৫ লক্ষ টাকা, তাদের ক্ষুদ্রতম শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

স্মল স্কেল সার্ভিস অ্যান্ড বিজনেস এন্টারপ্রাইস (ক্ষুদ্রায়তন পরিষেবা এবং ব্যবসায় উদ্যোগ)

স্মল স্কেল সার্ভিস অ্যান্ড বিজনেস (শিল্প সম্পর্কিত) এন্টারপ্রাইসেস (এস.এস.এস.বি.ই.) হল সেই ধরনের উদ্যোগ যাদের মূলধনী বিনিয়োগের (জমি ও বাড়ি ছাড়া) উর্ধ্বসীমা ১০ লক্ষ টাকা।

ইন্টিগ্রেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম (নিবিড় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচী)

লক্ষ্য ঃ গ্রামীণ/অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপন সহজতর করা, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ-সাধন সাপেক্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ৭ই মার্চ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম সৃষ্টি করা হয়। ক্ষুদ্রতম শিল্পের জন্য দেশের ৫০% শতাংশ শিল্প-জমি চিহ্নিতকরণ এবং গ্রামীণ এলাকায় ৫০% শতাংশ সংরক্ষণ সাপেক্ষে দেশের সমস্ত অঞ্চল এই স্কিমের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পটির পরিবর্তন করা হয়।

আই.আই.ডি. স্কিমের লক্ষ্য হল ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতম শিল্প ইউনিটগুচ্ছের বৃদ্ধি করা এবং কর্মসৃষ্টি ও রপ্তানী বৃদ্ধি। আই.আই.ডি. কেন্দ্রগুলি সাধারণ-পরিষেবা সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা-পরিষেবা প্রদান। এই স্কিমে যে বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল— পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলির সৃষ্টি/উন্নয়ন যেমন, বিদ্যুৎ, জল, টেলিকমিউনিকেশন, নিকাশী, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সুবিধা, বর্জ্য ব্যবহার ও অপসারণ, রাস্তা, ব্যাঙ্ক, কাঁচামালের আড়ৎ, মজুত, বিপণন বহির্গমন ইত্যাদি এবং এ সবই নতুন/স্থিত কেন্দ্রগুলি/শিল্প অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(১) এই প্রকল্পটি এস.আই.ডি.ও. দ্বারা ডি.সি. এস.এস.আই.-এর অফিসের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

(২) এই কর্মসূচীর অধীনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির এজেন্সিকে গ্রামীণ/অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে প্রকল্প প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট করে, এস.আই.ডি.বি.আই.-এর কাছ থেকে প্রকল্পের মূল্য নিরূপণ করতে হয়।

(৩) এস.আই.ডি.বি.আই-এর কাছ থেকে সুপারিশ পাবার পর ভারত সরকারের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প মন্ত্রকের অধীনে এই স্কিমের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে থাকে।

(৪) একটি আই.আই.ডি. সেন্টার স্থাপন করার খরচ ধরা হয় ৫ কোটি টাকা (জমির মূল্য বাদে), যা ভারত সরকার এবং এস.আই.ডি.বি.আই.-এর মধ্যে ২ : ৩ অনুপাতে ভাগ হয়ে থাকে।

(৫) ভারত সরকারের অংশটি অনুদান এবং এস.আই.ডি.বি.আই.-এর অংশটি ঋণ হিসাবে গণ্য হয়।

(৬) ৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত মূল্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সরকার/রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিকে বহন করতে হয়।

(৭) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভারত সরকার ওই অঞ্চলের জন্য বিনিয়োগের ধরন বিশেষভাবে শিথিল করেছেন। সংশোধিত পদ্ধতিতে প্রকল্প মূল্য ৪ : ১ অনুপাতে ভারত সরকার এবং এস.আই.ডি.বি.আই.-এর মধ্যে বিভাজন হবে অর্থাৎ ভারত সরকারের অনুদান হবে ৪ (চার) কোটি টাকা এবং রাজ্যের অংশ/এস.আই.ডি.বি.আই. ঋণ হবে ১ কোটি টাকা।

(৮) আই.আই.ডি. প্রকল্পটি স্টেট পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং অথবা কোন নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (কর্পোরেট বডি) অথবা কোন ভালো বে-সরকারি সংস্থা (এন.জি.ও.) দ্বারা রূপায়িত হতে পারে।

(৯) এই ধরনের বে-সরকারি সংস্থাগুলির অবশ্যই অতীত সুনাম থাকতে হবে এবং স্বচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থান থাকতে হবে যা তাদের অডিট করা ব্যালান্সশিট দ্বারা প্রমাণিত।

যোগ্যতা

(১) এইরূপ কেন্দ্রের নির্বাচন অবশ্যই একটি ব্যাপক শিল্প-সম্ভাবনা সমীক্ষার পরেই করা হতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প এবং ক্ষুদ্রতম শিল্পের সম্ভাবনা পরিষ্কারভাবে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সুসংবদ্ধ সংযোগের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

(২) এইরূপ কেন্দ্রের নির্বাচন অবশ্যই জেলা/ব্লক/তালুকের মূল অফিস অথবা অন্যান্য উন্নয়ন কেন্দ্রের নিকটবর্তী হতে হবে যাতে নিম্নলিখিত প্রাথমিক সুবিধাগুলি সহজেই পাওয়া যায় :

(ক) রেল স্টেশন/স্টেট হাইওয়ে কাছাকাছি হওয়া যাতে কেন্দ্র থেকে কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্য পরিবহন সহজতর হয়।

১লা জানুয়ারি ২০০১ সালে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়।

(৩) ২০০২-০৩ সালের বাজেটে প্রকল্পটিকে ৫ বছরের জন্য আয়কর ছাড় দেওয়া হয়।

(৪) সমস্ত সুনির্দিষ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বহনযোগ্য দায়বদ্ধতার নিরিখে শ্রেণী বিভক্ত) অথবা ভারত সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের অধীনে সদস্য ঋণদান প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

(৫) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রূপায়ণকারী এজেন্সি অর্থাৎ ট্রাস্টকে অনুমোদিত ঋণের জন্য প্রাথমিকভাবে ঋণ গ্যারান্টি হিসাবে ২.৫% শতাংশ এবং বাৎসরিক পরিষেবা ফি হিসাবে ০.৭৫% শতাংশ দিতে হয়। ৪৯ টি ব্যাঙ্ক এবং প্রতিষ্ঠান যথা ২৭টি পাবলিক সেক্টর এবং ১১টি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, ৮টি আর.আর.বি., এন.এস.আই.সি., এন.ই.ডি.এফ.আই., এবং এস.আই.ডি.বি.আই. সদস্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান (এম.এল.আই.এস.) হিসাবে প্রকল্পটিতে যোগদান করেছে।

যোগ্যতা

(১) তথ্য প্রযুক্তি এবং সফটওয়ার শিল্প সহ নতুন ও চালু ক্ষুদ্র প্রকল্প (ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট/ক্ষুদ্রশিল্প পরিষেবা এবং ব্যবসায় উদ্যোগ (এস.এস.এস.বি.ই.) গুলিকে সমর্থ ঋনদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত জামিনমুক্ত ঋণের সুবিধা (শর্তাধীন ঋণ এবং/অথবা কার্যকরী মূলধন) স্কিমটির দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

(২) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা।

(৩) নির্ণিত স্থান কোনভাবে পরিবেশের বিঘ্ন সৃষ্টি করে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণ না হয়।

(৪) কেন্দ্রের কর্মীদের তাদের বাসস্থান থেকে যেন ৮ থেকে ১০ কিলোমিটারের বেশি যাতায়াত না করতে হয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য তহবিল গ্যারান্টি স্কিম (ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিম ফর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিস) (সি.জি.এফ.এস।এস.আই.) :

উদ্দেশ্য :

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কগুলি থেকে ন্যূনতম ঝুঁকি সাপেক্ষে অতিরিক্ত জামিন ব্যতিত ঋণদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পে আরও সংহত ঋনের প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ভারত সরকার দ্বারা ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে উপস্থাপন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

(১) ভারত সরকার এবং স্মল ইন্ডাস্ট্রিস ডেভালপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এস.আই.ডি.বি.আই.) দ্বারা যুগ্মভাবে স্থাপিত হয়ে প্রকল্পটাই ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্ট ফর স্মল ইন্ডাস্ট্রিস দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। ভারত সরকার এবং এস.আই.ডি.বি.আই. ৪ : ১ অনুপাতে এই তহবিল অর্থ প্রদান করে থাকে।

(২) এই প্রকল্পটি, ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্ট ফর স্মল ইন্ডাস্ট্রিস, নরিম্যান ভবন, ১২তল (১৩ তলা) ২২৭, বিজয় কুমার শাহ মার্গ, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বাই - ৮০০০২১-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

মাইক্রো ফি-া-ান্স প্রোগ্রাম :

লক্ষ্য

এই প্রকল্পটইর প্রধান লক্ষ্য হল দেশের দরিদ্র এবং নিম্ন-আয়ের শ্রেণীভূক্ত জনসাধারণকে সহজে ঋণ দেওয়া, যাতে তারা ব্যবসা অথবা পণ্য প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত হতে পারেন। এই প্রকল্পটি কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, অথবা স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা ঋণ দান করে এবং নিয়মিত প্রকল্পগুলির কাজকর্ম হাতে-কলমে তদারকি করে। এই প্রকল্পটি ২০০৪ সালের মার্চ মাস থেকে কাজ শুরু করেছে।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্ট :

১) প্রকল্পটি এস.আই.ডি.বি.আই.-এর মাধ্যমে এস.আই.ডি.ও. দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে।

২) প্রকল্পটিকে এস.আই.ডি.বি.আই.-এর বর্তমান কর্মসূচীগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, এবং এই প্রকল্পের কাজ জানুয়ারী, ১৯৯৯ থেকে শুরু হয়েছে। মাইক্রো ফিন্যান্স ইন্সটিটিউশানগুলি / বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণের প্রয়োজনীয় জামিন আমানতে ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার এস.আই.ডি.বি.আই.-এর জন্য সাপোর্ট ও রিস্ক ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে।

৩) ভারত সরকার এস.আই.ডি.বি.আই.-কে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উদ্যোগগুলির প্রশিক্ষন-প্রয়োজন এবং প্রকল্পটির সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়েও সাহায্য করে থাকে। গবেষণার বিষয়টি কোন নামী এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়।

৪) শনাক্তকরণ এবং মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়েও ভারত সরকার সহায়তা দেয়, যা এন.জি.ও. / এস.এইচ.জি.-কে পণ্যের চিহ্নিতকরণ, প্রোজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুতি, অগ্র ও পশ্চাৎবর্তী সংযোগ এবং বিপণন / প্রযুক্তিগত মেলবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে সাহাজ্য করে থাকে।

৫) অগ্রগতির পর্যালোচনা, জামিনের সমন্বয়নের অনুমোদন, তহবিলের আবর্তন ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত সচিব (অ্যাডিশনাল সেক্রেটরি) এবং ডেভোলপমেন্ট কমিশনার (এস.এস.আই.)-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬) এই প্রকল্পটি স্মল ইন্ডাস্ট্রিস ডেভোলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এস.আই.ডি.বি.আই.) মাধ্যমে হয়।

যোগ্যতার মান :

কোন নতুন এম.এফ.আই., যে মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম শুরু করতে চায়, তাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে -

ক) মাইক্রো ক্রেডিট বিষয়ে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ অভিজ্ঞ মাইক্রো ফিনান্স প্রফেশনাল ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রবর্তন এবং পরিচালিত হয়ে থাকে।

খ) ন্যূনতম ৩০০০ দরিদ্র সদস্যের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে (ব্যক্তিগত ঋণদান, এস.এইচ.জি. / এন.জি.ও. পার্টনার অথবা এম.এফ.আই.-এর মাধ্যমে) অথবা পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে এই পর্যায়ে পৌছানোর সামর্থ প্রদর্শন করে থাকে।

গ) জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে যদি সে সদস্য গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ এর কাজ কর্ম ধর্ম নিরপেক্ষ প্রকৃতির হয় ।

ঘ) একটি সন্তোষজনক এবং স্বচ্ছ হিসাব, এস.আই.এস. এবং আভ্যন্তরীণ অডিট রীতি রক্ষা করে চলে অথবা এস.আই.ডি.বি.আই.-এর সহযোগিতায় এই ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ।

মহিলাদের উন্নয়ন ও ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্যোগ সহায়তা :

লক্ষ্য :

মহিলা উদ্যোগীদের সমস্যা লাঘব করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ১৯৯৮ সালে এই স্কিমটি প্রবর্তন করে। স্কিমটি দেশের শহর এবং গ্রামাঞ্চলের অনুবীক্ষণীক / ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোগীদের উন্নয়নের বিষয়ে বিবেচনা করে। পরিকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল মহিলাদের স্ব স্ব ব্যবসার বাধা-বিঘ্ন দূরীকরণ সাপেক্ষে তাদের উদ্যোগ-দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ট্রেডের একটি সংশোধিত রূপ ২০০৪-এর মে মাসে উপস্থাপিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

১) পরিকল্পটি এস.আই.ডি.ও. কর্তৃক রূপায়িত হয়ে থাকে।

২) ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, তথ্য এবং পরামর্শ, ব্যাবসা সম্পর্কে প্রবর্ধন ক্রিয়াকর্ম, পণ্য, পরিষেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতি এই পরিকল্পটি নজর দেয়।

৩) পরিকল্পটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে অর্থ ঋণদান এবং বিপণন উন্নয়নে সহায়তা করে এবং সামর্থ গঠনের জন্য অনুদানও প্রদান করে। এই সহায়তা মহিলাদের দ্বারা অনুসৃত যেকোন অ-খামারী স্বনিযুক্তি উদ্যোগের জন্য দেওয়া হয়।

৪) প্রকল্পটির তিনটি অংশ আছে। যথা -

ক) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাদ্যমে মহিলা উদ্যোগীদের অ-খামারী উদ্যোগভূক্ত কাজকর্মের জন্য সহায়তা দান।

খ) ভারত সরকারের অনুদানরূপে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের মাধ্যমে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্মল ইন্ডাস্ট্রি এক্সটেনশান অ্যান্ড ট্রেনিং, স্মল ইন্ডাস্ট্রিস সার্ভিস ইন্সটিটিউটস, স্টেট লেভেল ই.ডি.আই. ইত্যাদির মতো উদ্যোগ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (ই.ডি.আই.) সামর্থ গঠন করা।

গ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে, প্রশিক্ষন কর্মসূচীর ব্যবস্থা করার জন্য আর্থিক সহায়তাদান সাপেক্ষে উদ্যোগ-উন্নয়ন প্রশিক্ষনের সুবিধা সৃষ্টি করা।

যোগ্যতা

এই পরিকল্পের অধীনে মাইক্রো ক্রেডিটের বিষয়ে যথাযথ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠানবর্গ প্রতিটি মহিলার পক্ষে প্রকল্প-প্রস্তাব প্রস্তুত করে এবং সুনির্দিষ্ট আকারে আর্থিক সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে দাখিল করে।আর্থিক সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা মূল্য নিরূপিত হলে, প্রকল্প-প্রস্তাবটি ডি.সি. (এম.এস.আই.)-র অফিসে সর্বশেষ অনুমোদনের জন্য এবং এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদানের জন্য পরীক্ষিত হয়। যে অনুদানের পরিমাণ প্রকল্প মূল্যের সর্বাধিক ৩০% শতাংশ। বাকি অর্থের পরিমাণ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ হিসাবে দেয়। ট্রেড পরিকল্পটির বর্তমান পথনির্দেশ অনুসারে কোন আর্থিক সর্বোচ্চ সীমারেখা নেই।

সরঞ্জাম বিনিয়োগ ঋণদান) কর্মসূচী (ইক্যুইপমেন্ট ফিন্যান্সিং স্কিম :

লক্ষ্য :

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সরল ঋণদানের সুবিধা প্রদানের জন্য এন.এস.আই.সি. , সরঞ্জাম বিনিয়োগ, শর্তাধীন ঋণ এবং মিশ্র শর্তাধীন ঋণ-এর মত পরিকল্পের সৃষ্টি করেছে । সরঞ্জাম বিনিয়োগের সাথে সাথে এন.এস.আই.সি. কাঁচামাল ক্রয়, ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটে বিল ছাড়া, এবং রপ্তানী বিনিয়োগের মত বিপণন ক্রিয়াকলাপেও বিনিয়োগ প্রসারিত করেছে । বস্তুত এই পরিকল্পের মূল লক্ষ্য হল, জমি ও বাড়ি সংগ্রহ ও নির্মাণ, যন্ত্রাদি ও সরঞ্জাম, কার্যকরী মূলধন ইত্যাদির জন্য সমস্ত আর্থিক সহায়তা দান করা , যাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পদ্যোগ বিশেষতঃ ক্ষুদ্রতম ইউনিটগুলি, যাদের অবশ্যক আছে, তাদের একই ছাদের নীচে সরবরাহ করা যায় ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

১) যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম (কিস্তি-বন্দী ক্রয়) কর্মসূচী : সহজ কিস্তিতে দেশী ও আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ ।

* প্রধান লক্ষ্য প্রথম প্রজন্মের শিল্পদ্যোগী ।
* মহিলা উদ্যোগী, দূর্বলতর শ্রেণী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন কর্মচারী এবং তফশিলী জাতি ও উপাজাতি উদ্যোগীদের উপর বিশেষ দৃষ্টি ।
* নিরাপদ এবং অপ্রতিরোধ্য উদ্যোগ ভিত্তির সৃষ্টি ।

২) সরঞ্জাম পাট্টা / মেয়াদী বন্দোবস্ত :

* প্রধানত এস.এম.ই-দের বাজারের প্রয়োজনানুসারে তাদের প্রযুক্তির উন্নতিকরণ অথবা ব্যাপ্তি ঘটানো অথবা ক্ষমতা বন্ধন করার জন্য সুবিধাদান । কেননা, বাজার এখন মুক্ত অর্থনীতির অধীন ।
* ১০০% শতাংশ অর্থসংস্থান ।
* দেশীয় ও আমদানীকৃত যন্ত্রাদির জন্য একক জানালা (সিঙ্গেল উইন্ডো) নীতি ।
* পুরো বছরের ভাড়ার ওপর কর ছাড় ।

৩) কার্যকরী মূলধনে বিনিয়োগ :

* আবেদনপত্র দাখিল ।
* এন.এস.আই.সি. দ্বারা প্রাথমিক মূল্য নিরূপণ এবং ইউনিটটির পরিদর্শন ও অনুমোদন ।
* চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ।
* প্রাপ্তব্য সুবিধা ।

৪) কাঁচামাল সহায়তা :

* ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির প্রচুর কাঁচামাল সংগ্রহ করে তহবিল আবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই ।
* কাঁচামাল প্রাপ্তির সুবিধা অফ দি সেলফ-এর ওপর ভিত্তি করে ।
* দুষ্প্রাপ্য মালের আমদানীর ক্ষেত্রে সুবিধা দান ।
* ন্যালকো (এন.এ.এল.সি.ও.) , ম্যালকো (এম.এ.এল.সি.ও.)-র সঙ্গে মউ (এম.ও.ইউ.) ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট গুলির দূর্লভ মাল পাওয়ার পক্ষে সহায়ক ।
* দেশের বিভিন্ন অংশে কাঁচামালের ডিপো / গুদাম তৈরী করা ।

যোগ্যতা :

স্থায়ী নিবন্ধিত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট সমূহ

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাজকম এবং জমা / ঋণ মূল্যায়ণ :

লক্ষ্য :

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাজকর্ম এবং ঋণ মূল্যায়ণের ওপর একটি নতুন কর্মসূচী ২০০৫ সালে শুরু হয় । এই কর্মসূচী রূপায়ণের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, ক্ষুদ্র শিল্পকে ক্রেডিট রেটিং প্রাপ্তিতে এবং ভালো আর্থিক ট্র্যাক রেকর্ড রক্ষা করে চলতে উৎসাহ দেওয়া , যা তাদের কার্যকরী মূলধন এবং বিনিয়োগ প্রয়োজনের জন্য যখনই প্রয়োজন তখনই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে প্রস্তাব দিতে পারে । এই পরিকল্পটির সুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিকে এককালীন অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

এই পরিকল্পের বিস্তারিত বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ :

১) এই পরিকল্পটি এন.এস.আই.সি. দ্বারা রূপায়ণ করা হয় ।

২) এই রেটিং ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের কর্মক্ষমতা এবং ঋণগ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তৃতীয় পক্ষের মতামত হিসাবে পরিগণিত হয় । কেননা, একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন মূল্যায়ণের, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্পের খরিদ্দার ও ক্রেতার কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে ।

৩) ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তুলনামূলকভাবে সহজে এবং সুবিধাজনক সুদে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমর্থ হবে ।

৪) রেটিং স্কিমটি আবেদনকারী ঋণগ্রাহক ইউনিটগুলির ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে স্বাধীন মূল্যায়ণ প্রদান করে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করবে , যা তাদের ঋণদান করার সিদ্ধান্ত এবং ঝুঁকি সম্পর্কে মূল্যায়ণের কাজে সাহায্য করবে ।

৫) ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের রেটিং ক্রেতা / বিক্রেতাদের ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলির সঙ্গে ক্রয় চুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা বিচার করার ক্ষেত্রে সুবিধা দেবে ।

৬) রেটিং স্কিমটি সুশৃঙ্খল আর্থিক এবং কর্মপরিচালনার একটি মিশ্র অনুভূতি প্রদান করে , যা আবার ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

৭) আর্থিক উৎপাদন , রপ্তানী এবং বিশ্ব-প্রতিযোগিতার অন্যান্য সুবিধার মাধ্যমে অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রের অবদান উন্নত হবে ।

৮) খ্যাতনামা রেটিং এজেন্সিগুলিকে আই.বি.এ.-র সঙ্গে আলোচনা-সাপেক্ষে এন.এস.আই.সি. দ্বারা প্যানেলভূক্ত করা হবে ।

৯) রেটিং এজেন্সিগুলির ফি নিম্নলিখিত ভাবে প্রদত্ত হবে :

বাৎসরিক মোট ব্যবসা মূল্য (ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের)	ক্ষুদ্রায়তন শিল্প মন্ত্রক দ্বারা প্রতিপূরণ মূল্য
টাকা : ৫০ লক্ষ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়	রেটিং এজেন্সি দ্বারা দাবিকৃত ফি-র ৭৫% শতাংশ কিন্তু অনধিক টাকা : ২৫,০০০ টাকা
টাকা : ৫০ লক্ষের ওপর কিন্তু ২০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়	রেটিং এজেন্সি দ্বারা দাবিকৃত ফি-র ৭৫% শতাংশ কিন্তু অনধিক টাকা : ৩০,০০০ টাকা
টাকা : ২০০ লক্ষের ওপর ক্রয়-বিক্রয়	রেটিং এজেন্সি দ্বারা দাবিকৃত ফি-র ৭৫% শতাংশ কিন্তু অনধিক টাকা : ৪০,০০০ টাকা

১০) ফির বাকি অর্থ ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকেই বহন করতে হবে। রেটিং এজেন্সি দ্বারা রেটিং রিপোর্ট দাখিল করার পর এন.এস.আই.সি.-র মাধ্যমে ফি-র একটি অংশ ভর্তূকী হিসাবে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

যোগ্যতা :

স্থায়ীভাবে নিবন্ধিত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট সমূহ।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রযুক্তি উন্নীতকরণের জন্য ঋণ সম্পর্কিত মূলধন ভর্তুকী কর্মসূচী (সি.এল.সি.এস.এস.

লক্ষ্য :

উদার নীতির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ইউনিটগুলিকে সরল করার লক্ষ্যে এই পরিকল্পটির অধীনে পরীক্ষিত প্রযুক্তি কাজে লাগানোর জন্য এবং প্রযুক্তি উন্নীতকরণের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পণ্য / উপ-বিভাগের ক্ষেত্রে সমর্থ প্রাথমিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা ১২% শতাংশ মূলধন ভর্তুকী দানের জন্য ২০০০ সালে ক্রেডিট লিঙ্কড্ ক্যাপিটাল সাবসিডি (সি.এল.সি.এস.এস.) স্কিমটি চালু হয় । এই পরিকল্পটি এস.আই.ডি.বি.আই. এবং এন.এ.বি.এ.আর.ডি.-র মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

১) এই প্রকল্পটির অধীনে প্রযুক্তি উন্নয়নের অর্থ হল , বর্তমান প্রযুক্তির সীমা অতিক্রম করে উল্লেখযোগ্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার যাতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের গুণগত মান বর্ধিত হয় । এর মধ্যে রয়েছে উন্নত প্যাকেজিং কৌশল, দূষণ বিরোধী পদক্ষেপ, শক্তি সংরক্ষণ, যন্ত্রাদি চালু, গুণমান নিয়ন্ত্রণ, সরঞ্জাম, স্বস্থানে পরীক্ষার সুবিধা ।

২) ৪৪ টি উপ-বিভাগ এই পরিকল্পের সাহায্য পাওয়ার জন্য অনুমোদন লাভ করেছে ।

৩) এই পরিকল্পের পরিধি, নতুন উপ-ক্ষেত্র যোগ এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৪) এই পরিকল্পে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ১২% শতাংশ ভর্তুকী নিম্নলিখিত সীমারেখা সাপেক্ষে প্রদত্ত হয়

ক্রমিক সংখ্যা	বিনিয়োগের সীমা	সহায়তা হিসাবে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা	এই স্কিমের অধীনে সর্বোচ্চ ভর্তূকীর পরিমাণ
(১)	ক্ষুদ্রতম ইউনিট যাদের কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ ১০ লক্ষ টাকার কম	৮ লক্ষ টাকা	০.৯৬ লক্ষ টাকা
(২)	ক্ষুদ্র ইউনিট যাদের কারখানা ও যন্ত্রাদি বাবদ বিনিয়োগ ১০ লক্ষ টাকা এবং ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে	২০ লক্ষ টাকা	২.৪০ লক্ষ টাকা
(৩)	ক্ষুদ্র ইউনিট যাদের কারখানা ও যন্ত্রাদি বাবদ বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার বেশী	৪০ লক্ষ টাকা	৪.৮০ লক্ষ টাকা

যোগ্যতামান :

১) এই পরিকল্পে সেই সমস্ত প্রকল্পের জন্য মূলধন ভর্তূকী পাওয়া যাবে, যাদের ২০০০ সালের ১লা অক্টোবর অথবা তার পরে কোন যোগ্য পি.এল.আই. (যোগ্য সিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, যোগ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, যোগ্য আর.আর.বি., এন.এস.আই.সি., এম.এফ.সি., এবং এন.ই.ডি.এফ.আই) দ্বারা শর্তাধীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে এন.এস.আই.সি.-র কিস্তিবন্দী ক্রয় প্রকল্পে ক্রীত যন্ত্রাদির ওপরও ভর্তূকী পাওয়া যাবে ।

২) এস.আই.ডি.বি.আই.-এর রি-ফিন্যান্স স্কিম ফর টেকনোলজি অর্গানাইজেশন ফান্ড-এর অন্তর্ভূক্ত কেসগুলি প্রস্তাবিত প্রকল্পের নিরিখে মূলধনী ভর্তূকী পাওয়ার যোগ্য , যদি প্রকল্পটি সি.এল.সি.এস.এস.-এর অধীনে প্রচলিত নিয়মানুগ হয় ।

৩) যে সমস্ত ইউনিট সি.এল.সি.এস.এস.-এর অধীনে অতিরিক্ত ঋণের অনুমোদন প্রাপ্তির ফলে ক্ষুদ্রায়তন থেকে মধ্যমায়তনে উন্নীত হয়েছে তারাও এই সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য ।

৪) শ্রম কেন্দ্রিক (লেবার ইনটেসিভ) এবং / অথবা রপ্তানী প্রধান নতুন ক্ষেত্র / ক্রিয়াকলাপ, এই পরিকল্পের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিবেচিত হবে ।

ক্ষুদ্র শিল্প গুচ্ছ উন্নয়ন কর্মসূচী (স্মল ইন্ডাস্ট্রিস ক্লাস্টার ডেভোলপমেন্ট প্রোগ্রাম) (এস.আই.সি.ডি.পি.)

লক্ষ্য :

আপটেক টেকনোলজি আপগ্রেডেশান অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নামে একটি পরিকল্প ১৯৯৮ সালের মাসে উপস্থাপিত হয়েছিল - প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র শিল্পের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে , একটি গুচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে । পরিকল্পটি ২০০৩-০৪ সালে স্মল ইন্ডাস্ট্রিস ক্লাস্টার ডেভোলপমেন্ট প্রোগ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক গুচ্ছ উন্নয়ন গ্রহণ করা ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

১) পরিকল্পটিই গৃহীত হয়েছিল বিশ্লেষণমূলক নিরীক্ষা, প্রযুক্তির উৎস সংগ্রহ, উৎপাদকের কাছ থেকে সর্বশেষ ব্যবহারকারী পর্যন্ত প্রযুক্তির হস্তান্তর, প্রদর্শন ক্ষেত্র (প্ল্যান্ট) স্থাপন, আর.ও.ডি., প্রয়োজন থাকলে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষন ও পর্যবেক্ষণে গমন ইত্যাদি যা ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুচ্ছের মধ্যে পড়ে সেগুলির প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ও দ্রুত প্রসারণে সহায়তা করে ।

২) পরিকল্পটি প্রযুক্তি উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শক্তি (এনার্জি) সঞ্চয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের বিস্তৃতিকরণ প্রশিক্ষন প্রয়োজন সম্পর্কিত ব্যাপক বিষয় পরিবৃত করে ।

যোগ্যতা :

১) ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রকের ফিল্ড অফিসগুলি দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলি ছাড়াও, রাজ্য সরকারগুলি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র শিল্প গুচ্ছের উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পটির অধীনে আর্থিক সাহায্যদান করা হয়ে থাকে । যদি প্রস্তাব স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা সঠিকভাবে ডি.সি.-র অফিসে দাখিল করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হয়ে থাকে । সাধারণত আর্থিক সহায়তা ৩ বছর ধরে কিস্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে । ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ , নমনীয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে ।

২) কমন ফেসিলিটি সেন্টার-এর জন্য তহবিলের অনুমোদন প্রয়োজনানুসারে পৃথকভাবে বিবেচিত হয় । কমন ফেসিলিটি সেন্টার-এর প্রকল্পের ব্যয়ের জন্য কোন বিশেষ সীমারেখা নেই এবং প্রতিটি বিষয়ই প্রয়োজনের নিরিখে পরীক্ষিত হয় ।

আইএস.ও. - ৯০০০ / আইএস.ও. - ১৪০০১ শংসাপত্র প্রাপ্তির জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ইনসেনটিভের মাধ্যমে উৎকর্ষ উন্নয়ন

লক্ষ্য :

ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং গুণমান উন্নত করার জন্য উৎসাহিত করার সাথে সাথে তাদের বিশ্ব-প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার সামর্থদানের উদ্দেশ্যে ডেভোলপমেন্ট কমিশনারের (এস.এস.আই.) অফিস আইএস.ও. - ৯০০০ / আইএস.ও. - ১৪০০১, কোয়ালিটি সিস্টেম - এর ইনসেনটিভ স্কিম উপস্থাপিত করেছেন । এই স্কিমটি ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে কাজ করছে ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

এই পরিকল্পটি আইএস.ও. - ৯০০০ / আইএস.ও. - ১৪০০১ শংসাপত্র (অথবা এর সমতুল) প্রাপ্তির জন্য ব্যয়িত অর্থের এককালীন পূনর্ভরণ হিসাবে ইউনিট পিছু ৭৫% শতাংশ অথবা সর্বাধিক ৭৫,০০০ টাকা পাওয়া যায় । এই স্কিমটি ওই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট / সহায়ক ইউনিট, যারা ইতিমধ্যে উল্লিখিত শংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । স্কিমটি ২০০৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে ।

যোগ্যতামান :

সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, যাদের স্থায়ী নিবন্ধন আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য

কৃষিজ এবং গ্রামীণ শিল্প মন্ত্রকের ভূমিকা :

কৃষিজ ও গ্রামীণ শিল্প এবং অতিক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে মনোযোগ দানের জন্য ২০০১ সালের সেপটেম্বর মাসে এস.এস.আই. এবং এ.আর.আই. মন্ত্রক থেকে একটি নতুন মন্ত্রক - মিনিস্ট্রি অফ এগ্রো অ্যান্ড রুরাল ইন্ডাস্ট্রিস - নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই মন্ত্রকের মূল লক্ষ্য হল, কাঁচামাল হিসাবে কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল চিরাচরিত শিল্প সমূহের উন্নয়ন। এই মন্ত্রকের বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত :

* খাদি
* গ্রামীণ শিল্প সমূহ
* কয়ার (নারকেল ছোবড়া) শিল্প

যেহেতু এই মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা নামে কর্ম সৃষ্টির স্কিমটির রূপায়ণের সরাসরি তদারকি করে, সেহেতু অন্য সমস্ত স্কিম এবং প্রোগ্রাম দুটি সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়ণ করা হয়। যথা -

১) খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিস কমিশন (কে.ভি.আই.সি.)।

২) কয়ার বোর্ড কমিশন।

খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিস কমিশন :

* কে.ভি.আই.সি. একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা - ১৯৫৬ সালের খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিস কমিশন আইনের অধীনে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত হয়।

* কমিশনের শীর্ষে সবসময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং ৫ জন আংশিক সময়ের সদস্য রয়েছেন।

* গ্রামাঞ্চলে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য কে.ভি.আই.সি. অন্যান্য এজেন্সির সমন্বয়ে প্ল্যানিং, সংগঠন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য দায়বদ্ধ।

* কে.ভি.আই.সি.-র দায়িত্বের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা এবং গ্রামীণ লোক সমাজে উৎসাহ তৈরী করা রয়েছে।

* কে.ভি.আই.সি. রাজ্য কে.ভি..সি. বোর্ডগুলি, নিবন্ধিত সমিতি এবং সমবায়গুলির মাধামে তার কাজের সমন্বয় সাধন করে। এর আবরণের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত বৃহৎ সংখ্যক শিল্পনির্ভর প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

কয়ার (নারকেল ছোবড়া) বোর্ড :

* ১৯৫৩ সালের কয়ার বোর্ড ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাক্ট (নং-১৯৫৩-এর ৪৫) -এর অধীনে স্থাপিত, কয়ার বোর্ডও একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

* বোর্ড ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে কাজ শুরু করে।

* বোর্ডটির শীর্ষে পূর্ণ-সময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং আংশিক সময়ের জন্য ৩৯ জন সদস্য রয়েছেন।

* কয়ার শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং এই চিরাচরিত শিল্পে নিরত শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কয়ার বোর্ড দায়িত্ব প্রাপ্ত ।

গ্রামীণ কর্মনিয়োগ সৃষ্টির কর্মসূচী :

লক্ষ্য :

দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য কর্ম নিয়োগের নতুন দিক উন্মোচনের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ১লা এপ্রিল খাদি ও ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিস কমিশন -এর মাধ্যমে ভারত সরকার রুরাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান প্রোগ্রাম (আর.ই.জি.পি.) শুরু করে । কমিশনের নেগেটিভ লিস্টের অন্তর্ভূক্ত সেই সমস্ত গ্রামীণ শিল্প ব্যতিরেকে সমস্ত সম্ভাব্য গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে আর.ই.জি.পি. প্রযোজ্য । এই কর্মসূচীতে উপকারভোগী ২৫ লক্ষ টাকা মুল্য পর্যন্ত প্রকল্প স্থাপন করতে পারে । যোগ্য উপকারভোগী হল - (১) কোন ব্যক্তি/গ্রামীণ কারিগর , (২) প্রতিষ্ঠান সমূহ, সমবায় সমিতি, ট্রাস্ট এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

আর.ই.জি.পি.-র অধীনে ইউনিট স্থাপনের জন্য শিল্পদ্যোগীদের উপান্ত অর্থ (মার্জিন মানি) আকারে প্রকল্পমূল্যের ২৫% শতাংশ মূলধনী ভর্তুকী হিসাবে দেওয়া হয় । ১০ লক্ষ টাকার অধিক এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প মূল্যের ক্ষেত্রে উপান্ত অর্থ (মার্জিন মানি)-এর হার ১০ লক্ষ টাকার ওপর ২৫% শতাংশ হিসাবে । উপরন্তু প্রকল্প মূল্যের বাকি অংশের ওপর ১০% শতাংশ দূর্বলতর শ্রেণী যথা তফশিলী জাতি ও উপজাতি এবং ও.বি.সি. / শারীরিক প্রতিবন্ধী / মহিলা / প্রাক্তন কর্মী / সংখ্যালঘু / পাবর্তা ও পার্বত্য অঞ্চল / উত্তর-পূর্বাঞ্চল / আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপ - এর ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প মূল্যের ৩০% শতাংশ এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাকি পরিমাণ অর্থের ১০% শতাংশ মার্জিন মানি হিসাবে প্রদত্ত হয়।

যোগ্যতামান :

১) গ্রামীণ অঞ্চলে স্থাপিত নতুন ইউনিটগুলি যোগ্য বলে বিবেচিত হবে ।

২) আর.ই.জি.পি. সমস্ত সম্ভাব্য গ্রামীণ শিল্প প্রজেক্টগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (কে.ভি.আই.সি.-র নেগেটিভ তালিকাভূক্ত গ্রামীণ শিল্পগুলি ছাড়া) যারা শক্তির (বিদ্যুৎ) ব্যবহার সহ / ব্যতীত দ্রব্য উৎপাদন করছে অথবা পরিষেবা দান করছে এবং যাতে পূর্ণ সময়ের কারিগর / শ্রমিকদের জন্য মাথাপিছু নির্দিষ্ট মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার অধিক নয় ।

৩) প্রতি কারিগর অথবা শ্রমিকের জন্য মাথাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার বেশী হবে না । অর্থাৎ মূলধনী ব্যয় এবং বাড়ি / কারখানা শেড, যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র প্রজেক্ট দ্বারা সৃষ্টি পূর্ণ সময়ের কর্ম নিয়োগ ৫০,০০০ টাকার কম হতে হবে ।

৪) আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের বেশী হতে হবে ।

৫) ব্যক্তিগত উদ্যোগী সমূহ, প্রতিষ্ঠান সমূহ, সমবায় সমিতি সমূহ, ট্রাস্ট এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী (অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট লিমিটেড কোমপানী, যুগ্ম যাতক, যৌথুদোগ, সহ ঋণকারক এইচ.ইউ.এফ.) এই স্কিমের অন্তর্ভূক্ত নয় ।

প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (পি.এম.আর.ওয়াই.) :

লক্ষ্য :

গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে পালনযোগ্য স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ২রা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পটি উপস্থাপিত হয় । এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর যাবৎ ৭ লক্ষ মাইক্রো এন্টার প্রাইজ স্থাপন করে এক লক্ষেরও বেশী মানুষের জন্য কর্মসংস্থান করা । তখন থেকেই বছরে ২.২০ লক্ষ উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রায় স্কিমটি কাজ করছে। স্কিমটি জেলা শিল্প কেন্দ্র (ডি.আই.সি.), রাজ্য শিল্প অধিকার এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয় । শিক্ষিত বেকার যুবক ছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্যও এই পরিকল্পটি খোলা ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট :

১) কাজকর্মের পরিধি : কৃষি নির্ভর কাজকর্ম সহ সমস্ত অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় কর্ম । কিন্তু ফসল ফলানো, সার ক্রয় ইত্যাদির মত কৃষিগত ক্রিয়া ব্যতিরেকে ।

২) প্রকল্পমূল্য : ব্যবসা ক্ষেত্রের জন্য ১ লক্ষ টাকা নির্মাণ এবং অন্যান্য ক্রিয়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা । এবং এই ঋণের প্রকৃতি সংমিশ্র । যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অংশীদারীত্বে যোগ দেয়, তাহলে প্রকল্পটি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তহবিল পাওয়ার যোগ্য । একক ব্যক্তির গ্রাহ্যতার ক্ষেত্রে সহায়তা সীমাবদ্ধ ।

৩) ভর্তুকী ও উপান্ত-অর্থ (সাবসিডি এবং মার্জিন মানি) : উদ্যোগী পিছু সীমাবদ্ধতা ৭৫০০ টাকা সাপেক্ষে প্রকল্পমূল্যের ১৫% শতাংশ ভর্তুকী দেওয়া হয় । ব্যাঙ্কগুলিকে, উদ্যোগীদের কাছ থেকে প্রকল্পমূল্যের ৫% শতাংশ থেকে ১৬.২৫% শতাংশ মার্জিন মানি নিতে অনুমতি দেওয়া হয় , যাতে মোট ভর্তুকী এবং মার্জিন মানির সমষ্টি প্রকল্পমূল্যের ২০% শতাংশের সমপরিমাণ হয় ।

৪) সহায়ক : ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন সহায়ক সাহায্য নেই । অংশীদারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়ক ছাড় প্রকল্পের অংশীদার পিছু ১ লক্ষ টাকায় সীমাবদ্ধ ।

৫) সুদের হার এবং রি-পেমেন্টের সিডিউল : সুদের সাধারণ হার ধার এবং ঋণ শোধের নির্ধারিত সময় একটি নির্দেশিত প্রাথমিক সাময়িক স্থগিতকালের পরে ৩ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত হতে পারে ।

৬) সংরক্ষণ : মহিলা সহ দূর্বলতর শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় । পরিকল্পটিতে তফশিলী জাতি / উপজাতির জন্য ২২.৫% শতাংশ এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর (ও.বি.সি.) জন্য ২৭% শতাংশ সংরক্ষণ ধার্য করা হয়েছে । যদি কোন ক্ষেত্রে তফশিলী জাতি/উপজাতি/ও.বি.সি. প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে রাজ্যগুলি/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকার প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য শ্রেণীর যোগ্য প্রার্থীর বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে ।

৭) প্রশিক্ষণ : প্রত্যেক উদ্যোগী যাদের জন্য ঋণ সুপারিশ করা হয়েছে, তাদের নিম্নলিখিত বিস্তারিত বিষয় অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় : -

ক) শিল্প ক্ষেত্রের জন্য :

স্থায়িত্ব - ১৫ থেকে ২০ কর্মদিবস।
বৃত্তি - ৩০০ টাকা।
প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় - ৭০০ টাকা ।

খ) পরিষেবা এবং ব্যবসা ক্ষেত্রের জন্য :

স্থায়িত্ব - ৭ থেকে ১০ কর্মদিবস।
বৃত্তি - ১৫০ টাকা।
প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় - ৩৫০ টাকা ।

যোগ্যতা :

একক ব্যক্তির জন্য :

বয়স : উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যতীত দেশের সর্বত্র ১৮-৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন

১৯৯৩ সালে সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক শিশুর শিক্ষা মৌলিক অধিকার বলে ঘোষিত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে ২০০১—০২ সাল থেকে সর্বভারতীয় নীতির ভিত্তিতে ৫—১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা (অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত) সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গের ২০টি শিক্ষা জেলায় (কলকাতা ও শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা ধরে) সর্বশিক্ষা অভিযান সমস্ত ধরণের শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান যা চায় :-

৫—১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশু কোনও না কোনও ধরণের বিদ্যালয়ে পড়ুক। যদি প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে বা শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে সব শিশুকে নিয়ে আসা সম্ভব নাও হয় তবুও তার বাইরে থাকা এই শিশুদের শিক্ষার জন্য নতুন পথ খোলা সম্ভব হয়েছে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এর মাধ্যমেই।

সর্বশিক্ষা অভিযানের দ্বৈত পদক্ষেপ :-

সমস্ত শিশুই যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এই লক্ষ্য মাথায় রেখে সর্বশিক্ষা অভিযান মূলতঃ দু'ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে।

১। ৫—১৪ বছরের সমস্ত শিশু যাতে প্রারম্ভিক শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা অর্থাৎ প্রয়োজনে নতুন বিদ্যালয় গড়ে তোলা, অতিরিক্ত ঘর তৈরি করা ইত্যাদি।

২। সেইসব শিশু যাদের শিক্ষার সুযোগ আছে অর্থাৎ নিকটবর্তী বিদ্যালয় বা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র আছে কিন্তু তারা মূলতঃ কোনও না কোনও আর্থ সামাজিক কারণে তা গ্রহণ করতে পারছে না তাদের অভিভাবককে শিশুটিকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

শিক্ষার আঙিনার বাইরে থাকা বা স্কুল ছুট শিশুর জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের পদক্ষেপ :-

ক। ৭⁺—৯⁺ বছর বয়সী যে সব শিশু কোনওদিন কোনও বিদ্যালয়ে যায়নি বা কোনও কারণে বিদ্যালয় ছুট্ হয়ে গেছে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির মধ্যে যে কোনও শ্রেণির উপযুক্ত করে (বয়সভিত্তিক) শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এবং

খ। ১০$^{+}$—১৩$^{+}$ বছর বয়সী যেসব শিশুরা প্রাথমিক স্তর শেষ করে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি অথবা বিদ্যালয় ছুট্ হয়ে গেছে তাদের একইভাবে ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণির মধ্যে বয়সভিত্তিক যে কোনও শ্রেণির উপযুক্ত করে উচ্চ প্রাথমিকস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলস্রোতে যাতে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান ৬ মাসের / ১ বছরের সংযোগ পাঠক্রম বা ব্রীজকোর্স চালু করেছে।

এর মাধ্যমে ভর্তি না হতে পারা বা বিদ্যালয়ছুট্ শিশুদের পুনরায় শিক্ষালাভের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিশুরাও এখানে ভর্তি হতে পারে। সকাল, বিকেল, দুপুর বা শিশুর সুবিধা মত সময়ে তারা এখানে পঠন পাঠনের সুযোগ নিতে পারে।

এরকম যে কোনও ভর্তি না হওয়া বা বিদ্যালয়ছুট্ শিশুকে চিহ্নিত করা গেলে জনসাধারণ ব্যাপারটি VEC / WEC , গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা, জেলা সর্বশিক্ষা অভিযানের অফিসের নজরে আনতে পারেন কারণ জেলাস্তর থেকে একেবারে তৃণমূলস্তরে VEC (গ্রাম শিক্ষা কমিটি) এবং WEC (ওয়ার্ড শিক্ষা কমটি) এই ব্যাপারে দায়বদ্ধ।

সমস্ত মায়েরাও মাতা শিক্ষক সমিতি বা MTA এর মাধ্যমে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারেন।

বিদ্যালয়ভবন তথা অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ Civil Works- অর্থাৎ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত মান উন্নয়ন। প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান দপ্তর থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণতঃ বিবেচনা করা হয় ঃ-

১) বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র / ছাত্রী সংখ্যা (DISE তথ্যের ভিত্তিতে)

২) বিদ্যালয়ের বর্তমান শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা / অবস্থা (DISE তথ্যের ভিত্তিতে)

৩) অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ফাঁকা জমি বিদ্যালয়ের আছে কি না

৪) ফাঁকা জমির অভাবে যদি দ্বিতলে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মানের দরকার হয়, সেক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যালয় ভবনটি তার উপযুক্ত কি না ইত্যাদি।

সাধারণতঃ উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান জেলা প্রকল্প কর্তৃক ব্লকস্তরে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভিলেজ এডুকেশন কমিটি (VEC) ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি (MC) দ্বারা অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই কাজ করার জন্য কোনওরকম কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা হয় না। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় স্থানীয় কাঁচামাল এবং মজুরদের দ্বারাই এটি হয়ে থাকে। প্রয়োজনে স্থানীয় মানুষ জমি / কাঁচামাল / অর্থ / শ্রম দিয়েও সাহায্য করে থাকেন।

পূর্বোল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী যদি কোনও বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের কোনও চাহিদা থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিকটবর্তী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (S.I. of Schools) অফিসে অথবা সর্বশিক্ষা অভিযানের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ :-

- প্রাথমিক স্তর-প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজ তহবিল থেকে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে মে মাসের একটি দিনকে বই দিবস (Book Day) হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত দিনে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়।
- উচ্চ প্রাথমিক স্তর-ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

  ২০০৭—০৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রী/তফশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্ররা এই সুবিধা পেয়ে থাকলেও ২০০৮—০৯ শিক্ষাবর্ষে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক (মাথাপিছু ২৫০/- টাকা হারে) দেবার বিশেষ পদক্ষেপ সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে নেওয়া হয়েছে।

শেখা শেখানোর উপকরণ (TLM)

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে প্রতি শিক্ষিকা-শিক্ষকের মাথাপিছু ৫০০/- টাকা করে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা সর্বশিক্ষা অভিযানে আছে। যাতে শিক্ষিকা-শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টিকারী শেখা-শেখানোর উপকরণ তৈরি করতে পারেন।

বিদ্যালয় সংক্রান্ত অর্থ (School Grant)

সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে প্রতিবছর বিদ্যালয় সংক্রান্ত অনুদানের (School Grant) ব্যবস্থা আছে। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রতিটি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছু ২,০০০/- টাকা করে বরাদ্দ ছিল।

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছু ৫,০০০/- টাকা ও প্রতিটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছু ৭,০০০/- টাকা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় তার প্রয়োজনীয় পুরাতন সাজ-সরঞ্জাম বদলাতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজগুলি ছাড়াও পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিনতে পারে এবং কমপিউটার শিখনের বিশেষ প্রয়োজনে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারে।

বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ (Maintenance Grant)

এক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিবর্তিত উল্লেখযোগ্য নীতিগুলি হল ঃ

ক। তিনটি শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয়কে বছরে ৫,০০০/- টাকা দেওয়া হবে।

খ। তিনের বেশি শ্রেণিকক্ষযুক্ত বিদ্যালয় সর্বাধিক ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এই অনুদান পেতে পারে।

গ। জেলান্তরীয়ভাবে গড়ে ৭,৫০০/- টাকা করে পেতে পারে বিদ্যালয়গুলি।

* এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে প্রধান শিক্ষকের ঘর বা অফিস ঘর এই আওতার বাইরে থাকবে।

ঘ। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ থাকলে এবং শহরের বিদ্যালয় ভাড়া বাড়িতে থাকলেও এই অনুদান পাবে।

ঙ। এই অর্থ শুধুমাত্র প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকস্তর পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এর দ্বারা বিদ্যালয় গৃহ মেরামতি, শৌচাগার মেরামতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রাচীর তৈরি, রঙের কাজ ইত্যাদি করা যেতে পারে।

শেখা শেখানোর সরঞ্জাম সংক্রান্ত অর্থ (TLE Grant)

সর্বশিক্ষা অভিযানে এই অনুদারে ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলির কিছু পরিবর্তন হয় ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ঃ

নতুন প্রতিষ্ঠিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা অনুদান পেতে পারে। এই অনুদানের টাকা দিয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভিন্ন শেখা-শেখানোর সরঞ্জাম (Teaching Learning Equipment), ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বসার আসবাব ইত্যাদি ক্রয় করতে

পারবে। এই টাকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি সর্বশিক্ষা অভিযানের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে সদ্‌ব্যবহার করবে।

সর্বশিক্ষা অভিযানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা

সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলির মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হল সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে অন্যতম একটি পদক্ষেপ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কোনও শিশুর সনাক্তকরণ, প্রয়োজনীয় সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ, প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ এবং পঠনপাঠনে সহায়তা প্রদানের মত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

<u>সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন :</u> বিশেষ সমীক্ষা দ্বারা সনাক্ত হওয়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য মূলতঃ চিকিৎসক, মনস্তত্ত্ববিদ এবং স্পেশাল এডুকেটর নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল্যায়ন গোষ্ঠী। পরিকাঠামোর সুযোগ সুবিধা আছে এমন বেসরকারি সংস্থাকেও মূল্যায়নের কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

<u>সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ :</u> যথাযথভাবে মূল্যায়িত হওয়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা মূল্যায়ন গোষ্ঠীর সদস্যদের অনুমোদনক্রমে সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে প্রকল্পের নিয়মানুসারে বিভিন্ন রকমের সহায়ক সরঞ্জাম যথা হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ইত্যাদি সাহায্য বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সহায়ক সরঞ্জামগুলি যাতে বিদ্যালয়যোগ্য বয়সী কোনও বিশেষ শিশুর প্রথাগত বিদ্যালয়ে আসার লক্ষ্যে কোনও কাজে লাগে কেবল সেই উদ্দেশ্যেই এই সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

<u>প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ ও পঠন পাঠনে সহায়তা প্রদান :</u> যথাযথভাবে মূল্যায়িত হওয়া কোনও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুও আর সকল তথাকথিত সাধারণ শিশুর সাথেই প্রথাগত বিদ্যালয়ে যাতে পড়াশোনা করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, সর্বশিক্ষা অভিযানে সকল শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারি আদেশনামা বের করা হয়েছে। বিশেষ বিদ্যালয়গুলিও বিশেষ প্রস্তুতিকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যাতে তাদের পঠন পাঠন ঠিকমত ভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের IEDC বিভাগ সর্বশিক্ষা অভিযানের মধ্যস্থতায় কিছু সুযোগ সুবিধাও প্রদান করে থাকে যথা-ইউনিফর্ম, স্টেশনারি, বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সামান্য গাড়িভাড়া ইত্যাদি।

[এ ব্যাপারে আরো বিশদ জানতে নিকটবর্তী চক্রসম্পদ কেন্দ্র বা জেলা প্রকল্প দপ্তর, সর্বশিক্ষা মিশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।]

কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রী নিবাস)

২০০১ সালের জনগণনা তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলার ৫৯টি ব্লক EBB (Educationally Backward Block) হিসেবে ভারত সরকার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। এই সব ব্লকে নারী শিক্ষার হার রাষ্ট্রীয় নারী শিক্ষার হারের অপেক্ষা কম এবং পুরুষ ও নারী শিক্ষার হারের পার্থক্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পার্থক্যের তুলনায় বেশি।

এই সব ব্লককে বালিকা শিক্ষার হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রতি ব্লকের একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (ছাত্রী নিবাস)' তৈরি করা হয়েছে। এইসব ছাত্রী নিবাসে, সেই ব্লকের অধিবাসী ১০—১৪ বছর বয়সের তফশীলি জাতি / তফশীলি উপজাতি / ও. বি. সি. / সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথা বি. পি. এল. তালিকাভুক্ত যে সব মেয়ে বিদ্যালয়ছুট্ হয়ে গেছে বা পড়াশোনার সুযোগ থেকে অন্য কোনও কারণে বঞ্চিত, তারাই (সর্বাধিক ৫০ জন) ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। কস্তুরবা গান্ধী ছাত্রী নিবাসে ভর্তি হওয়া বালিকাদের (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) সমস্ত রকমের ব্যয়ভার সর্বশিক্ষা অভিযান বহন করবে।

কস্তুরবা গান্ধী ছাত্রী নিবাসে ভর্তি হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে সাদা কাগজে আবেদন করে দরখাস্ত জমা দিতে হয়। দরখাস্তের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার প্রমাণপত্রও জমা দিতে হবে।

জাতীয় প্রারম্ভিক বালিকা শিক্ষা কর্মসূচি
(এন.পি.ই.জি.ই.এল.)

পশ্চিমবঙ্গে ৫৯ (উনষাটটি) ব্লক শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ব্লক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, উল্লিখিত ৫৯টি ব্লকের তালিকা সংযোজনী-১ এ দেওয়া হল। এই ৫৯টি ব্লকে জাতীয় প্রারম্ভিক বালিকা শিক্ষা কর্মসূচি (এন.পি.ই.জি.ই.এল.) অষ্টম শ্রেণির মান অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত ০—১৪ বছর বয়সের বালিকাদের জন্য। এই কার্যক্রমটি চালনার জন্য শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলির প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দু'টি করে উদিতা নামে বালিকা গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

সারা রাজ্যে এইরকম মোট ১০৬৪টি গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র (উদিতা) স্থাপিত হয়েছে / হচ্ছে। এই সম্পদ কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় বহির্ভূত বালিকা ও বিদ্যালয়ের অন্তর্গত বালিকাদের জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্নরকম খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বৃত্তিগতশিক্ষা, নিরাময়মূলকশিক্ষা ও মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

এই ব্যবস্থাগুলির পরিষেবা। নিতে অথবা বিশদে জানতে বালিকা গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র, চক্র সম্পদ কেন্দ্র (SI Office) ও জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ৫৯টি ব্লকের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম
১)	বাঁকুড়া	১)	সোনামুখি
		২)	গঙ্গাজলঘাটি
		৩)	রানীবাঁধ
		৪)	ইন্দপুর
		৫)	শালতোড়া
		৬)	ছাতনা
		৭)	হীরাবাঁধ
		৮)	মেঝিয়া
		৯)	ওন্দা
		১০)	বিষ্ণুপুর
		১১)	পাত্রসায়র
২)	বীরভূম	১২)	রাজনগর
		১৩)	দুবরাজপুর
৩)	কোচবিহার	১৪)	সিতাই
		১৫)	শীতলখুচি
৪)	জলপাইগুড়ি	১৬)	মেটেলি
		১৭)	নাগরাকাটা
		১৮)	মাল
		১৯)	কালচিনি
		২০)	মাদারিহাট
		২১)	ধুপগুড়ি
৫)	মালদা	২২)	মানিকচক
		২৩)	বামনগোলা
		২৪)	হাবিবপুর
		২৫)	হরিশ্চন্দ্রপুর-২
৬)	পশ্চিম মেদিনিপুর	২৬)	গোপাব :ভপুর-১
		২৭)	নয়াগ্রাম
৭)	পুরুলিয়া	২৮)	ঝালদা-২
		২৯)	জয়পুর
		৩০)	আরশা
		৩১)	ঝালদা-১
		৩২)	পুরুলিয়া-১
		৩৩)	মানবাজার—২

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম
		৩৪)	পুরুলিয়া-২
		৩৫)	বড়াবাজার
		৩৬)	বলরামপুর
		৩৭)	মানবাজার—১
		৩৮)	পারা
		৩৯)	বান্দোয়ান
		৪০)	বাঘমুন্ডি
		৪১)	পুঞ্চা
		৪২)	রঘুনাথপুর-২
		৪৩)	হুড়া
		৪৪)	রঘুনাথপুর-১
		৪৫)	শানতুড়ি
		৪৬)	কাশিপুর
		৪৭)	নেতুরিয়া
৮)	শিলিগুড়ি	৪৮)	খড়িবাড়ি
		৪৯)	ফাঁসিদেওয়া
৯)	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৫০)	জয়নগর-২
		৫১)	কুলতলি
		৫২)	বাসন্তি
		৫৩)	ক্যানিং—২
১০)	উত্তর দিনাজপুর	৫৪)	রায়গঞ্জ
		৫৫)	চোপড়া
		৫৬)	ইসলামপুর
		৫৭)	কালিয়াগঞ্জ
		৫৮)	করণদিঘি
		৫৯)	গোয়ালপোখর-১

ভ না।শিক্ষা প্রসার দপ্তর

জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা পরিকল্পিত গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের প্রকল্পসমূহ—

১। জেলা গ্রন্থমেলা সংগঠন :

প্রতিবছর জেলাস্তরে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের তত্ত্বাবধানে জেলা গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই জেলা গ্রন্থমেলাগুলি নিছক বই কেনাবেচার ক্ষেত্র হিসাবে সীমিত না থেকে মেলাপ্রাঙ্গণে পুস্তক প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লেখক, পাঠক গ্রন্থাগারিক ও জনসাধারনের মধ্যে ভাববিনিময়ে মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সাহায্যে করে। এইভাবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠকের নৈকট্য আরও দৃঢ় হয় ও গ্রন্থপিপাসু মানুষ উপকৃত হন।

২। গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য তথ্য ভাণ্ডার (ডেটাবেস) সংগঠন :

অধিকারের অধীনে যে সমস্ত গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার কর্মী আছে ও আছেন তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত তথ্যভাণ্ডার গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ক্রমাগত সাম্প্রতিকীকরণ করা হয়।

এছাড়াও রাজ্যে যেসব বেসরকারী ও অপোষিত গ্রন্থগার আছে তাদের ও তথ্যভাণ্ডার তৈরী করার প্রক্রিয়া চলছে। সেইসঙ্গে এই অধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে সমস্ত প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও পুস্তক রয়েছে সেগুলিরও তথ্যভাণ্ডার তৈরী করার প্রক্রিয়া চলছে।

৩। বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্র :

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বর্ষে সরকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ২৬টি সরকারী ও সরকারপোষিত গ্রন্থাগার ২৩০টি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার ও নির্বাচিত কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগার বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করেন।

সেই সময় থেকেই সরকার দ্বারা এই কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত বিশেষ অনুদানও দেওয়া হচ্ছে।

এই কেন্দ্রগুলি থেকে তথ্য পেয়ে ছাত্রছাত্রী, বৃত্তিজীবী ও জীবিকা সন্ধানী মানুষরা তাঁদের জীবন ও জীবিকার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ উপকৃত হচ্ছেন।

৪। জনগ্রন্থাকার ও তথ্য কেন্দ্র :

যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো সরকারী বা সরকারপোষিত গ্রন্থাগার নেই সেখানে জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৬৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও সরকারী বা সরকারপোষিত গ্রন্থাগার নেই। সরকারী আনুকূল্যেও সাধারণ মানুষের উদ্যোগে এই ধরণের গ্রামপঞ্চায়েতের জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত ৩১৪টি জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

৫। রাজ্য সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন -এর যৌথ প্রকল্পসমূহ ঃ

১৯৭২ থেকে রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) এর যৌথ প্রকল্পের সংগে যুক্ত আছেন তাঁদের যৌথ প্রকল্পগুলি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত করার জন্য।

২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে উভয় তরফ থেকে এই যৌথ সাহায্যের পরিমাণ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ কোটি টাকা করে। ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উপরোক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে উভয় তরফে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা করে।

৬। ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপট্স-এর সহযোগিতায় পুথি ও পুস্তক সংরক্ষণ ঃ

ভারত সরকার ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপট্স গঠন করেন দেশের দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তকের সম্পদ সমীক্ষা, নথিভুক্তিকরণ, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানুস্ক্রিপট লাইব্রেরীকে পুথিসম্ভারের সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে, এই কেন্দ্র পুঁথির তথ্যভাণ্ডার ও তালিকা প্রস্তুত করার কাজে নিযুক্ত আছেন।

এছাড়াও উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, উত্তরবঙ্গ রাস্ট্রীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার ও আরও বহু ধরনের গ্রন্থাগারে দুস্প্রাপ্য পুথি সংরক্ষণের কাজ চলছে।

৭। গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রন্থাগারগুলিতে কম্প্যুটার ব্যবস্থা চালু করা ঃ

তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত এই প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ আর্থিক বছর থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমানে এর আয়ত্বাধীন আছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারসমূহ। এই প্রকল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে, (ক) আন্তগ্রন্থাগার সহযোগিতা ব্যবস্থার মাধ্যমে বই সম্পর্কিত তথ্যসরবরাহ, (খ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির দুষ্প্রাপ্য বই-এর সংরক্ষণ ও তথ্য সরবারহ এবং, (গ) সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সংগে যুক্ত তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৮। কলকাতা নগর গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ঃ

কলকাতা নগর গ্রন্থাগারের (কলকাতার প্রধান গ্রন্থাগার) নতুন ভবন নির্মানে-র কাজটি সমাপ্তির পথে।

২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে গ্রন্থাগারটি সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হবে এবং তার অনতিপরেই নতুনতর পরিষেবা সহ কাজ করতে আরম্ভ করবে।

৯। বেসরকারী ও অপোষিত গ্রন্থাগার সমূহকে বিশেষ সাহায্যপ্রদান ঃ

পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রাচীন বেসরকারী ও অপোষিত গ্রন্থাগার বহু বছর ধরে সন্তোষজনক পরিষেবা দান করে চলেছে।

এই পরিষেবাদানকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য সরকার বহু বেসরকারী ও অপোষিত গ্রন্থাগারকে প্রতিবছর আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে -এর জন্য জেলা গ্রন্থাগার অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে অনুরোধ করা হয়।

১০। পুস্তক তালিকা প্রকাশ ঃ

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিবছর বাংলা বই-এর বিষয় ভিত্তিক পুস্তক তালিকা প্রকাশ করে। প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অফিস রাজ্য সরকার ভবানী ভবন, আলিপুর-এ জমা পড়া বই-সমূহ এই তালিকার ভিত্তি। পুস্তক নির্বাচন ও আনুষঙ্গিক কাজে এই বই একটি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে কাজ করে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১৭, সি. আই. টি. স্কিম, ৭ এম, ভি. আই. পি. রোড

কলকাতা-৭০০ ০৫৪, ফোন : ২৩৫৫-০৪১৫/১৬

লেণ্ডিং বিভাগে সদস্যপদের জন্য আবেদনপত্র

(Application Form for lending section membership)

আমি.. রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার লেণ্ডিং বিভাগের একজন সদস্য হবার আবেদন জানাচ্ছি। আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদনপত্রে উল্টো দিকের পাতায় বর্ণিত নিয়ম-কানুন মেনে চলব এবং আমি আমার সদস্যপদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নীচে দিলাম।

I...................................... apply for enrolment as a member of the lending section of the State Central library for borrowing books. I promise to abide by the rules and regulations in the other side of this form including by-laws in force in the library and furnish below the required particulars about myself.

প্রার্থীর স্বাক্ষর

(Signature of the applicant)

তারিখ ....

Date ....

পুরো নাম (বড় হরফে) ....

Full Name (in block Letters) ....

পিতা/মাতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম ....

Father/Mother/Husband/Gurdian Name ....

বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা সহ টেলিফোন নং (যদি থাকে) ....

Permanent Address with Telephone No. (if any)

পেশা ....

Profession ....

বয়স ....

Age ....

জন্মতারিখ ....

Date of Birth ....

ভারতের নাগরিক—হ্যাঁ/না ....

Indian citizenship ....

জামানত টাকা ....

Deposit Amount ....

স্বাক্ষর ....

Signature ....

Approved by : Librarian-in-charge
State Central Library, W.B.

অফিসের ব্যবহারের জন্য (For Office Use only)

আবেদনপত্রটি পেলাম .... প্রার্থীর নাম ....তারিখ ....(Received the Application of .... (Name of the applicant) ....(date) ....

জামানতের টাকা ক্যাশ বিভাগে জমা দিয়ে জানাবেন।

(He/She is requested to deposit the security money at cash section and report)

ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পক্ষে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ

Signature of the Librarian-in-Charge, SCL, West Bengal

নিয়মাবলী

(Rules and Regulation)

১। লেন্ডিং বিভাগে সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।
(ক) দুই কপি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো, (খ) স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্র।
Lending Card May be issued on production of the following documents.
(a) Stamp size photo (two Copies) (b) Permanant Residential address proof document.

২। জামানত হিসাবে আড়াইশো অথবা পাঁচশো টাকা জমা রাখতে হবে।
An ammount of either Rs. 250/- or Rs. 500/- as applicable has to be deposited as security money.

৩। আড়াইশো টাকা জামানতের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ আড়াইশো টাকার মধ্যে দুটি বই লেণ্ডিং করা যাবে। অনুরূপভাবে পাঁচশো টাকা জামানতের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ পাঁচশো টাকার মধ্যে দুটি বই লেণ্ডিং করা যাবে, কোনোভাবেই যথাক্রমে আড়াইশো ও পাঁচশত টাকার বেশি মূল্যের বই লেণ্ডিং করা যাবে না।
Only two books of maximum worth fo Rs. 250/- (For security money of Rs. 250/-) and of maximum worth of Rs. 500/- (For equivalent security money) will be allowed to lend. By no means a book worthing consequently more than Rs. 250/- & Rs. 500/- would be allowed to lend.

৪। যে সমস্ত বই লেণ্ডিং সেকশনে নেই অথবা যে সমস্ত বইয়ে লেণ্ডিং-এর জন্য নয় কথাটি লেখা আছে সেই সমস্ত বই ছাড়া অন্যান্য বই লেণ্ডিং করা যাবে।
All books are for lending except the books which are not available in the lending section or the books marked as "NOT FOR LENDING".

৫। প্রতি সপ্তাহে সোম থেকে শনি (২য় ও ৪র্থ শনিবার ও সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১-১৫মিঃ থেকে ৭-৪৫মিঃ পর্যন্ত লেণ্ডিং বিভাগ চালু থাকবে।
Lending Services will be rendered within 11-15 a.m. to 7-45 p.m. from Monday to Saturday (except 2nd & 4th Saturday and Govt. holiday0 to begin with.

৬। একজন পাঠক সদস্য বইটি নেবার দিন থেকে সর্বাধিক ২১ (একুশ) দিন পর্যন্ত বইটি নিজের কাছে রাখতে পারবেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৭দিন বইটি পুনরায় নবীকরণ করা যাবে। ২৮ (আঠাশ) দিন অতিক্রান্ত হলে প্রতিদিনের জন্য একটাকা করে ফাইন দিতে হবে। বই ফেরৎ দেবার নির্ধারিত দিন অথবা আঠাশতম দিন যদি ছুটির দিন/দিনগুলি থাকে, উক্ত হিসাব থেকে ফাইন বাবদ বাদ যাবে।
A reader/borrower will be allowed maximum 21 (Twenty one) days to hold the book form the date of issue same book maybe reissued for another 7 (Seven) days. After 28 days Rupee 1 (One) will be charged as fine per day for late return of the book. If the specified day/days fall holiday/ days that will not be calculated as stated here in above.

৭। বই হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বইটি পুনরায় সংগ্রহ করে দিতে হবে অথবা নিম্নলিখিত হিসাবে বইটির মূল্য জমা দিতে হবে। প্রতি দশ বছরের জন্য বইটির প্রকাশকালের মূল্যের দ্বিগুণ হিসাবে জমা করতে হবে।
In case of loss or damage of the book, the same will have to be replaced or an ammount at the rate of double the price of the book, for every 10 years from the date of publication of the book, has to be deposited.

৮। জামানতের টাকা তোলার আবেদনপত্র কমপক্ষে দুই মাস আগে জমা দিতে হবে।
In case of withdrawal of security deposit, the prayer for withdrawal must be submitted before two month.

৯। লেণ্ডিং কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নহে।
Lending Cards are not transferable.

১০। নতুন সদস্যপদ গ্রহনের কাজ বেলা ১১-১৫ মিঃ থেকে ৪-০০ মিঃ পর্যন্ত সপ্তাহে প্রত্যহ নেওয়া হবে।
Admission of membership will be rendered within 11-15 a.m. to 4.00 p.m. every day.

১১। উপরিউক্ত নিয়মাবলী ছাড়া প্রতিটি পাঠককে গ্রন্থাগারের সাধারণ নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।
Besides above each and every lending card holder should abide by the general rules and regulations of the Library.

১২। গ্রন্থাগার পরিষেবা সাবলীল করার জন্য কর্তৃপক্ষ উপরিউক্ত নিয়মাবলী যে কোনও সময় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারেন।
Authority has the right to relax or modify the aforesaid rules at any time for the smooth service of the section.

১৩। পাঠককে সবরকম টাকা (জমা টাকা ও ফাইন বাবদ টাকা ক্যাশ সেকশনে জমা দিতে হবে।
Member should deposit the money (Security money and fine and other) at each section.

বৈধব্য-ভাতা / বার্ধক্য-ভাতা

ও

অন্যান্য ভাতার

আবেদন পত্রের নমুনা ইত্যাদি

বৈধব্য-ভাতা/বার্ধক্য-ভাতা ও অন্যান্য ভাতার আবেদন পত্রের নমুনা ইত্যাদি

বৈধব্য ভাতার জন্য আবেদনপত্র
(নারী ও শিশু বিকাশ সমাজ কল্যাণ দপ্তর)

১। আবেদনকারিণীর নাম ঃ

২। (ক) স্বামীর নাম ঃ

(খ) স্বামীর মৃত্যুর তারিখ ঃ

(গ) স্বামীর মৃত্যুর সময় আবেদনকারিণীর বয়স ঃ

(ঘ) দরখাস্ত করার সময় বয়স ঃ

(ঙ) সন্তান সংখ্যা ও বয়স ঃ

৩। আবেদনকারিণীর বর্তমান ঠিকানা ঃ

(ক) বাড়ির নং এবং রাস্তার নাম (শহরাঞ্চলে) ঃ

(খ) গ্রাম/শহর ঃ

(গ) ডাকঘর ঃ

(ঘ) থানা ঃ

(ঙ) জেলা ঃ

৪। অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

(ক) বর্তমানে নিজের কোন আয় আছে কিনা, থাকলে তাহার বিবরণ ঃ

(খ) পূর্বে কোন পেশা থাকলে তাহার বিবরণ ঃ

(গ) মৃত স্বামীর কি পেশা ছিল ঃ

(ঘ) কোন সূত্র থেকে সাহায্য পান কিনা, পেলে তার বিবরণ ঃ

(ঙ) কোন আয় না থাকলে কিভাবে ভরণপোষণের খরচ চলে ঃ

(চ) নিজের বাড়ি আছে কিনা, না থাকলে দেয় বাড়ি ভাড়ার পরিমান ঃ

(ছ) কোন ইউনিয়ন রেট / অঞ্চল পঞ্চায়েত ট্যাক্স / মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য থাকলে তার পরিমাণ ঃ

৫। (ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল ঃ

(খ) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হলে রিফিউজি / মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ ঃ

৬। আবেদনকারিণীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পূর্ণ বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পেশা ও মাসিক আয়	ঠিকানা	আবেদনকারিণীর সঙ্গে সম্পর্ক	মন্তব্য

৭। (ক) ইতিপূর্বে এ ধরনের ভাতার জন্য আবেদন করা হয়েছে কিনা। হলে কোথায় দাখিল করা হয়েছে এবং তার তারিখ

(খ) ঐ আবেদনে নামঞ্জুর হয়ে থাকলে সরকারী পত্রের নম্বর ও তারিখ

৮। মঞ্জুর হলে কোন ঠিকানায় তা পেতে চান

আমি অঙ্গীকার করছি যে উপরি উক্ত তথ্যাদি সত্য।

আবেদনকারী / আবেদনকারিণীর সহি / টিপ সহি
তারিখ

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও পদ ঃ

তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট

(ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদির সত্যায়ন করলাম। তদন্তে আবেদনকারিণীর প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে প্রমানিত হল .... দফায় বর্ণিত তথ্যগুলি যথার্থ নয় বলে প্রমানিত হল।

(খ) বৈধব্য ভাতার নিয়মাবলী অনুসারে আবেদনকারিণী তা পাবার যোগ্য। এক্ষেত্রে বৈধব্য ভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(গ) নিম্নলিখিত কারণে আবেদনকারিণী তা পাবার যোগ্য নন; তার দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যেতে পারে ঃ

(১)

(২)

(৩)

তদন্তকারী আধিকারিক / অঞ্চলপ্রধান

তারিখ ....

পঞ্চায়েত সমিতির মন্তব্য

তারিখ

জেলা পরিষদের মন্তব্য

তারিখ

চক্রচর নিয়ামক / জেলা শাসকের সুপারিশ

বৈধব্য ভাতা আবেদন মঞ্জুর / নামঞ্জুর করা যেতে পারে

চক্রচর নিয়ামক / জেলা শাসক

তারিখ ....

সরকারি নির্দেশ

[আবেদনকারী / আবেদনকারিণী ফর্মটি পূরণ করার আগে নিচে উধৃত ভাতা বিধি, কয়েকটি ধারা অনুধাবন করবেন]

৪।(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বৈধব্য ভাতা পাবেন ঃ

(ক) যিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা

(খ) যাঁর পারিবারিক আয়ের পন্থা ন্যায় এবং জীবিকা উপার্জন করিতে অক্ষম;

(গ) যাঁকে ভরণপোষণ করার মত কোন আত্মীয় নেই; এবং

(ঘ) দরখাস্তের তারিখে যিনি অন্যূন ১০ বছর যাবত পশ্চিমবঙ্গে বাস করছেন।

মন্তব্য ঃ

১। পেশাদার ভিখারীরা এই ভাতা পাবেন না।

২।(ক) কলকাতার বাসিন্দা ১৬২ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলি-১৪ এর চক্রনিয়ামকের অফিসে এবং মফঃস্বলের বাসিন্দা তাঁর এলাকার পঞ্চায়েত অফিস/বি. ডি ও অফিস থেকে দরখাস্তের ফর্ম পাবেন। সাদা কাগজে অবিকল নকল করিয়া দরখাস্ত করা যাবে।

(খ) কলকাতার বাসিন্দা উপরি উক্ত চক্রনিয়ামকের অফিসে এবং মফঃস্বলের বাসিন্দা তাঁর এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির অফিস এবং এস ডি ও অফিস / জেলা শাসক অফিসে দরখাস্তের ফর্ম জমা দেবেন।

৩।(১) চক্রনিয়ামক / জেলা শাসক আবেদনকারী / আবেদনকারিণী ভাতা পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তাঁকে মাসিক ৩০.০০ টাকা করে ভাতা মঞ্জুর করবেন।

৪। ভাতা মঞ্জুর হলে সরকারি আদেশনামায় বর্ণিত তারিখ থেকে ডাকযোগে ভাতা বাবদ টাকা পাঠানো হবে এবং টাকা পাঠাবার খরচ সরকার বহন করবেন।

৫। ভাতাপ্রাপককে তাঁর বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দিয়ে সরকার ভাতা সাময়িক বন্ধ বা বাতিল করতে পারেন যদি—

(ক) অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, অসত্য তথ্যের ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে; অথবা

(খ) যে অবস্থায় ভাতা মঞ্জুর হয়েছিল তার পরিবর্তন হয়েছে; অথবা

(গ) ভাতা প্রাপক দায়ার আইনানুসারে কোন অপরাধে দণ্ডিত বা অন্য কোন প্রকার অসৎ আচরণে দোষী সাবস্ত হন।

৬। বাসস্থানের ঠিকানার পরিবর্তন হলে ভাতাপ্রাপক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে / জেলা শাসকের অফিসে / এস. ডি. ও অফিসে / চক্রচর নিয়ামকের অফিসে তাঁর ঠিকানার পরিবর্তনের অবিলম্বে জানাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চক্রচ : নি[illegible]ব দপ্তর

পূর্তভবন, (চতুর্থ তল), বিধান নগর, কলিকাতা - ৯১

বার্ধক্য / বিধবা / অক্ষম ভাতার জন্য আবেদন পত্র

সরকারী পরিদর্শীয় নির্ণীত তথ্য

১। আবেদনকারীর নাম

২। পিতা / স্বামীর নাম ও পেশা

৩। (ক) ঠিকানা

(খ) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল

৪। নিকটবর্ত্তী পরিচিত স্থানের বিবরণ

৫। পথ নির্দেশিকা

৬। বয়স

৭। তপশিলী জাতি বা উপজাতি হলে তার বিবরণ

৮। (ক) পেশা ও মাসিক আয়

(খ) অন্য সূত্রে প্রাপ্ত ভাতা / আয়ের বিবরণ

(গ) না হলে কি করে ভরণ পোষণ হয়

৯। (ক) নিজের বাড়ী না কি ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন

(খ) পুরকর / মাসিক ভাড়া কত

(গ) অন্য উপায়ে বাস করলে তার শর্ত কি

১০। (ক) প্রতিবন্ধী হলে তার বিবরণ

(খ) ছাত্রছাত্রী হলে তার বিবরণ

১১। বিধবা হলে (ক) স্বামীর মৃত্যুর তারিখ

(খ) স্বামীর পেশা কি ছিল

১২। রেশন কার্ড নং

১৩। পরিবারের অন্যান্যদের বিবরণ :

নাম	বয়স	পেশা ও মাসিক আয়	ঠিকানা	সম্পর্ক	মন্তব্য

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারিণীর সহি / টিপ সহি

তদন্তকারী আধিকারিকের স্বাক্ষর

নাম ও ঠিকানা

তারিখ..

পেনশনারের দেয় সার্টিফিকেট

অবসরপ্রাপ্ত পেনশনার প্রতি নভেম্বর এবং পারিবারিক পেনশনার প্রতি মে ও নভেম্বরে দিবেন।

শ্রী/শ্রীমতী .... পি. পি. ....এবং .... ব্যাঙ্কের .... শাখার .... নং এ্যাকাউন্টে পেনশন গ্রহন করেন, তাহাকে আমি চিনি এবং অদ্য .... তারিখে জীবিত দেখিতেছি।

নিম্নের ঘোষণাপত্রে তিনি আমার সম্মুখে স্বাক্ষর / টিপসহি দিয়াছেন।

(স্বাক্ষর ও সিলমোহর)
গ্রাম প্রধান / গেজেটেড অফিসার
ব্যাঙ্ক ম্যানেজার / পোষ্টমাষ্টার

।। ঘোষণা পত্র।।

১. আমি শ্রী/শ্রীমতী .... ঘোষণা করিতেছি যে আমার পি। পি। ও. নং ....এবং .... ব্যাঙ্কের .... শাখার .... নং এ্যাকাউন্টে পেনশন গ্রহন করি অথবা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পেনশন গ্রহন করি।

২. আমি বর্তমানে চাকুরী করিতেছি না। ভবিষ্যতে চাকুরী করিলে ট্রেজারী অফিসারকে জানাইতে বাধ্য থাকিব অথবা আমি.......... .... তাং হইতে চাকুরী করিতেছি। আমি .... তাং হইতে ....তাং অবধি চাকুরী করিয়াছি। চাকুরী অফিসের বিবরণ .... **)।

৩. আমি এই পেনশন ছাড়া অন্য পেনশন পাইতেছি না/পাইতেছি। (পাইলে তাহার বিবরণ ....)।

৪. পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ওভারড্রয়াল হইলে বাড়তি টাকা ট্রেজারীর সুবিধা মত কাটিয়া লইলে আমার তরফ হইতে কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।

৫. আমার আয়ের জন্য আয়কর দেয় নহে। অথবা আমার আয়করের রিটার্ণ সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিব। এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ট্রেজারীতে জানাইয়া দিব। যদি আমার পেনশনের টাকা হইতে আয়করের টাকা বাদ দিতে হয় তাহা হইলে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিবরণ সহ জানাইতে বাধ্য থাকিব।

৬. পারিবারিক পেনশানদের জন্য ঃ
স্বামী/স্ত্রী মারা যাইবার পর এবং পারিবারিক পেনশন চালু হইবার পর আমি পুনরায় বিবাহ করি নাই। গত .... বিবাহ করিয়াছি। ভবিষ্যতে করিলে ট্রেজারী অফিসারকে জানাইব।

**যাহা প্রযোজ্য নহে কাটিয়া দেবেন।

পেনশনারের স্বাক্ষর/টিপসহি
(টেজারীতে যেরূপ দেওয়া আছে)

শ্রী / শ্রীমতী .... ।............................ পি. পি. ও. নং
নিকট হইতে জীবিত সার্টিফিকেট বুঝিয়া পাইলাম।

আদায়কারীর স্বাক্ষর

বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদনপত্র

১। আবেদনকারী / আবেদনকারিণীর নাম :

২। পিতা / স্বামীর নাম (বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে) :

৩। আবেদনকারী / আবেদনকারিণীর বর্তমান ঠিকানা :

বাড়ির নং এবং রাস্তার নাম (শহরাঞ্চলে) :

গ্রাম / শহর :

ডাকঘর

থানা

জেলা

৪। (ক) দরখাস্ত করার সময় বয়স :

(খ) বয়সের প্রমান হিসাবে যে দলিল করিবেন তার বিবরণ :

(সাধারণত বয়সের প্রমাণ হিসেবে নিম্নলিখিত দলিল গ্রাহ্য হবে জন্ম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট; ঠিকুজি/কোষ্ঠী বা জন্ম পত্রিকা; বিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা কলেজ প্রভৃতির সার্টিফিকেট; পঞ্চায়েত সভাপতির সার্টিফিকেট; (শহরাঞ্চলে) মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট; পৌরপিতার সার্টিফিকেট এবং সরকারি চিকিৎসকের সার্টিফিকেট।)

৫। বর্তমান পেশা ও আয় :

৬। পূর্ব অপর কোন পেশা থাকলে তার বিবরণ :

৭। শারীরিক অক্ষম হলে অক্ষমতার বিবরণ :

৮। আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে সাহায্য পান কিনা, পেলে তার বিবরণ :

৯। কোন আয় না থাকলে কিভাবে ভরণপোষণের খরচ চলে :

১০। (ক) নিজের বাড়ি আছে কিনা, না থাকলে দেয় বাড়ি ভাড়ার পরিমান :

(খ) কোন ইউনিয়ন রেট/অঞ্চল পঞ্চায়েত ট্যাক্স/ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য থাকলে তার পরিমাণ :

১১। (ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল

(খ) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হলে রিফিউজি / মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ :

১২। আবেদনকারীর স্ত্রী / স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পৌত্র, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পূর্ণ বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পেশা ও মাসিক আয়	ঠিকানা	আবেদনকারী/ আবেদনকারিণীর সঙ্গে সম্পর্ক	মন্তব্য

১৩। (ক)ইতিপূর্বে এ ধরনের ভাতার জন্য আবেদন করা হয়েছে কিনা। হলে কোথায় দাখিল করা হয়েছে এবং তার তারিখ

(খ) ঐ আবেদন নামঞ্জুর হয়ে থাকলে সরকারী পত্রের নম্বর ও তারিখ

১৪। মঞ্জুর হলে কোন ঠিকানায় তা পেতে চান

আমি অঙ্গীকার করছি যে উপরি উক্ত তথ্যাদি সত্য।

আবেদনকারী / আবেদনকারিণীর সহি / টিপ সহি

তারিখ

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও পদ ঃ

তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট

(ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদির সত্যায়ন করিলাম। তদন্তে আবেদনকারী/আবেদনকারিণীর প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে প্রমানিত হল। .... দফায় বর্ণিত তথ্যগুলি যথার্থ নয় বলে প্রমানিত হল।

(খ) আবেদনকারী/আবেদনকারিণীর বয়স দলিল (*..) দ্বারা ....

বছর বলে প্রমানিত হল/আকৃতি অনুসারে আবেদনকারী/আবেদনকারিণীর বয়স স্থানীয় তদন্তে .... বছর বলে অনমান হয়।

(গ) বার্ধক্য ভাতার নিয়মাবলী অনুসারে আবেদনকারী/আবেদনকারিণী তা পাবার যোগ্য। এক্ষেত্রে বার্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(ঘ) নিম্নলিখিত কারণে আবেদনকারী/আবেদনকারিণী তা পাবার যোগ্য নন; তার দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যেতে পারে।

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

* দলিলের বর্ণনা দিতে হবে।

তদন্তকারী আধিকারিক

তারিখ ....

পঞ্চায়েত সমিতির মন্তব্য

তারিখ ....

জেলা পরিষদের মন্তব্য

তারিখ ....

চক্রচর নিয়ামক / জেলা শাসকের সুপারিশ

বার্ধক্য ভাতা মঞ্জুর / নামঞ্জুর করা যেতে পারে

চক্রচর নিয়ামক / জেলা শাসক

তারিখ

সরকারি নির্দেশ

[আবেদনকারী / আবেদনকারিণী ফর্মটি পূরণ করার আগে নিচে উধৃত বার্ধক্য ভাতা বিধি, ১৯৯০-এর কয়েকটি ধারা অনুধাবন করবেন]

৪।(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বার্ধক্য ভাতা পাবেন ঃ

(ক) যিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং যার বয়স ৬০ বছর হয়েছে (বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ বয়স সীমা ৫৫ বছর) :

(খ) যাঁর পারিবারিক মাসিক আয় ১০০ টাকার বেশী নয়;

(গ) যাঁকে ভরণপোষণ করার মত কোন আত্মীয় নেই; এবং

(ঘ) দরখাস্তের তারিখে যিনি অন্যূন ১০ বছর যাবত পশ্চিমবঙ্গে বাস করছেন।

মন্তব্য ঃ

(১) পেশাদার ভিখারীরা এই ভাতা পাবেন না। (২) অক্ষম ভাতা, বৈধব্য ভাতা, কৃষি ভাতা, রাজনৈতিক ভাতা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি অথবা অন্যান্য সংস্থার ভাতাপ্রাপকগন এই ভাতা পাবেন না।

৫)(১) কলকাতার বাসিন্দা পূর্তভবন, বিধাননগর, কলি-৯১-এর চক্রনিয়ামকের অফিসে এবং মফঃস্বলের বাসিন্দা তাঁর এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির অফিস এবং পৌর শহর, নোটিফায়েড এলাকার বাসিন্দা এস ডি ও অফিস থেকে দরখাস্তের ফর্ম পাবেন।

(২) কলকাতার বাসিন্দা উপরি উক্ত চক্রনিয়ামকের অফিসে এবং মফঃস্বলের বাসিন্দা তাঁর এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির অফিস এবং পৌর শহর, নোটিফায়েড এলাকার বাসিন্দা এস ডি ও অফিস থেকে দরখাস্তের ফর্ম জমা দেবেন।

৬)(১) চক্রনিয়ামক / জেলা শাসক আবেদনকারী / আবেদনকারিণী ভাতা পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তাঁকে মাসিক ১০০ টাকা করে ভাতা মঞ্জুর করবেন। এই ভাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের বিবেচনা সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য।

৭) ভাতা মঞ্জুর হলে সরকারি আদেশনামায় বর্ণিত তারিখ থেকে ডাকযোগে ভাতা বাবদ টাকা পাঠানো হবে এবং টাকা পাঠাবার খরচ সরকার বহন করবেন।

৮) ভাতাপ্রাপককে তাঁর বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দিয়ে সরকার ভাতা সাময়িক বন্ধ বা বাতিল করতে পারেন যদি—

(ক) অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে; অথবা

(খ) যে অবস্থায় ভাতা মঞ্জুর হয়েছিল তার পরিবর্তন হয়েছে; অথবা

(গ) ভাতা প্রাপক দায়রা আইনানুসারে কোন অপরাধে দণ্ডিত বা অন্য কোন প্রকার অসৎ আচরণে দোষী সাবস্ত হন; অথবা

(ঘ) নিয়োগ, ব্যবসা অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছেন।

৯) বাসস্থানের ঠিকানার পরিবর্তন হলে ভাতাপ্রাপক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে, পৌর শহর, নোটিফায়েড এলাকার ভাতাপ্রাপক মহকুমা শাসকের অফিসে এবং কলকাতার ভাতাপ্রাপক চক্রচর নিয়ামকের অফিসে তাঁর ঠিকানার পরিবর্তনের তিরিশ দিনের মধ্যে জানাবেন। কলকাতা ব্যতীত অন্যান্য জেলার ভাতাপ্রাপক সংশ্লিষ্ট কালেক্টরকেও জানাবেন।

অক্ষম ব্যক্তিদের ভাতার জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারী নাম

২। পিতা / স্বামীর নাম (বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে)

৩। আবেদনকারী / আবেদনকারিণীর বর্তমান ঠিকানা

বাড়ির নং এবং রাস্তার নাম (শহরাঞ্চলে)

গ্রাম / শহর

ডাকঘর

থানা

জেলা

৪। দরখাস্ত করার সময় বয়স

৫। বর্তমান পেশা ও আয়

৬। পূর্বের অপর কোন পেশা থাকলে তার বিবরণ

৭। অক্ষমতার বিবরণ

৮। আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে সাহায্য পান কিনা, পেলে তার বিবরণ

৯। কোন আয় না থাকলে কিভাবে ভরণপোষণের খরচ চলে

১০। (ক) নিজের বাড়ি আছে কিনা, না থাকলে দেয় বাড়ি ভাড়ার পরিমান

(খ) কোন ইউনিয়ন রেট/অঞ্চল পঞ্চায়েত ট্যাক্স/ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য থাকলে তার পরিমাণ

১১। (ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল

(খ) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হলে রিফিউজি / মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ

১২। আবেদনকারীর স্ত্রী / স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পৌত্র, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পূর্ণ বিবরণ :

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পেশা ও মাসিক আয়	ঠিকানা	আবেদনকারীর সহিত সম্পর্ক	মন্তব্য

১৩। (ক) ইতিপূর্বে এ ধরনের ভাতার জন্য আবেদন করা হয়েছে কিনা। হলে কোথায় দাখিল করা হয়েছে এবং তার তারিখ

(খ) ঐ আবেদন নামঞ্জুর হয়ে থাকলে সরকারী পত্রের নম্বর ও তারিখ

১৪। অক্ষমভাতা মঞ্জুর হলে কোন ঠিকানায় তা পেতে চান

আমি অঙ্গীকার করছি যে উপরি উক্ত তথ্যাদি সত্য।

আবেদনকারী / আবেদনকারিণীর সহি / টিপ সহি

তারিখ

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও পদ ঃ

তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট

(ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদির সত্যায়ন করিলাম। তদন্তে আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে প্রমানিত হল। .... দফায় বর্ণিত তথ্যগুলি যথার্থ নয় বলে প্রমানিত হল।

(খ) অক্ষমভাতার নিয়মাবলী অনুসারে আবেদনকারী তা পাবার যোগ্য। এক্ষেত্রে অক্ষমভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(গ) নিম্নলিখিত কারণে আবেদনকারী/আবেদনকারিণী তা পাবার যোগ্য নন; তার দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যেতে পারে।

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

* এ স্থানে দলিলের বর্ণনা দিতে হবে।

তদন্তকারী আধিকারিক

তারিখ ....

মেডিকেল বোর্ডের মন্তব্য

সেক্রেটারী/মেডিকেল বোর্ড

চক্রচর নিয়ামক/জেলা শাসকের সুপারিশ

অক্ষমভাতার ভাতা মঞ্জুর / নামঞ্জুর করা হল।

চক্রচর নিয়ামক/জেলা শাসক

তারিখ ....

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার

সল্টলেক সিটি, সেক্টর-১, কলিকাতা ৭০০ ০৬৪

সমাজ কল্যাণ দপ্তর কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃদ্ধাবাসে ভর্তির জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর/আবেদনকারিনীর নাম :

২। পিতা / স্বামীর নাম :

৩। বর্তমান বয়স :
(যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে)

৪। বর্তমান ঠিকানা :

গ্রাম / শহর :

ডাকঘর :

থানা :

জেলা :

৫। স্থায়ী ঠিকানা :

গ্রাম / শহর :

ডাকঘর :

থানা :

জেলা :

৬। আবেদনকারী / আবেদনকারিনী কি নিজ বাড়ীতে / ভাড়া বাড়ীতে / অপরের আশ্রয়ে থাকেন? :

৭। (ক) বর্তমান পেশা :

(খ) পূর্বেকার পেশা :

৮। মাসিক আয় :
(সরকারী ভাতা / অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমান সহ উল্লেখ করতে হবে)

৯। পরিবার সম্পর্কিত তথ্য

পরিবারের অপর সদস্যগণের নাম	আবেদনকারীর / আবেদনকারিনীর সঙ্গে সম্পর্ক	সদস্যদের মাসিক আয়	মন্তব্য

১০। বৃদ্ধাবাসে ভর্তি হতে চাওয়ার কারণ

আবেদনকারীর / আবেদনকারিণীর সহি / টিপ সহি

আবেদনকারী / আবেদনকারিনী কর্তৃক প্রদত্ত উপরিউক্ত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

সহি

*** বিধায়ক / মন্ত্রী / স্থানীয় কাউন্সিলর / কমিশনার / প্রধান অথবা যে কোন যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরিউক্ত শংসাপত্র প্রদান করতে হবে।

*** রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের নিকট থেকে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কিত শংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

*** পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলায় অবস্থিত সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত যে কোন বৃদ্ধাবাসে আসন।

জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প (এন.ও.এ.পি.এস.)

১) এই প্রকল্পের সাহায্য প্রাপক কারা?

(ক) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬৫ বৎসর বয়স হতে হবে।

(খ) প্রাণ ধারনের মত নিজস্ব আয়ের সংস্থান যার নেই অথবা অন্য কোন উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার সুযোগ নেই, দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী এইরূপ স্ত্রী পুরুষ।

২) এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা কীভাবে দেওয়া হয় পরিমান কত?

মাসিক চারশত টাকা হিসাবে অবসর কালীন ভাতা দেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের আদেশানুসারে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেয়।

৩) উক্ত ভাতার আর্থিক বিভাজন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কী রূপ?

কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক দুইশত টাকা ও রাজ্য সরকার মাসিক দুইশত টাকা।

৪) কোথায় আবেদন পত্র পাওয়া যাবে?

গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিনামূল্যে এই আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

৫) ফর্ম ছাড়া কী আবেদন করা যায়?

ফর্ম অনুসারে সাদা কাগজে দরখাস্ত করা যেতে পারে। আবেদন পত্রের ভাষা হবে স্থানীয় ভাষা।

৬) কত সংখ্যক আবেদনকারীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা যেতে পারে?

এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দকৃত সংখ্যা (কোটা) অনুযায়ী বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। খুব সম্প্রতি নীতি হিসাব সিদ্ধান্ত হয়েছে যে দারিদ্রসীমার নীচের ৬৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন সব স্ত্রী-পুরুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। তবে জেলাওয়ারী এরকম ব্যক্তি কতজন আছেন তা সঠিকভাবে জানার পর এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তার আগে এখানকার কোটা-ভিত্তিক ব্যবস্থাই চলবে।

৭) সাহায্য প্রাপকের সংখ্যা (কোটা) কে বন্টন করেন?

(ক) রাজ্যস্তরের জেলা ভিত্তিক বন্টন করেন রাজ্য সরকার (NOAPS & N.F.B.S. এর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ এবং এন.এম.বি.এস বা জে.এস.ওয়াই এর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।)

(খ) জেলা স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক বন্টন করেন জেলা শাসক।

৮) সাহায্য প্রাপকগণকে কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

গ্রাম সংসদের সভায় সাহায্য প্রাপকগণকে নির্দিষ্ট কোটা রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া যোগ্যতার মান অনুসরণ করে অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে নির্ধরণ করা হবে।

প্রকল্প সংখ্যার অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত উপযুক্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে একটি সংরক্ষিত নাম তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। মূল তালিকায় মৃত্যু ইত্যাদি কারণে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হলে সংরক্ষিত তালিকা থেকে তা পূরণ করা যাবে।

৯) সাহায্য প্রাপকের অনুমোদন ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?

১) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ২১/৩/২০০৭ তারিখের ১৩২৩-পি.এন./পি./২ আদেশনামা অনুসারে গ্রাম সংসদের লিখিত কার্যবিবরণীর অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বার্ধক্যভাতার নূতন প্রাপকদের তালিকা অনুমোদন করবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত লোকসংখ্যা বা তার কোনো সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তার এলাকার প্রত্যেক গ্রাম সংসদের জন্য প্রাপকদের কোটা ভাগ করে দিতে পারে ও সেই অনুযায়ী প্রাপক তালিকার শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। অবশ্য যারা বর্তমানে বা বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন তাদের কাউকে বাদ দেওয়া হবে না। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে কোটার পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৩) গ্রাম সংসদের লিখিত কার্যবিবরণীর সুপারিশের ভিত্তিতেই শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত নূতন নাম অনুমোদন করবে। পদ্ধতির ভুল বা যোগ্যতার বিচারে ভুল হলেই কোনো নাম বাদ দেওয়া যাবে। কোনো নাম বাদ দিলে গ্রাম সংসদের অগ্রাধিকার তালিকার পরের নাম অনুমোদন করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদিত নামের তালিকা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে পাঠাতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ঐ তালিকায় অনুসমর্থন (র‍্যাটিফিকেশন) জানালে তবেই সেই ব্যক্তিদের ভাতা দেওয়া শুরু করা যাবে।

১০) এই প্রকল্পে সাহায্য প্রাপকের অনুমোদন কারী কে?

গ্রাম পঞ্চায়েত তার সাধারণ সভায় লিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাপকের অনুমোদন করবে। অবশ্য অনুমোদিত নাম পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে অনুসমর্থন (র‍্যাটিফিকেশন) করে আনার পরই প্রাপককে ভাতা দেওয়া শুরু করা যাবে। অবশ্য, পঞ্চায়েত সমিতি তালিকা পাওয়ার এক মাসের মধ্যে কম্বা তালিকাঁ পেয়ে কিছু জানাতে চাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত উত্তর পাঠালে তা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তার অনুসমর্থন বা আপত্তি যদি না জানায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে তালিকা পঞ্চায়েত সমিতির অনুসমর্থন পেয়েছে।

১১) এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা কী?

গ্রাম সংসদের কাছ থেকে সুপারিশ ও আবেদনপত্র পাবার পর আবেদনকারী সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত কিনা তা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের আছে। কোনো প্রার্থীকে অনুপযুক্ত মনে করলে সেই প্রার্থীর নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে এবং তা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদকে জানিয়ে দেবেন, কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে তালিকায় কোনো প্রার্থীর নাম যুক্ত করতে পারবে না বা নাম তালিকায় নির্দিষ্ট তালিকার অগ্রাধিকার ক্রম বদল করতে পারবে না। অনুসমর্থন

করার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত সমিতিকে একই পদ্ধতি হবে। প্রসঙ্গত, নতুন পদ্ধতিতে মহকুমা শাসকের কোনো ভূমিকা রাখা হয়নি।

১২) এই প্রকল্প বাবদ পেনশনের অর্থ কীভাবে বন্টন করা হয়।

জেলা শাসক সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. বা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক কে এই প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিল বন্টন করেন। সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. অর্থ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজ নিজ কোটা অনুযায়ী টাকা বন্টন করেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সম্ভব হলে এলাকার নির্বাচিত সদস্যের সামনে পেনশন প্রাপককে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে নিয়ে বিলি করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতকে পেনশন প্রাপকগণের তালিকা, এই প্রকল্প সংক্রান্ত পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩) এই প্রপল্পে মৃত্যুজনিত বা অন্য কোন কারনে সাহায্য প্রাপক তালিকায় শূন্য স্থান সৃষ্টি হলে করনীয় কী?

গ্রাম পঞ্চায়েত সত্বর ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও বা নির্বাহী আধিকারিক মহাশয়কে জানাবেন এবং মৃত ব্যক্তির পেনশন বন্ধ করে দেবেন। এর পর গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের পাঠানো অগ্রাধিকার তালিকায় অতিরিক্ত নাম থাকলে তার থেকে আর তা না হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী নূতন নাম আনিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করবেন। অবশ্যই নুতন প্রাপককে ভাতা দেওয়া শুরু করার আগে নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির অনুসমর্থন নিয়ে যেতে হবে।

১৪) অসত্য বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পেনশনের অর্থ প্রদান হলে করণীয় কী? ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাপকের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধার করবে এবং এভাবে অর্থ প্রদানের জন্য যিনি বা যাঁরা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৫) এই প্রকল্প সংক্রান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কে থাকেন? ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব।

১৬) এই প্রকল্পে জেলাস্তরে কার্য নিয়ন্ত্রক কে? ঃ জেলাশাসক।

১৭) বার্দ্ধক্য ভাতা প্রাপকের মৃত্যু হলে কী পরিমান অর্থ তার নামে পাওনা হয়? ঃ মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত যদি কোনো ভাতা দেয় থাকে তাই প্রাপ্য।

১৮) উপরোক্ত দেয় অর্থ কে বা কারা পেতে পারেন? ঃ মৃত বার্ধক্য ভাতা গ্রহীতার উত্তরাধিকারগণ।

১৯) এই প্রকল্প রূপায়ণে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর দায়িত্ব প্রাপ্ত ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্প ঃ রূপায়ণের দায়িত্বে আছেন।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর বার্ধক্য ভাতা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প অনুযায়ী মাসে ৫০০ টাকা হারে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ৬০ বছরের বেশী বয়স্ক আদিবাসী মানুষদের বার্ধক্য ভাতা দেবার জন্য জেলা শাসকের মাধ্যমে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরে আবেদন জানাতে হবে।

মৎস্য দপ্তর বার্ধক্য ভাতা

দরিদ্র অসহায় বয়স্ক মৎস্যচাষীদের জন্য মাসে ৫০০ টাকা হারে মৎস দপ্তরের বার্ধক্য ভাতা দেবার ব্যবস্থা আছে।

কৃষি দপ্তরের বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প

বৃদ্ধ, অশক্ত কৃষিজীবিদের দুঃসহ অবস্থার অবসানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮০ সালে (সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং ৫৬০৯-পি.সি.ও.ই, তাং ২৭.০৬.৮০) ওয়েস্ট বেঙ্গল ফারমার্স ওল্ড এজ পেনশন রুলস্-১৯৮০ বা পশ্চিমবঙ্গ কৃষক বার্ধক্য ভাতা-১৯৮০ প্রকল্প রূপায়িত করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৃদ্ধ ও অসমর্থ কৃষি শ্রমিক, অনুর্ধ ৬ বিধা জমি চাষ করেন এমন বর্গাদার এবং ৩ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে এমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর কৃষকরা ৬০ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মাসিক ৫০০ টাকা (পাঁচশত টাকা) হারে ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে বার্ধক্য ভাতা পেতে পারবেন। এছাড়া রোগ ভোগ বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে ৫৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি হলে তারাও এই বার্ধক্য ভাতা পাবেন। রাজ্যের সব জেলাগুলি থেকে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৫,৫৫০ জনকে প্রতি বছর বার্ধক্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ অনুমোদিত ২২২৮ জনও রয়েছেন। বিধিবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে, পঞ্চায়েতের সুপারিশ মতো মহকুমা কৃষি আধিকারিকগণ উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বার্ধক্য ভাতা প্রদানের আদেশনামা জারী করে থাকেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে, সরকার সরাসরি আবেদনকারীর আবেদন গ্রহণ করে তা বিবেচনা সাপেক্ষে অনুমোদন ও মঞ্জুর করে আদেশনামা জারীর জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা কৃষি আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে মহকুমা কৃষি আধিকারিকের কার্য্যালয় থেকে স্থানীয় পোষ্ট অফিস মারফত মানিঅর্ডার যোগে উক্ত ভাতা প্রাপকদের ঠিকানায় পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাতা বন্টন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভাতা প্রাপকরা জীবিত কিনা, তা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত শংসাপত্র (Life Certificate) প্রদানের মাধ্যমে মহকুমা কৃষি আধিকারিকের কার্য্যালয়ে জানান। এই প্রকল্পে বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের মৃত্যুতে তার বিধবা স্ত্রীকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য তাকে উক্ত প্রকল্পের বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারেই ভাতা মঞ্জুর করা হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের ভাতা

কারু ও গ্রামীন শিল্পীদের বার্ধক্য ভাতা

সরকারের নির্দেশ

(আবেদনকারী ফর্মাট পূর্ণ করিবার পূর্বে নিম্নে উদ্ধৃত কারু ও গ্রামীন শিল্পীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা বিধির কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারা অনুধাবন করিবেন)

১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কারু ও গ্রামীন শিল্পীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা পাইবেন :—

(ক) যিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং যাহার বয়স ৬০ বছর হইয়াছে।

(খ) যিনি অন্যূন ১০ বৎসরকাল শিল্পী হিসাবে একাকী বা কোন নিবন্ধীকৃত সমিতিতে বা কোন সমবায় বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাতে কাজ করিয়াছেন।

(গ) যাহার কোন আয়ের পন্থা নাই এবং যিনি জীবিকা উপার্জন করিতে অক্ষম।

(ঘ) যাহাকে ভরনপোষন করিবার মত কোন আত্মীয় নাই।

(ঙ) দরখাস্তের তারিখে যিনি অন্যূন ১০ বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন।

মন্তব্য :— পেশাদার ভিখারীরা এই ভাতা পাইবেন না।

২) (ক) সংশ্লিষ্ট বরো কমিটির অফিসে দরখাস্ত জমা দিবেন।

(খ) আবেদনকারী ভাতা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে কলিকাতা জেলা শিল্পকেন্দ্রের সাধারন ব্যবস্থাপক তাহাকে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা করিয়া ভাতা প্রদান করিবেন।

৩) ভাতা মঞ্জুর হইলে সরকারী আদেশনামায় বর্ণিত তারিখ হইতে ডাকযোগে ভাতা বাবদ টাকা পাঠানো হইবে এবং টাকা পাঠাইবার খরচ সরকার বহন করবে।

৪) ভাতা প্রাপককে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দিয়া সরকার ভাতা সাময়িকভাবে বন্ধ বা বাতিল করিতে পারিবেন যদি :—

(ক) অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(খ) যে অবস্থায় ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তন হইয়াছে।

৫) ভাতা প্রাপক তাঁহার ঠিকানায় পরিবর্তন করিলে কোলকাতা জেলা শিল্পকেন্দ্রের সাধারণ ব্যবস্থাপককে এবং সংশ্লিষ্ট বরো কমিটির অফিসে অবিলম্বে জানাইবেন।

৬) আবেদন পত্রের সহিত জমা দিতে হবে :—

(ক) বয়সের প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলের যে কোন একটি গ্রাহ্য হইবে— জন্ম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ঠিকুজী-কোষ্ঠী বা জন্ম পত্রিকা, বিদ্যালয়/মধ্যশিক্ষা পর্ষদ/কলেজ বা অন্য কোনো স্বীকৃত শিক্ষায়তনের সার্টিফিকেট, কোলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কাউন্সিলরের সার্টিফিকেট, সরকারী মেডিক্যাল অফিসারের সার্টিফিকেট।

(খ) ভারতের নির্বাচন কমিশনের পরিচয় পত্রের কপি।

(গ) স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের কাছ হইতে স্থায়ী বাসিন্দার প্রমান পত্র।

ফর্ম নং ১

কারু ও গ্রামীন শিল্পীদের জন্য বার্ধক্য ভাতার আবেদনপত্র।

১) আবেদনকারীর নাম : ....।

২) পিতার/স্বামীর (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে) নাম : ....।

৩) আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা :—

বাড়ির নং এবং রাস্তার নাম : ....।

ডাকঘর : ....।

থানা : ....। ওয়ার্ড নং ....।

কোলকাতা (পিন নং) ....। বরো কমিটি নং ....।

৪) কোন নিবন্ধীকৃত সমবায় সমিতি অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য হইলে তাহার নাম ও ঠিকানা :

....।

৫) কারু অথবা গ্রামীন শিল্পী হিসাবে উক্ত সমিতিতে বা সংস্থায় কার্যকাল (বৎসর, মাস, তারিখ সহ উল্লেখ করিতে হইবে) : .... বৎসর .... মাস।

৬) (ক) দরখাস্ত করার সময় বয়স : .... বৎসর .... মাস।

(খ) বয়সের প্রমান হিসাবে যে দলিল দাখিল করিতে পারেন তাহার বিবরণ :—

....।

৭) বর্তমান পেশা ও আয় : ....।

৮) পূর্বে অপর কোন পেশা থাকিলে তাহার বিবরণ : ....।

৯) আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য কোন সূত্র হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন কিনা, থাকিলে তাহার বিবরণ :—

....।

১০) কোন আয় না থাকিলে কি প্রকারে ভরনপোষণের খরচ চলিতেছে : ....।

১১) (ক) নিজের বাড়ি আছে কিনা, না থাকিলে দেয় বাড়ি ভাড়ার পরিমান : ....।

(খ) নিজের বাড়ি আছে কিনা, না থাকিলে দেয় বাড়ি ভাড়ার পরিমান : ....।

১২) (ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল : .... বৎসর .... মাস।

(খ) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হইলে রিফিউজি মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ : ....।

১৩) আবেদনকারীর স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পৌত্র, পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির পূর্ণ বিবরণ :

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	বয়স	পেশা	মাসিক আয়	আবেদনকারীর সহিত সম্পর্ক	মন্তব্য

১৪) (ক) ইতিপূর্বে এইরূপ ভাতার জন্য আবেদন করা হইয়াছে কিনা : ....। হ্যাঁ / না।

হইলে কোথায় দাখিল করা হইয়াছে এবং তাহার তারিখ : ....।

(খ) ঐ আবেদন না মঞ্জুর হইয়া থাকিলে সরকারী পত্রের নম্বর ও তারিখ : ....।

(গ) অন্য কোন ভাতা (যেমন অক্ষমতা / বার্ধক্য ভাতা / কৃষক ভাতা / বৈধব্য ভাতা) পাইতেছেন কিনা :

.... হ্যাঁ / না।

পাইলে তাহার বিবরণ : ....।

১৫) ভাতা মঞ্জুর হইলে কোন ঠিকানায় উহা পাইতে চাহেন :

বাড়ির নং এবং রাস্তার নাম : ....।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যাদি সত্য।

আবেদনকারীর সহি / টিপ সহি

তারিখ ....

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও পদ

সনাক্তকারীর সহি

তারিখ

তাঁত শিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতার আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ....

২। পিতার / (বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে) স্বামীর নাম

৩। আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা ....

বাড়ির নং এবং রাস্তার নাম (শহরাঞ্চলে) ....

গ্রাম-শহর ....

ডাকঘর ....

থানা ....

জিলা ....

৪। যে তন্তুবায় সমবায় সমিতির সদস্য

তাহার নাম ও ঠিকানা ....

৫। তাঁতশিল্পী হিসাবে উক্ত সমবায় সমিতিতে কার্যকাল

(মাস বৎসর তারিখ সহ উল্লেখ করিতে হইবে) ....

৬। (ক) দরখাস্ত করার সময় বয়স ....

(খ) বয়সের প্রমাণ হিসাবে যে দলিল দাখিল করিতে পারেন তাহার বিবরণ।

(সাধারণতঃ বয়সের প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলগুলি গ্রাহ্য হইবে— জন্ম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ঠিকুজী-কোষ্ঠী বা জন্ম পত্রিকা, বিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, কলেজ বা অন্য কোনো স্বীকৃত শিক্ষায়তনের সার্টিফিকেট, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সার্টিফিকেট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট (শহরাঞ্চলে)। সরকারী মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট।

৭। বর্তমান পেশা ও আয় ....

৮। পূর্বে অপর কোন পেশা থাকিলে তাহার বিবরণ ....

৯। শারীরিক অক্ষম হইলে অক্ষমতার বিবরণ ....

১০। আত্মীয় স্বজন ছাড়া অন্য কোন সূত্র হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন কিনা, থাকিলে তাহার বিবরণ

....

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

১১। কোন আয় না থাকিলে কি প্রকারে ভরণপোষণের খরচ চলিতেছে ....

১২। (ক) নিজের বাড়ি আছে কিনা, না থাকিলে দেয় বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ ....

(খ) কোন ইউনিয়ন রেট-অঞ্চল পঞ্চায়েত টাকা। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য থাকিলে তাহার পরিমাণ।

১৩। (ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল ....

(খ) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নইলে রিফিউজি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ ....

১৪। আবেদনকারীর স্ত্রী-স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পৌত্র, পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির পূর্ণ বিবরণ :

ক্রমিক	নাম	বয়স	পেশা ও মাসিক আয়	ঠিকানা	আবেদনকারীর সহিত সম্পর্ক	মন্তব্য

১৫। (ক) ইতিপূর্বে এইরূপ ভাতার জন্য আবেদন করা হইয়াছে কিনা। হইলে, কোথায় দাখিল করা হইয়াছে এবং তাহার তারিখ।

(খ) ঐ আবেদন না মঞ্জুর হইয়া থাকিলে সরকারী পত্রের নম্বর ও তারিখ।

(গ) অন্য কোনো ভাতা (যেমন অক্ষমতা— বার্ধক্য ভাতা— কৃষকভাতা— বৈধব্য ভাতা) পাইতেছেন কিনা। পাইলে, তাহার বিবরণ।

১৬। ভাতা মঞ্জুর হইলে কোন ঠিকানায় উহা পাইতে চাহেন।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যাদি সত্য।

আবেদনকারীর সহি। টিপসহি

তারিখ ....

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও পদ :

....

....

সনাক্তকারীর সহি

উপরোক্ত বিবরণ সমিতির নথি অনুযায়ী সত্য।

তন্তুবায় সমবায় সমিতির সম্পাদক। চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট

(ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদির সত্যাখ্যান করিলাম। তদন্তে আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। .... দফায় বর্ণিত তথ্যগুলি যথার্থ নয় বলিয়া প্রমাণিত হইল।

(খ) দরখাস্তকারীর বয়স দলিল (..) দ্বারা .... বৎসর বলিয়া প্রমাণিত হইল। .... অনুসারে আবেদনকারীর বয়স স্থানীয় তদন্তে .... বৎসর বলিয়া অনুমান হয়।

(গ) তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতার নিয়মাবলী অনুসারে আবেদনকারী উহা পাইবার যোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(ঘ) নিম্নলিখিত কারণে আবেদনকারী তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতা পাইবার যোগ্য নহেন, তাঁহার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইতে পারে :

(১)

(২)

এখানে দলিলের বর্ণনা দিতে হইবে।

তদন্তকারী আধিকারিক

তাং

পঞ্চায়েত সমিতির মন্তব্য

তাং

চক্রচরনিয়ামক-এর সুপারিশ

তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতার আবেদন মঞ্জুর।

নামঞ্জুর করা যাইতে পারে

হস্ততাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের স্বাক্ষর

তাং

সরকারের নির্দেশ

(আবেদনকারী ফরমটি পূরণ করিবার পূর্বে নিম্নে উদ্ধৃত তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতা বিধির কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারা অনুধাবন করিবেন)

৩। (১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁতশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতা পাইবেন :

(ক) যিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং যাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছে (অথবা বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।

(খ) যিনি কোন তন্তুবায় সমবায় সমিতির সদস্য এবং অনুন্য ১০ বৎসরকাল শিল্পী হিসাবে ঐ সমিতিতে কাজ করিয়াছেন।

(গ) যাঁহার কোন আয়ের পথ নাই এবং যিনি জীবিকা উপার্জন করিতে অক্ষম।

(ঘ) যাঁহাকে ভরণপোষণ করিবার মত কোন আত্মীয় নাই, এবং

(ঙ) দরখাস্তের তারিখে যিনি অনুন্য ১০ বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন।

মন্তব্য : পেশাদার ভিখারীরা এই ভাতা পাইবেন না।

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

৪। (১) হস্ততাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস হইতে দরখাস্তের ফরম পাইবেন এবং সেই সেই অফিসে দরখাস্ত জমা দিবেন।

(২) হস্ততাঁত উন্নয়ন আধিকারিক আবেদনকারী ভাতা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহাকে মাসিক ৬০ টাকা করিয়া ভাতা প্রদান করিবেন।

৫। ভাতা মঞ্জুর হইলে সরকারী আদেশনামায় বর্ণিত তারিখ হইতে ডাকযোগে ভাতা বাবদ টাকা পাঠানো হইবে এবং টাকা পাঠাইবার খরচ সরকার বহন করিবেন।

৬। ভাতা প্রাপককে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দিয়া সরকার ভাতা সাময়িকভাবে বন্ধ বা বাতিল করিতে পারেন যদি ....

(ক) অনুসন্ধানান্তে দেখা যায় যে, অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে, অথবা,

(খ) যে অবস্থায় ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তন হইয়াছে।

৭। ভাতাপ্রাপক তাঁহার ঠিকানার পরিবর্তন — হস্ত ও তাঁত উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে অবিলম্বে জানাইবেন।